CONTENTS

Monday, the 18th July, 1988. **Pages.**

Tuesday, the 19th July, 1988.

Thursday, the 21st July, 1988.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura. on monday, the 18th July, 1988 at 11.00 A. M.

PRESENT

Shri Jyotirmay Nath, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Speaker, 7(Seven) Ministers, 9(Nine) Ministers of State and 38(Thirty-eight) Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে—কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস এবং শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস (সুরমা) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩৫,

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার ঃ—(মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মি ঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩৫,

প্রশ্ন ঃ—

১) বর্তমান কংগ্রেস টি, ইউ, জে এস কোয়ালিশন সরকারের তৃতীয় বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না.

২) যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত উক্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

—উত্তর ঃ—

১) যথা সম্ভব শীঘ্র বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হইতেছে।

২) এখনই সঠিক তারিখ বলা সম্ভব নহে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া):—স্যার, বিষয়টা অত্যন্ত জরুরী, সেই কারণে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই বিষয়টি এই বিধানসভার অধিবেশনের মধ্যে পেশ করা হবে কি না? কারণ এইটা আমরা জানি যে, এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধানসভাতেই পেশ করার নিয়ম। সেই সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা অবিলম্বে বিধানসভায় পেশ করবেন কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, ইতিমধ্যে সরকার ঘোষণা করেছেন যে কর্মচারীদের জন্য ৩য় বেতন কমিশন চালু করা হবে।

শ্রী মতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ৩য় পে কমিশনের রিপোর্ট সরকার এখনও প্রকাশ করেন নি এবং না করার ফলে এই রিপোর্টে কি কি সুপারিশ আছে এই সম্পর্কে শিক্ষক কর্মচারী সহ কেউ এই সম্পর্কে এখনও কিছু জানতে পারেন নি। কাজেই এই রিপোর্টটা এই হাউসের সামনে উপস্থিত করা হবে কি না এবং প্রকাশ করা হবে কি না। দ্বিতীয়ত : আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি স্কেল টু স্কেল রিভিশান যেটা দিয়েছে তা এক এক পত্রিকায় এক এক রকম। তার ফলে সঠিক তথ্য জানা যাচ্ছে না। কাজেই কাদের জন্য কি রিভিশান হচ্ছে সঠিকভাবে এই তথ্য এখানে প্রকাশ করা হবে কি না এবং রিপোর্টের রিপোর্টটি পেশ করা হবে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি যে, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৩য় বেতন কমিশন চালু করবে এবং সেটা খুব শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদ নগর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, আমরা কিছু পে স্কেল ঘোষণা করছি, সেগুলি কি, তা হাউসের সামনে উপস্থিত করবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ঘোষণা ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে, পত্র পত্রিকায় সেটা প্রকাশ করা হয়েছে, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটাকে কার্য্যকরী করবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, পত্রিকা থেকে আমাদের স্কেল জানতে হবে, এখানে কি গভর্ণমেন্ট আছে না নেই ওকে বলতে হবে। স্যার, আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, সরকার আছে বলেইতো কর্মচারীদের জন্য এইটা করা হয়েছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— সরকার থাকলে পত্রিকা থেকে স্কেল জানতে হবে কেন ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, ওনাকে জিজ্ঞাসা করুন না, ২য় পে কমিশনের রিপোর্টটা তিনি হাউসে পেশ করেছেন কি না।

শ্রী দশরথ দেব (রামচন্দ্র ঘাট) :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, বিধানসভার অধিকার আছে। এই পে কমিশন সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত জানার। সেটা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানতে হয়না। এখন বিধানসভা চলছে, কাজেই এই বিধানসভার মধ্যে যে পে-স্কেল গভার্ণমেন্ট দেবেন বলছেন সেটা এই হাউজে উপস্থাপিত করবেন কিনা, তা নাহলে এই বিধানসভার অধিকারকে নেগ্লেক্ট করা হয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— আই থিংক, হি হেজ রিপ্লাইড আরলিয়ার যে অতি শীঘ্র সেটা প্রকাশ করা হবে। মিনস্ এই সেসনে বা হাউজে সেটা প্রকাশ হচ্ছেনা।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, তাহলে উনি বলতে চাইছেন যে, আমরা যেটা ঘোষণা করেছি সেটা পত্র-পত্রিকার কলাপাতা।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ওনারা যে পত্রিকার কথা বলছেন, সেটা হয়ত "ডেইলি দেশের কথা"। সেটা কলাপাতা হতে পারে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মন্ত্রীসভার যে সিদ্ধান্ত বের হয়েছে পত্র-পত্রিকাতে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন কাগজ বিভিন্ন রকম। "দৈনিক সংবাদে" একরমক "ত্রিপুরা দর্পনে" আরেক রকম, তাহলে এখানে কোন্ পত্রিকার রিপোর্ট সরকারী রিপোর্ট সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে, ৩য় পে-কমিশন সরকার চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং আশুশীঘ্র সেটা প্রকাশ করা হবে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মন্ত্রীসভাতে একটা জিনিষ সিদ্ধান্ত হল আর সেটা খবরের কাগজে প্রকাশ হল কিন্তু আমি জানতে চাই যে, সেটা খবরের কাগজে কেন ?

শ্রী দশরথ দেব :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, সরকারী সিদ্ধান্ত জানবার অধিকার এই বিধানসভার আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এখানে জানাতে হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, ইউ আর দ্যা কাস্টোডিয়ান অব্ দ্যা হাউজ। কাজেই আমরা আশা করছি যে, আপনি সুস্পষ্ট বক্তব্য আমাদের সামনে দেবেন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি, এটা আণ্ডার প্রসেস আছে। আমি এর বেশী এখন বলতে পারবনা। আমাকে কেউ বাধ্য করতে পারেন না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদ নগর): মিঃ স্পীকার স্যার, তাহলে আজ পর্য্যন্ত যেসব কথা স্কেইল সম্বন্ধে পত্র—পত্রিকায় বেরিয়েছে সে সবের কোন ভিত্তি নাই। এই হাউজ সেটা ধরে নিতে পারে যেহেতু সেটা এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছেনা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্ট্যাটমেণ্ট অনুযায়ী একটা জিনিষ পরিস্কার হচ্ছে যে, অতি সত্বর সেটা পাবলিশ করা হবে। ইট হেজ নট ইয়েট বিন পাবলিশড।

শ্রী রতনলাল ঘোষ (খয়ের পুর) :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, তৎকালীন বামফ্রণ্ট সরকার ২য় বেতন কমিশনের রিপোর্ট এই হাউজে প্রকাশ করেছিলেন কি ? যদি না করে থাকেন তাললে কি কারণে করেন নাই, সেটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ২য় বেতন কমিশনের রিপোর্ট বামফ্রণ্ট সরকার এই হাউজে প্রকাশ করেন নাই, এমনকি জনগণও জানতে পারে নাই যে, ফটার মধ্যে কি ছিল।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার; মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে অসত্য ভাষন দিয়েছেন। এই রাজ্যের লক্ষাধিক কর্মচারীদের স্বার্থ নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খো করছেন। এইটা মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী জানা আছে কি না যে, দ্বিতীয় পে কমিশনের রিপোর্ট এই বিধানসভায় পেশ করা হয়।

মিঃ স্পীকার :— আই উইল নট এলাউ এনি আদার সাপ্লিমেণ্টারী কোয়েশ্চান অন দিস।

(গণ্ডগোল)

শ্রী দশরথ দেব :— সরকার যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটা এই হাউসকে জানাতে হবে।

শ্রী সুধররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) .— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে, এইটা প্রকাশ করা হবে এবং ভেরী সুন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস (সুরমা) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৭।

শ্রী সুরজিৎ দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ;— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম,বার-৩৭

প্রশ্ন :—

১) বর্তমান আর্থিক বছরে কমলপুর মহকুমার কমলপুর-মরাছড়া-আমবাসা রাস্তা নির্মানের কাজ সম্পন্ন করা হবে কি ?

উত্তর :—

উপরোক্ত রাস্তায় ব্রীজ ও কালভার্ট সহ-মাটির কাজ শেষ হয়েছে এবং হালকা যানবাহন চলাচল করতে পারে।

প্রশ্ন :— ২) যদি উপরোক্ত সময়ে উক্ত রাস্তার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব না হয় তবে ইহার কারণ,

উত্তর :— উক্ত রাস্তার কাজ ধাপে ধাপে হাতে নেওয়া হয়েছে এবং কাজ চলিতেছে। আগামী ১৮৯-৯০ সাল নাগাদ ভারী যানবাহন চলাচলের জন্য কাজটি সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন :— ৩) ইহা কি সত্য যে, উক্ত রাস্তায় কমলপুর সংলগ্ন ধলাই নদীর উপর পাকা পুল তৈরী করা একান্ত প্রয়োজন,

উত্তর :— হ্যাঁ।

প্রশ্ন :— ৪) যদি হ্যাঁ হয় তবে এ বিষয়ে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উত্তর : পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলিতেছে।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই রাস্তার মেটেলিং — এর কাজ কবে থেকে শুরু করা হয়েছে এবং কবে শেষ হবে ?

শ্রী সুরজিৎ দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী :—মিঃ স্পীকার স্যার, বিভিন্নভাবে এই মেটেলিং এর কাজ নেওয়া হয়েছে। তবে ১৯৮৮-৮৯ ইং সালের বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া গেলে ১০ এম, পি, হইতে ১৬ এম, পি. রাস্তার কাজ তৈরী করা সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— ৩নং প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদায় বলেছেন যে এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। আমি জানতে চেয়েছিলাম যে, ইনভেসটিগেশনের কাজ কবে শুরু হয়েছিল এবং কবে শেষ হবে এবং পরবর্তী অবস্থায় কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— (মুখ্যমন্ত্রী) :— এখানে বলা হয়েছে যে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং এটা করা শেষ হলে অতি শীঘ্রই কাজ আরম্ভ করা হবে।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— আমার প্রশ্ন ছিল কখন শুরু হয়েছিল এবং কবে শেষ হবে ?

শ্রী সুরজিৎ দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— ৩ নংপ্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলাম ' হ্যাঁ '। এটার মধ্যে সন তারিখ বলতে গেলে ১৯৮৮-৮৯ বলেছি ! এটাই তো উত্তর।

মিঃ স্পীকার :— অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৯।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৯।

প্রশ্ন :—

১। বিলোনীয়া হতে শ্রীনগর পর্যন্ত রাস্তার উপর কয়টি পুল আছে এবং

২। সব কয়টি পুল চলাচলের উপযোগী কি না ;

৩। বিলোনীয়া হতে ঋষ্যমুখ পর্যন্ত রাস্তাটি পীচ হয়েছে কি না, এবং

৪। না হয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর :—

১। ২৮টি।

২। হ্যাঁ।

৩। বিলোনীয়া হইতে ঋষ্যমুখ পর্যন্ত রাস্তাটির পুরাতন পীচ নষ্ট হওয়াতে পুনরায় মেটেলিং ও পিচ করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

৪। ৩ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বর্ষাকালে বিলোনীয়া শ্রীনগর রাস্তায় বাস যাতায়াত অনির্দিষ্ট কালের জন্য মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়, এর ফলে বাস যাত্রীদের দুর্ভোগ হয় এবং এ' পুলগুলি কবে নাগাদ ঠিক করা হবে যাতে বর্ষাকালে বাস চলাচল বন্ধ না হয় ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— বিলোনীয়া থেকে রাস্তার দৈর্ঘ ২০ কিলোমিটার পীচ হয়েছে পাঁচ কিলোমিটার। তবে বর্তমানে ২০ কিলোমিটার রাস্তার সারফেস গুড কনডিশনে আছে। সাড়ে আট কিলোমিটার রাস্তার কার্পেটিং এখন করা যাচ্ছে না। আশা করা যাচ্ছে কার্পেটিং-এর কাজ যেটা বাকী রয়েছে সেটা ১৯৮৮ সালেই শেষ করা যাবে।......

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায়

শ্রী রসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :— কোয়েশ্চান নং ১৩৫

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— কোয়েশ্চান নং ১৩৫

প্রশ্ন :—

ক) সোনামুড়া বিভাগের রুদিজলা গাঁওসভায় ইরিগেশানের জন্য যে ডীপ টিউবওয়েলটি বসানো হইয়াছে তাহা দ্বারা কবে পর্য্যন্ত জলসেচের কাজ শুরু হইবে ?

খ) কবে থেকে পাইপ লাইনের কাজ করা শুরু হইবে ?

গ) ইহা কি সত্য এই স্কীমটি পূর্বেকায় সরকার আপস্ট্রীমের জমি বাকী রেখে ডাউন ষ্টিমের জমিতে বসান হইয়াছে ?

উত্তর :—

ক) সোনামুড়া বিভাগের রুদিজলা গাঁওসভার পোয়াংবাড়ী ডীপ টিউবওয়েল স্কীমটি এই বছরের মধ্যেই চালু করে জলসেচের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

খ) আগামী শুখা মরশুমে অর্থাৎ নভেম্বর ৮৮ ইং মাসের মধ্যেই পাইপ লাইনের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

গ) এই তথ্য জানা নাই। তবে তৎকালীন বি ডি সির সঙ্গে পরামর্শক্রমে কারিগরী দিক বিবেচনা করে স্কীমটির স্থান নির্ধারিত হয়েছে।

শ্রী রসিকলাল রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, এই রুজিজলার ১৯৮৪ সালে একটা স্কীম সেংশান হয়েছিল কিন্তু সেখানে ডিপ টিউবওয়েলের নয় সেখানে লিফ্‌ট ইরিগেশানের স্কীম করার কথা ছিল সেখানকার মাঠটি বিরাট। সেটা না করে সেখানে মাত্র ৫/৭ কানি জমিতে কয়েকজন দলীয় লোকের উপকারের কথা চিন্তা করে সেটা করা হয়েছিল। অথচ সেখানে ২/৩ শত একর জমিকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। '৮৬ ইং সালের একটি ডিপ টিউবওয়েলের স্কীম সেংশান হয়। এবারও দেখা গেল যে, আপস্টিমের জমিতে না বসিয়ে সেটিকে ডাউন স্টিমের জমিতে বসান হয়েছে। ফলে এইবারও আড়াই শত একর জমি বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এই অবস্থায় আপস্টিমের জমিগুলির কথা চিন্তা করে সরকার সেখানে আর একটি স্কীম সেংশানের বিষয়টি বিবেচনা করবেন কি না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আগে এই ধরণের গণ্ডগোল অনেক হয়েছে। এই সরকার সেগুলি বিবেচনা করে দেখবে। কিন্তু এই প্রকল্পটির কাজ আরম্ভ হয়ে শীঘ্রই শেষ হবে বলে আশা করছি। এটা শেষ হলে ২০ হেক্টার জমি জলসেচের আওতায় আসবে।

এর জন্য খরচা পরবে ৩.৩৫ হাজার টাকা। আপস্টিমের জন্য কোন পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব হবে কি না সরকার সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখবেন।

শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় এই রকম বহু ডিপ টিউবওয়েল অচল হয়ে আছে। আমি এস. ডি. ও. র সংগে দেখা করেছিলাম তিনি আমাকে বলেছেন যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাম্প অপারেটার না থাকায় সেগুলি মেরামত করা যাচ্ছে না। সেগুলি চালু করা যাচ্ছে না। এই সব টিউবওয়েলগুলি স্থাপনের সময় প্রয়োজনীয় অপারেটার নিয়োগ করার জন্য সেংশান ছিল কি না। যদি থাকে তাহলে কেন সেগুলি করা হল না। বর্তমান সরকার এইগুলি চালু করার জন্য ইমার্জেন্সী বেসিসে ব্যবস্থা নেবেন কি না?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যে সমস্ত ডিপ টিউবওয়েল করা হয়েছিল, সেগুলি পাম্প অপারেটারের অভাবে কমিশন করা যাচ্ছে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের সংঙ্গে আলোচনা করেছি এবং আশা করছি খুব শীঘ্রই সেগুলি চালু করা যাবে। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ডিপার্টমেন্টকে প্রেসার দেওয়া হয়েছিল লোক নেওয়ার জন্য। পাম্প অপারেটারের কাজ টেকনিকেল ওয়ার্ক। আই টি আই থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত লোক নিযুক্ত করে আমরা শীঘ্রই এগুলি চালু করার জন্য চেষ্টা করছি।

শ্রী গৌরীশঙ্কর রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পাম্প অপারেটারের কাজে রিপেয়ারিং ইত্যাদি কাজের জন্য টেক্‌নিকেল লোকের প্রয়োজন হয় না। আমার কাছে বহু ছেলে আসে ওরা বলছে যে, তারা পাম্প মেশিন চালাতে পারে। বিগত সরকারের আমলে ওরা অ্যাপলাই করেছিল চাকুরীর জন্য। কাজেই শর্ট কোর্স ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে এই সমস্ত ছেলেদেরকে দিয়ে সরকার কাজ করাবেন কি না, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্যের প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৬৪।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৬৪।

প্রশ্ন :—

১) উত্তর ত্রিপুরা ভগবান নগর হইতে মুরোয়াই বাড়ী ভাইয়া ভেওরা ছড়া রাস্তাটি ইট সলিং-এর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা?

২) যদি ইট সলিং-এর কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাহা হইলে মেটেলিং এবং কারপেটিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

৩) যদি পরিকল্পনা থাকে তাহা হইলে কবে নাগাদ কাজটি আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়?

৪) যদি না থাকে তাহলে তার কারণ?

উত্তর :—

১) উপরোক্ত রাস্তার মোট ৮ কিঃ মিঃ রাস্তার মধ্যে ৬ কিঃ মিঃ রাস্তার ইট সলিং-এর কাজ করা হয়েছিল। ইতি মধ্যে রাস্তাটি এ. ডি. সি.কে হস্তান্তর করায় পূর্ত্ত দপ্তর আর কোন কাজ করে নাই।

২) রাস্তাটি বর্তমানে এডিসির অন্তর্ভুক্ত।

৩) দুই নং প্রশনের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৪) যেহেতু রাস্তাটি এডিসির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাঙ্খল (কুলাই) :— সাপলিমেনটারী স্যার, আমি জানি উক্ত রাস্তাটি এ,ডি, সির অন্তর্ভুক্ত কিন্তু রাস্তাটি অকেজো থাকায় যাতায়াতের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। থাউজেনট অব পিপ,ল এই রাস্তাদিয়ে আসা যাওয়া করে। কাজেই সরকারের পক্ষ থেকে এ,ডি,সিকে অনুরোধ করে কাজটা করা যায় কি না, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদায় দেখবেন কি না। কারণ সারা ত্রিপুরার বিশেষ উত্তর ত্রিপুরার মনু ঘাট, দেল ছড়া, কাঠাল ছড়া এবং দেওছড়ার লে.ক এই রাসতা দিয়ে যাতা-য়াত করে।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাঙ্খল :— সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরার মনুঘাট, দামছড়া, কাঠালছড়া, দেওয়া প্রভৃতি এ. ডি. সি. এলাকার সমস্ত রাস্‌তাই অকেজো অবস্থায় আছে। সর-কার থেকে এই রাস্‌তাগুলি ঠিক করার জন্য এ. ডি. সি. কে প্রচুর টাকাও দেওয়া হয়েছে, রাস্‌তা ঠিক করার জন্য স্যাংকশনও হয়েছে তব, এ. ডি. সি. কাজ করছে না তা ঠিক কিনা ?

৩য়তঃ, এ. ডি. সি. এর সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা জানতে পারি, এই সমস,ত কাজের জন্য প্রয়োনীজয় স্টাফ নেই, তাই করা যাচ্ছে না। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন থাকা সত্ত্বেও, এবং ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক জেলা পরিষদ অনেক দিন আগে চালু হওয়া সত্বেও এই নিয়োগ না করার কারণ কি ? এই নিয়োগগুলি তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করে রাস্‌তাঘাটগুলি মেরামাতির কাজ হাতে নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার থেকে এ, ডি, সি এর সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, একথা ঠিক যে, এ, ডি, সি, কে বহু টাকা রাজ্য সরকার দিয়েছে। সেই সমস্‌ত টাকার অনেকটা খরচ করা হয় নি। মাননীয়, সদস্যের উল্লেখিত রাস্‌তা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হবে। এছাড়াও অন্যান্য রাস,তা সম্পর্কে কারোর নজরে থাকলে তা সরকারের গোচরে আনলে আমরা এ, ডি, সি, এর সঙ্গে যোগাযোগ করে উদ্যোগ গ্রহণ করব। এই হাউসে আমি আগে ও বলেছি, এ, ডি, সি এর ভূমিকা কি ? ওরা সব সময়ই সরকারের সঙ্গে নন-কো-অপারেশনের ভূমিকা নিয়েছে। মাননীয় মেম্বারদের এটুকু ইচ্ছাও নেই যে, সরকারের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করা উচিত।

শ্রী দশরথ দেব : — এ, ডি, সি এর মেম্বাররা মন্ত্রীদের কাছে ধর্ণা দেয় কি তা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, এ,ডি সি এর কাজ কর্ম করার জন্য সরকার থেকে টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু সরকার এটা লক্ষ্য করেছে কিনা যে প্রয়োজনীয় ইঞ্জিনীয়ারিং স্টাফ এ, ডি সি এর হাতে নেই। শুধু ইঞ্জিনীয়ারিং স্টাফ কেন, সাধারণ কেরানী নিয়োগ বন্ধ আছে। রাজ্য সরকারের হুকুমে এটা ঠিক কিনা তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি ?। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতেচাই, প্রয়োজনীয় স্টাফ নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্য সরকার এ, ডি সি র সঙ্গে সহযোগিতা সরকার প্রতিশ্রুতি দেবেন কি না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—এ,ডি সি,তে কেন ষ্টাফ নিয়োগ সরকারী হুকুমে বন্ধ করা হয়েছে তার কারণ আমি এই হাউসে জানাচ্ছি। ইতিমধ্যে আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে, ষ্টাফ নিয়োগের নিয়মকে ধুলিস্যাৎ করে তদানীন্তন এই দপ্তরের পি, ডব্লু, ডি, মিনিষ্টারের স্লিপে ৯৯৬ জনকে চাকুরী দিয়েছেন। যদি চান, তাহলে আমি প্রতিলিপি এই হাউসে দিতে পারি। এই কাজে যদি সরকার থেকে হস্তক্ষেপ করা না হত, তাহলে উপজাতিদের স্বার্থ এবং এ, ডি, সি, এর অন্তর্ভুক্ত লোকদের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হত না।

এবং পোষ্ট ক্রিয়েশানের ব্যাপারে তারা সরকারের অনুমোদন নেন নি। ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার মানা হয়নি এবং যে সমস্ত নিয়ম আছে, ইন্টারভিউ নেওয়া, ইন্টারভিউ বোর্ড গঠন করা, সেই সমস্ত না করে মন্ত্রীদের লিষ্টের উপর ভিত্তি করে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত অভিযোগ আমার কাছে আছে। স্যার, যদি উনারা চান তাহলে আপনার মাধ্যমে সেই তথ্য আমি হাউসে পেশ করতে পারি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এ ডি, সির ষ্টাফ কি ভাবে নিয়োগ হবে সেটার জন্য এ, ডি, সির রিক্রুটমেন্ট রুলস আছে এবং এ, ডি, সি, কোন সরকারী নিয়মকানুনাধীন নয়। উনারা একটা কমিশন নিযুক্ত করেছেন সেই কমিশনেইতো তা প্রমাণিত হবে যে, সেখানে ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার মানা হয়েছে কিনা। ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের স্পষ্ট ধারনা আছে বলে আমার জানা নেই। ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার অনলী এপ্লিকেবল ফর শিডিউল কাষ্ট এ্যাণ্ড শিডিউল ট্রাইবস। শিডিউল কাষ্টদের জন্য নির্দ্ধারিত পোষ্ট অন্য কারো দ্বারা ফিল্ড আপ করা যাবে না। শিডিউল ট্রাইবসদের জন্য নির্দ্ধারিত পোষ্ট অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না। যেহেতু এ, ডি, সিতে শিডিউল ট্রাইবস পপুলেশান বেশী সে অনুযায়ী সেখানে রোষ্টার মেনটেন হবে। নন রিজার্ভ পোষ্টের জন্য সংবিধানে কোন বাধা নেই। এই জিনিষগুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) —স্যার, এস, টি, কোটায় দেওয়া হয়েছে জেনারেলকে, উনি নিজে দিয়েছেন। আমি তো বলেছি, এই হাউস যদি চায় তাহলে আমি কাগজ প্রডিউস করতে পারি।

শ্রী দশরথ দেব ঃ—এটা অত্যন্ত অসত্য কথা স্যার, এই এপয়েন্টমেন্টটা এ, ডি, সি দেয়। উনি মুখ্যমন্ত্রী পদে থেকে উনি নিজে দিয়েছেন। এই যে বক্তব্য এটা একেবারে অসত্য। এরকম বাজে কথা একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা আশা করতে পারি না।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, উনার সই করা ফাইল আমি দিতে পারি। উনি এ, ডি, সির কে ছিলেন ? উনি নিজেই বলছেন এ, ডি, সি-তে হস্তক্ষেপ করা যায় না। উনি এ, ডি, সিতে চাকুরী দেবার কে ছিলেন ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য শেষ না হওয়ার আগেই মাননীয় বিরোধী দলের উপনেতা ইন্টারফেয়ার আরম্ভ করেছেন। অথচ নিজেকে গুড পার্লামেন্টারীয়ান বলে পরিচয় দেন। অথচ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই উনি ইন্টারফেয়ার আরম্ভ করেছেন।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ অসত্য ভাষণ এখানে দিয়েছেন। উনি বলেছেন যে ৯০০ র উপর চাকুরী দেওয়া হয়েছে এবং প্রাক্তন পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের স্ত্রীকে ও চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি কারও স্ত্রীর কথা বলিনি। আমি বলেছি বিরোধী দলের উপনেতার স্বাক্ষরিত তালিকা দেওয়া হয়েছে।

শ্রী দশরথ দেব :—ঐ রকম গভর্ণমেন্ট তখন ছিল না। এটা এখন তৈরী হয়েছে। নিজের লোককে ৩০ হাজার ট্যাক্স মুকুব করে দিয়েছে ঐরকম গভর্ণমেন্ট তখন ছিলনা।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, রিসেসের পর উনারা ইচ্ছা করলে আমার বক্তব্য শুনতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী বাদল চৌধুরী, শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া, শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া :—কোয়েশ্চান নং ১৭৩ স্যার।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৩।

১) প্রশ্ন : টি. আর. টি সিতে দুইভাবে সহ অন্যান্য তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতিদের সংরক্ষিত পদকে ডি রিজার্ভেশন করা হয়েছে কি?

উত্তর : উক্ত সংরক্ষিত পদগুলিকে ডি রিজার্ভেশন করা হয় নাই।

২) প্রশ্ন : যদি হয়ে থাকে তাহলে কি কারণে কোন্ কোন্ পদের জন্য করা হয়েছে এবং পদ ভিত্তিক সংখ্যা,

উত্তর : ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন : বর্তমানে টি. আর টি সিতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী পদে কর্মচারীর সংখ্যা কত এবং তার মধ্যে কত জন তফসিলী উপজাতি ও তফসিলী জাতি ভুক্ত (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর আলাদা হিসাব) টি আর টি সিতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী পদে মোট কর্মচারীর সংখ্যা ৯০৯ জন।

উত্তর : তৃতীয় শ্রেণী—এস টি-৬৪ জন, এস সি-৬১ জন, টোট্যাল ১২৫ জন।

চতুর্থ শ্রেণী—এস টি.-২৪ জন, এস সি ৪১ জন, টোট্যাল ৬৫ জন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানাবেন কি যে, কংগ্রেস-টি. ইউ. জে. এস যুক্ত সরকার আসার পর নব গঠিত টি. আর. টি. সির পরিচালন বোর্ড সেই পরিচালন বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ? ড্রাইভারদের তিনটি পদ সেখানে সেই পদগুলি যেগুলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ছিল, সেগুলি ডি-রিজার্ভ করা হয়েছে ? এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি কোন বোর্ডের ডি-রিজার্ভ করার কোন ক্ষমতা নেই, সেটা নিয়ম নয়, সেটা কেবিনেট করে। স্যার, এই সরকার একটা পোষ্টও ডি রিজার্ভ করেনি। হাউস যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি এই তথ্য দিতে পারি যে, এই কয় বছরে কতটা পোষ্ট উনারা ডি রিজার্ভ করেছেন।

শ্রীদীপক রায় ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিরোধী বেঞ্চ থেকে মাননীয় সদস্যরা টি আর টি সিতে ডি-রিজার্ভ নিয়ে তাঁরা অনেক হাল্লাচিল্লা করেছেন, রাস্তা-ঘাটে অনেক প্রশ্ন তুলেছেন. তাই আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি—তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার-এর সময়ে এই টি. আর টি সিতে ৬৭টা বোর্ড মিটিং-এ এবং ১৩-৮-৮২ ইংরাজীতে এজেণ্ডা নাম্বার থ্রি ১০টা পোষ্ট ইউ ডি সি ক্লার্কে-এর ১০টি রিজার্ভ কোটাকে ডি রিজার্ভ করা হয়েছিল। আজকে আপনারা কোন সাহসে বলছেন যে, এই কংগ্রেস, টি. ইউ জে. এস সরকার ডি-রিজার্ভ করেছেন সেই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, আমি বিভিন্ন দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছি এবং ইতিমধ্যে সে সমস্ত তথ্য আসতে শুরু করেছে। এই হাউস যদি অনুমতি দেন তাহলে কতটা পোষ্ট ডি রিজার্ভ করেছেন এটা বলতে পারি।

শ্রীদীপক রায় (বড়জলা) ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, পাশাপাশি ওরা ১০টা পোষ্ট ইউ ডি ক্লার্ক পোষ্ট রিজার্ভ করেছেন কিন্তু এই ভাবে ১০টা পোষ্ট যদি রিজার্ভ করতে হয়, তাহলে জেনারেল পোষ্ট তৈরী করে তারপর করতে হয়। কিন্তু সেটা করা হয় নি। একটা নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী করতে হয় কিন্তু সেটা না করে জেনারেল করেছেন রিজার্ভকে বাদ দিয়ে, এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, এই ধরনের অভিযোগ আমরা পেয়েছি। আমি আগেই বলেছি সেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহাধীন। যদি উনারা তথ্য চান তাহলে এই হাউসে আমি দিতে পারি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি এই তথ্য উপস্থিত করেন তাহলে ভালই হয়। আমাদের যতটুকু জানা আছে টি. আর টি. সিতে কোন পোষ্ট ক্রিয়েশান না করে, এডিশন্যাল জেনারেল পোষ্ট ক্রিয়েশান না করে ডি-রিজার্ভ করা হয় নি। ডাইরেক্ট কোটা এস.টি, এস.সির কোটা পুরাপুরি রেখে করা হয়েছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি তো আগেই বলেছি সেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহাধীন আছে। এই হাউস ২১ তারিখ পর্য্যন্ত আছে। উনারা যদি তথ্য চান তাহলে আমি দিতে পারি।

শ্রীদশরথ দেব : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিনা, হানড্রেড পারসেন্ট রোষ্টার ৩ বৎসর ক্যারি ফরওয়ার্ড হয়। ৩ বৎসর ক্যারি ফরওয়ার্ড করার পরও সেই পোষ্ট-এ অ্যাভেইল্যাব্‌ল ক্যাণ্ডিডেট না থাকে, সেই-ই পার্টিকুলার কর্মী। যদি ওয়ার্ক লোড বেশী হয়, টেকনিক্যাল কেণ্ডিডেট পাওয়া যায়না, যেমন মেডিক্যাল বলুন, ইঞ্জিনীয়ারই বলুন, ওভারশীয়ারই বলুন, সেইসব ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট কিছুটা পারসেনটেজ ডিসিশান করে ডিরিজার্ভ করে। এইটা সব স্টেটেই আছে। আপনারা কোন ডাক্তারখানা বন্ধ রাখতে পারবেননা, যদি আপনারা ট্রাইবেল কোটা অনুযায়ী ডাক্তার না পান, ইঞ্জিনীয়ার না পান এবং তার পারসেনটিজ আপনাদের ডি-রিজার্ভ করতে হবে। এইটাই প্রশ্ন না, এইটা অর্ডিনারী ক্লাস ফোর।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা সরকারে আসার পর এইটা ঘোষণা করেছি। কোন অবস্থায়ই এই সরকার হানড্রেড পারসেন্ট রোষ্টারের অমান্য হবেনা। সম্পূর্ণ আইন মেনেই এই সরকার নিয়োগ করবেন। প্রয়োজন হলে সেসমস্ত কোটা পূরণ করার জন্য আমরা কার্যকরী ব্যবস্থা নেব।

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কিনা, হেলথ দপ্তরে সিড়্যাল ট্রাইবদের জন্য রিজার্ভ করা পোষ্টে নন সিড্যাল দেওয়া হয়েছে রিসেন্টলি। এইটা মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা, জানা না থাকলে তদন্ত করে হাউসে উপস্থিত করবেন কিনা।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—এইটা সত্য না। উনার কাছে তথ্য থাকলে উনি দিতে পারেন।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী তদন্ত করে দেখবেন কিনা, টি. আর. টি. সিতে কোন হানড্রেড পারসেন্ট রোষ্টার মানা হয়নি বিগত সরকারের আমলে। বরঞ্চ এস টি/এস. সি পোষ্টগুলি ডি-রিজার্ভ করা হয়েছে। কিছুদিন আগে পত্র পত্রিকায় সমালোচনা উঠেছিল এস টি/এস. সি ড্রাইভার প্রমোশান পোষ্টের ব্যাপারে প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, উনি ভাল করেই জানেন। জানা সত্ত্বেও এস. টি/এস. সি প্রমোশন কোটাতে ড্রাইভার প্রমোশন কোটাতে উনারা ডাইরেক্ট রিক্রুট-এর জন্য কোন প্রভিশন তারা করেন নাই কেন? এইটার জন্য বর্তমান যুক্ত সরকারত দায়ী নয়, এইটার জন্য দায়ী বিগত খুনী বামফ্রন্ট সরকার। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী তদন্ত করে দেখবেন কিনা।

শ্রীদিলীপ সরকার (বাধারঘাট) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় বিরোধী বেঞ্চের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলছি, টি. আর টি. সির কথাই বলছি। ফিফটি সেভেনথ মিটিং ২৩ ১২-৭৮ অ্যাজেণ্ডা নং ১১ অন্যায়ভাবে আপনারা ১১ জনকে রেগুলার করেছেন। ওদের জয়েনিং ডেট্ ছিল ১-১-৭৫ এ আপনারা বোর্ড

মিটিং-এ ইললিগেলি ডিসিশান নিয়ে ৩১-১২-৭৪ ২দিন ব্যাক্ ডেট্ দিয়ে তাদের রেগুলার করেছেন। তাদের অন্যায়ভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন। এই ধরনের অন্যায় কাজ কি করে করলেন। এই ধরনের অন্যায় কাজ করার জন্য কে আপনাদের অধিকার দিয়েছিল ? এই তথ্য সম্পর্কে কিছু জানাবেন কিনা।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—এইসব বহু তথ্য আমার কাছে আছে, বহু অভিযোগ আমার কাছে আছে। আমরা তদন্ত করছি। আমরা ১০ বৎসরের যারা কন্টিনজেন্ট রয়েছে, ২ বৎসরের বা ১ বৎসরেরও যারা কন্টিনজেন্ট রয়েছে, যারা সদ্য যোগদান করেছেন তাদের রেগুলার করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী গোপালচন্দ্র দাস।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২২৫।

শ্রী সুরজিত দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে প্রশ্ন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস। ১নং প্রশ্ন হলো, ইহা কি সত্য রাজ্যের সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর পি. ভি. সি পাইপ সরবরাহ করার জন্য সর্বনিম্ন দরপত্র দাখিলকারীকে বাদ দিয়ে নং ৫, ই ই, আর ই এস্ ও, ডি এন্, ৮৭-৮৮ এক আদেশমূলে সর্ব্বোচ্চ দরপত্র দাখিলকারী সংস্থা উৎকল অ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রীজকে প্রায় ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকার বিল পাইয়ে দেয়। উত্তর :—প্রশ্নের উল্লেখিত আদেশমূলে লম্বা বিল পাইয়ে দেওয়ার বিষয়গুলি সত্য নহে এবং এই প্রশ্ন যিনি করেছেন ওনার কাছে আমার অনুরোধ, ওনার সম্পর্কে আমি বহু কথা শুনেছি যে উনি নাকি সত্য তথ্য পরিবেশন করেন এবং সৎব্যক্তি। কিন্তু এই প্রশ্নটার সম্পূর্ণ তথ্যটাই ভুল।

তারপর ২নং প্রশ্ন—সত্য হলে তার কারণ কি ? এই প্রশ্নটা উঠতেই পারে না, কারণ মূল প্রশ্নটাই ভুল।

তবু আমি সদ উত্তরের জন্য বিধানসভার কাছে যেহেতু আমার চরিত্র হনন করা হয়েছে তার জন্য আমি উত্তর একটা তৈরী করেছি। বিল কাউকে পাইয়ে দেওয়া হয়নি, টেণ্ডার পত্র গ্রহণ করতে তাকে বলা হয়েছে। টেণ্ডার যে করেছে তারটা যে এক্সেপটেড তাই তাকে তা গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে। বিল আসবে কোথা থেকে। আমি মাল সাপ্লাই না দিলে আমার বিল পাব কিভাবে। এই টেণ্ডারটা হয়েছিল আমরা আসার ৩, ৪ মাস আগে। এখানে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ আগের যিনি পূর্তমন্ত্রী তিনি এইটা জানেন এর আগেও মাল সাপ্লাই হয়েছে প্রকাশ অ্যাণ্ড জেন্স ইণ্ডাস্ট্রীজ থেকে, আমরা এসে এই বিলটা আটকিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর ওর পাইপ অর্ধেক রিজেক্ট করেছি, ভাল মালগুলি রেখে দিয়েছি এবং তারপর যতটুকু বিল পাওয়ার ততটুকু বিল দিয়েছিলাম। তবু এখানে আমি সকলের উদ্দেশ্যে এবং ত্রিপুরার জনগণের উদ্দেশ্যে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে বলতে চাই যে, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের প্রয়োজনে পি, ভি, সি পাইপ সংগ্রহের নিমিত্ত ১৯৮৭-৮৮ সনে সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে যথাযথ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং প্রত্যুত্তরে মোট ৬টি দরপত্র পাওয়া যায়।

সর্বনিম্ন দরপত্রকারী প্রতিষ্ঠানটি মেসার্স যশোয়াল প্লাষ্টিক, পরবর্ত্তীস্তরে কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধির কারণে অতিরিক্ত ২০ শতক মূল্য বৃদ্ধির দাবী করার কারণে ঐ প্রতিষ্ঠানটি আর নিম্ন দরপত্রকারী থাকেনি।

২য় নিম্ন দরপত্রকারী সংস্থা মেসার্স জৈন কম্পাউণ্ডিং ফরমুলেশান দরপত্রের সর্ত ভঙ্গ করে ধর্মনগর পর্য্যন্ত রেলে মাল সরবরাহ করার সর্ত আরোপ করে এবং মোট মূল্যের শতকরা ৭৫ শতাংশ আগাম (এডভান্স পেমেন্ট) দাবী করে। সুতরাং সেটাও আইনানুগভাবে গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

অতঃপর তৃতীয় একটি সংস্থা মেসার্স কৈশান প্লাষ্ট যার দরপত্র বিবেচিত হয়েছিল। তাদেরকে দরপত্রের সময়সীমা বর্দ্ধিত করিবার জন্য টেলিগ্রাম ও রেজিষ্টার্ড চিঠি পাঠিয়ে অনুরোধ করা হয়েছিল কিন্তু উক্ত সংস্থা কোন জবাব দেয়নি। তথা দরপত্রের সময়সীমা বাড়ায়নি। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেসার্স উৎকল এগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রিজ হাউরার দরপত্র সর্ব্বনিম্ন দরপত্রকারী হয়ে যায় এবং এই সংস্থা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত শর্তাবলী মেনেই দরপত্র দাখিল করে এবং সাপ্লাই এড ভাইজারী বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এই সংস্থার দরপত্র গ্রহণ করা হয়।

সাপ্লাই এডভাইজারি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এন এস এস দরপত্র গ্রহণ করেছে। যার আর্থিক মূল্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় বিক্রী করসহ ১ কোটি ৬ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬ শত ১০ টাকা ৮০ পয়সা মাত্র। প্রশ্নে উল্লেখিত নাম্বার সঠিক নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি একটা আবেদন করতে চাই যে,—যে প্রশ্ন মিথ্যা, সে প্রশ্ন করার কি মানে। সত্যই একমাত্র পথ। এই পথ অবলম্বন করার জন্য আমি আবার বিরোধীদের কাছে আবেদন করছি। আমি সেদিনও বলেছি আবার আজও বলছি। জয়হিন্দ,

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যা বলেছেন তাতে একটা জিনিষ পরিষ্কার যে, যিনি ৪র্থ লোয়েষ্ট হয়েছেন তাকেই কাজটা দেওয়া হয়েছে। আর ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা উনি ন্যায়সঙ্গত কারণেই অস্বীকার করেছেন। তাহলে আমরা কি ধরে নিতে পারি যে, যিনি ৪র্থ লোয়েষ্ট হয়েছেন তাকেই পাইয়ে দেওয়া হয়েছে?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী কি কারণে কি হয়েছে সেটা পরিষ্কারভাবে বলেছেন। সুতরাং, উনি যা উত্তর দিয়েছেন তাতে কারা পেয়েছেন প্রথম কেন পায়নি, ২য় কেন পায়নি বা ৩য় কেন পায়নি, সে রকম আর কিছু আসেনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, একটা প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে থাকে যে, কেন রি-টেণ্ডার করা হয়নি যেখানে রি-টেণ্ডার করা উচিত ছিল। যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার সেখানে রি-টেণ্ডার করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে বিরাট একটা টাইম-গ্যাপ রয়েছে। ডিপার্টমেন্ট দেখেছেন যে, যদি রি-টেণ্ডার করা হয় তাহলে প্রাইস স্যাক্লেশন হবে। সেজন্য রি-টেণ্ডার করা হয় নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এভাবে একজন লোককে যিনি ৪র্থ লোয়েষ্ট হয়েছেন তাকে লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপার যেটা, সেটা একটা স্ক্যাণ্ডালিং সে সম্পর্কে তদন্ত করা হবে কিনা। এইযে একটা দুর্নীতি সেটা সম্পর্কে তদন্ত করে এই সভায় সে রিপোর্ট পেশ করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এই দরপত্র ওনাদের আমলে ওনারা করেছেন। কাজেই এখন ৪র্থ কি ৫ম সে প্রশ্ন উঠেনা। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, যারা ১ম লোয়েষ্ট হয়েছে তারাই বেশী দাম চাইছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—আরে বসুন মশাই। জনস্বার্থেই এটা করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার।

[Written Replies to the remaining Starred and Unstarred Questions were laid on the Table of the House. ANNEXURES—"A" & "B"]

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ....

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, এইটা রিজেকটেড, ইট ইজ নট এ মেটার অব সো আর্জেন্ট সো আই কেননট এলাউ ইট।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ—আপনারা বসুন, আমাকে সভার কাজ চালাতে দিন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এস, পি. সেটা স্বীকার করেছেন.......... (গণ্ডগোল)

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—আমি এটাকে আর এলাউ করছিনা। এখন রেফারেন্স পিরিয়ড।

(বিরোধী দলের সদস্যরা ওয়াক-আউট করেন।)

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড, আমি আজ তিনটি নোটিশ মাননীয় সদস্যগণের নিকট হইতে তাঁদের বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। সেই নোটিশগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং প্রত্যেক বিষয়ের পাশে যে সদস্য মহোদয় নোটিশ দিয়েছেন তার নাম উল্লেখ করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল সরকার, হি ইজ এবসেন্ট, সো ইট ইজ ফলস্ থ্রো।

মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী। হি ইজ অলসো অ্যাবসেন্ট। সো হিজ নোটিশ অলসো ফলস্ থ্রো।

মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া। হি ইজ অলসো অ্যাবসেন্ট। সো হিজ নোটিশ অলসো ফলস্ থ্রো।

এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আজকের কার্যসূচীতে ৪টি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের বিবৃতি প্রদানের কথা অন্তর্ভূক্ত আছে। উল্লেখ্য বিষয়গুলোর প্রথমটি গত ১২-৭ ৮৮ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মণ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—

"গত ২০শে মে সোনামুড়া বিভাগের মোহনভোগ গ্রাম নিবাসী জুট মিল শ্রমিক ভরতমুনি নোযাতিয়াকে মেলাঘর বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে একদল দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক মারধোর করে বে-আইনী অস্ত্র হাতে তুলে দিয়ে গ্রেপ্তার করানো সম্পর্কে।"

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :—উপরে বর্ণিত ঘটনা সত্য নহে।

তবে গত ২০-৫-৮৮ ইং প্রায় ৩-৩০ মিঃ এর সময় মেলাঘর অধিবাসী জনৈক সরোজ মিশ্র মেলাঘর পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে জানান যে মেলাঘর বাজারে একজন যুবককে একটি পিস্তল সহ স্থানীয় জনসাধারণ আটক করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত সংবাদ মেলাঘর পুলিশ ফাঁড়িতে লিপিবদ্ধ করা হয়। (যার নং ৫১৭ তাং ২০ ৫-৭৮ ইং)। পুলিশ সংগে সংগে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় এবং মেলাঘর বাজারের মাতৃ ভাণ্ডারের সামনে পৌঁছলে মেলাঘরের অধিবাসী শ্রী প্রবীর পাল এই মর্মে লিখিত অভিযোগ করেন যে, ২০-৫-৮৮ ইং বেলা ৩ •৫ মিঃ-এর সময় তিনি মেলাঘর বাজার হতে ব্লকে আসবার সময় মাতৃ ভাণ্ডার মিষ্টি দোকানের নিকট আসিলে তিনি দেখতে পান যে, মোহনভোগ অধিবাসী শ্রীভরতমনি নোয়াতিয়া এবং পোয়াংবাড়ী অধিবাসী শ্রী বেনু দেবনাথ একটি ব্যাগ সহকারে সন্দেহজনকভাবে ঘোরা ফেরা করিতেছে। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলে শ্রী বেনু দেবানাথ অতর্কিতে পালাইয়া যায় এবং শ্রী ভরতমনি নোয়াতিয়া পালানোর চেষ্টা করলে শ্রী পাল এবং তাঁহার সঙ্গীর লোকজন একটি ব্যাগ সহকারে যাহার ভিতর একটি পিস্তল আটক করতে সক্ষম হন। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে শ্রী পাল উক্ত ভরতমনি নোয়াতিয়াকে ব্যাগ সহ পুলিশের নিকট হস্তান্তরিত করেন। উক্ত অভিযোগ মূলে ভারতীয় অস্ত্র

আইনের ২৫ (১) (ক) ধারায় সোনামুড়া থানায় ১৩ (৫) ৮৮ নং মোকদ,দমা নথিভ্ক্ত করে তদন্ত কার্য আরম্ভ করেন। তদন্তকালে পুলিশ শ্রী নোয়াতিয়ার ব্যাগ হতে কার্তুজ ভরতি একটি পিস্তল ও একটি কর্তুজ পাইয়া সাক্ষীগণের মোকাবিলায় সিজ করত: হেফাজতে নেন। শ্রী ভরতমনি নোয়াতিয়াকে উপরোক্ত মোকদ্দমার সংশ্রবে গ্রেপ্তার করা হয়।

গত ২১/৫/৮৮ ইং শ্রী ভরতমনি নোয়াতিয়াকে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হয় এবং ৪।৬। ৮৮ ইং তিনি মাননীয় আদালত হতে জামিনে মুক্তি পান। উক্ত মোকদ,দমার অপর আসামী শ্রী বেনু দেবনাথকে গ্রেপ,তারের জন্য যথাযথ প্রায়াস চলিতেছে। উক্ত মোকদ্দমার তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং (শান্তির বাজার):— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে উল্লেখ করেছেন যে, হাতে পিস্তল পাওয়া গেছে। এইরকম বামফ্রন্ট সমর্থক তথা ক্যাডারদের কাছে বহু বে-আইনী অস্ত্র আছে বলে আমরা শুনতে পাচ্ছি। এই সকল অস্ত্র সুষ্ঠু তদন্তক্রমে উদ্ধার করা হবে কি না? এই ভরত মুনি একজন খুনী আসামী। তার বিরুদ্ধে সুষ্ঠু তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী):— মাননীয় সদস্য বা অন্য কারো কাছ থেকে এইরকম কোন রিপোর্ট পেলে নিশ্চয়ই আমরা তদন্ত করব এবং ভরতমনির বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা আছে তার নিষ্পত্তি হলে এবং দোষী সাব্যস্ত হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার:— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ১২—৭—৮৮ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য

শ্রী বাদল চৌধুরী কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মহোদয়কে অনুরোধ করছি, নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো:—

গত ৪ঠা এবং ৫ই জুন বাইখোড়া থানার অন্তর্গত আবংছড়া ৩ নং রাবার বাগানে একদল দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক তৈছমা গাঁও পনুচায়েত প্রধান জুমিরাই ত্রিপুরা, ল্যাম্পস্ এর কর্মচারী লাল নমঃ রাবার শ্রমিক সতীনন্দ ত্রিপুরা, দানকুমার ত্রিপুরা ও চিকন ত্রিপুরাকে আক্রমণ করে আহত করার ঘটনা সম্পর্কে।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৪ঠা জুন ১৯৮৮ ইং বিকাল আনুমানিক ৪—৩০ মিঃ এর সময় তৈছামা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রী জুমিরাই ত্রিপুরার সংগে অবাংছড়া বাজারে মনীন্দ্র ত্রিপুরা, দীপক মলল ও কমলা মগের আই. এন. টি. ইউ. সি এবং সি, আই, টি, ইউ, কর্মীদের ব্যাপার নিয়া কথা কটাকাটি হয়।

উপরোক্ত ঘটনায় জুমিরাই ত্রিপুরার অভিযোগে বাইখোরা থানায় মনীন্দ্র ত্রিপুরা, দীপক মল্ল ও কমলা মগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দন্ডবিধির ১০৭ ধারায় একটি পি, আর, বিলোনীয়া মহকুমা হাকিমের আদালতে দাখিল করা হয়। তাহা বর্তমানে বিচারাধীন আছে। জুমিরাই ত্রিপুরার কোন প্রকার শারীরিক জখম হয় নাই।

ঐ দিনই (৪,৬,৮৮ইং) রাত অনুমান ১০/১১ টার সময় বাইখোরা থানাধীন তইকুম্বা/তঙ্গছামা গ্রামের আনন্দ ত্রিপুরা, পতিচন্দ্র ত্রিপুরা, রামফা ত্রিপুরা, উপেন্দ্র ত্রিপুরা ও ৪০/৫০ জন দুষ্কৃত-কারী ৩ নং রাবার বাগানে অবস্থিত শ্রী প্রফুল্ল পালের দোকানের দরজা ভেংগে ৪ ৫০০ টাকা লুট করে নেয় এবং প্রফুল্ল পাল ও লালমোহন নমঃ এর মাথায় রক্তাক্ত জখম করে। দুষ্কৃত-কারীরা দীপক মল্ল, কমলা মগকে অপহরন করে নিয়ে যায়। এই ঘটনা সম্পর্কে শ্রী প্রফুল্ল পালের অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪১/১৪৯/৩২৫/৪৪১/৩৭৯/৩৬৪ ধারায় বাইখোরা থানায় ৩ (৬) মোকদ্দমা গত ৫. ৬. ৮৮ইং তারিখ নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন।

আহত লালমোহন নমঃ ও প্রফুল্ল পালকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় এবং পরবর্তী সময়ে উভয়ে সুস্থ হয়ে ফিরে আসে। তদন্তকালে পুলিশ অপহৃত দীপক মল্ল এবং কমলা মগকে উদ্ধার করে।

এই ঘটনায় যুক্ত থাকায় সন্দেহে চিকন ত্রিপুরাকে পুলিশ গত ৬.৭.৮৮ ইং তারিখে গ্রেপ্তার করে এবং পরে তিনি জামিনে মুক্তি পান। অন্যান্য বিবাদীরা পলাতক থাকায় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করতে পারে নাই। তবে গ্রেপ্তারের জন্য সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

প্রকাশ থাকে যে, বাদী শ্রীপ্রফুল্ল পাল কংগ্রেস(ই) সার্থক এবং অপর ব্যক্তি শ্রীলালমোহন নমঃ আবাংছড়া ল্যাম্পসের একজন কর্মচারী এবং সি. পি. আই. (এম)র সমর্থক। ইহাও প্রকাশ থাকে যে, বিবাদীরা সি. পি. আই (এম)র সমর্থক এবং প্রায় সকলেই রাবার প্ল্যানটেশনের শ্রমিক।

তদন্তকালে ইহাও প্রকাশ যে, গত ৪.৬.৮৮ইং সন্ধ্যায় আবাংছড়া ৩ নং রাবার বাগানের

অধিকাংশ সি. আই. টি. ইউ. শ্রমিক একটি মিটিং করে আই. এন. টি. ইউ. সি. সংগঠনে যোগদান করেন। এই কারণেই সি. পি. আই. (এম) প্রধান জুমিরাই ত্রিপুরা ও তাহার অনুগামীরা এবং সি, আই. টি. ইউ. সমর্থক কতিপয় রাবার শ্রমিক উত্তেজিত হয় এবং তাদের এই উত্তেজনার ফলশ্রুতি হিসাবে উপরোক্ত ঘটনাগুলি ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রকাশ থাকে যে গত ৫. ৬. ৮৮ইং তারিখ ঐ' এলাকাতে কোন প্রকার হাঙ্গামা বা কাহাকেও আহত করার সংবাদ সরকারের নিকট নেই।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি আবাংছড়া ৩ নং রাবার বাগানের আই. এন. টি. ইউ. সি.র নেতা দীপক মল্লকে আঘাত করার ব্যাপারে সিট্যুর এবং রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর নেতা শ্রীদাম সূত্রধর এবং প্রাক্তন প্রধান জুমিরাই ত্রিপুরার নেতৃত্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সেদিন সেই হামলা এক কথা কাটাকাটির পর তারা সাক্রুম এবং অন্যান্য জায়গা থেকে—বিগত দিনে যারা ডাকাতী করত তারা বন্দুক নিয়ে এসেছিল। এবং সে দিন সন্ধ্যায় দীপক মল্ল, সুজয় মগ, কমলা মগ, লালমোহন নমঃ আরও কয়েকজন সহ আলোচনা করছিলেন, তখনই তারা তাদের উপর আক্রমন করে। এবং আক্রমন করার পর দীপক মল্ল এবং কমলা মগকে জোর করে নিয়ে যায়। কিছু দূর কালাছড়া নামক একটা জায়গায় জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং আরও কিছু ব্যক্তি আহত শ্রীমল্ল এবং তার সঙ্গীকে কি ভাবে খুন করে কোথায় মাটি চাপা দিয়ে এই সব ঠিক করছিলেন। তখন সাধানবালা ত্রিপুরা নামে জনৈকা স্ত্রী শাকবাড়ীতে যে সি, আর. পি. ক্যাম্পে ছিল সেখানে গিয়ে খবর দেয়। তখন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ব্রজমোহন ত্রিপুরা সেই সি. আর. পি. ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাকেশ শর্মাকে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কি না?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে, দুষ্কৃতকারীরা জুমিরাই ত্রিপুরা, লাল নমঃ এবং সতীনন্দ ত্রিপুরা, দানকুমার ত্রিপুরা ও চিকন ত্রিপুরাকে অপহরণ করে নিয়ে আহত করে এবং তারপরে তাদেরকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। এই ব্যাপারে একটি মোকদ্দমা থানায় নথিভুক্ত হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্তাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :— আর একটি দৃষ্টি অকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি উত্থাপন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার। নোটিশটির বিষয় বসতু হল—"গত ৩রা জুলাই কৈলাশহর মহকুমার অন্তর্গত হালা-

ইছড়া চা বাগানে একদল দুষকৃতকারী কর্ত্তৃক শিক্ষক শ্রী বিকাশ দাসকে গুরুতর ভাবে আহত করার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৪,৭,৮৮ইং তারিখ কৈলাসহর থানায় সকালে এই মর্মে এক সংবাদ পাওয়া যায় যে, শ্রীবিকাশ দাস নামে এক ব্যক্তি গুরুতর ভাবে আহত হয়ে কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে ভর্ত্তি হন। ঘটনার সংবাদ পাওয়া মাত্র পুলিশকে কৈলাসহর হাসপাতালে ঘটনার তদন্তে যান এবং সেখানে শ্রীবিকাশ দাসকে জিজ্ঞাসা বাদ করিলে তিনি মৌখিক ভাবে পুলিশের নিকট জানান যে গত ৩-৭-৮৮ ইং তারিখ রাত অনুমান ৯টা হইতে ৯-৩০ মি-এর সময় তিনি এবং তাহার অপর দুই সংগী যখন গোলকপুর বাজার হইতে হালাইছড়া চা বাগানে ফিরিতে ছিলেন তখন পথের মধ্যে শ্রীশংখু চকবর্ত্তী এবং ২০/২৫ জনের একটি দল দা লাঠি বল্লম এবং তীরধনুক ইত্যাদি অসত্র শস্ত্র নিয়ে শ্রীবিকাশ দাসকে আক্রমন করে ফলে তিনি গুরুতর ভাবে আঘাত প্রাপত হন।

উপরিউকত্ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কৈলাশহর থানায় গত ৪-৭-৮৮ ইং তারিখ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩১১/৩২৫ ধারায় মোকদদমা নং ৫ (৭) ৮৮ নথিভুকত করে করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেন। তদন্তকালীন পুলিশ স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ অনুযায়ী এবং আহত শ্রীবিকাশ দাসের জবান বন্দীতে দেওয়া অভিযুকতদের নামের কোন মিল পান নাই। আহত শ্রীবিকাশ দাসকে গত ৪-৭-৮৮ ইং তারিখে সুচিকিতসার জন্য আগরতলা জি. বি. হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। পলাতক বিধায় অভিযুক্ত শ্রীশংকু চক্রবর্ত্তী এবং অন্যান্যদের এখন পর্য্যন্ত গ্রেফতার করা সম্ভব হয় নাই। তবে তাহাদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশ সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। ঘটনার তদন্তে ইহাই প্রতিয়ামান হয় যে, ঘটনাটি পূর্বতন শত্রুতার ফল স্বরূপই ঘটিয়াছে। আহত শ্রীবিকাশ দাস ত্রিপুরা সরকারের অধীন শিক্ষা বিভাগে একজন শিক্ষক পদে নিযুক্ত আছেন। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আরেকটি দৃষটি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী আজ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি উথাপন করেছেন মাননীয় সদস্য জীতেন্দ্র সরকার মহোদয়। নোটীশটির বিষয় বস্তু হল—গত ১১ই জুলাই 'স্যন্দন' পত্রিকায় সাক্ষাতকারের আগেই মেডিক্যাল আসন বরাদ্দ, কারচুপিখেলা, শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রী অরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা ইনজিনীয়ারিং

কলেজ সহ বিভিন্ন পেশাগত উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভের জন্য যারা দরখাস্ত করেছিল তাদের প্রাপ্ত নম্বরগুলি স্বাভাবিকীকরণের পর তাদের জয়েন্ট সিলেকশন কমিটির কাছে সমস্ত মূল সার্টিফিকেট ইত্যাদি সহ দেখা করতে ডাকা হয় ৭/৮ এবং ১১ই জুলাই তারিখে। কিন্তু ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের স্বাস্থ্য বিভাগের ১০ই জুন ১৯৮৮ তারিখের আদেশ সংখ্যা ইউ, ৪০/৪/২৭/৮৮ এম (ইউ জি) মূলে নূতন দিল্‌লীর লেডি হার্ডিনজ কলেজ ত্রিপুরার জন্য যে দুটি এম. বি. বি. এস এর আসন বরাদ্দ করা হয় সে দুটির জন্য ভর্ত্তি হওয়ার শেষ দিন ছিল ৮ই জুলাই ১৯৮৮ ভর্ত্তির জন্য নির্বাচিত প্রার্থীর ৫ই জুলাই ১৯৮৮ মধ্যে নূতন দিল্‌লীর জন্য যাত্রা করা আবশ্যিক ছিল। দিল্‌লীর লেডি হার্ডিনজ কলেজটি মহিলাদের কলেজ। ত্রিপুরা সরকারের সিদ্ধানত অনুযায়ী ১টি আসন উপজাতী ছাত্রীর জন্য এবং ১টি সাধারণ শ্রেণীর ছাত্রীর জন্য সংরক্ষিত।

তদনুযায়ী জয়েন্ট সিলেকশন কমিটি এই দুটি শ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্যে নিজ নিজ শ্রেণীতে সর্ব্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ১জন করে মোট ২(দুই) জন ছাত্রীকে ডেকে তাদের মূল সার্টিফিকেট ইত্যাদি পরীক্ষা করেন এবং স্বাস্থ্য অধিকর্ত্তার নিকট তাদের নাম সুপারিশ করেন। তাই যে ২জন প্রার্থীকে ডেকে কাগজপত্র পরীক্ষা করে ঐ কলেজে পাঠান হয়েছে তারা নিজ নিজ শ্রেণীতে সর্ব্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত মহিলা প্রার্থী এবং ঐ আসন ২টির জন্য যোগ্যতম প্রার্থী।

স্বাভাবিকীকরণের পর উপজাতি ছাত্রীটির নম্বর হয় ৬০.৮৩ পারসেন্ট এবং সাধারণ শ্রেণীর ছাত্রীটির নম্বর হয় ৯৪.৬৬ পারসেন্ট। জয়েন্ট সিলেকশান কমিটির সদস্যরা মিলে সমস্ত নিয়ম নীতি পালন করে যথাযথ ভাবেই সেই ২(দুই) জন প্রার্থীকে নির্বাচিত করেন।

তাই 'সাক্ষাৎকারের আগেই মেডিক্যাল আসন বরাদ্দ :—কারচুপির খেলা'— স্যন্দন পত্রিকায় ১১ই জুলাই ১৯৮৮ তারিখে প্রকাশিত এই সংবাদটি তথ্য ভিত্তিক নয়।

যে সব প্রার্থী সময়মত উচ্চ শিক্ষার সুযোগের জন্য দরখাস্ত করেছিল তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে বাস করার প্রমানপত্র ইত্যাদির মূল কাজগ পত্র দেখা-বার জন্যই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে, তাদেরকে ৭,৮ এবং ১১ জুলাই জয়েন্ট সিলেকশান কমিটির সামনে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল।

সুতরাং কারো বহিরাগত হওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

পত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশিত হয় ১১ই জুলাই। তখন পর্য্যন্ত গত বছরের কোন প্রার্থীকে

নির্বাচন করা হয়নি। এবার গত বছরের একজন মাত্র প্রার্থীকে নির্বাচন করা হয়েছে ১৫ই জুলাই তারিখে, বিশেষ বিবেচনায়। ঐ প্রার্থীটি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত প্রফুল্ল কুমার দাসের কন্যা। সে গত বছর পাশ করেছে। তার যথাযোগ্য নম্বরও আছে। তপশীলভুক্ত জাতীর ছাত্রীদের মধ্যে তার নম্বর সর্বোচ্চ। প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন ক্রমে ১টি এম. বি. বি. এস. এর আসন তাঁর কন্যাকে দেওয়া হয়েছে। আর কোন গত বছরের প্রার্থীকে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং কারও কেউ আত্মীয় হওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান স্যার. ত্রিপুরার বহু যোগ্য ছেলে ত্রিপুরার বাইরে মেডিক্যাল বা রিজন্যাল কলেজে ভর্ত্তি হবার জন্য আগ্রহী। কিন্তু আসন সংখ্যা কম হওয়ায় চান্স পায় না। এই আসন সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে রাজ্য সরকার থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহাদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, পেশাগত উচ্চ শিকার জন্য যে সমস্ত সীট ত্রিপুরা সরকার পেয়ে থাকেন, তা ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে খুবই কম সেটা স্বীকার করছি। এই আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে নিজে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শিব শঙ্করের সঙ্গে দেখা করে আবেদন রাখি। আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী মতিলাল ভোরার সঙ্গে দেখা করেছি. আমি দেখাকরেছি কৃষি রাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী হরেকৃষ্ণ শাস্ত্রীর সঙ্গে অ্যাগ্রিকালচার বিয়ক উচ্চ শিক্ষার সীট এবং মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং এর আসন বাড়াবার জন্য আবেদন রাখি। কাজেই আমাদের দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। কোন কোন ক্ষেত্রে আশ্বাসও পেয়েছি। আশা করছি, পেয়ে যাব। করণ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা ত্রিপুরার এই আবেদনের প্রতি সহানুভূতিশীল।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হচ্ছে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ। আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয়ের কাছ থেকে পেযেছি। মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত। কাজেই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি বাতলি বলে ঘোষিত হল।

আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী ফয়জুর রহমানের কাছ থেকে পেয়েছি। মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত। কাজেই, দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি বাতিল বলে ঘোষিত হল।

আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং মহোদয়ের

কাছ থেকে পেয়েছি। মাননীয় সদস্য হাউসে উপস্থিত আছেন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হচ্ছে ঃ—

'গত ১৫ ই জুলাই ১৯৮৮ ইং সন্ধ্যা আনুমানিক ৭-৩০ মিঃ, ৮০০ মিঃ ১) পরিতোষ দেবনাথ. ২) জওহর লাল দেবনাথের নেতৃত্বে মনু বীরচন্দ্রস্থিত ক্যাটল ফার্মের নিকট মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় আগমন উপলক্ষ্যে তৈরী গেইট ভেঙ্গে ফেলা, দলীয় পাতাকা ফেষ্টুন ছেড়ার ঘটনা সম্পর্কে'।

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এক্ষুণি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— স্যার, আমি ২০.৭,৮৮ ইং তারিখে এ সম্পর্কে হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"গত ১৫ই মে বিলোনীয়া মহকুমার পশ্চিম পিলাক গাঁও পঞ্চায়েত সদস্য মনীন্দ্র দেবনাথকে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে রাখার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি—

গত ১৬. ৫. ৮৮ ইং অনুমান ১০-৪৫ মিঃ-এর সময় পশ্চিম পিলাকের বাসিন্দা শ্রীহারাধন, দেবনাথ শান্তির বাজার আউটপোষ্টে উপস্থিত হয়ে লিখিতভাবে জানান যে, তার খুড়তুত ভাই মনীন্দ্র দেবনাথ পিতা ঈষান দেবনাথ সাং পশ্চিম পিলাক গত ১৫.৫.৮৮ ইং সকালবেলা ফুড ফর ওয়ার্কস-এর কাজে অংশ গ্রহণ করার জন্য বাড়ী হতে বের হয়ে যান এবং ঐ দিন রাত্রি পর্য্যন্ত বাড়ী ফেরেন নাই। গত ১৬. ৫. ৮৮ ইং সকালবেলা মনীন্দ্র দেবনাথকে গ্রামের নদীর ধারে একটি মান্দার গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা মনীন্দ্র দেবনাথের বাড়ী হতে দুই ফারলং দূরে পশ্চিম

দিকে অবস্থিত। অভিযোগকারী শ্রীহারাধন দেবনাথ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে তাহার ভাই মনীন্দ্র দেবনাথ আত্মহত্যা করেছেন। এই অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭৪ ধারায় অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত ৭ (৫) ৮৮ নং মোকদ্দমা বিলোনীয়া থানায় নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে জানা যায় যে, মনীন্দ্র দেবনাথ ফুড ফর ওয়ার্কস-এর কাজ শেষ করে পশ্চিম পিলাকের বাসিন্দা শ্রীদ্বারিকা দাসের বাড়ীতে বেলা ২ ঘটিকা নাগাদ যান। এবং প্রয়োজনীয় আহারাদি করেন এবং আহারাদি করার সময় মনীন্দ্র দেবনাথ দ্বারিকাদাসের স্ত্রীকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন তাহার স্ত্রী ও শিশুদের দেখাশুনা করেন। কিন্তু ইহার কোন কারণ বলেন নাই। ১৫.৫.৮৮ ইং সন্ধ্যার দিকে মনীন্দ্র দেবনাথ দ্বারিকা দাসের বাড়ী হতে নিজের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য বের হয়ে আসেন এবং পরের দিন অর্থাৎ ১৬.৫.৮৮ ইং সকালবেলা তাহাকে তাহাদের বাড়ী হতে ২(দুই) ফারলং দূরে নদীরধারে একটি মান্দার গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। জোলাইবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার মনীন্দ্র দেবনাথের মৃত দেহে পোষ্ট-মর্টেম করেন এবং তিনি এই মতামত দেন যে মনীন্দ্র দেবনাথের আত্মহত্যা জনিত কারণেই মৃত্যু হয়েছে। কাজেই মনীন্দ্র দেবনাথকে (মেম্বার, পশ্চিম পিলাক গাঁওসভা) হত্যা করে কেহ গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে এই ঘটনা সত্য নহে।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া):— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, এই মনীন্দ্র দেবনাথ একজন প্রাক্তন গাঁও পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন এবং বিগত দিনের পঞ্চায়েত কূপনগুলির কোন হিসাব না দেখিয়ে সব সময় নিজের পরিবার ভরণপোষণের কাজে লাগাতেন। মনীন্দ্র দেবনাথের বিবাহিতা মেয়ে কিছুদিন আগে স্বামী কর্তৃক পরিত্যাক্ত হয়ে বাপের বাড়ীতে চলে আসে। এই মনীন্দ্র দেবনাথ বিগত দিনে বহু কংগ্রেস কর্মীর কাছ থেকে নানা ভাবে টাকা নিয়েছিলেন কিন্তু সে টাকা ফেরৎ দেন নি! এই সমস্ত কারনেই মনীন্দ্র দেবনাথ আত্মহত্যা করেছেন ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী):— স্যার, মাননীয় সদস্য এ সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—"The Tripura Panchayats (Second (Amendment) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 4 of 1988) উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য। সভার অনুমতি চেয়ে মোশন মুভ করতে।

Shri Birjit Sinha (Panchayat Minister) :—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce "The Tripura Panchayats (Second Amendment) Bill, 1988 (Tripura Bill No 4 of 1988.)" in the House.

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন আমি মাননীয় পঞ্চায়েত বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশনটি হলো ঃ—

"The Tripura Panchayat (Second Amendment) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 4 of 1988) এই সভায় উত্থাপনের অনুমতি দেওয়া হউক।

(The Motion was Put to Vote and Passed)

এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1988-89

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ—১৯৮৮-৮৯ সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভার সামনে উত্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ।

আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ১১টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে।

এখন ব্যয়-বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ করা হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোও (কাট মোশন) পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট মোশন) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। অনুপস্থিত সদস্য মহোদয়দের ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশন) উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্যরা তো অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার :—এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশন) উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথম ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশন) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ্ হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য।

শ্রীরসিক লাল রায় (সোনামুড়া) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই সভায় বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশন এনেছিলেন, সেই কাট মোশনের দায়িত্ব উনারা পালন করতে পারবেন না মনে করেই উনারা সরে গেছেন। এই বাজেট এষ্টিমেট ত্রিপুরা রাজ্যের একটা ঐতিহাসিক বাজেট, বিগত ১০ বছরে বামফ্রন্ট সরকার এই ধরনের একটাও বাজেট এই হাউসে উত্থাপন করতে পারেন নি। প্রত্যেকটা এষ্টিমেট এমন ভাবে আমাদের এই নব গঠিত সরকার কংগ্রেস. টি, ইউ. জে. এস সরকার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এনেছেন তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ উপকৃত হবেন। বামফ্রন্ট সরকার এর শাসনকালে ত্রিপুরা রাজ্যে ৮৭ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছেন. সে দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সরকারই এই বাজেট এষ্টিমেট করেছেন।

ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে বামফ্রন্টের কল্যাণে ৮৭ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করেন। সে দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সরকার এই অ্যাসটিমেট করেছে। উনারা আজকের কাটমোশনে যদিও উনারা অংশ গ্রহণ করেননি কারণ উত্তর দেওয়ার মত, বলার মত কিছু নেই আমি মনে করি। বিরোধিতা করার মত উনাদের হাতে কোন ক্যাপিট্যাল নই। আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার মত ওদের কিছু নাই। আজকে লক্ষ্য করেছি ১২টা ডিমাণ্ডের উপর ১২টা কাটমোশন এনেছেন। এর মধ্যে পুলিশ খাতের জন্য উনারা মোশন এনেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনারা বলছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ বর্তমানে যে ভূমিকা নিচ্ছে এইটা জনহিতকর নয়। এইটা দেশের অশান্তি সৃষ্টি করছে উনাদের দলীয় লোকদের শায়েস্তা করছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাকে পরিষ্কারভাবে বলতে হয়, বামফ্রন্ট বিগত দিনে সরকারে থেকে পুলিশকে কিভাবে ব্যবহার করেছিল। দেশের মধ্যে সন্ত্রাস ডেকে এনেছিল। জাতি উপজাতির মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করতে পেরেছিল, সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করতে পেরেছিল; সেই জিনিসটা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে নব নির্বাচিত কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ. জে, এস জোট সরকার আসার পর আর নেই। সেই কারণে বিরোধী পক্ষের পুলিশের প্রতি ভীষণ একটা রাগ। আজকে যদি জাতি উপজাতির মধ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি না করা যায়, পুলিশ যদি সেটার মধ্যে এসে সহযোগিতা না করে তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে থেকে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি, (বামফ্রন্ট) মুছে যাবে। সেইজন্য উনারা আজকে ওয়াক আউট করে চলে যান, উনারা বিরোধিতা করেন। উনারা হয়ত বুঝাতে পেরেছেন, আগামী নির্বাচনে মার্কস-

বাদী কমিউনিষ্ট পার্টি তথা বামফ্রন্ট ২-৪টা সীট থাকবেনা। স্যার, আমরা কোনদিন বলি নাই যে আমরা যখন সরকারে আসব আমাদের বিধায়কদের, আমাদের মন্ত্রীদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে না, গাড়ী লাগবে না। আমরা এই কথা বলি নাই। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার গত ১০ বৎসর যারা ক্ষমতায় ছিলেন, তারা চিৎকার করে বলেছিলেন। ত্রিপুরার জনগণের কাছে যে, আমাদের ক্ষমতা দাও, কংগ্রেস সুখময় সেনগুপ্ত সরকারের মত, কংগ্রেস শচীন সিং সরকারের মত গাড়ী চড়ে, পুলিশ ব্যবহার করে জনসাধারণের অর্থ অপব্যবহার করতে দেবনা। আমরা কোনদিন গাড়ী নিয়ে চলবনা, পুলিশ নিয়ে চলব না, আমরা সাব-ডিভিশনের এস, ডি ও সাহেবকে আমরা সাইকেল চড়তে বলব। আমরা নিজেরা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গ্রামে গঞ্জের কাজ করব। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিগত ১০ বৎসরে জনগণ তাদের ক্ষমতায় রেখে ছিল। কয়টা গাড়ী নৃপেন বাবুর? দশরথ বাবু আর ছোট খাট মন্ত্রীরা কয়টা গাড়ী চড়েছেন, কত শত সি, আর, পি, পুলিশ নিয়ে ছিলেন? ওদের কি আর কথা বলার রাইট আছে? ওরা জনসাধারণের কাছে কি বলবে? আমাদের কংগ্রেস এবং টি, ইউ জে এস, সরকার এই কথা বলেনি। কোন একটি দল যদি নাইনটি পারসেন্ট সিট পেয়েও সরকারে আসে, তারপরে অন্তত ১০ পারসেন্ট হলেও বিরোধিতা করার জন্য লোক থাকে। বিরোধী যারা থাকবেন তাদের কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবেনা?

স্যার, এই যে মন্তব্যটা সেটা অন্তত ত্রিপুরা রাজ্যের জনপ্রতিনিধিদের জন্য অমায়িক কথাবার্তা। আজকে তারা বিরোধী আছেন কিন্তু গত দশটা বছরে ত্রিপুরা রাজ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আজকে আমাদের নব-নির্বাচিত সরকার সেই ধ্বংসকে রিকোভারী করে রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের উন্নয়নের কথা চিন্তা করতে হবে। আমাদের উপর আজ গুরু দায়িত্ব এসে পড়েছে। বিগত সরকার গত দশটা বছরে আমার ইরিগেশনকেও ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে, আমার ত্রিপুরা রাজ্যের কোন একটা অঞ্চলে বিগত সরকার দুই চারটা দলীয় লোকের স্বার্থে লক্ষ লক্ষ টাকার স্কীমকে বিনষ্ট করেছেন। আমরা সরকারে এসে দেখলাম যে, একটা জায়গায় দুইটা স্কীম থাকা সত্বেও আমাকে সেখানে আর একটা স্কীমের পরিকল্পনা নিতে হচ্ছে। অথচ সেখানে একটা স্কীমকেই ভালভাবে দিলে আমার সমস্ত চাষী ভাইদের উপকার হত। কিন্তু বিগত সরকার তা চিন্তা করেন নি। দলীয় স্বার্থে কংগ্রেস টি ইউ জে এস-এর সমর্থক যারা তাদেরকে সরকারী অনুদান থেকে, জল সেচ থেকে, ইরিগেশন থেকে, কৃষকদের অনুদান থেকে বঞ্চিত করার জন্য এবং সেই মনোবল নিয়ে ওনারা কাজ করেছেন নিজেদের দলীয় স্বার্থে। ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৯৫ পারসেন্ট মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন। আজকে এইটা বলতে বাধা নেই এবং প্রমাণের অভাব নেই। এই ত্রিপুরা রাজ্যের যেখানে একজন বিধায়ককে খুন করিয়ে ত্রিপুরার জনগণকে হাতে রাখার জন্য তাদেরকে গাড়ীর পারমিট লোন অল্প কিছু দিয়েছেন। আমাদের পরিমল সাহা খুন হয়েছিল। আজকে এখানে মাননীয় সদস্য সুকুমার বর্মন একটা প্রশ্ন এনেছেন মেলাঘরের বুকে একজন ব্যক্তি পিস্তল নিয়ে ঘুরেছিল, সে ধরা পড়েছে। তার জন্য ওরা বিক্ষুব্ধ হয়ে এখানে প্রশ্ন এনেছেন যে, এইটার কারণ কি? দুষ্কৃতকারীকে নাকি ধরেছে অবৈধ অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করছে পুলিশের সামনে, জন-

সাধারণ ধরে তাকে হ্যাণ্ড ওভাব করেছে। আব সেই ব্যক্তি এই হাপানীয়ার জুটমিলের এই বামফ্রণ্টের একনিষ্ঠ যারা খুনের সঙ্গে জড়িত ছিল। আজকে তার দরদে এই বিরোধী দলের পক্ষ থেকে প্রশ্ন এনেছেন আমার মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করার জন্য। আর তাদের পেছনে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮১, ৩ ১, ২৫০, ৪০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করেছিলেন এবং এই সমস্ত টাকা তারা তাদের পেছনে খরচ করেছেন। আমার কৃষকদের জন্য নয়, আমার গরীব মানুষদের জন্য নয়। কাজেই স্যার, আজকে যে বাজেট বরাদ্দ আমাদের নব-নির্বাচিত সরকার এনেছেন এবং যেটা বামফ্রণ্ট বিরোধিতা করছেন, বিরোধিতার কোন কারণ নেই। আজ আর ত্রিপুরা রাজ্যের ৫ পারসেণ্ট লোকও তাদের সঙ্গে নেই, তাদের সমর্থনে নেই।

অতএব আমরা তাদের এসব কথাবার্তা শুনতে চাইনা। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে আমরা তাদেরকে সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি। এই সরকারকে সাহায্য করছি। যে সমস্ত কাজ করা প্রয়োজন সে সমস্ত কাজ এই সরকার করবে। আমাদের সরকার জনসাধারণের জন্য কাজ করবে তারা যাই বলুন না কেন। কাজেই ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থে আমরা তাদের সহযোগিতা কামনা করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের থেকে কেউ যদি কিছু বলতে চান তাহলে বলতে পারেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার এই বাজেট বরাদ্দের প্রতি আমি আমার পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। পাহাড়ী-বাঙ্গালীর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন জানাচ্ছি। ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য সামরিক বাহিনী ও প্যারা মিলিটারী এখানে এসেছে। তাদের কোন খরচ আমাদের বহন করতে হয়না। রাজ্যে যতদিন উগ্রপন্থী থাকবে, যতদিন তারা সরকারের কাছে তাদের অস্ত্র সমর্পণ না করবে ততদিন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে ওরা এখানে থাকবেন। মিঃ স্পীকার স্যার, পূর্বতন সরকার যেভাবে পুলিশকে ব্যবহার করেছেন নিজেদের সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে আমরা সেভাবে ব্যবহার করছিনা। বরং ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য আমরা ব্যবহার করছি। বিধায়কদের জন্য আমরা পুলিশ ব্যবহার করছি। বিগত নির্বাচনে যেসব প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন, তারা আমাদের দলের হউক বা বিরোধী দলের হউক তাদের জন্যও আমরা সিকিউরিটির ব্যবস্থা করছি। এমনকি বিরোধী দলের নেতা নৃপেনবাবু যখন দিল্লী যাচ্ছিলেন তখন আমরা তাঁর জন্যও সিকিউরিটি দিয়েছি। তাদের নির্বাচিত ও পরাজিত প্রার্থীদের জন্যও আমরা সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেছি। তাদের সেখানে সাদা পোশাকের পুলিশ আমরা দিয়েছি। আমরা শুধু আমাদের জন্য সিকিউরিটির ব্যবস্থা করছি সে কথা তারা বলতে পারবেন না। স্যার, পাবলিসিটির জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি। আমাদের এই সরকারই প্রথম উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে প্রেস এড্‌ভাইজারি বোর্ড করেছে। যেখানে সরকার পক্ষের দলের কোন সদস্য তার চেয়ারম্যান নন। বিগত দিনে আমরা দেখেছি অনিল সরকার এটার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন।

শুধু তাই নয়, আমরা ক্ষমতায় আসার পর বিজ্ঞাপন নীতিও পাল্টিয়েছি। এখন আমরা প্রত্যেকটি পত্রপত্রিকাকে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি। কেবলমাত্র কোন দলীয় পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি না। তাছাড়া অন্যান্য পত্রিকা যাতে একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিজ্ঞাপন পেতে পারে তার জন্যে আমরা "দৈনিক সংবাদ," "গণদূত, "গণসংবাদ" পত্রিকাকে (এ) ক্যাটাগরী এবং "জাগরণ" প্রভৃতি পত্রিকাকে(সি)ক্যাটাগরীতে ভুক্ত করেছি। আগে যারা বিজ্ঞাপন পেত না এখন এই নীতি প্রবর্তনের ফলে তারাও বিজ্ঞাপন পাচ্ছে। আমাদের পূর্বতন সরকার "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং সরকারী দপ্তরে এই পত্রিকা রাখাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই পত্রিকাকে আবার সরকারী দপ্তর গুলোতে কিনে রাখছি। শুধু তাই নয়, আমরা ওদের দলের যে মুখপত্র "ডেইলী দেশের কথা" সে পত্রিকাও আমরা রাখছি। বিরোধীদলের মতামত মানুষ জানুক। আমাদের মতামত ও মানুষ জানুক, আমাদের কোন ভুল ত্রুটি থাকলে মানুষ তার বিচার করবে। কাজেই রাজ্যে একটা ডেমোক্রেটিক রাইট ফিরিয়ে আনার জন্যে আমরা সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নিয়েছি।

এই রাজ্যের বিচার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আমরা ক্ষমতায় আসার পর চেষ্টা করছি যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে অতি সত্বর একটি পৃথক হাইকোর্ট স্থাপন করা যায়। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর চার মাসের মধ্যেই এ্যাডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট কোর্ট, ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেসন জজ কোর্টস্ আমরা উদ্বোধন করেছি। আমরা চাই এই সরকার মানুষের কাছে বিচার ব্যবস্থাকে পৌঁছে দিতে। আমাদের পূর্ব্বতন সরকার এই বিচার ব্যবস্থাকে মূল্য দিতেন না। তারা এই রাজ্যের বিচারকদের সমালোচনা করতেন। কিন্তু সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বিচারপতিরা এখনো ন্যায় ও জাষ্টিস রক্ষায় সচেষ্ট, এবং ন্যায় ও জাষ্টিসের প্রতি তাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে। কাজেই এই বিচার ব্যবস্থাকে গ্রামে গঞ্জে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আমরা সচেষ্ট। কোন ভুল ভ্রান্তি ঘটলে সাধারণ মানুষ যাতে বিচারালয়ে গিয়ে ন্যায় বিচার পেতে পারেন সেই ব্যবস্থা করে দেবার জন্য আমরা সচেষ্ট। এবং আমরা আশা করি যে, আমাদের পূর্ব্বতন সরকার বিগত দশ বছরে যা পারেনি আমরা তা করতে পারব। ত্রিপুরাতে একটি স্বতন্ত্র হাইকোর্ট স্থাপন করতে পারব। কাজেই এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now, any Minister may speak.

Maharani Bibhu Kumari Devi (Revenue Minister) :—Mr. Speaker, Sir, I support my Demand. In the last 10 years the previous Government did practically nothing. The Revenue records are in a state of nesh. To get the whole administration streamlined, we are going to take up some time—definitely it will take a lot of energy in putting the rail back on to its proper administration.

Now, as far as my Demand is concerned—Demand No. 4 which is collection of Taxes on Income and Expenditure, I did mention of it in my budget speech that we have reviewed that we have given relief. As far as Stamps and Registration, State Excise and Sale Tax we are looking into that head definitely with a very progressive outlook. As far as relief on account of natural calamities and social security and Welfare, that has been looked into. As far as the natural calamites are concerned an amount of Rs. 75 lakhs has been provided under this Head as margin money for the year 1988-89. The amount required for assistance to the victims of natural calamitics like floods, cyclones, fire etc. we despatched an amount of Rs. 15·8 lakhs for West District, North District Rs. 16 lakhs. We have already despatched Rs. 41 lakhs and from the above it will apear that there was no hesitation on the part of the Revenue Department to extend relief measures as and when required.

As far as the District Administration, Treasury and Account Administration and Public Works demands are concerned, Mr. Speaker Sir, these have been I think very well adjusted to the demands and need of the people. Of course, we shall really go up to the level we are desirous of by the end of this year, i.e. the financial year. The Treasury and Account Administration Demands, you know, we have a lot of problems which have come up during the term of the Marxists and on those accounts we have also raised many relief measures—social services have been provided, lot of jobs have been provided and the public works also has definitely gone up. Its performance in the field of administration definitely far better than what it was in the last Administration. That is why I support my Government and my demand for all the works that have been made so far. Thank you.

Mr. Speaker :—Now. it is 1 P.M. So, House is adjourned till 2 P. M.

AFTER RECESS AT 2-P.M.

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কাশীরাম রিয়াং ।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে আমার ডিমাণ্ড নং ২২-এর উপর বক্তব্য রাখছি। স্যার, এই ডিমাণ্ডে ১৬'২৬ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। এখানে খুব ইকনমিক্যালী টাকাটা চাওয়া হয়েছে। যে পরিমাণ অর্থ রাখলে কাজগুলি সঠিকভাবে করা যাবে সেই পরিমাণ টাকাই এখানে চাওয়া হয়েছে। স্যার, আপনারা জানেন যে, আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ২ হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য সুস্বাস্থ্য। এবং আমারা যাতে সেই শ্লোগানকে আগামী দুই হাজার সালের মধ্যে সম্পন্ন করতে পারি সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা এই টাকাটা ধরেছি। এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আজকে আমরা কাজ শুরু করে দিয়েছি। যাতে আমরা আগামী দিনে প্রতিটি রোগীকে চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে পারি। স্যার, সেজন্য আমরা ৩টা ডাইমেনশনে কাজ শুরু করে দিয়েছি। (১) প্রিভেন্টিভ মেজার (২) কিউরেটিভ (৩) কণ্ট্রোল প্রোগ্রাম। এই তিনটা লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা কাজে অগ্রসর হচ্ছি। এবং সেটা করতে গেলে আমাদের আরও হাসপাতাল করতে হবে এবং এই বছরেই আমরা আরও ১০০টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। সেগুলি আমরা এখনই করে ফেলতে চাই, যাতে আর ১০ বছর পর আমরা প্রতিটি রোগীকে—এবং আমাদের যে জাতীয় শ্লোগান আছে আগামী ২ হাজার সালের পর সবার জন্য স্বাস্থ্য সেই শ্লোগানকে পুরোপুরি সফল করতে পারি। সেই লক্ষ্য রেখেই এই টাকাগুলি চাওয়া হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ১৩-এর ফেমিলী ওয়েলফেয়ারের জন্য আমি ১,৮৪,৯৮ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। এই টাকাটাও খুব ইকনমিকেলী চাওয়া হয়েছে। এই ফেমিলী প্ল্যানিং-এর জন্য আগামী দিনের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা এখানে এই টাকা চাওয়া হয়েছে। আর ডিমাণ্ড নং ১৯র দুইটি হেডে মোট ৬০'১৫ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে যাতে এই কাজটা সুষ্ঠভাবে আমরা চালাতে পারি। আর ডিমাণ্ড নং ৪২ জেইল—এর সংগে দেশের শান্তি শৃঙ্খলার প্রশ্ন জড়িত এখানে ৯৬৭০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। আমি খুব বেশী টাকা ধরি নাই। সেজন্য আমার ডিমাণ্ডের উপর কোন কাটমোশন আনা হয় নাই। এবং আমার এই ডিমাণ্ডগুলির সম্পর্কে কোন অভিযোগ বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা আনেন নাই।

কাজেই স্যার, আজকে হাউসে যে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি পেশ করা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করে এবং হাউসের মাননীয় সদস্যের কাছে অনুরোধ করব তারাও যেন এই ডিমাণ্ডগুলিকে সাপোর্ট করেন। এই আহ্বান রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রমন্ত্রীদেরকে অনুরোধ করছি। কেউ যদি আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে চান করতে পারেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কালিদাস দত্ত।

শ্রী কালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি পেশ করা হয়েছে। এর

মধ্যে কিছু ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে। আমি বিশেষ করে রাজস্ব বিভাগের যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে চাওয়া হয়েছে সেগুলি অত্যন্ত যুক্তি যুক্ত। মাননীয় সদস্যরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন বিগত দিনে দপ্তরের মধ্যে যে দুর্নীতির চক্র গড়ে উঠেছিল সেই চক্রকে ভেংগে ত্রিপুরার সার্বিক কল্যাণের দিকে নজর রেখে এই বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা দেখছি যে, ভূমিহীনদেরকে জায়গা দেওয়ার জন্য ত্রিপুরায় জায়গার পরিমাণ অত্যন্ত কম। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, বিগত দিনে একমাত্র রাজনৈতিক আদর্শকে সামনে রেখে ভূমিহীনদেরকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। আমরা এটা চাই না। আমরা চাই একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে ত্রিপুরায় দরিদ্র যাদের বাসভূমি নেই তাদেরকে জমির বন্দোবস্ত করা হবে। আমরা দেখেছি, বিগত দিনে ভূমি জরীপের কাজ, সার্ভের কাজ সঠিকভাবে পরিচালিত হয় নি। আমরা সেই পদ্ধতিকে বাদ দিয়েছি। ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাতে সার্ভের কাজ সুষ্ঠুভাবে হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা কাজ শুরু করেছি।

এর মধ্যে সাব্রুম, অমরপুর এবং অন্যান্য জায়গাতে ডিভিশনের সার্ভের কাজ শুরু হয়েছে। ভূমি জরিপের কাজ শেষ হলে পরে আমরা ভূমিহীনদের জমি বন্দোবস্তের কাজ আরম্ভ করব। ভূমিহীনদেরকে এক ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর জমি দেওয়ার নামে বিগত দিনে বামফ্রন্ট সরকার অনেক রাজনীতি করেছে। আমরা সেটা করতে চাই না। আমরা দেখছি ওয়েটস অ্যাণ্ড মেজার্স নামে একটা ডিপার্টমেণ্ট আছে ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। আমরা বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে, নূতন নূতন স্কীম তৈরী করে ত্রিপুরার মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য আমরা প্রয়াস নিচ্ছি। সুতরাং বিরোধীরা যে ছাঁটাই প্রস্তাব এখানে এনেছে তার কোন যুক্তি নাই। ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1988-89

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ আজকের কার্য্যসূচীতে ১৯৮৮-৮৯ ইং সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন ১৯৮৮-৮৯ সনের ব্যয় বরাদ্দের ডিমাণ্ডগুলি এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি আমি ভোটে দিচ্ছি।

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No. 3 to vote. The question before the House is the Demand No. 3 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Law, Election etc. Departments is that a sum not exceeding Rs. 2,32,13,000/-exclusive of charged expenditure of Rs. 13,70,000/ [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation

(vote on Account) Bill, 1988], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989. in respect of Demand No. 3 under the following Major Heads :

2014—*Administrative of Justice*	Rs' 1, 81. 20, 000
2015—*Election*	Rs. 4 8, 93, 000
2070—*Other Administrative Services*	Rs. 2,00, 000

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now I am putting the Demand No. 10 to vote. The question before the House is the Demand No. 10 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the statistics etc. Departments' is that a sum not exceeding Rs. 71, 71, 000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1988] be granted to defray the charges which will come in cousrse of payment during the year ending on the 31st March, 1989, in respect of Demand No. 10 under the following Major Heads :

3451—*Secretariat Economic Services*	Rs. 8, 71,000
3454—*Census Surveys and Statistics*	Rs. 63.00.000

(The Demand was put to voice vote and passed)

Now I am putting the Demand No. 11 to vote. The question before the House is the Demand No. 11 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Home etc. Departsments is that a sum not exceeding Rs. 33, 94, 89, 000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1988]. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989,

in respect of Demand No. 11 under the following Major Heads :

2055—*Police*	Rs,	26, 47, 10, 000
2070—Other Administrative Services (*Fire Protection*)	Rs.	1, 67, 39, 000
2070—Other Administrative Services (*Home Guards*)	Rs.	3, 82, 81, 000
2070—Other Administrative Services (*Civil Defence*)	Rs.	6, 60, 000
3275—*Other Communication Services (Wireless Planning and Co-ordination)*	Rs.	1,90,99,000

(The Demand was put in voice vote and passed.)

Now I am putting the *Demand No, 24* to vote. The question before the House is the *Demand No. 24*moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Information Culture affairs and Turism Department is that a sum not exceeding Rs. 2, 22, 60, 000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (*vote on Account*) Bill, 1988] , be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1989, in respect of *Demand no, 24* under the following major Heads :

2220—*Information and Publicity*	Rs.	1 ,80 ,53 ,ooo
3452—*Tourism*	Rs.	42 ,07 ,ooo

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr . SPEAKER :—Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 1,56,43,ooo/-[inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (*Vote on Account*) Bill, 1988] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989, in respect of *Dmand No. 44* under the following Major Head :

2053—*Stationery and Printing*	Rs. 1, 56, 43,ooo

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :- Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 3, 6o, 65,ooo/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1988]. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989, in respect of Demand No. 4 under following Major Heads :

1. 2o2o—*Collect ion of Taxes on Income and Expenditure*	Rs. 4, 17, ooo
2. 2o29—*Land Revenue*	Rs. 2, 92, 1o, ooo
3. 2o3o—*Stamps and Registrarion*	Rs. 24, o5, ooo
4. 2o39—*State Excise*	Rs. 12, 75, ooo
5. 2o4o—*Sale Tax*	Rs, 27, 58,ooo

(The Demand was put to voice vote and passed,)

Mr, Speaker :— Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs, 2, 88, 49, ooo/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1988] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No. 5 under the following Major Heads :

2235—*Social Security & Welfare*	Rs, 12. 34, 000
2245—*Relief on Account of Natural Calamities*	Rs, 75, 00, 000
2252—*Other Social Services*	Rs, 5, 98, 000
2506—*Land Reforms*	Rs, 1, 67,93, 000
3475—*Other General Economic Services*	Rs, 27, 24, 000

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr . SPEAKER :—Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 2,55,14,ooo/ exclusive of charged expenditure of Rs. 2,00,000/- [inclusive of the sum specified in column 2 of the schedule to the Appropriation (*Vote on Account*) Bill, 1988] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989, in respect of *Dmand No.* 6 under the following Major Head :

2053—*District Administration*	Rs.	2, 07, 29,000
2054—*Treasury and Account Administration*	Rs.	45, 70, 000
4059—*Public Works*	Rs.	2, 15, 000

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :- Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 16, 26, 71,ooo/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1988]. be granted to defray the chargés which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989, in respect of Demand No. 22 under the following Major Heads :

2210—*Medical and Public Health*	Rs.	16, 08, 09,000
2252—*Other Social Services*	Rs,	5, 000
2552—*North Eastern Areas*	Rs.	14, 00, 000
3454—*Census Survey and Statistics*	Rs.	4, 57,000

(The Demand was put to voice vote and passed,)

Mr, Speaker :— Now I am putting the Demand No-23 to vote.

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs, 2, 84, 98, ooo/- [inclusive of the sum

specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1988] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No. 23 under the following Major Head :—

1. 2211—*Family Welfare* Rs, 2, 84, 98, 000

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now I am putting the Demand No. 29 to vote.

Now The question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum nonexceeding Rs. 60, 15, 000/-[inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account)Bill, 1988]. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989, in respect of Demand No. 29 under the following Major Heads :—

1. 2235—*Social Security and Welfare* Rs. 59 ,09 ,000
2. 6235—*Loans for Social Security and Welfare* Rs. 1 ,06 ,000

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now I am putting the Demand No. 42 to vote.

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 96, 70, 000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the sheduled to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1988] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989, in respect of Deman No. 42 under the following Major Head :

1. 2056—*Jails* Rs. 96 ,70 ,000

(The Demand was put to voice vote and passed.)

এই সভা আগামী ১৯ শে জুলাই, ১৯৮৮ ইং তারিখ, মঙ্গলবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

ANNEXURE— "A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 134

Name of M, L, A, :— Sri Rasik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P, W. D, be pleased to State :—

প্রশ্ন ঃ— (১) সোনামুড়া বিশ্রামগঞ্জ ভায়া কোদালছড়ি রাস্তাটি বর্ত্তমানে যান-বাহন চলাচলের উপযোগী কিনা এবং

উত্তর ঃ— (১) উক্ত রাস্তায় ১০ কিঃ মিঃ যান চলা চলের উপযোগী এবং বাকী ১২ কিঃ মিঃ হালকা যানবাহন চলাচলের উপযোগী।

প্রশ্ন ঃ— (২) যদি উপযোগী থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত ঐ রাস্তায় বাস সার্ভিস চালু করা হইবে।

উত্তর :— (২) ১৯৮৯-৯০ সালের মধ্যে সমপূর্ন রাস্তাটি ভারী যানবাহন চলাচলের উপযোগী করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সাহা।

Admitted Starred Question No. 136,

Name of Member :- Sri Rashik Lal Roy.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য সোনামুড়া বিভাগের কলমখেত এর লিফট ইরিগেশন স্কীমটি ১৯৮৫ ইং সনে করার কোন পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও এখনও কাজ শুরু করা হয় নাই,	১। হাঁ। অতি সত্বর কাজ শুরু করা হচ্ছে।
২। সত্য হইলে তাহার কারণ কি ?	২। কলমখেত এল—আই—স্কীমের জন্য পাম্প হাউস তৈরীর জায়গা নিয়ে দুই গাঁওসভার মধ্যে মতপার্থক্য থাকায় পরিকল্পনানুযায়ী কাজ শুরু করা যায় নাই।

ANNEXURE— "A"

Admitted Starred Questions No.—163

Name of M, L, A. :— Sri Diba Chandra Hrangkhowal

Will the Hon'ble Minister-in-Chage of the Public works Department be pleased to state :—

(১) প্রশ্ন :— উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর মহকুমার অন্তর্গত ডেওরাছড়া গাঁও পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চিনি বাগান Dispensary Building এর Construction এর কাজ কবে হাতে নেওয়া হয়েছিল

(এ)- উত্তর :— কাজটি ১০-২-৮৭ ইং সনে হাতে নেওয়া হয়েছিল।

(২) . প্রশ্ন :— উক্ত কাজটি এখনো অসম্পূর্ন থাকার কারন কি ?

(২)- উত্তর :— জমি নিয়ে বিতর্ক উঠার দরুন কাজটির অগ্রগতি ব্যহত হয়েছে।

মোহন —

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 165

Name of M, L, A, :— Sri Diba Ch, Hrankhowal,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P, W, D, be pleased to State :—

প্রশ্ন :— (১) উত্তর-ত্রিপুরা বেতছড়া এ. এ. রোড হইতে পূর্ব্ব বেতছড়ার পি. ডব্লিও ডি. রাস্তাটি ২টি সলিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা

উত্তর :— (১) হাঁ।

প্রশ্ন :— (২) যদি থাকে তাহা হইলে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় এবং

উত্তর :— (২) প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান সম্ভব হইলে বর্ত্তমান আর্থিক বছরে এই কাজ হাতে নেওয়া যাবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রশ্ন :— (৩) যদি না থাকে তাহা হইলে কারন ?

উত্তর ঃ— (৩ ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষীতে এই প্রশ্ন উঠে না।
সাহা।

Admitted Starred Question No. 210

Name of Member : Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister in charge of the Finance Department be pleased to state :-

(১) ১৯৭৮ সাল হইতে ১৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কত টাকা দিয়েছিলন এবং

(২) সেই টাকায় কর্মচারীদের ন্যায্য প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা

(৩) না দেওয়া হয়ে থাকলে তার কারন ?

(Replied by the Chief Minister)

(১) কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে ১৯৭৮ সাল হইতে ১৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত যে-অর্থ দিয়েছিল তাহাতে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির জন্য কোন নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ ছিল না।

(২) এবং (৩) প্রশ্ন উঠে না

Admitted Starred Question No. 269,

Name of Members— 1) Shri Gopal Chandra Das,
2) Shri Badal Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Finance Department be Pleased to state—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য রাজ্যের বর্তমান কং (ই) ও টি. উ. জে. এস. কোয়ালিশন সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে বেতন-ভাতাদি এবং কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেবার আশ্বাস দিয়েছিলেন,

২। সত্য হলে এই আশ্বাস কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত রাজ্য সরকার পেয়েছেন কি,

৪। যদি পেয়ে থাকেন তার বিবরণ ?

¾ 2 ¾

Minister-in-Charge of the Finance Department- Chief Minister.

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। ৫।৭।৮৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকে সরকার সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও ভাতার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। হ্যাঁ।

৪। কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় বেতন ক্রমের পরিবর্তে ত্রিপুরার নিজস্ব বেতন কাঠামো চালু করার জন্য রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিয়াছেন।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 271.

Name of the Member :— Shri Samar Choudhury,

Question No. 1

Whether the decision of the previous Left Front Government in regard to giving financial relief & jobs to the victims of T, N, V. attacks have been modified by the present Government.

Answer No. 1

No modification have since been made in this regard.

Question No. 2.

If so, what are the decisions taken by the present Government for giving financial relief to the Victims of the T, N, V. attacks ?

Answer No. 2.

Does not arise.

উপরোক্ত প্রশ্ন ও উত্তর বাংলায় দেয়া হল :—

(১) প্রশ্ন :— টি. এন.ভি. উগ্রপন্থীদের দ্বারা আক্রান্ত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও চাকরীর ব্যাপারে বিগত বামফ্রন্ট সরকার গৃহীত নীতির কোন পরিবর্তন কি বর্তমান সরকার নিয়েছেন ?

উত্তর :— না—কোন পরিবর্তন করা হয় নাই।

(২) :— যদি হয়ে থাকে তবে টি, এন, ভি, আক্রান্ত পরিবারদের আর্থিক সাহায্য দেয়ার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বর্তমান সরকার ?

উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না ॥

ADMITTED STARRED QUESTION No. 276

Name of M. L, A. SHRI AMAL MALLIK.

. **Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Depertment pleased to state :—**

(১) প্রশ্ন ঃ— দক্ষিণ ত্রিপুরায় পাওয়ার এর কোন ইন্টারন্যাল ইলেক্ট্রিসিটি সাব ডিভিসন আছে কিনা ?

(২) উত্তর ঃ— দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুরে পূর্তদপ্তরের অধীনে একটি ইনটারন্যাল ইলেকট্রিফিকেসন সাব ডিভিসন আছে।

২) প্রশ্ন :— না থাকিলে করার কোন পরিকল্পনা সরকারের হাতে আছে কিনা ?

২) উত্তর ঃ— ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 281

Name of M, L, A, :— Sri Subodh Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P, W. D. be pleased to State :—

১) প্রশ্ন :— ধর্মনগর শহরে নিউ মটর স্ট্যাণ্ডের কাছে জুরি নদীর উপর পাকা ব্রীজ নির্মানে কাজ চলতি আর্থিক বৎসরে শুরু হবে কিনা

১) উত্তর :— কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অনুমোদন না পাওয়া পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে কিছু বলা সম্ভব নয়।

২) প্রশ্ন :— হলে কবে পর্যান্ত শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় এবং

২) উত্তর :— ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন ঃ— না করা হলে তার কারণ ?

৩) উত্তর :— সেন্ট্রাল রোড্ ফাণ্ড প্রকল্পে এই স্থনে একটি পাকাসেতু নির্মানে প্রস্তাব আছে। ব্রীজটি নির্মানের জন্য যাবতীয় তথ্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন না পাওয়া পর্য্যন্ত কাজটি কবে শুরু হবে তা বলা সম্ভব নহে।

Admitted Starred Question No. 284

Name of M.L.A :—**Shri Bidya Ch. Debbarma**.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(১) চলতি আর্থিক বৎসরে খোয়াই হইতে কমলপুর হইয়া ফটিকরায় রাস্তাতে বাস, ট্রাক, জীপ চালু করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ;
এবং

(২) থাকিলে কোন মাস হইতে চালু হইবে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—**পরিবহন মন্ত্রী** (মুখ্যমন্ত্রী)

(১) কৈলাশহর হইতে হালাহালি ভায়া ফটিকরায়/রাজবাড়ী রুটে ১টি মিনিবাস দ্বারা বাস সার্ভিস চালু করার প্রস্তাব এস-টি-এ গ্রহণ করিয়াছে।

(২) উক্ত বাস সার্ভিস কোন মাস হইতে চালু হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া এখনই বলা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 285

Name of M.L.A :—**Sri Dipak Kr. Roy**.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(১) রাজ্য সরকারের গেজেট নোটিফিকেশন অনুসারে নূতন কিছু রুটে যাত্রী পরিবহনের জন্য বাসের পারমিট দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন কিনা ;

(২) যদি নেওয়া হয়ে থাকে তবে পারমিটগুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে মোটর শ্রমিকদের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—**পরিবহন মন্ত্রী** (মুখ্যমন্ত্রী)

(১) হ্যাঁ, নেওয়া হইয়াছে।

(২) পারমিট দেওয়ার ক্ষেত্রে মোটর শ্রমিকদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে এখন পর্য্যন্ত এস-টি-এ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই।

Admitted Starred Question No. 292

Name of Member :—**Shri Fayzur Rahaman.**

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমান নূতন সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?	১। নূতন সরকার ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা ও কাজ আরম্ভ করার জন্য ইতিমধ্যেই গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন। নূতন নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণের জন্য আরো কিছু সময় লাগিবে। তবে যে সকল কাজ ইতিপূর্বে মঞ্জুর করা হয়েছে কিন্তু এখনও আরম্ভ করা হয় নাই, সে সকল কাজ অচিরেই শুরু করা হইবে। ইহা ছাড়া বর্তমান বর্ষায় যে সমস্ত স্থানে নদীর পারে ভাঙ্গন হয়েছে বা হইতেছে সেসব স্থানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভাঙ্গনরোধের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। হইতেছে।
২। চলতি বৎসরে বন্যায় সারা ত্রিপুরায় ক্ষতির পরিমান কত ?	১। এই তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No. 315

Name of Member :—**Shri Dipak Nag**

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Power Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যের কয়টি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ করা হবে।

২। উক্ত সময়ে জিরানীয়া ব্লকের কতটি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ করা হবে, এবং

৩। বৈদ্যুতিকরণ করার ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিতে গ্রামগুলি বাছাই করা হযে থাকে ?

উত্তর

১। ১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যের মোট ১৬০টি গ্রামকে বৈদ্যুতিকরণের জন্য লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে ধরা হয়েছে। ১৯৮৯-৯০ ইং সালের লক্ষ্যমাত্রা এখনই চূড়ান্ত করা সম্ভব নয়।

২। ১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক বছরে জিরানীয়া ব্লকের ১১টি গ্রামকে বৈদ্যুতিকরণের লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে ধরা হয়েছে।

৩। গ্রাম বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে, ব্লক উন্নয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে ও গ্রামের অর্থ কারিগরী দিক বিবেচনা ক্রমে গ্রামগুলি সাধারণতঃ বাছাই করা হয়ে থাকে।

Admitted Starred Question No. 321

Name of M.L.A. :—**Shri Rudreswar Das**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১) প্রশ্ন :—কমলপুর মহকুমার দেবীছড়া মহাবীর চানকাপ ও সেতরাই ইত্যাদি গ্রামের মানুষ যাতে হালাহালি বাজারে আসতে পারেন, সেজন্য হালাহালি বাজার সংলগ্ন ধলাই নদীর উপর কোন পুল তৈরী করার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন কি ?

১) উত্তর :—আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২) প্রশ্ন :—যদি নিয়ে থাকেন তবে ইহা কার্যকরী করার জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

২) উত্তর :—১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 324

Name of Member :—**Sri Ratan Lal Ghosh**

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা রাজ্যের বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার মাষ্টার প্ল্যান্ গ্রহণের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?	১। রাজ্যের বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মাষ্টার প্ল্যান্ রচনার দায়িত্ব ব্রহ্মপুত্র বোর্ড হাতে নিয়েছেন।
ক) যদি থাকে তবে তাহা কত দিনের মধ্যে বাস্তবায়িত এ হবে, এবং	ক) মাষ্টার প্ল্যান্ হাতে গেলে তদনুযায়ী বিস্তারিত প্রকল্প রচনার কাজ হাতে নেওয়া হবে এবং তার পরেই বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হবে।

প্রশ্ন	উত্তর
খ) হাওড়া নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?	খ) মাষ্টার প্ল্যান্ এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে, কেন্দ্রীয় জল আয়োগকে হাওড়া নদীর অববাহিকার সম্ভাব্য প্রকল্পগুলির পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বিস্তারিত প্রজেক্ট রিপোর্ট রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 327

Name of Member :—**Sri Buddha Deb Barma**

প্রশ্ন	উত্তর
১। বিশালগড় ব্লকে গোপীনগর গাঁওসভার অধীনে লিফ্‌ট ইরিগেশন মেশিনটি দীর্ঘদিন যাবৎ অকেজো অবস্থায় আছে, ইহা সারাইয়ের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?	১। বিশালগড় ব্লকে গোপীনগর গাঁওসভার অধীনের লিফ্‌ট ইরিগেশন প্রকল্পের মেশিনটি অকেজো অবস্থায় পড়ে নাই। ইহার তিনটি পাম্পই চালু অবস্থায় আছে।
২। থাকিলে কবে নাগাদ সারাই করা হবে বলে আশা করা যায় ?	২। ১নং প্রশ্নোত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 328

Name of Member :—**Sri Buddha Deb Barma**

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য গোপীনগর গাঁওসভার ৪নং ওয়ার্ডের প্রায় ৬০০০ হাজার একর জমি জলের অভাবে চাষ আবাদের অনোপযোগী হয়ে পড়ে আছে ?	১। জলাভাবে এই অঞ্চলের কিছু কৃষিজমিতে সারা বছর চাষ করার অসুবিধা হইতেছে।
২। সত্য হইলে এ গাঁওসভার বুড়িমা নদী হইতে লিফ্‌ট ইরিগেশন স্কীম করে জল সেচের দ্বারা ঐ জমিতে ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হবে কিনা, এবং	২। শুখা মরশুমে বুড়িমা নদীর জলের অপ্রতুলতার জন্য বর্তমান অবস্থায় এই নদী হইতে ঐ অঞ্চলে কোনও নূতন সেচ প্রকল্প হাতে নেওয়া সম্ভব নয়।
৩। করা হইলে কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায় ?	৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 330

Name of M.L.A. :—**Shri Samar Chowdhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

১) ত্রিপুরা সরকারের অধীনে কর্মরত বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীদের কেন্দ্রীয় হারে বেতন ও ভাতা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানে রাজ্যের বর্তমান সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন অর্থ বরাদ্দ চেয়েছেন কি না ;

২) চেয়ে থাকলে কত টাকা চেয়েছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কি জবাব পেয়েছেন তার বিবরণ।

Minister in-charge of the Finance Department—Chief Minister

ANSWER

১) না,

২) প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 332

Name of M.L.A :—1) **Sri Dipak Kr. Roy**.
2) **Shri Dipak Nag**
3) **Sri Ratan Lal Ghosh**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতটি রেভিনিউ ভিলেজএ এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছোয় নাই এবং

২) যে সকল গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের জন্য এখনও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই সেই সকল গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

প্রশ্ন

৩) ইহা কি সত্য যে, উপজাতি অধ্যুষিত বহু গ্রামে বিদ্যুৎবাহী লাইন টানা হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যান্ত সেই লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় নি, এবং

৪) সত্য হইলে ঐ সকল লাইনে কবে নাগাদ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১৩০টি রেভিনিউ গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছানো বাকী আছে।

২) ঐ সব গ্রামগুলিকে বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে পর্যায় ক্রমিকভাবে বৈদ্যুতিকৃত করা হবে।

৩) না, এইরূপ কোন খবর জানা নেই।

৪) উপরের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 345

Name of M.L.A. :—**Shri Ratan Lal Ghosh**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state --

১) প্রশ্ন :—জিরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত নিম্নলিখিত রাস্তাগুলির সংস্কারের কাজ কবে পর্য্যন্ত করা হবে বলে আশা করা যায় ;

ক] কড়ইবন জারুলবাচাই রাস্তা।

খ] জিরানীয়াখলা-রাধামোহনপুর হয়ে গুরুপদ কলোনী পর্য্যন্ত রাস্তা।

১) উত্তর :—ক] কড়ইবন জারুলবাচাই রাস্তাটিতে বর্ত্তমানে ইট সলিং করা আছে। সময়ে সময়ে জরুরী ভিত্তিতে উক্ত রাস্তার ক্ষতিগ্রস্ত জায়গায় সংস্কারের কাজ করা হয়।

খ] জিরানীয়া রাধামোহনপুর হয়ে গুরুপদ কলোনী পর্য্যন্ত রাস্তাটি আনুমানিক ৭৫০ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্য। এর মধ্যে আনুমানিক ৭৫০ কিঃ মিঃ অর্থাৎ জিরানীয়া হইতে ছিদিমাছড়া

পর্যান্ত রাস্তাটির ইট সলিং এর কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। বাকী ২০০ কিঃ মিঃ রাস্তার ইট সলিং-এর কাজ বর্ষার পরে আরম্ভ করার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No. 348

Name of M.L.A :—**Sri Buddha Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state—

১) প্রশ্ন :—নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে নতুন রাস্তা নির্মান করার জন্য চলতি আর্থিক বৎসরে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ;

ক) গাবর্দি বাজার হইতে সীতারাম পাড়া।

খ) সীতারাম পাড়া হইতে রামকৃষ্ণ পাড়া

গ) রামকৃষ্ণ পাড়া হইতে রমানাথ চৌধুরী পাড়া

এবং

ঘ) দেবেন্দ্র পাড়া PWD রাস্তা হইতে রাজমঙ্গল পাড়া পর্যান্ত।

১) উত্তর :—আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

ANNEXURE—" "

Admitted Unstarred Question No. 41

Name of M.L.A :—**Shri Bidya Ch. Debbarma.**

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Finance Department be pleased to state—

QUESTION

1. রাজ্য সরকার ৩০শে এপ্রিল ১৯৮৮ পর্যান্ত সময়ে কোন দপ্তরে মোট কত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর পদ সৃষ্টি করেছেন।
2. ১৯৮৮ এপ্রিল শেষে এই সকল পদ সমূহের কোন শ্রেণীতে কত সংখ্যক পদ দপ্তরভিত্তিক তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতিভুক্ত প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত অবস্থায় নিয়োগের জন্য খালি রয়েছে ?

Minister-in-charge of the Finance Department—**Chief Minister**

ANSWER

1. } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
2. }

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Tuesday the 19th. July, 1988 at 11.00 A.m.

PRESENT

Shri Jyotirmay Nath, Speaker, in the Chair, The Chief Minister, the Dy. Speaker.7 (Seven) Ministers. 9 (Nine) Ministers of State and 39 (Thirty-Nine) Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১১৯.

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১১৯.

—: প্রশ্ন :—

১) বিলোনীয়া শহরের টাউন হলটি কোন্ সালে কত টাকা ব্যয়ে নির্মান করা হয়েছিল ?

২) ইহা কি সত্য উক্ত টাউন হলটি বর্তমানে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে ?

৩) সত্য হলে, তার কারণ ?

—: উত্তর :—

১) বিলোনীয়া শহরের টাউন হলটি ১৯৮৬ ইং সালে ৯,৯০,০০০ টাকা ব্যয়ে নির্মান করা হয়েছিল।

২) হ্যাঁ, টাউন হলটির ছাদ ও দেওয়ালের কিছু গঠনগত ক্রুটি ধরা পড়ায় জনসাধারনের নিরাপত্তার জন্য টাউন হলটি বন্ধ রাখা হয়েছে।

৩) পূর্ত দপ্তরকে এই দুইটির ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরন দিতে এবং এ ক্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

শ্রী অমল মল্লিক :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, জনগনের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে জনগনের কল্যানে যে টাউন হল নির্মান করা হয়েছিল সেটা নির্মানের সময় এই ক্রুটি ধরা পড়েছিল, কিন্তু সেই ক্রুটি সংশোধন না করে দলীয় কন্ট্রাকটারকে টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য বিল করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ করেছেন আমরা তদন্ত করে দেখছি যে তার আংশিক সত্যতা আছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, বিগত দিনের বামফ্রন্ট সরকার এইভাবে রাজ্যের মানুষের কল্যানে ব্যয়িত অর্থকে তারা বিভিন্ন ভাবে খরচ করে দলবাজীর আশ্রয় নিয়েছিলেন এমন অভিযোগ আমাদের কাছে বিভিন্ন দপ্তর থেকে আসছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) .— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই যে টাউন হল যেটা তৈরী হয়েছে নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি সেটার সম্পূর্ণ টাকা পি, ডবলিও, ডি, কে দিয়েছে এবং পূর্ত দপ্তরের সুপারভাইজেশান-এ এই সমগ্র কাজটা হয়েছে। এই সমগ্র কাজটা হয়েছে। ই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা ষ্টেট লটারী লভ্যাংশ থেকে অর্থ দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা মিউনিসিপালিটি এরিয়া এবং রাজ্যের নয়টি নোটিফায়েড এরিয়ার প্রত্যেকটির কুমারঘাট ও তেলিয়ামুড়া নোটিফায়েড এরিয়া ছাড়া প্রত্যেকটিতে

একটি করে টাউন হল নির্মান করা হয়েছে। এখানে যে অভিযোগ মাননীয় সদস্য তুলেছেন যেসব টাকা পূর্ত দপ্তর দিয়েছেন নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি, এইটা ঠিক না। ত্রিপুরা রাজ্য লটারী পরিচালিত লভ্যাংশ থেকে টাকা দিয়েছে।

শ্রী অমল মল্লিক :— মি: স্পীকার স্যার, নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি যে টাউন হল নির্মান করেছিল সেই টাউন হল নির্মানের সময় যেখানে ডিফেক্ট ধরা পড়েছিল সেটাকে সংশোধন করে দেওয়ার জন্য পূর্ত দপ্তরের অথরিটিকে কোন চিঠি দিয়েছিলেন কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : — মি: স্পীকার স্যার, টাউন হলের আর সি, সি, কাজের দেওয়ালে এবং ছাদে নির্মাণগত ত্রুটি থাকার দরুন বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছেনা। এই ব্যাপারটা পূর্ত দপ্তর শান্তির বাজার ডিভিশন-২ কে হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল এটাকে সারাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৩৭।

মি: স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৩৭।

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৩৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আগরতলা পৌর এলাকায় বাড়ী বাড়ী রান্নার জন্য ও. এন. জি. থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

২। সত্য হলে এই প্রকল্প বর্তমানে কোন পর্য্যায়ে আছে, এবং

৩। উক্ত প্রকল্প রূপায়ন করতে সরকারের কত টাকা ব্যায় হবে এবং কত সময় লাগবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। এটার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলছে। পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ শেষ হলে পরে এই ব্যাপারে কবে নাগাদ এবং কত টাকা লাগবে সেটার পূর্ণাঙ্গ তথ্য দেওয়া যাবে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যে গ্যাস পাওয়া গেছে বিশেষ করে বড়মুড়া, রুখিয়া প্রভৃতি জায়গায়, এই ব্যাপক প্রাকৃতিক গ্যাসকে প্রপার ইউটিলাইজেশন করার জন্য এই জায়গাগুলিকে নিয়ে একটা গ্যাস প্ল্যান্ট তৈরী করে তা থেকে শুধু আগরতলা শহর নয় রাজ্যের বিভিন্ন শহরে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউজে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, এই রাজ্যের উৎপাদিত গ্যাস এই রাজ্যের মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। তারজন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগরতলার পৌরসভার পক্ষ থেকে বাড়ী বাড়ী রান্নার গ্যাস পেঁছে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এবং সে কারণে রাজ্য সরকার বোম্বের একটি বে-সরকারী গ্যাস কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে এটাকে বাস্তবায়িত করা যায়।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি যে প্রশ্নটা করেছিলাম সেটার উত্তর পাই নাই। আমার প্রশ্নটা ছিল যে, রাজ্যের প্রাপ্ত গ্যাসের প্রপার ইউটিলাইজেশন হচ্ছেনা এবং সে কারণে প্রচুর গ্যাস নষ্ট হচ্ছে। তাই পাইপলাইনের মাধ্যমে আগরতলা শহর সহ রাজ্যের অন্যান্য শহরে সরবরাহ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়েছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এখানে যে প্রশ্নটা এসেছে আগরতলা পৌর এলাকায় বাড়ী বাড়ী রান্নার গ্যাস সরবরাহ করার ব্যাপার নিয়ে, সে সম্পর্কে মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী জবাব দিয়েছেন। স্যার, আগরতলার জন্য এরকম একটা প্রস্তাব আছে। যেটা বলা হয়েছে যে, প্রাপ্ত গ্যাস সম্পর্কে ও, এন, জি, সি,র স্টাডি রিপোর্ট রয়েছে। সেই রিপোর্ট অনুসারে গ্যাসকে কিভাবে ব্যবহার করতে পারি বিভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে। তার মধ্যে দুইটিকে আমরা নিয়েছি। একটি হচ্ছে পাওয়ার তৈরী এবং অপরটি হচ্ছে আগরতলা শহরে

বাড়ী বাড়ী রান্নার গ্যাস সরবরাহ করা। আর তৃতীয় প্রোজেক্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় প্রাপ্ত গ্যাস সেন্ট্রেলী দেওয়া হবে। আপাততঃ রান্নার গ্যাস আগরতলা শহরে সরবরাহ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য শহরে সেটা নেওয়া হয়নি। কারন আমাদের এখন পাওয়ার অধিক পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) :— সাপ্লি-মেন্টারী স্যার, ত্রিপুরার প্রাপ্ত গ্যাসকে ব্যবহার করার জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে কি না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই ব্যাপারে প্রস্তাব দেবার কোন প্রয়োজন নেই। ও, এন, জি, সি, নিজেরা ই ব্যাপারে ভূমিকা নিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা।

শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা (রাধাকিশোরপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৫৩।

শ্রী কালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্‌ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৫৩

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত ৫.২.৮৮ ও ৭.২.৮৮ ইং তারিখে কতিপয় সমাজ বিরোধী উদয় পুর শহরের বেশ কিছু বাড়ী ঘর ও দোকান পাট লুটপাট করার পর অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল,

২। সত্য হলে উক্ত ঘটনায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সরকারের তরফ থেকে সে সমস্ত নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে কি না,

৩। না দেওয়া হয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। গত ৫.২.৮৮ ইং তারিখ উদয়পুরে কিছু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং তাহাতে কিছু পরিবার ক্ষতি গ্রস্ত হয়।

২। ক্ষতিগ্রস্ত সকল পরিবারের জন্যই (যাহারা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য) সরকারী নিয়ম অনুযায়ী সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, গত ৫.২.৮৮ এবং ৭.২.৮৮ ইং তারিখে সমাজ বিরোধিরা যে শহরের বেশ কিছু বাড়িঘরে এবং দোকান পাটে লুটপাট করে এবং অগ্নি সংযোগ করে এই আক্রমনে কতদিন বাড়িঘর এবং দোকান পাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং এই ক্ষতির পরিমান কত? এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে কি না? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী কালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, ক্ষতির পরিমান নির্ধারন করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারী নিয়ম অনুযায়ী সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি যতটুকু জানি এই সাহায্য কেউ পায়নি। কাজেই কাদের সাহায্যে দেওয়া হয়েছে তার নামের তালিকা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখাতে পারবেন কি না?

শ্রী কালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, আমি এখানে যাদের সাহায্য দেওয়া হয়েছে তাদের নামের তালিকা পেশ করছি—

		সাহায্যের পরিমান
১।	মহেন্দ্র চন্দ্র দাস	১০০-০০ টাকা
২।	সমরেন্দ্র রায়	২৫০.০০
৩।	নির্মলেন্দু রায়	১০০.০০
৪।	বিপুলকান্তি রায়	১০০.০০
৫।	শান্তিরঞ্জন সাহা	১০০.০০
৬।	সুধীর সাহা	২৫০.০০
৭।	জ্যোতির্ময় সাহা	২৫০.০০
৮।	অরুন সাহা	২৫০.০০

৯।	দীপক কান্তি সাহা	২০০'০০
১০।	পঙ্কজ সাহা	২৫০ ০০
১১।	সুনীল সাহা	২৫০'০০
১২।	মানিক পাল	২৫০'০০
১৩।	অরুণ সাহা	১০০'০০
১৪।	লক্ষ্মী কান্তি পাল	২৫০'০০ টাকা
১৫।	বিক্রম ভাণ্ডর	২৫০'০০
১৬।	তুষার কান্তি রায়	২৫০'০০
১৭।	নারায়ন দাস	২৫০'০০
১৮।	ওনার টি, আর, টি, ১২১৩	২০০'০০
১৯।	শ্রী গোল ভট্টাচার্য্য	২০০.০০
২০।	সুখময় দে	২০০'০০
২১।	মানিক দে	১০০'০০
২২।	কালু নাহা	১০০'০০
		৫,৯৭৫'০০

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, টাকার কথা উল্লেখ করেছেন, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা কেউ নিয়েছে কিনা ?

শ্রী কালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— সরকার সাহায্য মঞ্জুর করেছেন। নেওয়া না নেওয়া সেটা তাদের উপর নির্ভর করে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :— লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ক্ষতি হয়েছে। সেখানে আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কম পক্ষে ২০০ থেকে আড়াই হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে। আর এখানে মাত্র ২০০ থেকে আড়াই শ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এটা খয়রাতি সাহায্য কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

MAHARANI BIBHU KUMARI DEVI (Revenue Minister) :— I am bringing to the notice of the Oppositlon friends that we have to work within the ambit of he administrative norms.

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর) :— সরকারের কি নর্মস-এ কি এই সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী কালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— সরকারের একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। ফিজিক্যালী যদি কেউ আহত হয়ে থাকে, হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়, তাহলে ৫০০ থেকে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত সাহায্য দেওয়া যেতে পারে, যদি কোন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। যদি বাড়ী ঘর জ্বলে যায় তাহলে ২০০ টাকা আর যদি জিনিষপত্র হানি হয় তাহলে ২৫০ টাকা এবং দোকান পাট যদি কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, লুট-পাট হয় তাহলে ৫০০ টাকা। এটাই সরকারের নর্মস এ আছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নর্মস এর কথা বলছিলেন। আমি জানতে পারি কি কোন নর্মস এ ৫০ টাকা দেওয়া হল ?

MAHARANI BIBHU KUMARI DEVI :— We are not trying to Fankibaji. Within the ad ministrative parameters, winthin that ambit we will work, We cannot go outside that ambit.

শ্রী দীপক কুমার রায় (বড়জলা) : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিবেন কি এই যে সাহায্যগুলি দেওয়া হয়েছিল তারা কারা ? উদয়পুরে যে বিশু সাহাকে হত্যা করেছিল, এরা সেই খুনের আসামী ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—গোল তালিকায় যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে তারা খুনী কি না ?

শ্রী কালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— এটা সেপারেট কোয়েশ্চান করলে উত্তর দেওয়া হবে।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনিয়া) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ফেব্রুয়ারীর ২ তারিখ ত্রিপুরার জনগনের রায় নিয়ে এই সরকার ফেব্রুয়ারীর ৫ তারিখ শপথ নেওয়ার পূণ্য দিনে ত্রিপুরার মানুষের মনে ভয় সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য ছুটি সরিক দলের (ইন্টারাপশান) ।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, উকে থামান উকে থামতে বলুন।

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনি কার কাছে বক্তব্য রাখছেন আপনি কি স্পীকারের কাছে বক্তব্য রাখছেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— আপনার কাছে—উকে থামান (ইন্টারাপশান) হাউসে কি বলতে হবে সেটা কি তাদের কাছ থেকে শিখতে হবে (ইন্টারাপশান)।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, উনাকে থামান (ইন্টারাপশান)।

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— এই ভদ্রলোক গত ১০ বছর যাবৎ আমাদের উপর মাষ্টারী করছেন, উনার কাছ থেকে শিখতে হবে। উনাকে বলুন হাউসে এই ধরনের বক্তব্য উনি যেন না রাখেন। হাউসটাকে উনি স্কুল পেয়েছেন। উনি প্রিন্সিপাল হয়েছেন। যা খুশী তাই বলবেন (ইন্টারাপশান) যেখানে আমরা দরকার মনে করি সেখানে আমরা চিকিৎসার জন্য পাঠাতে পারি। (ইন্টারাপশান।

মিঃ স্পীকার ঃ— প্লীজ সিট ডাউন (ইন্টারাপশান) মেম্বার্সদের রাইট যাতে কার্টেল না হয় সেটা আমি দেখছি (ইন্টারাপশান)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— উনি চেয়ারকে অবমাননা করছেন।

মিঃ স্পীকার :— এই চেয়ারের মর্য্যাদা যদি না থাকে তাহলে ত্রই হাউসেরও মর্যাদা থাকে না।

শ্রী অমল মল্লিক ঃ— দুই শরিকের দলের গণ্ডগোলের ফলেই উদয়পুরে সেদিন সেই ঘটনা হয়েছিল (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার ঃ— ইউ রেইজ ইউর পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রী নৃপেন চকবর্তী ঃ— প্রশ্ন করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রীকে—আর সেখানে আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে সেখানে বিরোধী দলকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য (ইন্টারাপশান) উদের কাছ থেকে জানতে চাই পয়েণ্ট অব অর্ডার হয় কি না ? (ইন্টারাপশান)

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— বিরোধী দলের মাননীয় নেতাকে বলছি যে, ইট ইজ কোয়েশ্চান অব ল এণ্ড অর্ডার প্রশ্নটা কি ছিল ? এই প্রশ্নের জবাব যদিও ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে প্রশ্ন উঠে ছিল। সুতরাং ইন ইজ রিলিভেন্ট সদস্যরা যে-কোন বিষয় জানার (ইন্টারাপশান)।

শ্রী দশরথ দেব (রামচন্দ্র ঘাট) :— তাই যদি হয় তাহলে এই হাউস রাখার কোন অর্থ হয় না।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— ইট কেন নট প্রিভেন্ট এনিবডি।

মিঃ স্পীকার :— পয়েন্ট অর্ডার ইজ ডিসঅ্যালাউড। মাননীয় সদস্য বলুন।

শ্রী অমল মল্লিক :— এই যে সমাজ বিরোধীদের নাম নিয়ে উদয়পুর শহরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছিল যাতে শহরের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ গরীব মানুষ, ছোট ছোট দোকানদার খুবই অসুবিধা ভোগ করেন। এটা আসলে দুই দলের শরীকির মধ্যে ঝগড়া ছিল এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী সুধীররন্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া যাবে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এর আগে এই হাউসে মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রীমহোদয় বলেছিলেন যে, উদয়পুরে এই রকম কোন গণ্ডগোল হয় নাই অথচ আজকে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এতে এইটাই প্রমাণ হয় যে, এই মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে সংহতি নেই।

শ্রী সুধীররন্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এটা কোন প্রশ্ন নয়।

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ নট সাপ্লিমেন্টারী। আপনার কেন নট বি দিচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী বিধাচন্দ্র রাংখল।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (তুলাই) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩৩৫, কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩৩৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরার ধুমাছড়া ল্যাম্পস-এর প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেকটর শ্রী রথীন্দ্র সাহা ও মনু গাঁও পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান শ্রীঅমল ভট্টাচার্য্য-এর বিরুদ্ধে ধুমাছড়া ল্যাম্পসের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ সরকারের নিকট উত্থাপন করা হয়েছিল ?	১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।
২। সত্য হলে উক্ত অভিযোগের তদন্ত করা হবে কি না ?	২। উভয় ক্ষেত্রে তদন্ত করা হচ্ছে।
৩। তদন্তে দোষী স্বাব্যস্থ হলে তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকারের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না ?	৩। তদন্তে দোষী স্বাব্যস্থ হলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, উত্তর ত্রিপুরার মনু গাঁও পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সি, পি, আই (এম)-র শ্রী অমল ভট্টাচায্য ধুমাছড়া ল্যাম্পসে মনুঘাট অফিস করার জন্য প্রায় দুই হাজার টাকার অধিক মূল্যের জায়গা ক্রয় করেছিলেন, সমিতির নামে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে উনি ডকুমেন্ট ইত্যাদি দিতে অস্বীকার করেন। কাজেই মনুবে জায়গা, ঘরটি তিনি সম্পূর্ণ ফেরত দিয়েছেন কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ধুমাছড়া ল্যাম্পস-এর প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীরথীন্দ্র সাহার বিরুদ্ধে সমিতির নগদ টাকা আত্মসাৎ এবং সমিতির পরিচালনগত বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ডিপার্টমেন্টের প্রসেডিংস চলিতেছে। উক্ত

প্রেসেডিং এ বিভিন্ন অভিযোগ প্রমাণিত হইলে শ্রী সাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। মনু গাঁও পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান শ্রীঅমল ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে প্রায় ৫১ হাজার টাকা আত্ম সাতের অভিযোগ আছে। উক্ত টাকা মনু বাজারের জায়গা সহ একটি ঘর সমিতির নিকট বিক্রয় করার শর্তে অগ্রিম টাকা নিয়াছিল। কিন্তু অদ্যাবধি সমিতির নামে দখিল করিয়া শ্রী ভট্টাচার্য্য দেন নাই। উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে টি. সি. এস. অ্যাক্ট এর ৯২ ধারায় সমবায় সমিতির উপনিয়ামক-এর আদালতে ডিসপিউট কেইস দায়ের করা হইয়াছে এবং বর্তমানে উক্ত মামলার শুনানী চলিতেছে। উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে টি. সি. এস. অ্যাক্টের ৯২ ধারায় ত্রিপুরার আদালতে ডিসপুট কেস্ করা হয়েছে। বর্তমানে শুনানী চলছে।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল ঃ— এই ভাবে কমরেড বন্ধুদের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রমানিত হয়েছিল পূর্বতম সরকারের আমলেই। কিন্তু সে সময় তা গুপ্ত অবস্থায় ছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসায় এই দুর্নীতি প্রম নি ত হয়েছে। ধুমাছড়া ল্যাম্পসের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মপাৎ করছে কমরেড বন্ধুরা। ল্যাম্পসের প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী রথীন্দ্র সাহা ও পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান শ্রী অমল ভট্টাচার্য্যের দুর্নীতি প্রমানিতও হয়েছে. তবুও বিস্তারিত তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য হয়ত আমার প্রশ্নের উত্তরটি লক্ষ্য করেন নি। আমি বলেছি যে, আমরা দোষীদের অবশ্যই শাস্তি দেব, দোষী সাব্যস্ত হলে। তবে এই সরকার লক্ষ্য করছে, বিগত সরকারের আমলে বিভিন্ন ল্যাম্পস এবং প্যাকস্ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছিল। আমি মাননীয় সদস্যদের এই আশ্বাস দিতে পারি বিগত সরকারের আমলে যে সমস্ত অবিযোগ উঠেছিল সেই সমস্ত অভিযোগ গুলির তদন্ত করে দেখে দোষীদের অবশ্যই শাস্তি দেবার ব্যাবস্থা করব

শ্রী অমল মল্লিক ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বিভিন্ন ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্ ও মার্কেটিং কো অপারেটিভ সোসাইটিগুলি সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছিল তার মধ্যে জিরানিয়া মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি সম্পর্কে ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল ? যদি উঠে থাকে,

তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা তদন্ত করে দেখবেন কিনা, এবং দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এই প্রশ্ন-এর সঙ্গে রিলেটেড নয়।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— স্যার, বিগত সরকারের আমলে যেসব ল্যাম্পস এবং প্যাকসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল, তার সমস্তগুলি তদন্ত করে দেখার চিন্তাধারা সরকারের আছে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমরা ক্ষমতায় আসার পরে এই ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ সম্পর্কে বহু দুর্নীতির অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে। অভিযোগ রয়েছে, দীর্ঘদিন এই সমস্ত ল্যাম্পস, ও প্যাকস্সের কোন অডিট হয় নি। কিংবা, বিভিন্ন ধরনের যেসমস্ত কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি আছে তারও কোন অডিট হয় নি। আমরা প্রথম কর্মসূচীই হাতে নিয়েছি, জনগণের সার্থে এইগুলি কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা। গত ১০ বছর যাবৎ তা জনগণের স্বার্থে কাজে লাগান হয়নি। তাঁরা এইগুলিকে দুর্নীতির আঁখড়ায় পরিণত করেছিল। আমরা যেসব কর্ম্মসূচী হাতে নিয়েছি তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে, এগুলির অডিটের ব্যবস্থা নাম্বারটু হচ্ছে, দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের ব্যবস্থা করা ও দোষী সাব্যস্ত হলে দোষীদের বের করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, থ্রি হচ্ছে, মাননীয় সদস্যরা গতকাল ওয়াক-আউট করেছিলেন তাঁদের দলের নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। তাঁদের বলতে চাই, পুলিশ এনফোর্সমেন্টের রিপোর্টের আগে আমরাও ব্যাপারটা জানতাম না। তাঁদের দলের নেতা পবিত্র কর নাকি লক্ষ লক্ষ টাকার গড়মিল করেছিলেন এটা আমরা জানতে পারি পুলিস এনফোর্সমেন্টের অভিযোগের মূল। সে অনুযায়ীই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ রকম আরো বহু অভিযোগ আছে। তা তদন্ত করা হচ্ছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি, সরকার ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স উঠিয়ে দিয়েছেন মহাজনদের স্বার্থে ? ফঁড়িয়াদের স্বার্থে ! যারা অসাধু ব্যবসায়ী তাদের স্বার্থে যাতে তারা জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিতে পারে ? ট্রাউটদের স্বার্থে ? এই ষড়যন্ত্র করার ফলে এ বছর জে, সি, আই, পাট কিনিবার জন্য সংগঠন করতে পারবে

না, ফলে, পাটের প্রডিউসাররা জে, সি, আই-এর কাছে ন্যার্য্য মূল্যে পাট বিক্রী করতে পারবে না। তাহলে বলা যেতে পারে, কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই, এবং দাদন ব্যবসা পুনরায় চালু করার জন্য সরকার থেকে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে বক্তব্য রেখেছেন, মহাজনদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা একেবারে অসত্য। বিগত সরকারের আমলে আমি নিজে দেখছি একটা পাওয়ার টিলার চম্পকনগরকে ভাড়া দেওয়ার দোকান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ; বিগত দিনে সবচেয়ে বড় গ্যাপ হচ্ছে ৫৩১২ টা ল্যাম্পস-এর এখনও অডিট বাকী আছে যার কোন হিসাব নেই। আমরা, বিগত সরকার কি করেছিল সেটা ঠিক ঠিক ভাবে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরব, তারজন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। পাট কিনার ব্যাপারে আরেকটা কথা উনি বলেছেন। এই সরকার যাতে পাট চাষীদের উপকারে আসতে পারে তারজন্য চেষ্টা করছে। বিগত সরকারের আমলে আমরা দেখছি আমার এলাকাতে প্রায় ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকার পাট তীর্থমুখে একটা বেড়াহীন বাজার শেডের মধ্যে রেখে দিয়েছে যা গোমতীর জলে পচে গিয়েছে। এই ধরনের কাজ যাতে আর না হয় এবং জন সাধারণ যাতে ল্যাম্পস এবং প্যাক্স এর মাধ্যমে পাটবিক্রি করতে পাবে তারজন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন।

শ্রী দশরথ দেব (রামচন্দ্র ঘাট):— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে সবাই প্রশংসা অর্জন করা যায় এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সরকার গঠন হবার পর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ নিজেরা প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের দপ্তর থেকে নোটিশজারী করছেন কি না যে, পার্টিকুলার একটা ফার্ম বা দোকান থেকে খেলার সামগ্রী কিনা হবে পার্টিকুলার একটা দোকান থেকে রায় বর্মন অক্সাইড ব্যাটারী কিনা হবে। এই ধরনের সার্কুলার অফিস ফাইলে আছে। নিজেদের দুর্নীতিকে ঢাকবার জন্য, মাননীয় মন্ত্রীরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন বলে বুলি ওড়াচ্ছেন এটা ঠিক কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (রাষ্ট্রমন্ত্রী):— স্যার এটা সম্পূর্ণ অসত্য ঘটনা। এই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে-সমস্ত জিনিষ কো-অপারেটিভ থেকে পারচেজ করবে।

এই রাজ্যে যে সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রি আছে এবং হবে সেই সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রীর উৎপাদিত সরকারের প্রয়োজনীয় জিনিষ সরকার কিনবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা দেখেছি বিগত সরকার শিল্প দপ্তর থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে ইণ্ডাষ্ট্রী করেছিল এবং সেই ইণ্ডাষ্ট্রীগুলির উৎপাদিত জিনিষ ডিনাই করে বাইরে থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিষ কিনেছে এরকম বহু ঘটনা আছে। এই নতুন সরকার প্রায়রিটি বেসিসে কো-অপারেটিভগুলি থেকে জিনিষ কিনার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন।

শ্রী দীপককুমার রায় ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যিনি অভিযোগ আনলেন, বিরোধী দলের উপনেতা, টি, আর, টি, সির জায়গা খরিদ করার ক্ষেত্রে এই উপনেতা দশরথ বাবুর জায়গাও ছিল এবং আরও ৫ জনের জায়গাও ছিল। এই ৫ জনের সবাইকে টাকা দিযে বিসর্জন দেওয়া হল ভূমিহীন কলোনীতে। আর উনি, প্রসাশনের প্রভাব খাটিয়ে টি, আর, টি, সি অফিস সংলগ্ন ১২ লক্ষ টাকা কানি দরে জায়গাও নিলেন এবং পাশাপাশি এ করপোরেশন থেকে টাকাও নিলেন ।ক্ষমতার অপব্যবহার করে জায়গাও নিলেন আবার টাকাও নিলেন এটা কি দুর্নীতির অভিযোগ অভিযুক্ত নয়।

শ্রী সুধীররনজন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, এই ধরনের অনেক অভিযোগ পাওয়া যাবে তবে বর্তমান প্রশ্নটা এটায় সঙ্গে রিলেটেড নয়। তিনি স্বতন্ত্র প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রী দশরথ দেব ঃ— পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যাবিফিকেশ্যান স্যার, উনি নাম করে প্রশ্ন করেছেন তামরা জমি যেটা একোয়ার করা হলো সেটা সিদ্ধান্ত করে করা হয়েছে। আমাকে গভর্ণমেণ্ট একটা পয়সাও দেয়নি।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, এখানে যে প্রশ্নটা করেছেন এটা রিলেটেড নয় তারপরে এই সম্পর্কে বক্তব্য আসতে পারে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রী গৌরীশঙ্কর রিয়াং (শান্তির বাজার) ঃ— মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দেওয়ায়

সময় বলেছেন ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্গুলিতে দুর্নীতির অভিযোগ ধরা পড়েছে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি সেই সব দুর্নীতি যুক্ত ল্যাম্পসের ম্যানেজিং কমিটিগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— স্যার, ল্যাম্পস ও প্যাকস্ এই নিয়ে আগেও আলোচনা হয়েছে। যদিও মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এই সম্পর্কে নোটিশ জারী করে সরকারী আইন অনুযায়ী নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং সেই নোটিশের উত্তর আসলে পরে সেই নিয়ম অনুযায়ী ইলেকশন হয়। আমরা এইগুলি ভেঙ্গে দিয়েছি এবং নতুন ভাবে এডমিনিষ্ট্রেটার বসিয়েছি। সময় হলে আমরা নির্বাচন করবো।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি যে, মনু ল্যাম্পসে দু লাখ টাকার উপরে যারা সরকারী টাকার হিসাব দিতে পারছেন না তার চেয়ারম্যান বিধায়ক অঞ্জু মগকে গ্রেপ্তার করা হবেনা কেন ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মনু ল্যাম্পস্ মানে মনু বংকুল, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক মনু আছে আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য মনু বংকুলের কথা বলতে চাইছেন। স্যার, আমরা মনু বংকুল ল্যাম্পসে্ সেখানে অর্থ নয় ছয়ের অভিযোগ পেয়েছি এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টার কে সাসপেনশন করছি।

(গণ্ডগোল)

আমাকে উত্তর দিতে দিবেন তো।

(গণ্ডগোল)

এই এলাকার যিনি বিধায়ক এবং চেয়ারম্যান তিনি নিজে এই সরকারের কাছে অভিযোগ এনেছেন যে ঐখানকার ম্যানেজিং ডিরেক্টার অর্থ নয়,ছয় করেছেন এবং মাননীয় চেয়ারম্যানের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা আমরা করবো।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, এই যে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যেটা বলেছেন মনু বংকুলের সেই অভিযোগ চেয়ারম্যান নিজেই এনেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল ঘোষ।

শ্রী রতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) ঃ— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৪৩।

শ্রী বীরজিৎ সিনহা (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩৪৩।

প্রশ্ন

১। গত আর্থিক বছরে ত্রিপুরার এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ইপিতে মোট কত টাকা ব্যয়িত হয়েছিল এবং মোট কত শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছিল এবং

২। এস, আর, ই, পি। এন, আর, ই, পির কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য রুর‍্যাল ডেভোলাপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এতে নূতন কোন কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন আছে কিনা?

উত্তর

১। গত আর্থিক বছরে ত্রিপুরায় এস, আর, ই, পি ও এন, আর, ই, পিতে যথাক্রমে মোট ৬৭৮.০৬১ লক্ষ ও ৩১৬.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং ৪৪.৯০৪ লক্ষ ও ১৪.৯৭৯ লক্ষ শ্রম দিবসের কাজ হইয়াছে।

২। এস, আর, ই, পি। এন, আর, ই, পিরকাজ তত্ত্বাবধানের জন্য রুর‍্যাল ডেভোলাপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে নূতন কোন কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন আছে কিনা তা সমীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

শ্রী রতনলাল ঘোষ ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রতি বৎসরে কম পক্ষে ১০০ দিনের এস, আর, ই, পি এবং এন, আর, ই, পির কাজ দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

শ্রী বীরজিৎ সিনহা (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশাবলীতে প্রতিটা শ্রমিকের বৎসরে ১০০ দিনের কাজ কাজ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু ভারতের প্রত্যেকটা রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের প্রয়োজন হয়না। আমাদের রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের প্রয়োজন হয়না। আমাদের রাজ্যে ১০০ দিনেও কাজ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিন্তু আর্থিক সংকুলানের জন্য ১০০ দিনের কাজ দেওয়া হয়নি। রাজ্য সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে এই যে,

গ্রামে শ্রমিকদের যাতে কাজ এর অভাব না হয় তার জন্য নতুন সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

শ্রী গৌরীশঙ্কর রিয়াং ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিগত সরকারের আমলে এস, আর, ই, পি এবং এন, আর, ই, পির কাজের মাধ্যমে যে খরচ হয়েছে, তাতে কি সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— আমার দপ্তর থেকে বিভিন্ন দপ্তরে গত ১০ বৎসরে তারা যে সমস্ত খরচ করেছে, বিশেষ করে অ্যাসেট তৈরী করার, সেই এস, আর, ইপি হোক, এন, আর, ই, পিই হোক, আর এল, ই; জি পি হোক, আমি যখন বিরোধী দলের নেতা ছিলাম, আমি পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম, আমরা জানতে চেয়েছিলাম কি ধরনের অ্যাসেট তৈরী হয়েছে। আর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তার মধ্যে পি এ সি, কমিটি তা পাইনি। আমাদের সরকারে আমার পর আমি নিজে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আমার প্রত্যেকটা দপ্তরের কাছে সার্কুলার দিয়েছি। এই ধরনের এ্যাসেটগুলি কি হয়েছে তা সংগ্রহ করার জন্য এবং সংগৃহীত হলে আমরা সেই সমস্ত তথ্য এই বিধানসভায় উপস্থিত করব।

শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং ঃ— স্যার, এই এস আর, ই, পি, এবং এন, আর; ই. পি. সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এইটা আমরা এখানে অচিরেই পাব তবু আমি মাননীয় মন্ত্রীকে প্রশ্ন করছি এই এস. আর. ই. পি. এন. আর. ই. পির টাকা মিছিল মিটিং-এ কত টাকা খরচ হয়েছে এই হিসাব ওনার কাছে আছে কি না জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, এইটাতো সারা রাজ্যের মানুষ দেখেছে এবং আমাদের কাছে অভিযোগ আছে, এইটার উপরই সেটা নির্ভর করবে। আমরা দেখব প্রত্যেকটা ব্লকে কি পরিমান শ্রম দিবস হয়েছে এবং সেই শ্রমদিবসের এ্যাসেট তৈরী হয়েছে কি না। আমরা দেখেছি, গত দশটা বছরে এই রুর‍্যাল ডেভলাপমেন্ট-এর টাকা নিয়ে দলবাজী করা হয়েছে, প্রধানদের বাড়ী তৈরী করা হয়েছে এবং এটটার জন্যই মিছিল মিটিং ও রাজনীতি করেছিলেন। এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে পঞ্চায়েতগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না যে,

বিগত দশটা বছরে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা ব্লকের পঞ্চায়েত সেক্রেটারীগুলি এডজাষ্টমেণ্ট রিপোর্ট সাবমিট করতে পারে নি। তারজন্য বিগত সরকার এইটার জন্য বিচার বিবেচনা করার জন্য কোন তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। যার জন্য এখন পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত সেক্রেটারী ডিফলটার। কাজেই বর্তমান সরকারের মাধ্যমে যে সমস্ত ডিফলটার পঞ্চায়েতগুলিকে ঠিক ঠিকমত কাজের সুযোগ দেওয়া হচ্ছেনা এবং যার ফলে এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পির কাজের ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে, আমি নিজেও জানি যে, এই সমস্ত পঞ্চায়েতগুলিতে অধিকাংশ পঞ্চায়েত সেক্রেটারীই ডিফলটার। কাজেই এই সমস্ত তদন্ত করে ভেরিফিকেশান করে যারা ডিফলটার তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হবে কি না এবং এই সমস্ত ডিফলটার পঞ্চায়েতগুলিকে পুনরায় এস আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পির, কাজ দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনা করবেন কি না এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— এইটা সত্যি কথা যে, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে এই পর্য্যন্ত কয়েক লক্ষ টাকা এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পির. ফাণ্ড থেকে খরচ করা হয়েছে এবং তার এডজাষ্টমেণ্ট এখন পর্য্যন্ত জেলা শাসকদের হাতে আসেনি। এই রাজ্যে নূতন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্য সরকার ব্লকের কাজগুলিকে পর্য্যালোচনা করার জন্য প্রাথমিক পর্য্যায়ে বি. ডি. ওদের গাইড চিহ্ন করা হয়েছিল এবং পরবর্ত্তীকালে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা শাসকদের মাধ্যমে প্রত্যেকটা ব্লকের কোন্ কোন্ ব্লকে কতগুলি পঞ্চায়েত বিগত দিনে তাদের কাজের এডজাষ্টমেণ্ট জমা দেয়নি. সেই অনুসারে রাজ্য সরকারের কাছে একটা রিপোর্ট জেলা শাসকদের মাধ্যমে. প্রত্যেকটি ব্লক থেকে. কোন, কোন্ ব্লকের কতগুলি পঞ্চায়েত বিগত দিনের তাদের কাজের হিসাবের এডজাষ্টমেণ্ট দেয় নাই তা চাওয়া হয়েছে এবং সে অনুসারে রাজ্য সরকারের হাতে বিপুল পরিমাণ প্রমাণিত রিপোর্ট এসেছে। তার জন্য যে সকল পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে আমাদেরকে কিছু কিছু ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। এত বেশী রিপোর্ট পাওয়া গেছে যে যারজন্য আমাদেরকে পঞ্চায়েতগুলিকে ভেঙ্গে দিতে হয়েছে। যেসব পঞ্চায়েত সচিব এস. আর. ই. পি. ও এন. আর. ই. পির কাজের হিসাবের এডজাষ্টমেন্ট রিপোর্ট দেয়নি বি. ডি. ও বা ডি. এমের কাছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্যার, একটা পঞ্চায়েত এস. আর. ই. পি. ও এন. আর. ই. পি.র কাজের জন্য ১৬টা ওয়ার্ক

অর্ডার হয় সেটা তদন্ত করার জন্য আমরা নির্দেশ দিয়েছি মাননীয় সদস্যদের আশ্বাস দিচ্ছি যে যাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর মানসিকতা নিয়ে রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নেবে এবং তাতে কোনরূপ কুণ্ঠিত হবে না। যথাসময়ে এসব তথ্য পরিবেশন করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৫৮।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৫৮।

শ্রী কালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৫৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সম্প্রতি রাজ্যে সকল প্রকার ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজ সরকার বন্ধ করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে কি কি কারণে উক্ত কাজ বন্ধ করে রাখা হয়েছে,

৩। ইহাও কি সত্য জেলা পরিষদ এলাকায় জেলা পরিষদের অনুমোদন থাকা অনেক বন্দোবস্তের প্রস্তাব মহকুমা শাসকদের কাছে পড়ে রয়েছে।

৪। সত্য হলে উক্ত ভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। হ্যাঁ মহাশয়।

২। বর্তমানে ভূমি বন্দোবস্তের যে নিয়ম নীতি আছে তাহা সরকার পরীক্ষা-নীরিক্ষা করিতেছেন। সেই জন্য বন্দোবস্তের কাজ বর্তমানে বন্ধ রাখা হয়েছে।

৩। হ্যাঁ মহাশয়।

৪। বর্তমান নিয়ম-নীতির পরীক্ষা নীরিক্ষার কাজ শেষ হইলেই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার।

যে-সব তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেসব প্রশ্নের লিখিত উত্তর ও তারকা বিহীন প্রশ্নের লিখিত উত্তর সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES "A" & "B") REFERENCE PERIOD.

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজকে একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয় থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব অনুসারে বিবেচনা করে সেটি উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। এখন নোটিশটি উল্লেখ করতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী মতিলাল সরকার (কমলা সাগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের স্বীকৃত ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, এই বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দিতে। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার এ সম্পর্কে আমি আগামী কাল একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ২০ তারিখ একটি বিবৃতি দেবেন। আমি আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয় থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে সেটি উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয়কে নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে বর্তমান খাদ্য সংকট ও মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সদরের বিভিন্ন এলাকায় বকেয়া খাজনা আদায় করার জন্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার অভিযান সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি

দিতে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে কবে বিবৃতি দিতে পারবেন তার একটা তারিখ আমাকে জানাবেন।

শ্রী কালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর আমি আজকেই একটি বিবৃতি দিতে পারব।

বর্তমানে সরকারী যে নিয়ম আছে, তাতে ৪ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্য্যন্ত খাজনা মুকুব আছে। ৪ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একরের উপরে যাদের জমি আছে তারা সমাজের ধনিক শ্রেণীর মানুষ বলে বিবেচিত। এই ক্ষেত্রে সাব-ষ্ট্যাণ্ডার্ড একরের উপরে যারা আছেন তাদের মূল্যবৃদ্ধি জনিত কারণে অথবা খাদ্য সংকটের কথা যারা বলেছেন। সেই কারণে খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি কোন অবস্থাতেই হতে পারবেনা। এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের এই প্রশ্নে অবাক হয়ে যাচ্ছি এই কারণে যে, যারা দীর্ঘদিন যাবৎ সাধারণ মানুষের কথা বাহিরে বলতেন আজকে ধনিক শ্রেণীর জন্য যেটা চেয়েছেন তাতে ত্রিপুরার ধনিক শ্রেণীকে সাহায্য করবে। তাদের খাজনা মুকুবের প্রশ্নই উঠতে পারেনা। সুতরাং যে অভিযান চালান হয়েছে সেটা গরীব শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে নয়। ধনিক শ্রেণীর মানুষের জন্য করা হয়েছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা জানেন কি যে, বর্তমান দ্রব্যমূল্য, বন্যা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে রেভেনিউ দপ্তর ইচ্ছা করলে এই খাজনা মুকুব না করে আদায় স্থগিত রাখতে পারেন। এটা সত্যি যে, সিধাই তহশিলের অন্তর্গত এলাকায় থালা-বাটি ইত্যাদি যাদের কাছ থেকে ক্রোক করা হচ্ছে তারা মোটেই বড়লোক না। মাননীয় মন্ত্রী মশাই বড়লোক হতে পারেন কিন্তু তারা গরীব মাঝারি কৃষক। ১ ফসল জমি শুধু দেখলে চলবেনা, আয়ও দেখতে হবে। আজকে গরীব মানুষের উপর খাজনার চাপ পড়েছে। মাননীয় মন্ত্রী না জানতে পারেন যেহেতু তিনি এখানে নতুন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, এই চাপ গরীব মানুষের উপরই পড়ে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা পত্রপত্রিকায় দেখছি যে এ ব্যাপারে রাজস্ব দপ্তর একেবারেই নিশ্চুপ।

মিঃ স্পীকার :— হোয়াট ইজ ইউর পয়েণ্ট?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) আমাকে শেষ করতে দিন। দপ্তরের সমস্ত

কাগজপত্র রাজ বাড়ীতে। সেখানে ১ কোটি টাকার অভিযোগ আসছে আর এখানে খাজনা অনাদায় করার জন্য এত ব্যস্ত কেন ?

মহারাণী বিভুকুমারী দেবী (রাজস্বমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, উনি ব্যক্তিগত কথা বলছেন। যেটাতে দশরথ বাবু একটু আগে রেগে গিয়েছিল। আমার গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কিন্তু আমি রাগ করবনা। স্যার, উনি এখন ব্যক্তিগত কথা বলছেন যেটা মাননীয় দশরথবাবু রেগে বলছেন আমার গভার্ণমেন্টে বিরুদ্ধে।

But the point is that the Revenue Minister is not at all concerned with the illegal matters of the state including the L A. Case between the state of the Maharajas. But the case is almost 15 years old. This is already recorded in the House and we have also all evidence and aelevent documents and these have been submitted be fore the Court. tt is the L. A.. Case be'ween the Govt. The Maharajas. It is not my case. And no new evidence was taken by t b Hon'ble High Court nor any documents was produced. So the allegation was complete y baseless.

শ্রী দশরথ দেব (রামচন্দ্র ঘাট) ঃ – স্যার, এই ভদ্র মহিলার বিরুদ্ধে এত কাগজ দিচ্ছেন কোটি কোটি টাকার-বাট নান অব, হার কেবিনেট কলিগস্ ক্যান এভারটু প্রোটেক্ট হার। কেউ তারা তাকে প্রোটেকসন দেয় না। কাজেই তার পদত্যাগ করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। এই কেবিনেট এ তার হয়ে কথা বলার কেউ নেই।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— শি ইজ্ এলোম নাফ ফর ইউ।

শ্রী কেশব মজুমদার (কাকড়াবন) ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রেভিনিউ এর জন্যে যা বলেছেন কিন্তু এখন খাজনা'র জন্যে ট্রাইবেলদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে! আমাদের এখানকার সিস্টেম হচ্ছে পিতা তার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তার সমস্ত জমি ভাগ করে দেন। কিন্তু সেটা রেকর্ডে সংশোধন হয়না। বাবার নামেই সমস্ত

জমিটা থেকে যায়। যারফলে রেকর্ডে তাকে একজন জোতদার বা বড় জমির মালিক হিসেবে দেখানো হয়। তার সমস্ত জমিটা ভাগ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল দেড়কানি বা দু, কানির মধ্যে এসে পড়লো। অথচ তার উপর এখন জমির খাজনার জন্য প্রেসার দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এইটা সম্পর্কে মাননীয়ামন্ত্রী মহোদয়া বা মন্ত্রী সভা কোন ব্যবস্থা নেবেন কি না। এইখানে এইটাকে মুকুব করার প্রশ্নটা এসেছে এই দৃষ্টি ভঙ্গিতে যে ট্রাইবেলরা এইখানে অত্যাচারিত হচ্ছেন। ট্রাইবেলরা এইখানে মার খাচ্ছেন। কাজেই সেইটাকে ঐখান থেকেই মুকুব করার কোন ব্যবস্থা করা হবে কি না?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই যে, উনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা তিনি ওদের করতে পারতেন যারা এখানে নেই। বার বার দুইজন মন্ত্রী পালটিয়েছেন মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তবে আমরা সেটা সংশোধন করছি। এটা আপনাদের জানার জন্য বলছি।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— আসলে তারা মুখেই বলেন, কাজে কিছুই করেন না।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস মহোদয়ের কাছ থেকে পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন তার নোটিশের বিষয়বস্তুটি উল্লেখ করেন

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়টি হলো ঃ— "বর্তমানে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে"

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক উল্লেখিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

CALLING ATTENTION

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আগামী ২১।৭।৮৮ ইং তারিখে আমি এর উপর বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২১।৭।৮৮ ইং তারিখে বিষয়টির উপর বক্তব্য রাখবেন।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহাশয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ—

"গত ১৪ই জুলাই পূর্ব আগরতলা থানাধীন মেখলি পাড়া গ্রামে শিক্ষক ভূপাল দত্তের বাড়ী একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক আক্রমন করে তাঁকে, তাঁর স্ত্রী ও দুই ভাই এবং অন্যান্য আরো অনেককে গুরুতর আহত করা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষনীয় প্রস্তাবটি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিষয়টির উপর আগামী ২১।৭।৮৮ ইং তারিখে একটি বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২১।৭।৮৮ ইং তারিখে বিষয়টির উপর বিবৃতি দিবেন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক কুমার রায় মহাশয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্যের নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ— "গত ১৬।৭।৮৮ ইং বিকাল ৪ ঘটিকায় টি, আর, এল ২৭৪৮ নং ট্রাক আগরতলা আসার পথে ডলুবাড়ী পার হওয়ার পর উক্ত ট্রাকের কর্মী তরনী ঋষিদাসকে কুপিয়ে হত্যা করা সম্পর্কে।"

এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিষয়টির উপর আগামী ২১।৭।৮৮ ইং তারিখে বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২১।৭।৮৮ ইং তারিখে বিষয়টির উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয়ের নিকট থেকে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১২।৭।৮৮ ইং তারিখে ভোর ৪ ঘটিকায় উদয়পুর মহকুমার আঠারভুলা গাঁও পঞ্চায়েতের বড়বাড়ী গ্রামের শ্রীপুলতমাণিক মগসম সহ একই পরিবারের ৪ (চার) জনের মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমাকে একটি পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়টির উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগামী ২১।৭।৮৮ ইং তারিখে বিষয়টির উপর বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২১।৭।৮৮ ইং বিবৃতি দেবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

CALLING ATTENTION

"গত ১৯শে জুন কৈলাসহর মহকুমার সিঙ্গের বিল গ্রামের অনন্ত দেববর্মাকে একদল দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক বাড়ী থেকে ধরে এনে পিটিয়ে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রী সমীররঞ্জন বর্ম্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৯. ৬. ৮৮ ইং সকাল অনুমান ১০-১০ মিঃ এর সময় সিঙ্গের বিল সাকিনের শ্রী জংগীরাই দেববর্মা খুব ভোরের দিকে তাহার পরিবারের অন্যান্য লোকদের সহিত নিজ ঘরে ঘুমাইতেছিলেন। তখন তিনি তাহার বাড়ীর বাহিরে চিৎকার চেচামিচিতে ঘুম হইতে উঠিয়ে দেখেন যে, একদল লোক (২০০/১২৫) লাঠি, তীর, ধনুক ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহার ছেলে অনন্ত দেববর্মার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে এবং তাহাকে বাড়ীর বাহিরে আসার জন্য বলিতেছে। অন্য কয়েক লোক তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার ছেলে অনন্ত দেববর্ম্মাকে ধরিয়া মারিতে আরম্ভ করেন এবং ঘর হইতে বাহিরে লইয়া যাইতে থাকেন। শ্রী জংগীরাই দেববর্মা ও তাহার স্ত্রী বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতকারীরা তাহাদিগকে আঘাত করেন। তাহারা অনন্ত দেববর্মাকে মারতে মারতে বাড়ীর পূর্ব দিকে লইয়া যায় এবং পরবর্তী সময়ে ভয়ে তাহারা আর অগ্রসর হয় নাই। শ্রী জঙ্গীরাই দেববর্ম্মা দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগনকে চিনতে পারিয়াছেন বলিয়া জানায়।

১। শ্রী হৃষীকেশ সিংহ) সাং ফুলতলী থানা কৈলাসহর

২। রতন সিংহ) ঐ

৩। শ্রী নদীয়া মালাকার) ঐ

৪। শ্রী নিবারন মালাকার) সাং সিঙ্গেরবিল, থানা কৈলাসহর

৫। শ্রী নগেন্দ্র মালাকার)

৬। শ্রী রাখাল নাথ, সাং জারুলতলি, থানা কৈলাসহর।

শ্রী জংগীরাই দেববর্মা আর ও জানান যে, তাহার ছেলে অনন্ত দেববর্মা জীবিত কি মৃত সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারেন না।

উপরোক্ত ঘটনা শ্রী জংগীরাই দেববর্মার অভিযোগ—মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭/১৪৯/ ৪৪৮/৩৬০/৩২৪/৩২৫ ধারায় ২৫ (৬) ৮৮ নং মোকদ্দমা কৈলাসহর থানায় নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকাল পুলিশ ফুলতলী রাস্তার কাঠের সেতুর কাছাকাছি জায়গা হইতে অনন্ত দেববর্মার মৃতদেহ উদ্ধার করে। তদন্তকারী অফিসার মাননীয় আদালতে বিবাদীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড

বিধির ৩০২ ধারা যোগ করার আবেদন জানান।

তদন্তকালে পুলিশ জানতে পারেন যে, ফুলতলী সাকিনের শ্রী গকুল মালাকারের বাড়ীতে গত ১৮/১৯.৬.৮৮ ইং রাত্রি অনুমান ৩/৪ টার সময় গরু চুরি করার সময় বাড়ীর মানুষদের চিৎকার চেচামিচিতে কাছাকাছি থাকা ডি. আর পার্টির লোকজনেরা এবং স্থানীয় গ্রামবাসীরা শ্রী মালাকারের বাড়ীর দিকে আসিলে দুর্বৃত্তরা গরু পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে থাকে এবং একজনের পেছনে ধাওয়া করিতে করিতে দেখিতে পায় যে, শ্রী জংগীরাই দেববর্ম্মার বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছে। তখন পেছনে ধাওয়া করা লোকজন শ্রী জংগীরাই দেববর্মার বাড়ী ঘেরাও করে এবং অনন্ত দেববর্মাকে বাড়ী হইতে ধরিয়া নিয়া যায়। এ' গরু চুরির ঘটনার সহিত জড়িত থাকায় উত্তেজিত গ্রামবাসীরা অনন্ত দেববর্মাকে ধরিয়া নিয়া পিটিয়ে হত্যা করে ফুলতলি রাস্তার কাঠের সেতুর কাছে ফেলিয়া রাখে।

উপরোক্ত গরু চুরির চেষ্টার ঘটনাটি ফুলতলি সাকিনের শ্রী গকুল মালাকারে অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭. ৩৮০. ৪১১ ধারায় কৈলাসহর থানায় ২৬ (৬) ৮৮ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়।

তদন্তকালে জানা যায় যে, উপরোক্ত এলাকায় গরু চুরি একটি নিত্য ব্যাপার এবং এই ব্যাপারে গ্রাম বাসীরা খুবই ক্রোধান্বিত ছিলেন। বাংলাদেশী গরু চোরদের সহিত নিহত অনন্ত দেববর্মার দীর্ঘকাল যাবৎ যোগাযোগ ছিল।

উল্লেখ থাকে যে, তদন্তকালে পুলিশ একজন অজ্ঞাত পরিচয় বাংলাদেশী মুসলিম ব্যক্তির (সম্ভবতঃ বাংলা দেশী গরু চোর) মৃত দেহও অনন্ত দেববর্মার মৃতদেহের জায়গা হইতে আনুমানিক দেড় কিলোমিটার দূরে জারুলতলিতে পায়।

এই ঘটনায় এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। উপরোক্ত বিবাদীগন সকলেই পলাতক। তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে।

ঘটনার তদন্ত চলিতেছে।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (চণ্ডীপুর):— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন এবং তাতে যে আসামীদের নাম বলা হয়েছে। আমি যখন সেই ঘটনার পর বিরোধী দলের নেতা সহ সেখানে গেলাম সেই জংগীরাই দেববর্মার বাড়ীতে। তখন আমাদের ঘেরাও করে রাখে। তখন দেখলাম যে, সেই ঘরের মধ্যে পার্টিশান দিয়ে এক দিকে সে তার স্ত্রী ও মেয়ে থাকে।

আর অন্য দিকে তার ছেলে থাকে। সেখানে দেখলাম যে, তার ঘরের দরজা ভাংগা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ এক মাস হতে চলল আমাদের কাছে খবর এল সেই ঘটনার জন্য যাদের নাম বলা হয়েছিল সেই আসামীরা তারা সচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ষ্ট্যাটমেন্ট বলেন নাই যে, একটা লোক অনন্ত দেববর্মার বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল তা আমরা ২০ তারিখ ওখান থেকে যখন ফিরে আসছিলাম তখন এস. পি, নর্থ-এর সংগে কথা বলেছিলাম। বিরোধী দলের নেতা ও ছিলেন, এস, পি, সরাসরি বলেছিল যে, অনন্ত দেববর্মার বিরুদ্ধে ক্রিমিন্যালের কোন রেকর্ড নেই, গরু চুরিরও কোন রেকর্ড নেই। এই অবস্থায় এক মাস হয়ে গেল, ঘটনা ঘটেছে ১৯শে জুন, ১৯৮৮ ইং আর আজ ১৯শে জুলাই, ১৯৮৮ ইং এবং যারা খুন করেছে তারা কংগ্রেস (আই) কর্মী হিসাবে পরিচিত, তাদের নাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ষ্ট্যাটমেন্ট উল্লেখ করেছেন এবং একটা নাম বলা হয়েছে রবীন্দ্র সিংহ। এই সমস্ত আসামীদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না; ঘুরে বেড়াচ্ছে এর রহস্যটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্ম্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সরকার ক্রিমিনালকে ক্রিমিন্যাল হিসাবেই দেখছে, কংগ্রেস বা সি, পি, আই (এম) হিসাবে দেখছে না। হৃষিকেশ সিংহ, রতন সিংহ, নদীয়া মালাকার, নগেন্দ্র মালাকার, এদেরকে পুলিশ খোঁজছে; ধরার জন্য চেষ্টা করছে। পুলিশ বলছে ওরা বোধ হয় বাংলাদেশে চলে গেছে। আমার ষ্ট্যাটমেন্টে আমি বলেছি যে একটা লোক ওদিকে জঙ্গীরাম দেববর্মার বাড়ীতে ঢোকেছে। বাংলাদেশের গরু পাচারদের সঙ্গে অমন্ত দেববর্মার যোগাযোগ ছিল সেটা তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে। যাহাই হউক সেটা তদন্ত করা হচ্ছে, তদন্তের কাজ ও এগোচ্ছে ওরা বাংলাদেশ থেকে ফিরলে তখন তাদেরকে ধরা হবে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মিঃ ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি দ্বিতীয়দিন সেই গ্রামে যাই, কটা ছোট ট্রাইবেল পাড়া, আমি সকলকে জিজ্ঞ'সা করেছিলাম আপনারা বলেন না একজন ট্রাইবেল অনন্ত দেবরর্মার বাড়ী ঘেরাও করতে গিয়েছিল কি না ? বলুল না, আমরা চিৎকার শুনে সেখানে গিয়েছিলাম। আমাদেরকে তখন বললেম যে খবরদার তোমরা কেই আসবেনা, হাতে লাঠিসুটা ছিল। একটা ট্রাইবেল গরু চোর এটা কিরকম কথা ? এস, পি. কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওর বিরুদ্ধে কোন ক্রিমিন্যাল রেকর্ড আছে কি না, বললে স্যার, নেই। কি সাহস, খুন করেছে তারপর থানায় এসে বলছে যে ডেড্ বডি

নিয়ে আসুন। এই রাজত্বে গুণ্ডাদেরকে কিভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এস, পি, বললো যে কোর্ট মার্শাল করা হবে। এস, পি, কে বললাম, ধরার জন্য। বলল, স্যার, প্রথম আসামী করা হবে। খুন করে যে ডেড, বডি নিয়ে আসতে বলে প্রথম আসামী করা হবে? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার,স্যার, এই ঘটনা করা হয়েছে এই জন্য। একটা ট্রাইবেল পকেট এই ট্রাইবেল পকেটকে সন্ত্রস্ত করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে এই যুবককে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। তার ছোট বোন ক্লাস নাইনে পড়ে। স্যার, আমি দেখছি বাড়ী ঘর কিভাবে ভেঙ্গেছে ঘরে ঢোকার জন্য? একটা লোক যদি বাইরে থেকে ঢুকে, তাহলে দরজা জানলা ভেঙ্গে তাকে টেনে হেঁচড়ে বের করা হবে কেন? তার বোন জড়িয়ে পাশে পাশে চলছে। তাকেও মারতে আরম্ভ করছে। সে চলে আসে। অমানুষিক। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, যে এলাকার কথা বলা হচ্ছে আমার কাছে রেকর্ড আছে, ২৫টা গরু চুরি হয়েছে।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্ম্মণ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এটা কি উনি বক্তৃতা দিচ্ছেন? না পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশন দিচ্ছেন? এটা ত বক্তৃতা হচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— আপনি কি জানতে চান পরিষ্কার করে বলুন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— স্যার, এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। এখানে যে গরু চুরির কথা বলা হচ্ছে, তার জন্য আমি দেখিয়ে দিতে চাই। ঐ এলাকায় ২৫টি গরু চুরি হয়েছে। ২৫টি গরু চুরি হবার পরও কি একটি গরু চোর ধরতে পেরেছেন? বি, এস, এফ. একটি গরু চোরকে কি গ্রেপ্তার করতে পেরেছে? ছাত্রকে গুলি করে আর গরু চোরকে গুলি করে না? এই সমস্ত এলাকায় কংগ্রেস (আই) গরু চোরদের সঙ্গে বি, এস, এফ, একাত্ম হয়ে গরু চুরি করেছে এটা ঠিক কিনা?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্ম্মণ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সমস্ত ট্রাইবেল বাঙালী ট্রাইবেল-বাঙালী বলে সেন্টিমেন্টে সুরসুরি দিয়ে উনি প্রত্যেকটিতে বক্তৃতা রাখছেন। উনি চেষ্টা করছেন, ত্রিপুরায় দাঙ্গা লাগানোর জন্য। উনি ট্রাইবেল ট্রাইবেল বলে ট্রাইবেলদের উনি কোথায় নিয়ে গেছেন? ১০ বছর মুখ্যমন্ত্রীত্ব করেছেন, দশরথ বাবুকে শয্যাশায়ী করেছেন উনি যে রকম প্রশ্ন রেখেছেন সে রকমই উত্তর হবে। উনি ট্রাইবেল ট্রাইবেল

করছেন একজন আসামীকে। আসামীর মধ্যে আধার ট্রাইবেল, বাঙালী, হিন্দু মুসলিম আসে আমি আগেই বলছি, সে কংগ্রেস কি কমিউনিষ্ট বড় কথা নয়, বড় কথা হবে, কোন আসামীই যাতে ক্ষমা না পায় সেটা দেখা। আমি বিরোধী দলের নেতার কথা ধরে নিয়ে বলছি, আসামীরা কংগ্রেসী। তাদের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় কেস্ দেওয়া হয়েছে। ২টি কেস্ দেওয়া হয়েছে, এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উনি তো সে সময় উপস্থিত ছিলেন না, তাহলে উনি ঘটনাটি কি করে জানেন? তাহলে কি বলতে হবে, উনি ঘটনাটি ঘটিয়েছেন? ট্রাইবেলরা গরু চোরের পেঁছনে ধাওয়া করেছে কিনা তাত ওরা একবার ও বলেননি। ট্রাইবেল-বাঙালীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য উনি দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে গেছেন। ১৯৭৮ ইং সনে ক্ষমতায় এসে ১৯৮০ইং সনে সারা ত্রিপুরায় দাঙ্গা বাধিয়েছেন। শত শত ট্রাইবেল মারিয়েছেন। পিত্রা-হদ্রাধ শত শত ট্রাইবেল মারিয়েছেন। ওদের কথা উনি বলেন নি। ত্রিপুরার আবার পাহাড়ী-বাঙালীর মধ্যে দাঙ্গা লাগানোর মোটিভ নিয়ে উনার বক্তব্য রেখে গেছেন। কোথায় গভর্ণমেন্টকে সহযোগিতা করার জন্য কিছু কনক্রিট সাজেশান রাখবেন তা নয়, শুধু ট্রাইবেল ট্রাইবেল করে চিৎকার করছেন। বলবেন, আসামীদের এই জায়গায় পাওয়া যাবে, ওখানে গেলে এই ভাবে ধরা যাবে, কিন্তু কিছুই বলেন নি। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, মাননীয় বিরোধী দলের নেতার এই ধরনের উত্তেজনকবক্তৃতা দেওয়া।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া):— এই যে সিঙ্গারবিল, জারুলতলা, ফুলতলী এই সব জায়গায় যে সমস্ত কৃষক বসবাস করে এটা তাদের বংশগত জমি। এই জমি চাষের জন্য তারা হালের গরুর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। বিগত ১০ বছর প্রচুর গরু চুরি হয়েছে। এই এলাকার বিধায়ক প্রাক্তন মন্ত্রী যিনি ছিলেন, তার কাছে এই গাঁয়ের লোকেরা গিয়েছিলেন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু তৎকালীন গরু চোরদের সঙ্গে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগকারী অনন্ত দেববর্মার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় নি। এই অঞ্চলে গরু চোরদের বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। কৃষি মরসুমের সময় যাতে গরু চুরি না হয় সে জন্য গ্রামের সবাই একত্রিত হয়ে পাহারার ব্যবস্থা করে। এবং সেই পাহারা দিতে গিয়ে যখন দেখা গেল গকুল. মালাকারের বাড়ী থেকে এক জোড়া গরু নিয়ে যাচ্ছিল যাওয়ার পথে গরু সহ একজন বাংলা দেশী মুসলমান এবং সেই সঙ্গে অনন্ত দেববর্মা সহ জন রোষেগন ধুলাইয়ে মারা গিয়াছে। সেখানে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট ছিল না, ছিল গ্রামবাসী। এবং পরের দিন মাননীয় বিরোধী দলনেতা সহ মাননীয়

বিধায়ক বৈদ্যনাথ বাবু সেখানে ট্রাইবেলদের উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করলে সেখানে সমবেত, হিন্দু মুসলমান, ট্রাইবেল, মনিপুরী সবাই মিলে তাঁদেরকে বললেন যে, আপনারা আমাদের গ্রামে আসবেন না, এখানে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট নেই, আমরা সবাই গ্রামবাসী, এখন আমাদের বাঁচা মরার প্রশ্ন। এই তথ্য মনেনীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— স্যার, অনন্ত দেববর্মার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কিছু নাগরিকের সহযোগিতায় গরু চুরির অভিযোগ আছে এবং অনন্ত দেববর্মা সেই অঞ্চলে একজন গরু পাচারকারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এবং গরু পাচারকারীদের, মাননীয় সদস্য বৈদ্যনাথ বাবু মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে সহায়তা করছেন। স্যার, ঐ অঞ্চলে আমাদের মন্ত্রী গিয়েছেন এবং ট্রাইবেল ও নন ট্রাইবেলদের নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন করেছেন। দলমত নির্বিশেষে সমান অংশের লোকেরা এই শান্তি কমিটিতে যোগদান করছেন। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এবং মাননীয় বিধায়ক বৈদ্যনাথ বাবু সেই গ্রামে ঢুকতে চাইলে, গ্রামবাসীরা বলেন-আপনারা এই গ্রামে ঢুকবেন না, আপনারা এখানে দাঙ্গা লাগাবার জন্য সুরসুরি দেবেন না। আমরা আমরা একত্রে আছি, একত্রে থাকব। এই বলে গ্রাম বাসীরা বিরোধী দলনেতা এবং বৈদ্যনাথ বাবুকে গ্রাম থেকে বের করে দিয়েছেন।

শ্রী দশরথ দেব (রামচন্দ্র ঘাট) :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশাশান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন যে, তদন্তের সময় দেখা গেল অনন্ত দেবর্মার বিরুদ্ধে গরু চুরির অভিযোগ আছে। কিন্তু মাননীয় বিরোধী দলনেতা এবং মাননীয় বিধায়ক যখন থানায় গিয়ে এস. পি. কে বললেন আপনাদের খাতা উল্টে দেখুন তো, অনন্ত দেববর্মার বিরুদ্ধ গরু চুরির রেকর্ড আছে কিনা ? তখন উনি বললেন পুলিশের খাতায় কোন রেকর্ড নেই। তাহলে অনন্ত দেববর্মার বিরুদ্ধে গরু চুরির রেকর্ড কি কংগ্রেস ভবনে আছে, নাকি সমীরবাবু স্বরাষ্ট্র দপ্তর হাতে পাওয়ার পর এই রেকর্ড তৈরী করিয়েছেন ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, দীর্ঘকাল যাবৎ অনন্ত দেববর্মা এবং কিছু বাংলা দেশী নাগরিক গরু পাচারের কাজে লিপ্ত ছিলেন। বিরোধী দলনেতার কোন অবস্থাতেই থানার রেকর্ড কি আছে সেটা দেখার এক্তিয়ার নেই। এটা সিক্রেট ডকুমেন্ট। জি. ডি. এন্ট্রি কাকে বলে বলে উনি ১০ বসর যাবত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন সেটা উনার জানা উচিত।

CALLING ATTENTION

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— স্যার, আমি অবাক হচ্ছি, ভারতবর্ষের কোন এসেমব্লীতে কোন রেস্পনসিবল মিনিষ্টার এই ধরনের ষ্টেটমেন্ট দিতে পারে৷ আমরা সেদিন এ. ডি. এম. অফিসে মিটিং করি, সেদিন ইনসিডেন্টলী এস. পি. সেখানে এসে পড়েছিলেন এবং তার সামনেই সেদিন আমাদের কথা হয়েছে। এই রকম অসত্য ভাষণ এ ট্ জেড্ কোন মন্ত্রী দিতে পারে, বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত এটা আমার জানা ছিল না। সুতরাং উনি অনন্ত দেববর্মা সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন সেটা আদৌ সত্য নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ—

"গত ১৫ই মে, ১৯৮৮ইং সাব্রুম মহকুমার দমদমা নিবাসী ডি. ওয়াই. এফ. আই. কর্মী রতন দে কে একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক সাব্রুম চৌমুহনীতে ছুরিকাহত করে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্ম্মণ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— গত ১৫. ৫. ৮৮ ইং সন্ধ্যা অনুমান ৭-৩০ মিঃ- এর সময় সাব্রুম থানাধীন আনন্দ পাড়ার শ্রীরঞ্জন বসাক সাব্রুম শহরের সুনীল শীল নামক এক ব্যক্তির দোকানের সামনে যখন দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন তিনি দেখতে পান যে সাব্রুমেরই নিবাসী শ্রীসমীর চক্রবর্ত্তী পিতা মৃত রাজেন্দ্র চক্রবর্তী হাতে একটি ছোড়া নিয়ে উত্তর দিকে দৌড়াইয়া যাইতেছে এবং ভগবতী বস্ত্রালয়ের নিকট দাঁড়িয়ে থাকা শ্রীরতন দেকে ছোড়া দ্বারা পেটে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। যাহার ফলে শ্রীরতন দে কিছুটা দৌড়াইয়া গিয়াই রাস্তার মধ্যে পড়িয়া যান। আহত শ্রীরতন দেকে সাব্রুম হাসপাতালে নিয়া গেলে তাহার অবস্থা গুরুতর বিধায় আগরতলা জি. বি. হাসপাতালে প্রেরণ করার পথে জোলাই বাড়ীতে তিনি মারা যান।

উপরোক্ত ঘটনাটি শ্রীরঞ্জন বসাকের অভিযোগ মূলে সাব্রুম থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬।৩০৭।৩০২ ধারা মতে মোকদ্দমা নং ৮(৫)৮৮ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে সাব্রুম সাকিনের সর্বশ্রী অসিত বরন দে এবং মৃদুল চক্রবর্ত্তীকে গত ১৬. ৫. ৮৮ ইং তারিখে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন। তাছা ছাড়া মৃত রতন দে তাহার মৃত্যুকালীন জবান বন্দীতে শ্রীসমীর চক্রবর্ত্তীর নামই উল্লেখ করিয়া

গিয়াছেন। কিন্তু শ্রী সমীর চক্রবর্তী পলাতক বিধায়ক তাহাকে এখনও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন।

তদন্তে প্রকাশ থাকে যে ঘটনাটি এইটি পূর্বতন ঘটনার জের হিসাবেই সংঘটিত হইয়াছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রী সুনীলকুমার চৌধুরী (সাক্রম) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানাবেন কি, এই দুষ্কৃতকারী সমস্ত ঘটনারই নায়ক এবং যেটা মাননীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন অসিত বরন দে মৃদুল চক্রবর্তী তাঁরাও এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্ম্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অসিত বরন দে এবং মৃদুল চক্রবর্তীকে অনেক পরিশ্রমের পর ধরা সম্ভব হয়েছে। আমি আমার বক্তব্যে বলেছি শ্রীসমীর চক্রবর্তী পলাতক থাকায় এরেষ্ট করা সম্ভব হয় নি তবে যেভাবেই হোক তাকে ধরা হবে।

শ্রী সুনীলকুমার চৌধুরী :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে সমীর চক্রবর্তী, যার নাম মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে শ্রী রতন দে বলে গেছেন। তাকে কেন ধরা হচ্ছেনা। এইটা বার বার থানাতে বলা হয়েছে। উনি মনু বংকুলের বিধায়ক উনার ভাগ্নের বাড়ীতে আছেন এই কথাও বলা হয়েছে। আসামীটি যার বাড়ীতে থাকেন প্রত্যেকটি লোক হচ্ছে কংগ্রেসের স্বনামধন্য লোক।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওদের গ্রেপ্তার করার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা খবর পেয়েছি উনার স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। স্থানীয় বিধায়ক চাননা উনি ধরা পড়ুক তাহলে ওদের পার্টির ভিতরের সমস্ত খবর এবং অন্যান্য দুষ্কৃতিকারীদের নাম সেটা বেরিয়ে পড়বে। শুধু তাই নয়, সমীর চক্রবর্তী মাননীয় বিধায়কের বাড়ীতেও থাকে।

শ্রী সুনীলকুমার চৌধুরী :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে রতন দে যাকে মারা হল, তার পিতা গৌরাঙ্গ দে উনি একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী নেতা।

এই ঘটনার পর উনাকে সাব্রুম থেকে উত্তর ত্রিপুরায় ট্রান্সফার করা হল। এইটা কি ভিনডিক্টিভ অ্যাটিচুড, না কি সিমপ্যাথেটিক।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এইটা এই প্রসঙ্গে আসে না।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা, এইযে রতন দে এবং সমীর চক্রবর্ত্তী ওরা ২ জনই ডি, ওয়াই এফ, আই এর কর্মী এবং বিধায়ক সুনীল চৌধুরীর অন্যতম লাঠিয়াল বাহিনীর নির্ভীক সৈনিক ছিলেন। বিগত দিনে কংগ্রেস কর্মী মণ্টু মজুমদারের বাড়ী, বংকরায়ের বাড়ী, সাব্রুমের ক্লাব ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার কেইসে রতন দে এবং সমীর চক্রবর্ত্তী ২ জনই আসামী ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে কংগ্রেস কর্মী করুনাময় দাসকে মেরে পঙ্গু করে দিয়েছে। সেই সমীর চক্রবর্ত্তী মাননীয় বিধায়কের আশ্রয়ে আছেন। এই ব্যাপারে তথ্য আছে কিনা।

শ্রী সমীররনজন বর্মণ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আসামী অসিত বরন দে, মৃদুল চক্রবর্ত্তী, সমীর চক্রবর্ত্তী এবং রতন দে মাননীয় বিধায়কের কাছের লোক। নির্বাচনের সময় উনারা কাজ করছেন। বিধায়কের আসামীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে। এই আসামীদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে বিভিন্ন ধরণের অভিযোগ আছে। তারা শুধু সাব্রুমে নয়, আন্তর্জাতিক বর্ডার ভারত বাংলাদেশ বর্ডারে নানা বে-আইনী কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল। তাদের নামে পুলিশের কাছে নানা অভিযোগ আছে।

শ্রী সুনীলকুমার চৌধুরী :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, সেই মৃদুল চক্রবর্ত্তী এবং অসিত বরন দেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং সেখানে ১৭ তারিখ, ১৭ই মে তাদের আদালত থেকে বিনা শর্ত্তে মুক্তির জন্য কংগ্রেসের তরফ থেকে মিছিল, মিটিং করা হয়, সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সময় ডি, ওয়াই, এফ, আই তরফ থেকে ডি. ওয়াই এফ আই এবং এন এস ইউ আই মিলিতভাবে সেখানকার শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য মিছিল মিটিং করেছিল, যাতে এই ভাবে কাউকে এরেষ্ট করা না হয় তার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। আমি এখন মাননীয় খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী মহোদকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী গোপালচন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ৪ঠা জুলাই "ত্রিপুরা দর্পন" পত্রিকার প্রথম পৃষ্টায় প্রকাশিত সংবাদ "ক্ষুধার্থ গ্রাম বাসীদের দ্বারা আবার খাদ্য গুদাম লুষ্ঠিত" উত্তর জেলায় তীব্র অভাব ও খাদ্য সংকট সম্পর্কে।"

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, "গত ৪ঠা জুলাই "ত্রিপুরা দর্পন" পত্রিকার প্রথম পৃষ্টায় প্রকাশিত সংবাদ "ক্ষুধার্থ গ্রামবাসীদের দ্বারা আবার খাদ্য গুদাম লুষ্ঠিত" উত্তর জেলায় তীব্র অভাব ও খাদ্য সংকট সম্পর্কে।"

স্যার, মাননীয় সদস্যগনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত "ত্রিপুরা দর্পন" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ হইয়াছে। ঘটনার আনুপূর্বক তদন্তক্রমে জানা যায় যে গত ২রা জুলাই ১৯৮৮ ইং আনন্দবাজার খাদ্য গুদাম বেলা ১২ ঘটিকায় একদল লোক বল পূর্বক গুদামের দরজা ভাঙ্গিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ১১৪ কুইন্টাল কমনর রাইস, ১৪ কুইন্টাল এস, এফ র রাইস, ১০২ কেজি সাব স্টাণ্ডার্ড চাউল এবং ৪৪টি খালি বস্তা লুঠ করিয়া নিয়া যায়।

উপরোক্ত পত্রিকার সংবাদের সারমর্ম ছিল খাদ্যাভাব জনিত কারণ স্থানীয় জনসাধারণ সরকারী খাদ্য গুদাম হইতে চাউল লুট করিয়াছে যাহা প্রকৃত ঘটনার অপলাপ মাত্র।

উক্ত ঘটনার তদন্তে প্রকাশ পায় যে, কতিপয় ষড়যন্ত্রকারী প্ররোচনায় স্থানীয় দুষ্কৃতিকারীরা গুদামে চাউল লুঠ করিয়াছে-যাহার সঙ্গে খাদ্যভাবের সহিত কোন যোগাযোগ নাই।

এতদ সম্পর্কে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উক্ত এলাকার ৬ জন ন্যায্যমূল্যের দোকানের মালিক ভোক্তা সাধারণের মধ্যে কোন মাসের সম্পূর্ণ রেশনের চাউল যথারীতি ভোক্তা সাধারনকে বর্দ্ধিতহারে (দ্বিগুন হারে) রেশন সপের মাধ্যমে বিতরন করা হয়। বিগত ৩০শে জুন ব্যাংক বন্ধ থাকায় ন্যার্য্য মূল্যের দোকান মালিকগন ভোক্তাগনকে বিতরনের উদ্দেশ্যে জুলাই মাসে বরাদ্দকৃত চাউলের মূল্যে জমা দিতে পারেন নাই। ১লা জুলাই তাহারা টাকা জমা দিয়া ডেলিভারী অর্ডার সংগ্রহ করিয়া ২রা জুন আনন্দবাজার গুদাম অভিমুখে রওনা হয়। দিকে আনন্দবাজার গুদামের

ষ্টোর কিপার আরও ৫০ টন (৫০ কুইন্টাল) চাউল কাঞ্চনপুর হইতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া রওনা হয়।

উক্ত ষ্টোর কিপার চাউল সহ আনন্দবাজার গুদামের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছিবা মাত্রই সংবাদ পায় যে, তাহার গুদামের চাউল লুঠ হইয়া গিয়াছে। পরবর্তীকালে সে ৫ (পাঁচ) টন চাউল হইতে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের চাউল ন্যায্যমূল্যের দোকান মালিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রসঙ্গত ইহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত এলাকার ভোক্তা সাধারণের মধ্যে দ্বিগুণহারে চাউল ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফৎ ভুর্তুকী মূল্যে বণ্টনের ব্যবস্থা বিগত এপ্রিল মাস হইতে চালু আছে।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্যগণ হয়তো আরও অবগত আছেন যে, রাজ্যের সহিত বহিরাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রচণ্ডভাবে বিঘ্নিত হইয়াছে যাহার ফলে ভারতীয় খাদ্য নিগম এবং রাজ্য সরকার রাজ্যে চাউল পরিবহন অসুবিধার সম্মুখীন হন। এতদ্‌সত্ত্বেও রাজ্য সরকার ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফৎ চাউলের সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হইয়াছেন। অতএব, মাননীয় সদস্যের আনীত উপরোক্ত অভিযোগ সত্যের অপলাপ মাত্র।

STOCK POSITION OF RICE AS ON 1.7.88 IN THE GODOWNS OF NORTH DISTRICT

SL. No.	Name of Godowu.	Quantity shown on Figure of M.T.
		M.T.
1.	Intransit Godown.	188
2.	Chandrapur	143
3.	Kanchanpu8	53
4.	Dhamcharra.	69
5.	Khcdacharra.	30
6.	Anandhabazar.	14.
7.	McMoy	49.
8.	Gournagar.	111

9.	Kumarghat,	364
10.	Manucrossing,	65
11,	Chowmanu,	93
12,	Thakcharra,	5
13,	Kamalpur,	208
14.	Halahali,	133
15.	Ambassa,	193
16.	Ganganagar,	85
		1, 724, M, G.

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে, দুর্গম উপজাতি এলাকায় খাদ্য এবং কাজের অভাব দেখা দেওয়া সাধারন মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছিলেন। সেখানকার যে রেশন সপগুলি ছিল, সেই রেশন সপের ডিলাররা চাল কালোবাজারে পাচার করে দিতেন এবং এই কারনে দুর্গম এলাকায় সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। তার ফলে সাধারণ মানুষ ভুবুক্ষু মানুষ বাধ্য হয়েই এই খাদ্য দোকান লুঠ করেছিলেন। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর কিছু কিছু রাজনৈতিক দল বিশেষ করে যারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন তারা আজকে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। নানাভাবে তারা সাধারণ মানুষকে খেপাতে চান। ফলে তারা অত্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পিতভাবে কিছু চোর এবং দুর্নীতি পরায়ন ক্যাডারদের দিয়ে এই কাজ করিয়েছিলেন। কারন আমাদের খাদ্যমন্ত্রী সেখানে নিজে গিয়ে ভিজিট করেছেন এবং জন সাধারণের নিকট থেকে তার রিপোর্ট নিয়ে এসেছেন। এতে দেখা যায় যে, কিছু চোর এবং দুর্নীতি পরায়ন ক্যাডারদের দিয়েই ওরা এই কাজ করিয়েছিলেন। এক নং পদ্ধতি হলো ওদের কতকগুলি দুর্নীতিপরায়ণ ক্যাডার এগুলি পরিচালিত করছে এবং সেগুলির মাধ্যমে পাচার করে দিয়ে বলা হত খাদ্য নেই। এই অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে কখনও ছিলনা। একটা অবস্থা এসেছিল ওয়াগনের ব্যাপারে এবং সেটা ওদেরই প্রশাসনের পরিণতি। আমি ব্যক্তিগতভাবে দিল্লীতে গিয়ে বিভিন্ন ভাবে উদ্যোগ নিয়ে রেল পথে, জলপথের সমস্ত অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করে খাদ্য আনার ব্যবস্থা নিয়েছি।

CALLING ATTENTION

এখানে কালোবাজারীর কথা বলা হয়েছে। কালোবাজারী ওরাই সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকটা রেশন গোডাউনে ওদের একটা একটা দালাল থাকত। জোর করে রেশন ডিলারদের বলা হত যে, তুমি সমস্ত রেশন তুলবে, পাওয়ার অব অ্যাটর্নীর সিস্টেম ছিল। যে দুর্নীতির আখড়া, আসাম চাল বলে সরাসরি বাজারে বিক্রি করা হত, সেটা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। স্যার, সেই পাহাড়ে রেশন দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় রেশনের অসুবিধা আছে এবং তারাই সেগুলির সৃষ্টি করেছে এবং ওদের সঙ্গে তাঁদের একটা যোগাযোগ রয়েছে, কি করে খাদ্যের একটা অভাব সৃষ্টি করা যায়। বর্তমানে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হলেও আমি বলতে পারি যে, কোথায়ও এই ধরণের অবস্থা সৃষ্টি হয় নি এবং এই ধরণের অবস্থা সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না এই আশ্বাস আমি হাউসকে দিতে পারি।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এই ঘটনার পেছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে। কারা ষড়যন্ত্রকারী এবং তাদের অ্যারেষ্ট করা হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তাহলে তাদের নাম বলুন।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্ত হলে পরে তাদের নাম জানানো হবে যথা সময়ে।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস :— পত্রপত্রিকায় নাম বেরিয়েছে, ধর্মজয় রিয়াং কার্তিক কুমার রিয়াং প্রভৃতি, তাদের অ্যারেষ্ট করা হয়েছে। তারা কোন্ দলের লোক?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে কোন দলেরই হোক, যারা অন্যায় করবে তাদের অ্যারেষ্ট করা হবে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে, বিবৃতি এখানে দিয়েছেন সেটা সত্যি নয়। আমাদের যে এ্যালটমেন্ট প্রতি মাসে চালের কেন্দ্র থেকে দেওয়া হয় তাতে আমাদের চাহিদার পুরণ হয় না। প্রতি মাসে ২০০০ মেট্রিক টন চাল আমরা প্রতি মাসে কম পাই বিভিন্ন কারণে। দ্বিতীয়তঃ বর্ষা আসার আগে সমস্ত দুর্গম এলাকা, এর অধিকাংশ ট্রাইবেল এলাকা, সেখানে চাল মজুত করার নীতি আগেকার সরকা'র গ্রহণ করেছিলেন।

এবার গত পাঁচ মাসে সেই নীতি বর্জন করা হয়েছে। তৃতীয়ত ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য এখানে দিয়েছেন. অমুক জায়গায় এত খাদ্য আছে—কি রিকোয়ারমেন্ট ? সেই এলাকার চাহিদা কি, আর চাহিদা পূরণের জন্য আমরা কতটা চাল পাঠিয়েছি এই তথ্য নেই। আমার কাছে আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কাঞ্চনপুরে গিয়ে দেখেছেন যে, পাঠানোর ব্যাপারে গাফিলতি আছে' সেই গাফিলতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কিনা, কর্মচারীদের কিনা. রেশন ডিলারদের কিনা ওরা সেটা দেখবেন। কিন্তু সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। সেই পরিস্থিতি রিফ্লেক্টেড হযেছিল উত্তর ত্রিপুরায় সম্প্রতি টি, ইউ, জে, এস,-এর একটা সম্মেলন হয়ে গেল সেই সম্মেলনে। সেখানে মন্ত্রীদের নিন্দা করা হয়েছে। তিনি অস্বীকার করতে পারবেন ? পারবেন না। আজকে পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকাগুলিতে।

শ্রী মতিলাল সাহা— (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, পাঠানার ব্যাপারে কোন গাফিলতি হয় নি। যদি হত তাহলে গোডাউনের চালগুলি কোথা থেকে এল ! এক তারিখ পর্যন্ত এই রিপোর্ট দিয়েছে। কন্টিনিউয়াসলী সব সময় পাঠানো হচ্ছে। এক তারিখ থেকে যে স্টক আছে তা সাফিসিয়েন্ট ছিল। কাজেই পাঠানোর জন্য আমাদের কোন গাফিলতি হয় নি। যথা সময়েই আমরা চাউল বিভিন্ন গোডাউনে পাঠাচ্ছি।

Mr, Speaker— Calling Attention Period is Over, Now it is 7 P, M, The House is adjourned till I P, M.

AFTER RECESS AT 2-00 P, M,

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1988 89

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—১৯৮৮-৮৯ আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সভার সামনে উত্থাপন আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ।

আজকের কার্যসূচীতে মোট ১২টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনার শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্যগন আজকের কার্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি পেয়েছেন। আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে—

সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবীগুলির উপর ছাঁটাই প্রস্তাব আছে সেগুলি একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল। অনুপস্থিত সদস্য মহোদয়দের ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না। এখন ব্যয় বরাদ্দে দাবীগুলি এবং ছাঁটাই প্রস্তাব গুলির উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দদের দাবীগুলি একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমার দেবার জন্য। (তালিকা দেওয়া হলো) আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার মহোদয়কে আলোচনা আরম্ভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার (পাবিয়াছড়া) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই ডিমাণ্ডগুলি আলোচনা করতে গিয়ে আমার বিরোধী দলের যেসব মাননীয় সদস্য কাট মোশন এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আমরা দেখতে পাই যে, এই ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে মানুষের কল্যানের কোন কর্মসূচী দেখতে পাচ্ছি না। এবং তাহারা এটাও দেখছি যে, এই অল্প দিনের মধ্যে এই নূতন সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, গ্রামের মানুষ আজ এস. আর, পি., এন, আর, ই, পি,র কাজ করতে পাচ্ছে না। সেখানে আমাব শুধু লুঠের রাজত্ব কায়েম হচ্ছে সেটাই দেখতে পাচ্ছি। গত ১৫/১৬ তারিখ কৈলাসহরের ইরানী গাঁও সভার কাজের টাকা নিয়ে যে লুঠপাটের রাজত্ব শুরু হয়েছিল সেটাকে থামাতে শেষ পর্য্যন্ত এস, পি, কে আসতে হয়েছিল। এস, পি, এসে সেদিন সেটাকে সামাল দিয়েছিলেন। স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই নূতন সরকারের কথার সঙ্গে কাজে কোন মিল নাই। কারন এই যে এতবড় বন্যা হয়ে গেল কৈলাসহরের ৩০/৩৫টা গাঁওসভার কৃষকের সমস্ত জমির জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে আমরা আজ পর্য্যন্ত

জানতে পারলাম না এই বন্যার জন্য কৃষকদের সাহায্য করার জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন। কি-ভাবে সেইসব চাষীদের রক্ষা করা হবে সেই সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে-পারি নাই। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখেছি সরকারী কোন প্রচেষ্টা দেখতে পাই নাই। অথচ বামফ্রন্টের আমলে খরা বা বন্যার পর সরকার থেকে ঘোষণা দেওয়া হত খরা বা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের দক্ষিণ ত্রিপুরার সমস্ত ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য দেওয়া হত। আজকে আমরা দেখছি যে, রাতাছড়া গাঁও সভায় ৩৫০ মেনডেজ-এর একটা কাজ হয়েছে। বাস্তবে সেখানে আমরা দেখলাম যে, মাত্র ২ ঠেলা বালি ফেলা হয়েছে। আর বাকী টাকার কোন হদিশ নাই। এবং ত্রিপুরার পঞ্চায়েতগুলি ভেঙ্গে দেওয়ার ফলে এই সব হচ্ছে।

কারা উন্নয়ন কমিটির মেম্বার? সবাই মিলে বি ডি. ওর কাছে এসে বলছে যে, আমি মস্তবড়। আমি মস্ত বড়। এই যে সরকার পঞ্চায়েত, নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি, মিউনিসিপ্যালিটি ভেগে দিলেন আর গড়লেন না। এই শাসন যন্ত্রের মধ্যে কোন আইন কানুন আছে কিনা, জানি না। জোড়া দেওয়ার কোন লক্ষণ দেখেছি না। নাড়াছাড়াই শুধু করছে। তাই কাটমোশনগুলিকে সমর্থন করছি এবং ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করছি না। ৩৮ নং ডিমাণ্ড. নির্বাচনে যে গণতন্ত্র-এর নীতি নীতি আছে এটা এরা কামরা দেখতে পাই না আমরা ফটিক রায়ের উপ-নির্বাচন দেখেছি। তারা ব্লকের সমস্ত টাকা পয়সা উপনির্বাচনে খরচে। নির্বাচনে অনুদান দেওয়া নীতি বিরুদ্ধ। নির্বাচন ঘোষণার পর সেটা করতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখলাম সেখানে মন্ত্রীরা গেলেন, অনুদান দিলেন। তারপর যখন দেখলেন যে তাও ভেঙ্গে যাচ্ছে তখন ভোরট্ ভোর ক্যাম্পিং আরম্ভ করলেন। মানুষকে ভয় দেখানো হল। তারপরেও সেখানে তাদের প্রার্থীর জেতার কোন লক্ষণ নেই। ১৯ তারিখ রাত্রিবেলা শতে শতে কংগ্রেস কর্মী পোলিংবুথ, গেট ভেঙ্গে তছনছ করে দিলেন। যারা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন তারাও বললেন যে, এমন জিনিস তো কোন সময় দেখিনি। এটা কি জাতীয় ভোট। তারা হিসাবে নিকাশ করে দেখলেন এর পর ও জিতার সম্ভাবনা কম। ২১ তারিখ

তারিখ তারা বিরোধী পার্টির কর্মীদের আক্রমণ করল এর, শত শত গাড়ী নিয়ে মন্ত্রী, এম, এল এরা ঘুরতে আরম্ভ করল। রাতাছড়া রাজনগরে ২৩ তারিখ ৭০/৮৯ জন কর্মী নিয়ে মন্ত্রী, এম, এরা আমার বাড়ীতে গিয়ে বললো যে, সুতার বানডেল কোথায়? সুতার বানডেল দেও। আমরা বললাম যে, আমাদের কাছে. সুতা নেই। এসব জানি না।

তারপর বাড়ীর মালিক শশধর মালাকার এবং আমি জানতে চাইলাম ঘটনাটি কি বলে। আমাদের জানান হল, কিছুই না। শশধর মালাকারের ছেলে জন্মেঞ্জয় মালাকার ছিল। পুলিশ এসে সমস্ত কাগজপত্রে আগুন লাগিয়ে দিল, এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এখানে আমার কথা শুনে আপনারা হাসছেন? তাত হাসবেনই। মাননীয় বিধায়ক কি বলতে পারবেন? এখানে যে উনি ৭০/৮০ জনের একটি দল নিয়ে যাননি আজকে আনন্দ করছেন? তাত করবেনই। আনন্দ আপনারা প্রচুর করতে পারবেন। আমি আশা করব, এই ফটিকরায়ের নির্বাচনের মত সমস্ত জায়গায়ই করবেন। আপনারা যত করবেন ততই আমরা বলতে পারব। এরই নাম কংগ্রেস, এরই নাম কায়েমী স্বার্থের পাহারাদার। আমরা আগে রিগিং কাকে বলে তা জানতাম না। কিন্তু আজকে কৈলাসহর সাব-ডিভিশনের সবাই জানে, রিগিং কাকে বলে। আপনারা গিয়েও বিষয়টি সত্যি কিনা তা জেনে আসতে পারেন স্যার, ঐ বাড়ীর মধ্যে আমাকে আক্রমন করে। জন্মেঞ্জয়ের ছোট ভাইকে লোহার রড দিয়ে আক্রমন করে। তখন আমরা চলে যেতে বাধ্য হই। স্যার, শুধু কি তাই এমরাইপাশা গাঁওসভার প্রধানের বাড়ী লুট করা হয়। এমন কি গাছের নারকেল পর্যান্ত জীপের ট্রেলারে করে নিয়ে আসে। ৫ টাকা ডিমের হালি ১৬/১৭ টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়। স্যার, আপনার অবগতির জন্য বলছি, আমার দলের ৫০০ লোককে মারপিট করে গ্রাম ছাড়া করা হয়। তারা কেস লিখাতে পারে না। কেস্ লিখাতে আসলেই আসামী বলে গ্রেপ্তার করা হয়। কাজেই আমি এখানে ডিমাণ্ডকে সমর্থন করতে পারি না। আমার বিরোধীদল থেকে যে সমস্ত কাট মোশনের

আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে একথা বলতে চাই সারা ত্রিপুরার মানুষের কাছে এই পরার্থ বিরোধী স্বার্থের সরকার। কাজেই এই সরকারের বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ।

শ্রী দীপক নাগ (মজলিশপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১০ বছর ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার এস. আর. ই. পি. এন. আর. ই. পি. এর নাম কোটি কোটি টাকা নিয়ে দলীয় স্বার্থে এবং ক্যাডারদের জন্য ব্যবহার করেছে। সে পথ আজকে এই ডিমাণ্ডের মধ্যে নেই বলেই বিরোধিতা করে কাট মোশন এসেছেন বলে আমি বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখছি। এই বামফ্রন্ট গত ১০ বছরে পঞ্চায়েতে তাঁদের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধান এবং ক্যাডার দিয়ে যেভাবে ত্রিপুরার গরীব মানুষের টাকা নয় ছয় করছেন তার প্রমান আজকে বিভিন্নভাবে সরকারের কাছে এসেছে।

আমি বেশী দূর যাচ্ছি না, আমার ব্লকের বি. ডি. সির চেয়ারম্যান ছিলেন মাননীয় সদস্য রসিরাম বাবু। জিরানীয়া ব্লকের মুষ্টিমেয় কিছু অফিসার এবং কর্মচারী মিলে গত ১০ বৎসরে জিরানীয়া ব্লকের অধীন মান্দাই, বুরাখা, পাটনী এসব জায়গায় কি ভাবে দুর্নীতি হয়েছে। আপনারা যদি সর্বদলীয় ভাবে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করেন তাহলে দেখতে পারবেন। সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা নয় ছয় হয়েছে। স্যার, বুরাখা ট্রাইবেল কলোনীতে ট্যাঙ্ক করার জন্য ১০টা ওয়ার্ক অর্ডার ডিপার্টমেন্ট থেকে স্যাংশান করা হয়েছিল, সে টাকা রসিরাম বাবু নয়ছয় করেছেন তার প্রমাণ আমার কাছে আছে। পঞ্চায়েতের দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করার জন্য আমাদের সরকার যে টাস্ক ফোর্স গঠন করেছেন তাতে রশিরাম বাবুর লোক, মান্দাই নগরে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান প্রানগোপাল দেববর্মার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। স্যার, সালেমা ব্লকের চেয়ারম্যান ছিলেন মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বরদাস মহোদয়। সালেমা ব্লকের চেয়ারম্যান থাকাকালীন সেখানে বি. ডি. ও ছিলেন দিলীপ মালাকার।

উনি যে লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয় করেছেন তার প্রমান আমাদের হাতে এসেছে এবং তদন্ত করেও সে অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। যার ফলে দিলীপ মালাকারকে সাস্পেনসন করা হয়েছে এবং সেখানে তহবিল তছরুপের সঙ্গে মাননীয় সদস্য এবং তৎকালীন বি. ডি. সির চেয়ারম্যান রুদ্রেশ্বর বাবুর প্রত্যক্ষ মদত ছিল আমি সরকারের নিকট আবেদন করছি যারা বিগত দশ বৎসর ধরে জনসাধারণের টাকা নিয়ে নয়ছয় করেছে তাদের বিরুদ্ধে যেন জনস্বার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করার হয়। সালেমা ব্লকের অন্তর্গত পঞ্চায়েত ঘর নির্মান করার জন্য সরকার ৭৭০ টাকা স্যাংশান করেছিলেন। সালেমা ব্লকের চেয়ারম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করে বি ডি. ও সাহেব সেই ৭৭০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ঘর তৈরীর জন্য কন্ট্রাকটরকে ১৫৬৫ টাকা করে দিয়েছিলেন। এতে সরকারের কোন অনুমোদন ছিল না। আরও লজ্জাজনক ব্যাপার এই যে, যে কন্ট্রাকটর সেই ঘ তৈরী করেছিলেন, সেই কন্ট্রাকটারকে বি ডি সির পারচেইজ কমিটির সদস্য মনোনীত করেছিলেন মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বরবাবু। এস. আর. ই পি এবং এন. আর ই. পির টাকা নিয়ে পঞ্চায়েত গুলির বিরুদ্ধে প্রচুর দুর্নীতি অভিযোগ ছিল। যার জন্য এই সরকার পঞ্চায়েতগুলির ভেঙ্গে দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার নিজেদের রাজনৈতিক মুনাফার স্বার্থে সে দিন সে সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত করেন নি। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস এবং টি, ইউ জে এস, সরকার গঠিত হওয়ার পর ঘোষণা করেছেন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যে যে কোটি কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছিলেন গরীব মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে সে টাকা ব্যয়িত হয়েছিল কিনা সঠিক ভাবে তা তদন্ত করে দেখা হবে। এবং ইতিমধ্যেই সি. পি আই (এম) সমর্থিত বহু পঞ্চায়েত দুর্নীতিগ্রস্ত বলে প্রমানিত হয়েছে। এবং সেই সমস্ত পঞ্চায়েতগুলির বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকার অগ্রসর হচ্ছেন। বামফ্রন্ট ত্রিপুরা রাজ্যে যে লুঠের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন, সেই লুঠের সুযোগ আজকে বাজেটে নেই বলেই বিরোধীদল ডিমাণ্ডগুলির উপর কাটমোশন এনেছেন। উপজাতিদের ষ্টাইপেণ্ডের উপরেও একটা কাটমোশন এসেছে বিরোধীদলের তরফ থেকে। স্যার আমাদের সরকার ৫ মাস হয়েছে ক্ষমতায় এসেছে। এরই মধ্যে তফসিলী ছাত্রছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ডেও

হার ২৪০ টাকা করে দিয়েছেন। কিন্তু উনারা দিয়েছিলেন মাত্র ১৫০ টাকা। সুতরাং এতেই বোঝা যায় আমাদের সরকার উপজাতিদের জন্য সত্যিই দরদী কিনা। নাকি উনাদের মত মুখে মুখেই দরদ প্রকাশ করেছেন। বিগত ১০ বৎসর ধরে উনারা উপজাতিদের নিয়ে শুধু রাজনৈতিক মুনাফা লুঠেছেন উপজাতিদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে ভাবে হওয়া উচিৎ ছিল সেই ভাবে হয় নি। কেন্দ্রীয় সরকার এ, ডি, সির মাধ্যমে উপজাতিদের উন্নয়ণের জন্য যে কোটি কোটি টাকা দিয়েছিলেন সেই টাকা রশিরাম বাবুর মত নেতারা আত্মসাৎ করেছেন।

ত্রিপুরার জনসাধারণ গত বিধানসভার নির্বাচনে সমুচিত জবাব দিয়েছেন। কারণ যেভাবে গুণ্ডার রাজত্ব কায়েম করেছিলে, সন্ত্রাস, লুটতরাজ চালিয়েছিলেন। যে ভাবে গত ১০ বছরে সাম্প্রদায়িক হানাহানি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন সেই জবাব তো আপনারা এই বাজেটের মধ্যে পাবেন না তারই পরিপ্রেক্ষিত আপনারা কাটমোশন আনছেন। আজকে আপনারা চিৎকার করছেন যে, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা নেই, পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমান সরকার যে ভাবে সুষ্ঠ এবং স্বাভাবিকভাবে আইন শৃঙ্খলা পরিচালনা করছেন তার জন্যই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আমাদের ক্ষমতায় বসিয়েছেন। আপনারা এই রাজত্বকে বলছেন "জঙ্গলের রাজত্ব" এটা বলা আপনাদের পক্ষে স্বাভাবিক কারণ আপনাদের মতো রাজত্ব তো আমরা আর পরিচালনা করতে পারি না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এখন শান্তিতে বসবাস করছেন, যেটা গত ১০ বছরে আপনাদের কাছে পাওয়া যায়নি। তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যে ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে যে কাটমোশনগুলি আপনারা এনেছেন সেগুলি উইড্র করে নেবেন এবং গরীবদের নাম করে যে ভাবে টাকার নয় ছয় করেছেন সেগুলি বন্ধ করবেন। কারণ আমাদের সরকার সেই সুযোগ দেবেন না। সর্ব্বশেষে কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1988-89

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ। সংক্ষেপে ভাষণ রাখবেন।

শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী থেকে মাননীয় সদস্যরা সিডিউল্যাড কাষ্টস্, সিডিউলড ট্রাইবস্, এডুকেশন, ওয়াটার সাপ্লাই, ফুড ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ের উপর কাট মোশন এনেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে বলতে হচ্ছে, বিশেষ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেইমাত্র বিগত সরকারের আলোচনা হবে বুঝতে পারেন তখনই তারা হাউস ছেড়ে চলে যান। কারণ তখন তো উনারা খুনের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। আমার সবচেয়ে অবাক লাগছে বিগত দিনের মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী দুজনই এখন চলে গেছেন কারণ এখন কাট মোশন নিয়ে আলোচনা হবে।

বিগত সরকারের আমলে রেশন শপ ছিল, ল্যাম্পস ও প্যাক্স ছিল. সেই ল্যাম্পস এবং প্যাক্স ক্যাডারদের দিয়ে সেখানে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। আজকে বলছেন খাদ্যের অভাব। স্যার, আমরা বিধানসভায় তুলেছিলাম। সেদিন বলেছিলাম হাজার হাজার কুইন্টাল চাউল গ্রামে বাজারে এবং সমস্ত বাজারে বিক্রী হচ্ছে। উনারা বলেছিলেন আসামের চাল। কই আজকে ত আসামের চাল নেই। সেদিন রাজ্যের মানুষকে ফাকি দেওয়া হয়েছে। আজকে সেই আসামের চাল ধরা পড়েছে। ওরা হচ্ছে চুরির নায়ক। আমরা জানি, আপনার মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ওদের ক্যাডার রেশন শপের মালিক। আমি জানি মোহনপুর গো ডাউন থেকে ৬০০ বস্তা চাল পাস করা হয়েছিল। সেদিন আমি বলেছিলাম। সেদিন আমাদের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সেখান থেকে ক্রস করে টেলিগ্রাম পাঠালেন ছেড়ে দিতে হবে। এই হচ্ছে ওদের চরিত্র। ইতিহাস আপনাদের ক্ষমা করবেনা। স্যার, আজকে কয়েকজন প্রধানের বিরুদ্ধে আমরা জানি। তারা এখন হাতে নাতে ধরা পড়েছে। আজকে বলছে খাদ্যের অভাব। এই সরকার আসার পর এই রাজ্যে কেউ অনাহারে মরেনি। খাদ্যের কোন অভাব হয়নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, পবিত্র

ASSEBLY PROCEDINGS (19th july 1988)

করের দুর্নীতি এই বিধানসভায় উঠেছিল ওদের চরিত্রের কথা কি বলব। ভাবতে লজ্জা হয় স্যার। গ্রামের কথায় আমরা বলি স্যার, চোরা মাগীর বড় গলা। ওরা হচ্ছে চোর, তাই ওদের বড় গলা। ১০ বৎসর যেভাবে ওরা ফিরিং ফারিং করেছেন, তারা লোভ ত্যাগ করতে পারছেন না। স্যার, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী পাগল হয়ে গেছেন। তাতে মনে হয় উনাকে চিকিৎসার জন্য পাঠাতে হবে। কারন উনার সে আশা আকাঙ্খা ছিল উনি সেটা মেটাতে পারেনি। মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডুকেশন সম্পর্কে এখানে কাট মেন আনা হয়েছে। কি বলব স্যার, আপনার মাধ্যমে বলতে হচ্ছে। আমাদের যে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে, সরকারের কাছে আবেদন রাখব বিগত দিনে শিক্ষার নামে; যে টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে এখন তদন্ত করলে আমার মনে হয় অনেক কিছু বেরোবে। অ্যাডুকেশন মিনিষ্টার চলে গেছেন। কারন উনার দপ্তরের বিগত ১০ বৎসরের সব কিছু আজকে প্রকাশ পাবে এই হাউসে। আপনার মাধ্যমে খবর করিয়ে দিতে চাই, অ্যাডুকেশন ডিপার্টমেন্ট উনারা কি করেছেন। অ্যাডুকেশনে শিক্ষার নামে টিচারে চাকরী দেওয়া হয়েছে টিপ দেঅইন্যা চাকরী। আবার বড় কথা বলছেন। যারা শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত হবে, ডেভেলাপমেন্ট হবে তাদেরকে না দিয়ে টিপ দেঅইন্যাকে চাকরী দেওয়া হয়েছে। যা ঢাবী চাকরী। প্রমান আছে স্যার। মাননীয় তৎকালীন অ্যাডুকেশন মিনিষ্টারকে অনুরোধ করেছি, তদন্ত করে ওদের যারা চাকরীর ব্যবস্থা করছেন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এই হল তাদের চরিত্র। নায়ক চলে গেছে অ্যাডুকেশন ডিপার্টামেন্টকে কি করে গেছেন। কিছু উগ্রপন্থী সৃষ্টি করে মাষ্টারকে স্কুলে যেতে দেওয়া হয়নি। মাষ্টার স্কুলে যাবেন, ওদের উগ্রপন্থীরা গিয়ে বলব খুন করা হবে। এই হল ওদের চরিত্র। ভাবতে লজ্জা হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বলছেন আমাদের তৎকালীন অ্যাডুকেশন মিনিষ্টার অনেক স্কুল অনেক স্কুলে যেতে হয়নি। ওদের হয়ে ইনক্লাব জিন্দাবাদ করলেই চলবে। ওদের হাজিরা দিতে হবে স্কুলে না গিয়ে কর্মচারী শিক্ষকদের হাজিরা দিতে হবে অ্যাডুকেন মিনিষ্টারের কাছে হাজিরা দিলেই হবে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ বললেই হচ্ছে। এই হচ্ছে। অ্যাডুকেনের চরিত্র।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR—1988–89

শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলতে হবে এই হচ্ছে তাদের চরিত্র। আজকে ওনারা চলে গেছেন, তবু এইটা ওনাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তারপর পঞ্চায়েত সম্পর্কে বলেছেন আর এই পঞ্চায়েতর দুর্নীতির নায়ক কারা, আমরা দেখছি। ওনারা আজ বলছেন যে, গ্রামাঞ্চলে টিউব ওয়েল নাই। আর আমরা দেখছি গত দশটা বছর কিভাবে টিউব ওয়েলগুলি ওনারা পাইয়ে দিয়েছেন ক্যাডারদেরকে। আর ওনারা তা গ্রামের জনগণের কাজে না লাগিয়ে বিক্রি করে দিয়েছেন। তারপর যে এস, আর, ই. পি, এবং এন, আর, ই, পির, যে কাজ সেই কাজ নিয়েও ওনারা রাজনীতি করছেন। গ্রামের সমস্ত গরীব জনগন তা পাবে না, পাবে যারা মিছিল মিটিং করতে পারবে এবং শ্লোগান দিতে পারবে। মোট কথা তাদের ছত্রছায়ায় যারা যাবে তারাই কাজ পাবে, গরীব হলেই হবে না। এই সব জিনিষগুলিই প্রমাণ করে যে, বিগত সরকার রাজ্যের জনগণের জন্য উন্নয়ন মুলক কাজ করার কোন মনোভাব ছিল না এবং আমরাও তা দেখিনি। স্যার, মোট ৬৬ টা পঞ্চায়েতে সি, পি, এম-এর প্রধানরা আছেন এবং ওনারা বিগত দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা এনে লুটের একটা রাজত্ব কায়েম করেছেন। আমরা বিশেষ করে লক্ষ্য করেছি যে, আজ আর গ্রামাঞ্চলে তাদের ঢোকার কোন পথ নাই, এই বিধানসভায় ১৯৩তে আমরা বলেছিলাম যে, আপনাদের সময় আর বেশী দিন নাই। গত পাঁচটা বছরে আপনারা কয়টা সিট হারিয়েছেন। আগামী পাঁচ বছরে আরও কিছু সিট হারাবেন। শুধু মাত্র আপনাদের কার্য্যকলাপের জন্য। আমার আজকে বলছি যে আগামী নির্বাচনে আপনারা এর আসতেই পারবেন না এই বিধানসভায় কারন আমাদের এই সরকার জনগণের জন্য যে উন্নয়ন মুলক সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং যে বাজেট পেশ করেছেন আপনারা তার বিরুদ্ধে যেভাবে বিরোধিতা শুরু করছেন তাতে আপনারা আগামী দিন আর আসতে পারবেন না। তারপর এসেছে নারী নির্য্যাতনের কথা, আর কিছু পেলেন না আপনারা। ঘরের মায়েদের নিয়ে শুরু করলেন রাজনীতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক বাহিনী নিয়ে শুরু করলেন রাজনীতি। আপনারা আজকে কোনঠাসা হয়ে শেষে নারীদের নামে কলংক রটাতে শুরু করেছেন। এতে আপনাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মোটেই কিছু লাভ হবে না। এর জন্য জনগনের কাছ থেকে আপনারা আরও দুরে সরে যাচ্ছেন। জনগন আপানাদেরকে আর গ্রামেগঞ্জে ঢুকতে দেবে না। তাই আমাদের নব নির্বাচিত সরকার যে বাজেট এনেছেন, আপনারা তাকে সমর্থন করুন তার বিরোধিতা না করে, তাতে আপনাদের ভালই হবে। তাই আমি আপনাদের অনুরোধ করব যে নব সরকারের এই বাজেটকে সমর্থন করে সরকারের উন্নয়ন মুলক কাজে সাহায্য করুন এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সরকার শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা।

শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা (রাধাকিশোরপুর) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধীদলের সমস্ত হাটাই প্রস্তাবগুলিকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পঞ্চায়েতগুলি, নোটিফাইড এরিয়াগুলি.

পৌরসভা ভেঙ্গে দিয়েছেন। গ্রামে গ্রামে আজকে টাউটার, বাটপার নিয়ে পঞ্চায়েত কমিটি করেছেন। ওনারা এমন লোক দিয়ে কমিটি করেছেন, যেখানে আজকে লুটের রাজত্ব চলেছে। গরীব মানুষ যেখানে কাজ পাওয়ার কথা সেখানে কাজ পায়না।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার,স্যার,গ্রামে, নোটিফাইড এরিয়াতে, ব্লকে যারা বর্তমানে চেয়ারম্যান আছেন ওনারা টাউটার এমন কোন প্রমাণ এই ৫ মাসের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে কিনা তার প্রমান চাই।

শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা —স্যার আমি প্রমাণ দেব।

শ্রীরসিকলাল রায় — পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার্ আগে প্রমাণ দিয়ে পরে আপনি আপনার বক্তব্য রাখুন।

শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা--গ্রামে যারা গরীব অংশের মানুষ তারা কাজ পায়না। কাজ পায় যাদের জায়গাজমি আছে, টাকা পয়সা আছে তারা। উন্নয়ন কমিটির লোকরা হুমকি দিচ্ছে যারা সি, পি, এমের মিছিলে যাবে তাদেরকে কাজ দেওয়া হবেনা। মুড়াছড়ার ১৭ জন লোককে কাজ না দিয়ে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। তারপরে বি, ডি, ওর কাছে ডেপুটেশান দেওয়ার পর সেই ১৭ জন লোককে মুজুরী দেওয়া হয়েছে সে প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। পিযুষ পাল একজণ কংগ্রেস কর্মী এস, আর ই পি র কুপন দিয়ে নিজের জমিতে কাজ করিয়েছেন। ধানকেটে বাড়ীতে নিয়েছেন। স্যার এটাই হচ্ছে স্যার, ভাল কাজের চেহারা। সেখানে দুর্নীতি হয়না। নির্বাচিত প্রধানদেরকে বাদ দিয়ে যে কমিটি করা হয় সেখানে আজকে দুর্নীতির বাসা বেধেছে।

তার প্রমাণে বলছি এই হাউসে গুরাপাড়া গাঁও পঞ্চায়েত এ ইউনিট চুরি করেছেন সেই পঞ্চায়েত প্রধান যিনি কংগ্রেসের সমর্থক। তিনি ধরাও পড়েছেন। রামফ্রন্টের সময়ে এই রকম তো আর ইউনিট চুরি করা হয়নি। একটাও প্রমান আপনারা দিতে পারবেন না।

কাজেই এই জন বিরোধী কাজের ফলে আজকে গ্রামেগঞ্জে এই অবস্থা দেখা দিয়েছে। এবং ঘরে ঘরে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। আমি এই ব্যাপারে বলতে চাই যে, এই সব জিনিস তদন্ত করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি না। আমি এর প্রমাণ দিতে পারি ধর্মনগরে খেদাছড়ার আনন্দনগরে বুভুক্ষু মানুষ সেখানে কাজ এবং খাদ্যের অভাব থাকায় তারা বাধ্য হয়েই খাদ্য গোদাম লুঠ করেন। রামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি, আপনারা কোন প্রমাণ দেখাতে পারবেন না। কোনও লোক তখন না খেয়ে মরেনি। কোন প্রমান নেই তার।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR—1988-89

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই)—পয়েণ্ট অব্ অর্ডার স্যার, এখানে মাননীর সদস্য বলেছেন যে, খেদাগড়া খাদ্য গোদাম লুঠ করা হয়েছে। গোদামে চালই যদি না থাকে তবে সেখানে কি তারা লুঠ করেছে এবং এটা উদ্দেশ্য মুলক কিনা তা তদন্ত করে দেখা হবে কিনা ?

শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা—এটা তো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। কাজেই এটাতে তো পয়েণ্ট অব্ অর্ডার উঠতে পারে না। স্যার সেখানে একজন মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। সকলেই তাকে সম্বর্দ্ধনা করতে ব্যস্ত কাজেই সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ শোনার মন্ত্রীদের কোন সময় তখন ছিলনা আমার একটা কথা মনে পড়ে রোমের সম্রাট নিরোর কথা।

রোমে যখন আগুন লাগল তখন সম্রাট নিরো আমন্দে বেহালা বাজাচ্ছিলেন। আমাদের রাজ্যের মন্ত্রীদের অবস্থাও তার থেকে ভিন্ন কিছু না। কাজেই দুর্নীতি, দলবাজী এবং লুঠাটের জন্য যে বরাদ্দ টাকা উনারা চেয়েছেন তার বিরুদ্ধে আমাদের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সকল কাট মোশন আনা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মনীন সদস্য শ্রীদিলীপ সরকার।

শ্রী দিলীপ সরকার (বাধারঘাট)ঃ—মননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে বিরোধীদের আনীত কাট মোশনের তীব্র বিরোধিতা করে এবং আমাদের ডিমাণ্ডের পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে আমাদের বিরোধী বেঞ্চের সদস্যদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে এটাই বুঝা যায় যে, দীর্ঘদিন যাবত গদীতে থাকার পর হঠাৎ করে যদি ক্ষমতা চলে যায়, অর্থাৎ দীর্ঘদিন সিংহাসনে থাকার পর যদি কোন রাজার সিংহাসন চলে যায়, তার যে মতিভ্রম হয়, মানসিক অশান্তি হয়, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে গেলে মতিভ্রম হয়, আজকে বিরোধী দলের বন্ধুদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে এটাই বুঝা যায়। যার জন্য কংগ্রেস টি, ইউ জে এম সরকার মাত্র ৫ মাস ক্ষমতায় আসার পরই তাদের বিরুদ্ধে অসত্য অভিযোগ আনছেন। সেদিন ১৯৭৭ সালে ত্রিপুরার জনসাধারণ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করে তাদের ক্ষমতায় এনেছিলেন সেদিন আমরা কিন্তু জনসাধারণকে সম্মান দেখিয়ে সেটা মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা দেখছি মাত্র ৫ মাস হয়েছে আমরা ক্ষমতায় এসেছি। এই পাঁচ মাসের সময়টুকুও তাঁরা সহ্য করতে পারছে না। তারা বিভিন্ন বুথ কমিটির নামে, আইন শৃঙ্খলার নামে অভিযোগ তুলছেন। এই সভার মধ্যে আমি এমন কতগুলি প্রমাণ দিতে পারি সেগুলি থেকে বুঝা যায় ১০ বছর যাবত তারা কি করে জনগানর রক্ত শোষণ করেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের। আমার

কনষ্টিটিউনন্সিতে ৯টা গাঁওসভা আছে। তার মধ্যে ২টা কংগ্রেসের এবং ৭টা সি পি এম এর। এরকম একটা গাঁওসভা আছে গঙ্গারিয়ায়, তার প্রধান হলেন বামফ্রন্টের প্রার্থী সুনীল ভৌমিক। তিনি আবার রামঠাকুর সকুলের শিক্ষকও এক দিকে প্রধান, আর এক দিকে ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার তৈরী করবার শিক্ষক। সেই শিক্ষক বার্বক্য ভাতার নামে নায়ে গ্রামে যারা গরীব খেতে পায় না সেই শ্রমিক মজুরের নামে মঞ্জুর করা যে বার্ধক্য ভাতা ১০ জনের নামে মঞ্জুর হয়েছিল ৫, ২২০ টাকা মেরে দিয়েছে। আবার উনি স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, আমি লোভের বশবতী হয়ে এই কাজ করেছি। বলুন, আমার এই ডকুমেণ্ট মিথ্যা ? আবারও আপনারা বলতে পারেন যে, এই পাঁচ মাসের মধ্যেই কংগ্রেস টি ইউ জে এস, দুর্নীতি করছে ? প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধেও আমি ডকুমেণ্ট হাজির করতে পারি। অনবরত মিথ্যা বলে বলে ওরা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।

আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এবং মাণনীয় রাস্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতিলাল সাহাও বলেছেন। স্যার, যদি আইন শৃঙ্কলার কথা বলেন তখন জুট মিলে কি আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছু ছিল বেড়া ভেঙ্গে ঘর থেকে মা বোনদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারপর দুই দিন পর তাদের উদ্ধার করে আনা হয় সেখানে তারা মা বোনদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। তারপর আমাদের এই মন্ত্রী সভার দুই জন সদস্য শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পুর্ত্ত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী উনাদের সেদিন খুনকরা চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু সেদিন তাঁরা তাঁদের রক্ষা করতে পারেন নাই। আর আজকে এখানে বড় বড় কথা বলা হচ্ছে। উনাদের যদি লজ্জা থাকত তাহলে এই সব কথা আজকে বলতে পারতেন না। আজকে ত্রিপুরার কংগ্রেস টি ইউ জে এস সরকার ত্রিপুরাতে শিল্পের মাধ্যমে ত্রিপুরার বেকারদের কর্ম সংস্থানের মানসিকতা নিয়ে কাজ করছেন এবং সেজন্য একটা সুস্থ পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে। স্যার, সেদিন আমরা কি দেখছি ঐ আমতলী থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কর্মীরা বাসে আসার সময় তারা ভয়ে মাথা নিচু করে আসত। কারন তখন সেখানে কংগ্রেসের কোন কর্মীকে দেখলেই তাকে খুন করা হত। কিন্তু আজকে সেই এলাকা দিয়ে মানুষ মাথা উচু করেই আসতে পারেন আমরা সেটা বন্ধ করেছি। আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় ঠিক ভাবে শান্তি শৃঙ্খলার রক্ষার পদক্ষেপ নিয়েছেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের সরকারের একটা ক্রেডিট। আমরা কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী এই কংগ্রেস, ভারত থেকে বৃটিশকে হটিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে সেজন্য কংগ্রেস গর্ব করতে পারে। আমরা খুনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই আমরা কাউকে খুন করি না। কংগ্রেস মানুষকে ভালবাসে এবং আমরা মানুষকে ভালবাসি বলেই ত্রিপুরার মানুষ আমাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে। আজকে আপনারা মানুষের সেই ভোটের অবমাননা করছেন। আমরা সমাজের সাধারণ মানুষের মঙ্গলের কথা চিন্তা করি এবং আমরা ত্রিপুরার সাধারন মানুষের কথা চিন্তা করে এই হাউসে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেই ব্যাজেটের আপনারা বিরোধিতা করছেন। আপনারা বলছেন যে এস টি এবং এস সির জন্য এই সরকার কোন চিন্তা করছেন না। এই কথা ঠিক নয় আমারা এস টি এবং এস সির কথা

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR—1988–89

চিন্তা করি বলেই আমরা এস টি এস সির ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধার জন্য তাদের স্টাইপেণ্ডের হার বাড়িয়ে দিয়েছে। মাননীর অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা ত্রিপুরার জনগনের ভোটে ক্ষমতায় এসেছি আমরা জনগনের সেবা করতে চাই। কাজেই আমাদের তা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। আমি উনাদের চেলেঞ্জ দিয়ে বলছি যে, আমরা মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি মানুষেরই সেবা করার জন্য আপনারা আমাদের সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারবেনা না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার।

মিঃ স্পীকার—মাননীর সদস্য শ্রীবিমল সিংহ।

শ্রীবিমল সিনহা (কমলপুর)—মাননীর স্পীকার স্যার, আজকে এই ব্যয় বরাদ্দের আলোচনা করতে গিয়ে এখানে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী করা হয়েছে সরকার পক্ষ থেকে তার বিরোধিতা করছি। এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশন এখানে আনা হয়েছে সেগুলিকে আমি সমর্থন করছি। আমার আলোচনা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ রাখব ডিমাণ্ড নং ২৬, ৪৩ মেজর হেড ২২৩০ লেবার অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেন্ট। বিগত রাজ্যসভার অধিবেশনে একটা বিল উপস্থিত হয়েছে যে, বিলটার উদেশ্য হল গোটা ভারতবর্ষে শ্রমিক শ্রেনীকে পংগু করে দেওয়া। তার সমস্ত রাজনৈতিক অধিকারকে জীবন যাপনের মর্য্যাদাকে সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু করে রাজ্যসভার এই বিল এনেছে কংগ্রেস (ই) দল। আজকে এই ধরনের বিল যারাসভায় আনেন এবং সামনের মনসুন সেশনে পার্লামেণ্টে এই বিল পেশ হতে যাচ্ছে। কংগ্রেস দল গোটা শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থের পরিপন্থী এই বিল আনছেন। আর এখানে শ্রমিকের কল্যাণে টাকা চাইছেন সেটাকে সমর্থন করতে পারি না। যে বিলটা রাজ্যসভায় আনা হচ্ছে তাতে একটা শিল্পের মধ্যে কোন উন্নয়নমুলক কাজ করার অধিকার থাকবে না। একটা শিল্পের মধ্যে শ্রমিক সে কংগ্রেস পার্টির হউক, কমুনিষ্ট পার্টির হউক, যে আদর্শের হউক জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি হউক, সে মজুরী বৃদ্ধির দাবী করতে পারবে না। পার্লামেণ্টে এই ধরনের একটা বিল আনা হচ্ছে। শ্রমিকদের রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থাগুলিকে অচল করে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে। শ্রমিকের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। গোটা ভারতবর্ষে শ্রমিকদের যে সমস্ত সংগঠন যেমন আই, এন, টি, ইউ, সি, সিটু, ইত্যাদি। সেই সমস্ত সংগঠনের শ্রমিকরা আজকে তাদের অধিকার থাকবে কি থাকবে না এই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বর্তমান ভারতবর্ষে শ্রমিকশ্রেনীকে একটা জেলখানায় পুড়ে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯২৬ খৃঃ ইনডাসট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট চালু করার জন্য ভারতবর্ষের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই কংগ্রেস, বামপন্থী দলগুলি এবং অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনগুলি লড়াই করেছিল। শেষ পর্যন্ত এই ইনডাসট্রিয়েল ডিসপিউট অ্যাক্ট বৃটিশরা চালু করতে বাধ্য হয়। আর ১৯৮৮ সালে রাজীব সরকার, কংগ্রেস (ই) এর সভাপতি ঐ ১৯২৬ সালের অবস্থাতে ফিরে যাওয়ার জন্য বলছেন। আই এন টি ইউ সি, পশ্চিমবঙ্গের সুব্রত মুখার্জী, সেখানে ৪৫টা সংগঠন, দশটা ট্রেড ইউনিয়ন, এ, আই,

ডি. এমকে, ডি. এসকে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ বিরোধী এই বিলের বিরোধীতা করছেন এবং অকংগ্রেসী শ্রমমন্ত্রীরা এর বিরোধীতা করছেন। কিন্তু সেখানে রাজীব গান্ধীর দল শ্রমিকদের এই অধিকারকে নানাভাবে দাবিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করছেন। এবং সাথে সাথে যারা অকংগ্রসী সরকারের শ্রমমন্ত্রী আছেন তাঁরাও যৌথভাবে বিরোধীতা করেছেন। আর এইখানে দাঁড়িয়ে আজকে কংগ্রেসের নেতা রাজীব গান্ধী সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে, সমস্ত শ্রমিক শ্রেনীর অধিকারকে পদদলিত করে আজকে নানারকম বুজ রুকি, ধাপ্পা দিতে চেস্টা করছেন। এখানে তারা তাদের প্রতিনিধি হয়ে ফ্যাসিজমের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীতে পদদলিত করার জন্য কি করছেন তার কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। উনারা বলছেন, তাঁরা লেবার অ্যামপ্লয়মেন্টের জন্য টাকা চেয়েছেন। বর্তমান শ্রমমন্ত্রী কয়েকদিন আগে লেবারদের কনফারেন্সে ইউরোপ গিয়েছিলেন। আমি জানি না সেই কনফারেন্সে উনি কি শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। তবে যে শিক্ষাই উনি গ্রহন করুন না কেন এখানে তার উল্টো শিক্ষাই প্রয়োগ করছেন। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমিক শ্রেনী চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে। কোথায় অ্যানপ্লয়মেন্ট, কোথায় কর্ম সংস্থান ? আজকে কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস. এর যৌথ সরকার ক্ষমতায় বসার পর ত্রিপুরা রাজ্যে কয়জন শ্রমিক ছাটাই হয়েছে তার উদাহরণ আমি দিচ্ছি। রাধানগর ক্যটল ফার্মে এখন পর্যান্ত মোট ৫০ জন শ্রমিক ছাটাই হয়েছে। ওদের কাজ করতে দেওয়া হয় না। তার মধ্যে আছে, আই, এন, টি, ইউ, শ্রমিক, আছে সিটু শ্রমিক। কাজের নাম করে ছাটাই করা হচ্ছে। নাম লিখাচ্ছে। কারা লিখাচ্ছে ? যারা উৎপাদনের সাথে জড়িত নয়, যারা শ্রমিক নয় যারা শুধু মাত্র সমাজবিরোধী তারাই নাম লিখাচ্ছে। ওদের সংখ্যা হচ্ছে, ৩৪। স্যার ৫০ জন শ্রমিক ছাটাই হল. আর দেওয়া হল ৩৪ জন শ্রমিককে কাজ। দেবীপুর গোটারী ফার্মে। আজ পর্য্যন্ত ২৬৬ জন শ্রমিক ছাটাই হয়েছে। দেবীপুর গোটারী ফার্ম বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, সেখানে এন. ই, সি, থেকে প্রচুর টাকা মঞ্জুর হয়েছে নারিকেল বাগান ইত্যাদি ইত্যাদি করার জন্য। সেখানে প্রচুর শ্রমিক কাজ করে। কংগ্রেস কমিউনিস্ট বড় কথা নয়। কথা হচ্ছে. একটা মানুষ শ্রম বিক্রয় করবে. খাবে. সেটাই প্রশ্ন। কিন্তু আজকে তাদেরকে কাজ থেকে বাদ দেওয়া হয়। যারা পরিশ্রম করে কাজ করে তাদের শ্রম বিক্রী করে, তাদেরকে আজকে কাজ থেকে ছাটাই করা হল। স্যার, তারপর আসুন মোহনপুর ফুডগুদামে। ১০ বছর না হয় বামফ্রন্ট ছিল। কিন্তু ১৮ বছর আগে যে ১৮জন শ্রমিক কাজ করত ওদেরকে আমাদের মাননীয় সদস্য রীরেন বাবু নিজে গিয়ে পুলিশ দারোগা, নিয়ে তাদের বের করে দিয়েছেন। লেবার অফিসে দরখাস্ত দেওয়া হলে কোন অভিযোগ গ্রহন করা হয় না। আজকে নতুন শ্রমিক নিয়োগ করবেন, যারা পুরাতন শ্রমিক ছিলেন, যারা দীর্ঘ ১৮ বছর কাজ করে গেছেন তাদের ছাটাই করে দেওয়া হয়েছে মোহনপুর ফুড গুদাম থেকে। তারপর বিলোনীয়া বাসুদেবপুরে কোকোনাট পাডেন কাঁঠালিয়া অ্যাগ্রিকালার অ্যাণ্ড হরটিকালচার ফার্ম, মনু ডেমোনেস্ট্রেশন ফার্ম এইগুলি থেকে এখন পর্যান্ত নতুন সরকার আসার পরে ২৪৪ জন শ্রমিককে ছাটাই করা হচ্ছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাদের মধ্যে ৮২ জন ট্রাইবেল।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR—1988–89

শ্রীনগেন্দ্র জামাতিয়া (মন্ত্রী)—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার লেবার ছাটাই হবার যে অভিযোগ এনেছেন এটা ঠিক। তবে এরা রেগুলার কর্মী নয়। এরা সীজন্যাল লেবার। দেবীপুরের কথা আমি বলছি, ওখানে লেবারের তুলনায় আমাদের কর্মের সংস্থান কম। এই কারনে, আগের সরকারের আমলে ঠিক করা হয়েছে, কমিটি থাকবে। এই কমিটি বাই রোটেশান সব সময় এই ৩টা গাঁওসভা থেকে শ্রমিক নিয়োগ করবেন? চাহিদার তুলনায় যেহেতু কর্মের সংস্থান কম তাই বাই রোটেশনের মাধ্যমে তাদের মাঝে মাঝে নেওয়া হয়। আবার ছাটাই করব নতুন ভাবে শ্রমিক নিয়োগ করা হয় এটাই হচ্ছে, নিয়ম।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়. আপনি যখন রিপ্লাই দেবেন তখন এ বিষয়ে বলতে পারবেন। এখন মাননীয় সদস্যকে উনার বক্তব্য বলার সুযোগ দিন.

শ্রীবিমল সিন্হা—ছাটাই হয়নি তারা বললে তো হবে না [এখানে বলতে পাবেন, কিন্তু বাইরে কি তা বলতে পারবেন? এতে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে লেবার অ্যাণ্ড অ্যাম প্লয়মেন্টের প্রশ্ন এখানে রেখেছেন সে সম্পর্কে বলতে পারি তারা ক্ষমতায় আসার পর কিছু কিছু সরকারী চাকুরী যে দেওয়া হয়নি তা নয়। কিন্তু কারা চাকুরী পেয়েছে?

আজকে উনারা সরকারে আসার পর কিছু কিছু চাকুরী যে হচ্ছে না। তা নয়, হয়েছে। কিন্তু কারা পেয়েছে সে চাকুরীগুলি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। সংখ্যায় বিরাট বেকার সমুদ্রের তুলনায় হয়তো যথেস্ট না হতে পাবে। এই যে নতুন সরকার মহোদয় আসছেন, তারা ইদানিং কালে কিছু অফার ছেড়েছেন। আমি সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের খবর হয়তো ডিটেলস দিতে পারব না। তবে কমলপুরের স্পেসিফিক একটা বিবরণ দিচ্ছি। একই পরিবারে এটা এপ্লয়মেন্টে দেওয়া হয়েছে, সেটা কি করে দেওয়া হলো। বঙ্ক ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে ৫টা এমপ্লয়মেন্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী)—স্যার মাননীয় সদস্য এখানে অসত্য ভাষণ দিয়েছেন. উনাকে প্রমাণ করতে হবে।

শ্রীবিমল সিন্হা—প্রমান আমি করতে রেডি আছি স্যার। প্রমান হিসাবে আমি বলছি, গত মাসের শেষ সপ্তাহে এম আই এফ সি থেকে যে অফারগুলি গেছে, সেগুলি চেক্ করে দেখুন একই পরিবারে ৫টা অফার গেছে কিনা।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী)—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এই হাউসের নিয়ম আছে যে কেউ চ্যালেঞ্জ করলে

স্বাভাবিক ভাবে যিনি বলবেন ত'ার দায়িত্ব থাকে সেটা হাউসে প্রমান করার। সুতরাং আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যিনি বলেছেন যে কমলপুরে এক পরিবারে ৫ জনকে চাকুরী হয়েছে। উনার এই বক্তব্যকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ট্রেজারী বেঞ্চের সমস্ত সদস্য মহোদয়রা প্রতিবাদ করছেন। সুতরাং উনাকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে একই পরিবারে ৫ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে কিনা।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য মহোদয় বলেছেন উনি প্রমাণ করবেন।

শ্রীবিমল সিন্‌হা।—স্যার আজকে এমপ্লয়মেণ্ট প্রটেনশিয়েলিটি তৈরী হোক, ভাল কথা। আজকে বেকারদের পক্ষে আমরাও এটা চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েক দিন আগে ত্রিপুরা টি ডেভেলাপমেণ্ট করপোরেশন থেকে বেশ কিছু অফার ছাড়া হয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী)—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য এখনও নাম বলেন নি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য যদি নাম বলতে পারেন, তাহলে নাম বলে দিন।

শ্রীবিমল সিন্‌হা—স্যার দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য সান অব লেট বঙ্ক বিহারী ভট্টাচার্য্য ইজ ওয়ান অব দেম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী)—স্যার, উনি বলেছেন এম, আই, এফ. সি ডিপার্টমেণ্ট থেকে এমপ্লয়মেণ্ট ছাড়া হয়েছে. অথচ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এটা সত্য নয়।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার—স্যার, এই হাউসে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং আলোচনা হওয়ার পর আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি এই প্রশ্ন আসে না। এই ধরনের কোন এমপ্লয়মেণ্ট হয়নি যেটা হয়েছে আমি এই হাউসে বলছি সেটা হলো যেটা ডেইলী লেবার ছাটাই এর প্রশ্ন উঠেছে। গত ১০ বছর ধরে ১৭ জন উনারা, ছাঁটাই করছেন এবং ইউনিয়ন থেকে দাবী উঠেছিল সেই দাবীর ভিত্তিতে (গণ্ডগোল)

উনি বলতে পারছেন না, আমি বলে দিচ্ছি (গণ্ডগোল)

উনি মেনশ্যান করেছেন এম, আই, এফ-সি ডিপার্টমেণ্ট (গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী)—স্যার, যদি কোন অভিযোগ মেনশন করা হয় উনি ক্লেরিফিকেশান দিতে পারেন হাউসে এর প্রয়োজন আছে। (গণ্ডগোল)

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR—1988-89

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী)—স্যার, ছাটাই কর্মচারীদের মধ্যে তিনজন কমলপুরের, জানি না উনি তাদের ছাটাই করেছেন কিনা এবং সেই তিন জনের মধ্যে একজন ভট্টাচার্য আছে, নট দাস। সেটা এপয়েন্টমেন্ট নয় ডেইলি ওয়ারকার। (গণ্ডগোল)

শ্রীবিমল সিন্‌হা—ষ্টিল আই অ্যাম টেলিং প্লীজ ইনভেষ্টিগেট।

মিঃ স্পীকার—ইউ প্লীজ কেরি অন (গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী)—স্যার, আমি ইনভেষ্টিগেট করেই বলছি। কারণ এই সভায় বলা হয়েছিল সেজন্য ইনভেস্টিগেট করা হয়েছে যে হেতু হাউসকে আমি সম্মান করি, আমার সরকার সম্মান করেন সেই কারনে আপনাদের তরফ থেকে অভিযোগ আসার পর আমি ইনভেষ্টিগেশন করেই বলছি। (গণ্ডগোল)

শ্রীবিমল সিন্‌হা—অনারাবল স্পীকার স্যার, আজকে মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ক্ষমতায় না থাকতে পারে। এক দেশের মানুস একটা রাজনীতিতে বিশ্বাস করে এই বিশ্বাস করা অপরাধ নয়। ভারতবর্ষের সংবিধান, ভারতবর্ষের ফাণ্ডামেন্টাল যে রাইট আছে তার কোথাও এমণ কোন একটা রাজনৈতিক আদর্শকে বিশ্বাস করা অপরাধ বলে আমরা জানি না। আজকে খুব দুভাগ্যের বিষয় কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এন সরকার আসার পর দেখা যাচ্ছে এই ধরনের বিশ্বাসী যারা তাদের নিচিহ্ন কর। এই ধরনের কাজ চলছে। আমি স্পেসিফিক কথায় বলছি। ৬ই ফেব্রুয়ারী ওখানে মোটর শ্রমিক দুজন আছে একজন গোপাল ঘোষ, জিতেন্দ্র দাস এর মধ্যে দুজনের উপর আক্রমন করেছে কিছু সমাজ বিরোধী। তারা নিজেদের কংগ্রেস বলে পরিচয় দেয় কিন্তু তারা কংগ্রেসী হলে কংগ্রেসীরা দেখবেন কিন্তু আমরা জানি ওদের হাতে গোপাল ঘোষ ও ইন্দ্রজিৎ দাস ইনজুর হয়েছে।

ওদের হাতে মার্ডার হল গোপাল ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ দাস ইনজিউরড হয়। ভেরী ইন্টারেষ্টিং থিংগ, ইন্দ্রজিৎ দাসকে জি, বি, হাসপাতালে নেওয়া হল, আই উইটনেস যাতে না হয় তার জন্য হাসপাতাল থেকে তাকে রিলিজ হওয়ার সময় তাকে অ্যাকিউজড করা হল। খয়েরপুর ৬ তারিখ। নেক্সট ১১ তারিখ বিলোনীয়া, বিলোনীয়ায় একজন শ্রমিক তার নাম মনীন্দ্র দেবনাথ তাকে মার্ডার করা হল। মার্ডার করে ঝুলিয়ে রাখা হল। পরের দিন তার গলায় স্ট্রেংগলেশানের দাগ। তার পোষ্ট মর্টেম করা হল ৪৮ ঘণ্টা পরে করা হল। কেন ৪৮ ঘন্টা পরে করা হল ? কারণ তার বডিটা যাতে ডিকমপোজ হয়। ৪৮ ঘণ্টা পর যেসমস্ত মেডিক্যাল গাইডলাইন আছে সেগুলি পাওয়া যায়না। আসল কারণ সেই। সুইসাইড কেইস করার জন্য। তার অপরাধ কি ? সে একটা রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাস করে, শ্রমিকদের সংগঠিত করে। মাননীয় স্পীকার স্যার

২৪ তারিখে ফেব্রুয়ারী মাসে এফ, সি, আই, এর শ্রমিক ধর্ম দাস হঠাৎ করে ওর ঘরে পুলিশ দিয়ে চার্চ করা হল। কি ব্যাপার, অস্ত্র আছে। অস্ত্র কিছুই ছিলনা। অস্ত্র কিছুই পেলনা। তারপরও তাকে অ্যারেস্ট করা হল। আজকে বিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার মানুষ হিসাবে আমরা বড় হয়ে আজকে ভাবতে অবাক লাগে। তার ছেলেকেও সেখানে অ্যারেষ্ট করা হল। ছেলের সামনে তাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করা হল। এইটা মাননীয় সমীর বাবুর নির্দ্দেশে নগ্ন করে রাখা হল। নগ্ন অবস্থায় ছেলের সামনে রাখা হল। ২৪ তারিখ ফেব্রুয়ারী মাসের। এইটা কি চিন্তা করা যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৩ তারিতে দেখা গেল যে সুখেন ত্রিপুরা নামে ল্যামসের শ্রমিক তাকে থানাতে যেতে বলেন। রাস্তার মধ্যে তাকে মারপিট করা হল। ওরা আজকে শ্রমিকশ্রেনীর পক্ষে কথা বলছে। শ্রমিক শ্রেনীর ওয়েলফেয়ার। ওরা যদি কনভিন্‌শড করতে পারত, তাদের আদর্শে, অনুপ্রানিত করতে পারিত, তাদের দলে নিয়ে যেতে পারত, তাহলে আমাদের কোন আপত্তি ছিলনা। কাজেই জেতে পারে না। এই ধরনের অদ্ভুত ব্যাপার করা হচ্ছে। ৬ই এপ্রিল মাননীয় বনমন্ত্রীর জানা আছে সোনামুড়াতে একজন থার্মের প্ল্যান্টের শ্রমিক আব্দুস সামাক সেই শ্রমিক সি. টু করুক আর আই, এন, টি, ইউ, সি করুক সেইটা প্রশ্ন না সে দাবী করেছিল হাওয়া ওয়েজেস এর জন্য। তাকে সেই কনষ্ট্রাকশনের যিনি দায়িত্বে আছেন উনার সাথে যোগসাজসে কোন মন্ত্রীর নির্দেশে থানার ও, সিকে দিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। তাকে মারপিট করা হল। থানা লকআপে মারপিট করা হল। বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও এইটা ভাবতে হচ্ছে লকআপে টরচার করা হয়। একজন মন্ত্রী উনি সেখানে বিরোধীতা করেন, কারন উনারই কি একজন আত্মীয় ছিল।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা—স্যার, ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের গণ্ডগোলের জন্য আমার বক্তব্য রাখতে কিছুটা সময় নস্ট হয়েছে। আমি আশা করব আপনি আমাকে কিছুটা সময় দেবেন।

মিঃ স্পীকার— ৩ মিনিট বাড়িয়ে দিয়েছি।

শ্রীবিমল সিন্‌হা—আজকে মাননীয় নগেন বাবু জানতে চাইলেন টি, এন, ভির খবর। আমি খবর দিচ্ছি। কিছু দিন আগে তারা শান্তি শান্তি বলেন পরশু দিন রবীন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে, ওদের লালিত পালিত টি, এন, ভি তাদের কলসে জিওল মাছের মত জিইয়ে রেখে ছেড়ে দেওয়া হল, মান্দাইয়ের পাবে রবীন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে ইনজিউরড করা হল। জি, বি হাসপাতালে আছে। সেখানে আমাদের নন্দলাল ত্রিপুরা উপপ্রধান, সেও একজন দিনমজদুর সেই কমলপুর চম্পাছড়া গাঁওসভায় তাকে টি, এন, ভিরা মারপিট করেছে। প্রাউবাবু গিয়েছিলেন।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR—1988–89

বলার ত কিছু নেই। ধাপাচাপা দিতে গিয়ে কোনটা আ.া, কোনটা গোড়া সেটাই জানেনা। (ট্রেজারী বেঞ্চের উদ্দেশ্যে, বিমল সিনহা, বিমল সিনহাকে আপনারা স্বপ্ন দেখেন। আজকে দেখা যাচ্ছে টি এন, ভি হচ্ছে ওদের ষ্টেট অ্যানিম্যাল। বড় পোষ মানা জীব, সময়ে তাদেরকে কলসের মধ্যে পুরে রেখেছে যখন ইচ্ছা হবে তখন ছাড়বে, যেভাবে জোর জবরদস্তী করে ইলেকশানে এলেন টি এন ভিদেরকে ব্যবহার করে। এখন আবার টি এন ভিদেরকে ব্যবহার করে বিরোধী পক্ষের কাউকে গ্রেপ্তার করার জন্য। (ট্রেজারী ব্যাঞ্চ থেকে কোন একজন সদস্য ছেচুরিয়ার কথা বলুন) ছেচুরিয়ার ঘটনা যদি জানতে চান, এইটা অবশ্য আপনার জানার কথা না, এইটা রাজীব গান্ধীর ব্যাপার, আপনার মত খুদে চুনে পুঁঠিকে এই সব ব্যপার কৈফিয়ত তারাও দেয় না, আর আমরা তো দেবোই না। এখানে আপনারা এনেছেন নিসা, নাসা করবেন, এইগুলিকে থে রা কেয়ার করি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীবিমল সিনহা—আমি শেষ করছি স্যার। আজকে সমস্ত শ্রমিক শ্রেনীর উপর যেভাবে অত্যাচার এনেছে এতে আজকে তারা কংগ্রেস টি ইউ জে এস সরকার যতই অহংকার করুক না কেন আজকে তাদের ঘণ্টাধনী বাজছে,এবং এই ঘণ্টাধনীর সঙ্গে সঙ্গে আজকে তাদের পেশ করা ডিমাণ্ডগুলি বাতিল হোক এবং সাথে সাথে আমাদের কাট মোশান গুলি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—অনারেবল মিনিষ্টার প্রকাশ দাস মহাশয়।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (রাস্ট্রমন্ত্রী)—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের এই হাউসে বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশন আনা হয়েছে সেইগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে বিরোধিতা করে আমাদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত ডিমাণ্ড আনা হয়েছে সেইগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বিগত দশ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে যে, একটা খুনের রাজত্ব চলছিল তার যে একটা ইতিহাস সেই ইতিহাসকে আমরা লক্ষ্য করছি যে রামায়ন বা মহাভারত নামে আমাদের যে কাব্য তার তো একটা সীমা আছে, কিন্তু তাদের সেই রাজত্বের বা সেই ইতিহাসের কোন সীমা নেই এবং তার প্রমান আমরা পেয়েছি বিগত ২রা ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে, আমার মনে হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদের সেই ইতিহাসের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। কাজেই আমাদের এই বাজেটের উপর তারা যে কাট মোশনগুলি এনেছেন সেগুলি দেখে মনে হচ্ছে গত ২রা ফেব্রুয়ারীর সেই জবাবে তারা সন্তুষ্ট নন। ফলে আগামী দিনে এই পবিত্র বিধানসভায় আবার ফিরে আসায় যে পথটুকু বিল, ওদের সেটাকেও ওরা বন্ধ করার ব্যবস্থা ওনারা গ্রহন করেছেন। আমাদের এই বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন হওয়ার পর থেকে যে, সমস্ত আলোচনা বিরোধী পক্ষ থেকে আনা হয়েছে

সেগুলিকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বিগত দশ বছর ওনারা যে সমস্ত কাজ করেছেন সেইগুলি আমাদের এই বর্তমান সরকার কংগ্রেস এবং টি ইউ জে এস এর যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সেই সরকার মানুষের কাছে প্রতি প্রতিবদ্ধ ছিল যে, আমাদের এই সরকার বিগত ১০ বছরে ওনাদের কুকর্মের ফলে আমাদের এই বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষের কাছে আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল যে, আমাদের দল যদি ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে আমরা বামফ্রন্ট সরকারের অপকর্মগুলি মানুষের কাছে তুলে ধরব। আজকে আমরা যখন তাদের কুকীর্তিগুলিকে তুলে ধরছি তখন তারা মানুষের দৃষ্টিকে অন্য দিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। তারা যেসব খুন করেছে আজকে সেগুলির থেকে অন্য দিকে বিশেষ করে দিল্লীর দিকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার জন্য উজান ময়দান. বিভিন্ন জায়গায় নারী নির্যাতন প্রভৃতির কথা বলছেন। যারা ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করছেন আজকে তাদের বিরোদ্ধে অভিযোগ তুলছেন, বিগত দিনে তারা সরকারী ক্ষমতাকে দলীয় কাজে ব্যবহার করেছেন। আমাদের বাজেটে সে সমস্ত ক্যাডারদের কোন ব্যবস্থা নাই। তাই তারা কাটমোশন এনেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার দপ্তরের উপর মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমান একটি ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন। সেটা হল— উপজাতি জনগনের পুনবাসনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের কর্মসূচীর সাথে পরিপুরক ভূমি সংরক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণে ব্যার্থতা সম্পুর্কে। বিগত দিনে এ ব্যাপারে যেসব অর্থ এসেছে সেসব অর্থ তাদের দলিয় লোকদের দিয়ে লুটের চেষ্টা করেছেন কোন কাজ করেন নাই কিন্তু আজকে তারাই আবার সে কাজ করার ব্যর্থতার কথা তুলেছেন। স্যার. যাদের ব্যর্থতা তারাই তুলছেন। কাজেই এ সম্পর্কে আমার আর কি বলার থাকিতে পারে। আজকে আমি তাদেরকে স্মরন করিয়ে দিতে চাই যে তাদের মত আমরা করবনা। সেজন্য আমরা ২৫ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দ ধরেছি। এখানে ১২ লক্ষ টাকা আমার দপ্তর থেকে আর ১৩ লক্ষ টাকা কৃষি দপ্তর থেকে ব্যয় করা হবে। ২৬০ হেক্টর জমিকে বনায়ন করার জন্য লক্ষ মাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। গরীব মানুষের জন্য আমরা এই প্রকল্পটিতে রূপায়ন করতে চাই। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সেজন্য আমরা সহায়তা পাই। কাজেই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্ধ কমানোর কোন প্রশ্নই আসে না। আমার দপ্তরে আরেকটা কাট মোশন এনেছেন প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের উপর। সেখানে রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় নির্মিয়মান সুকান্ত একাডেমির নির্মান কাজ বর্ত্তমানে বন্ধ রাখা সম্পর্কে কাট মোশন এনেছেন। কিন্তু আমি বলব যে, এই সুকান্ত একাডেমির নির্মান কাজ বন্ধ হয়নি। ধাপে ধাপে এর কাজ এগিয়ে চলেছে। কাজেই আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে ব্যয় কমানোর জন্য ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার বিগত ১০ বছরে এই ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের কথা তাদের স্বার্থে করা চিন্তা না করে বামফ্রন্ট সরকার তাদের দলীয় ক্যাডারদের স্বার্থের কথা ভেবেছেন। দল এবং ক্যাডারদের কিছু খাইয়ে দেবার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের এই সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন সে বাজেট এ ক্যাডার বাজীর দলবাজীর কোন স্থান নেই। ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের জন্য এই বাজেট রূপায়িত হবে। কাজেই

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR—1988–89

এই বাজেটের বিরোদ্ধে যে ছাটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় রাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীমতি বিভারানী নাথ।

শ্রীমতি বিভারাণী নাথ (রাষ্ট্র মন্ত্রী)—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই পবিত্র বিধানসভায় বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাট মোশন এনেছেন এই সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটের উপর এরা কাট মোশান এনেছেন, আমি তাদের সমস্ত কাট মোশনগুলির বিরোধিতা করে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এনেছে সেটাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস মহাশয় সমাজ কল্যাণ দপ্তরের উপর একটা কাট মোশন এনেছেন।

"বার্ধক্য ভাতা, কৃষি শ্রমিক ভাতা, রিক্সা শ্রমিক ভাতা, জুমিয়া ভাতা, বিধবা ভাতার, টাকা অনিয়মিত অপর্য্যাপ্তভাবে বিলি বণ্টন না করা সম্পর্কে।"

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১০ বছর পর যখন ওদের কৃতকার্যের ফলস্বরূপ ২রা ফেব্রুয়ারী ওদের রায় পেয়ে যান, এর পর থেকে যেমন আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীদিলীপ সরকার মহাশয় বলেছেন যে, ওদের মতিভ্রম হয়ে গেছে, আমি সেটা না মেনে পারিনা না। সেজন্য তারা এই সরকারের কাজকর্ম কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। তাই এই বাজেটের উপর' তারা কাট মোশন এনেছেন। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরতন চক্রবর্তী বলেছিলেন যে ওরাও তো কিছু লোকের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসে বিরোধী বেঞ্চে বসেছেন। এটা ঠিক এবং ওদেরও সেজন্য দায়িত্ব রয়ে গেছে। যে ডিমাণ্ড পেশ করা হয়েছে তা যে শুধু কংগ্রেস টি, ইউ, জে এস, এর লোকেদের জন্য নয়, সমগ্র ত্রিপুরার লোকদের জন্য এবং ওদেরও লোকদের জন্য এটা কেন তারা ভুলে যান। বিসুরাবাগী ওদের যে ভোট দিয়েছেন, তাদেরও তো তাঁরা কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন। কাজেই যে দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা এসেছেন সেই দায়িত্ব তাঁরা কেন পালন করবেন না এবং এই বাজেটকে সমথন করলেই তো এই দায়িত্ব তারা পালন করলে পারেন। কাজেই নিজের স্বার্থেই তারা এই দায়িত্ব পালন করবেন এবং এই বাজেটকে সেজন্য তাদের সমর্থন করা উচিত।

১৯৭৯ সনের এপ্রিল, মাস থেকে বাধক্য ভাতা চালু হওয়ার পর ব্লক এলাকায় বার্ধক্য ভাতা বিলি বণ্টনের ভার সংশ্লিষ্ট বি, ডি, ও দের উপর ন্যস্ত হয়েছে এবং নোটিফায়েড এরিয়া এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় উক্ত ভাতা বিলি বণ্টনের ভার অনুরূপভাবে মহকুমা শাসকদের উপর ন্যস্ত আছে। পরবর্তী কালে অর্থাৎ

১১৮৭ সালের ১লা মার্চ থেকে আরও ৪টি পেন্‌সান স্কীম চালু করা হয়েছে। এইগুলি হলো—বিধবা ভাতা জুমিয়া বার্ধক্য ভাতা রিকসাওয়ালা বার্ধক্য ভাতা, ভূমিহীন এবং কৃষি শ্রমিকদের বার্ধক্য ভাতা। এই পেনশনের কর্মসুচী চালু রাখতে বি, ডি. ও, এবং মহকুমা শাসকদের সাহায্য করার জন্য সমাজ শিক্ষা এবং সমাজ কল্যান অফিস থেকে কর্মী দেওয়া হয়েছে। প্রাপকদের নিকট পেনশন পৌছে দিতে প্রথমে দুই রকম ব্যবস্থা চালু ছিল—যথা, যে সমস্ত সক্ষম পেনশন প্রাপকদের দেওয়ার সুবিধা ছিল তারা সরাসরি উপস্থিত হয়ে পেন্‌সান গ্রহণ করতেন এবং অন্যদের ডাকযোগে পেনসান পৌছে দেওয়া হত। ডাকযোগে পেনশন পাওয়াতে বিলম্ব হওয়ার দরুণ সংক্ষিপ্ত এলাকার সমাজ শিক্ষা কর্মী মারফত সরাসরি প্রাপকদের নিকট পেনশন পৌছে দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং বর্তমানে পেনশন বিলির কাজ সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে সেটা নিঃসসনদেহে প্রমাণিত। কাজেই মাননীয় সদস্যের উস্থাপিত প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়।

সে দিন মাননীয় সুবোধ দাস মহাশয় একটা কথা বলছিলেন যে বর্তমান সরকারের নিয়োগ নীতি কি রকম। উনি আমার এলাকাতে ইলেকশনের আগে গিয়েছিলেন প্রাক্তন মিনিস্টার রামকুমার নাথ মহাশয়ের ইলেকশানের কাজে সাহাজ্য করার জন্য। তারপর আমার পাশের বাড়ীর বাবুল আচার্য্য, একজন সি, পি, এম, কর্মী, তাকে বলেছিলেন, 'আমার চাকরীর কি করলেন? সংগে সংগে সুবোধ দাস মহাশয় পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে বললেন, এই তোমার অফার'। আমাদের সরকারের নিয়োগনীতি আর যাই হোক, সুবোধ দাস মহাশয়দের মত না। উনাকে এটা জানিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি এখন এখানে নেই।

কাজেই আমি তাঁদের অনুরোধ করছি সারা ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে তারা যেন ওদের কাটমোশনগুলি তুলে নেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন এটাকে যেন ওদেরই স্বার্থে গ্রহণ করেন, এই অনুরোধ রেখেই আমি আমাদের বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর)—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধিদলের মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশন এনেছে সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি এখন ডিমাণ্ড নং ২০ ও ৩৭ উপর ভাষণ রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমারা দেখতে পাই যে, ত্রিপুরার মধ্যে কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এস, টি, এবং এস, সির উপর যে ভাবে সব ক্ষেত্রে বঞ্চনা চালিয়েছে। স্যার আমি জানতে চাই যে, জোট সরকার আসার পর থেকে বিগত দিনে বামফ্রন্ট ১০ বছর এই সব এস, টি, এবং এস, সি, ভাইদের জন, যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে আসছিলেন বিশেষ করে চাকুরীর ক্ষেত্রে হান্‌ড্রেড পার্সেন্ট

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR—1988–89

রোষ্টার মানার ক্ষেত্রে সেটা এই জোট সরকার নানা কৌশলে সেই সব এস, টি, এবং এস, সির বেকার ভাইদের ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না। সেখানে এই জোট সরকার নানা কৌশলে তাদের বঞ্চিত করছে। শুধু তাই নয় জুমিয়াদের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি ? সেখানে আমরা দেখছি, ত্রিপুরায় প্রায় ৪ হাজারের মত আদিম জাতির পরিবার আছে। তাদের জন্য এই জোট সরকার এই ৫ মাসে পি, জি, পি, স্কীমে তাদের জন্য কি করেছেন তাদের জন্য কি কি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তারা কোথায় কি ভাবে আছে এই জোট সরকার তাদের কোন খোঁজ খবর রাখেন না। আজকে যারা সেই সব ট্রাইবেলদের বন্ধু হিসাবে নিজেদের পরিচয় দেন। এবং বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তাদের জন্য আন্দোলন করছেন আজকে তাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রাইবেলদের ধ্বংস করার জন্য কালো হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, তারা আজকে স্বসাসিত জেলা পরিষদকে ভেংগে দিয়ে জেলা পরিষদকে ঠোঠো জগন্নাথ বানিয়ে রেখেছন। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই যে, নির্বাচনের আগে উনারা বলছেন যে আমরা আগামী বছর থেকে জুমিয়াদের আর জুম করতে দেবনা। কাজেই আমি চাই যে, তা হল সুষ্ঠ পুনর্বাসনের ব্যবস্থ ছাড়া তাদের কি ভাবে চলবে। কাজেই আমি বলতে চাই যে, গত ২০ বছর যাবৎ যারা ট্রাইবেলদের জন্য আন্দোলন করেছেন আজকে ভূমিকা কি ?

Expurg d as Orderd by the chaio.

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাস্ট্রমন্ত্রী)—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে উপজাতি যুব সমিতি দাংগা বাধিয়েছে উনাকে এই কথাটা প্রমান করতে হবে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৮০ ইং সালে আমার তেলিয়ামুড়া গর্জন পাড়াতে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী)—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তুলেছেন সেটার সিদ্ধান্ত কি হল ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—দাঙ্গা কারা করেছে সেটা কোর্টে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন সেটা একসপানজকরা হবে।

খগেন্দ্র জমাতিয়া—এখানে মাননীয় এগ্রিকালচার মিনিস্টার আছেন। উনি জানেন টি, এন, ভি কাদের সৃষ্টি। ট্রাইবেলদেরকে কারা অসক্রাস এ দিয়েছে। এখন তারা ট্রাইবেল দরদি সেজেছেন। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, ট্রাইবেলদের এত বড় সর্বনাশ এই উপজাতি যুব সমিতি করেছে। এ, ডি, সিতে চাকরীর ক্ষেত্রে ট্রাইবেলদের রোষ্টার মানা হচ্ছে না। বিগত দিনে বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত স্কীম প্রকল্প তৈরী করেছিলেন

সেগুলিকে এই সরকার ধুলিসাৎ করে দিয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া—আমাকে ১ মিনিট সময় দিন। আমি আপনার মাধ্যমে এই কথা বলতে চাই, এই ট্রাইবেলদের ভোট নিয়ে যারা এখানে এসে তাদের উপর অত্যাচার করছে। (গণ্ডগোল……গণ্ডগোল……গণ্ডগোল । এই উজান ময়দানে ট্রাইবেল উপর অত্যাচার হয়েছে। উপদ্রুত এলাকা ঘোষনা করে ট্রাইবেলদের নানা সমস্যায় জর্জরিত করে তুলেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীন সদস্য উপজাতি যুব সমিতির বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ এনেছেন তার প্রমান করুন, নয়ত বাতিল করুন। যদি তা করতে না পারেন তবে আপনার বক্তব্য কার্য্য বিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হবে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া—কাজেই এখানে বিরোধী দল থেকে যে কাট মোশন আনা হয়েছে তার সবগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅরুন কর।

শ্রীঅরুন কুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী)—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপান করেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে এবং আমার বিরোধী বন্ধুরা বিরোধীতা করার লক্ষ্যে যেসমস্ত ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন তার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে বক্তব্য রাখছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ২০, ডিমাণ্ড নং ২১ এবং ডিমাণ্ড নং ৪৩ এর উপরে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ১৯৮৯ ইং সালের পূর্ণাঙ্গ বাজেটের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলতে চাই, এইবারের বাজেটে শিক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, রাজ্যের শিক্ষার প্রয়োজনীয় সাম্প্রসারণ করা। জাতীয় শিক্ষা নিতির আলোকে ত্রিপুরার শিক্ষা খাতের সম্প্রসারণ করার জন্য আমাদের সরকার মনে করেন এই বিধানসভার সকল মাননীয় সদস্যগণই একমন পোষণ করবেন। এবং এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বিগত ১০ বছর যাবৎ ত্রিপুরার শিক্ষার জগতে যে অবস্থা বিরাজ তার জন্য এই রাজ্যে শিক্ষার মান দিন দিন নেমে যাচ্ছে তাতে শিক্ষা জগতে ছাত্র সমাজ, অভিভাবক এবং শিক্ষানুরাগী সবাই।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR—1988–89

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণপুর)—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় লিখিত ভাষণ দিচ্ছেন। এই রকম লিখিত ভাষণ দেওয়া যায় কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী)—লিখিত ভাষন নয়। এটা পয়েন্ট।

শ্রীঅরুন কুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী)—রাজ্যের শিক্ষানুরাগী, অভিভাবকমণ্ডলী, ছাত্র সমাজ এই বিগত দিনের তাদের কার্য্য কলাপের ফলে রাজ্যের শিক্ষার জগতে এই নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। তা নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন আমরা কংগ্রেস টি, ইউ. জে এস, সরকার ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গে এটা উপলব্ধি করেছি যে এই দুর্বল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। বিগত দিনের মুল শিক্ষা নীতির ভুল কার্য্যকলাপের ফলে, ভুল রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে। তার থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য এই বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে আমাদের চেষ্টা হচ্ছে, শিক্ষাব ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য। এই মুল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে এটাকে রাস্তবায়িত করার জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে শিক্ষা খাতে তাদের উপকারই হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের যে শিক্ষা নীতি তাকে তাঁরা সরকারী ভাবে সরকরী ব্যয়ের মাধ্যমে তাঁরা বিরোধিতা করেছেন রাজ্যে, আর এখানে দিল্লীতে তাঁরা শিক্ষা নীতিকে সমর্থন করেছেন। এইভাবে প্রতিটি পরিকল্পনাকে তাঁরা বাণ্চাল করতে চেয়েছেন। আমরা দেখেছি নবোদয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তদানীনতন উপমুখ্য মন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রী হিসাবে নবোদয় বিদ্যালয়কে সমর্থন করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বক্তব্য রেখেছেন। আর এখন তারা সাঙ্গো পাঙ্গোরা, তাঁর দল এই বিদ্যালয় এর বিরোধিতা করছেন। একটা প্রতিকুল অবস্থা সৃষ্টির জন্য প্রয়াস নিচ্ছেন। এই ভাবে তারা তাদের রাজনৈতিক মুনাফা আদায় করতে চেষ্টা করছেন। আমরা দেখেছি বিরোধী দলের উপনেতা মাননীয় দশরথ বাবু নবোদয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিরোধিতা করেছেন। যিনি ঘুমোন তাকে জাগানো যায়। কিন্তু যিনি জেগে ঘুমুন তাকে জাগানো। যায় না। তারা জ্ঞান পাপী। নবোদয় বিদ্যালয়ের ভালোটা কি তা দশরথ বাবু নিজে জানেন। কিন্তু তারা রাজনৈতিক মুনাফা লুঠার জন্য জনগনকে এই ব্যাপারে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। নবোদয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে। তাহলে গ্রামে যারা মেধাবী ছাত্র আছে সুযোগের অভাবে বিদ্যার্জন করতে পারে না তারা শিক্ষা পাবে। এই আবাসিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠশ্রেনী থেকে দশম শ্রেনী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা কেন্দ্রীয় সরকারের অনু দানে বিদ্যার্জন করবে। এতে ইনক্লাব জিন্দাবাদ করার কোন সুযোগ থাকবে না। ১০ বৎসর ধরে যারা ছাত্রছাত্রীদের মস্তক ধুলাই করে আসছিলেন, তাদের সেসুযোগ থাকবে না। এই আবাসিক বিদ্যালয়ে একটা নূতন প্রজন্ম তৈরী হবে যারা দেশকে কিছু দিতে পারবে। এই জিনিষটা হয়তো উনাদের সহ্য হচ্ছে না। এই জন্যই বাস্তব ক্ষেত্রে আজকে তারা জনগনকে বিভ্রান্ত করার চেস্টা করছেন। এই আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নুন্য পক্ষে ২জন শিক্ষক দরকার হবে এবং তার ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুটা পাকা ঘর থাকবে এবং শিক্ষা স্বার্থে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ব্যবস্থা করা হবে। সেই অনুযায়ী ৮ম অর্থ

কমিশন ৩,৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন ১৯৮৫ ইং সালে। বিগত ৩ বৎসর বামফ্রন্ট সরকার ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। যারা শিক্ষার জন এত মায়া কান্না কাঁদের তারা সোয়া তিন কোটি টাকার হতে অব্যাহত রেখে গেছেন। যার দায়িত্ব এসে পড়েছে এই সরকারের কাঁধে। যদি আমরা আগামী বৎসরের ৩১শে মার্চের মধ্যে এই বিপুল পরিমান টাকা খরচ করতে না পারি তাহলে ৯ম অর্থ কমিশন এই রাজ্যকে বিদ্যালয় গৃহ নির্মানের জন্য আর টাকা দেবেন না। তাহলে বিগত সরকারের কাজের নমুনা আপনারা দেখুন। অথচ তারাই শিক্ষা গেল, শিক্ষা গেল বলে মাঠে ময়দানে চিৎকার করেন। আসলে কার্যক্ষেত্রে তারা শিক্ষাকে কি ভাবে সংকুচিত করা যায় সেই চেষ্টাই নিরন্তর করে গেছেন। এই সরকারের উপর যে দায়িত্ব আজকে বর্তেছে, আমরা বিভিন্ন বিভাগের সহযোগিতায় এক বৎসরের মধ্যে অবশিষ্ট সেই সোয়া তিন কোটি টাকা দিয়ে উপযুক্ত স্কুল ঘর আমরা নির্মান করব। আমরা নুতন জাতীয় শিক্ষা নীতি অনুযায়ী পাঠক্রম প্রনয়নের চেষ্টা করছি। আমরা আশা করছি। আগামী ১৯৯০ ইং মধ্যে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেনী অবধি নুতন পাঠক্রম চালু করতে পারবো। আমরা উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যাতে ড্রপআউট না হয়, যাতে স্টেগনেশান না হয় সেই লক্ষ্যে আমরা চেস্টা করছি। ধাপে ধাপে ককবরক ভাষায় পাঠ্য প্রস্তুকগুলি ধাপে ধাপে দশম শ্রেণী অবধি প্রনয়ন করতে চাই। জাতীয় শিক্ষা নীতির অপর অংশ হলো শিক্ষকদের ট্রেনিং এর মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষা নীতি কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা। এই সরকার চেস্টা করেছেন ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচ শতাধিক শিক্ষক নিয়ে নিয়েছেন। অবশিষ্ট শিক্ষক যারা আছেন তাদের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা আমরা শুরু করেছি। আমরা দেখেছি বিগত দিনে মস্তক ধুলাই করার জন্য যে অপপ্রচার করা হয়েছিল তার দ্বারা তারা বিভ্রান্ত হননি। ফলে তারা অকপটে স্বীকার করেছেন যে, জাতীয় শিক্ষা নীতি বা নবোদয় বিদ্যালয় এইগুলি শিক্ষার স্বার্থে দরকার। আমরা জাতীয় শিক্ষা নীতির স্বার্থে এন. সি ই আর টির অনুকরনে এস সি ই আর টি এবং ডি আই ই টি প্রতিষ্ঠা চেষ্টা করছি। আমরা দেখি একে ১৯৮৯ ইং সালের মুল বাজেট ৫ শত, ৪৪ কোটি ২৯ লক্ষ, ২৪ হাজার টাকার বরাদ্দ করা করা হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষা বিভাগে ব্যয় বরাদ্দ ৮০ কোটি, ৮৭ লক্ষ, ৪ হাজার টাকা। অংকে যদি বিচার বিবেচনা করি তাহলে আমরা দেখি বিগত সরকার এই খাতে যে বরাদ্দ রেখেছিলেন তার চেয়ে ২৪ শতাংশ বেশী আমরা ধরেছি। শিক্ষার সম্প্রসারন করা সার্বজনীন প্রয়োজন ৬ থেকে ১১ বছর অবধি। এই লক্ষ্যে এই সরকার কাজ করে যাবে। বর্তমান বর্ষে আমরা নুতন ৮০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করার এবং ৩০টি উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়কে উচ্চে বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। এই সমস্ত প্রকল্পের ফলে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা আরও অধিক পরিমানে শিক্ষার সুযোগ পাবে গত বছর প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৫ কোটি, ৬৩ লক্ষ টাকার আর এই বাজেটে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। এতে এই সরকারের দৃস্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হচ্ছে। তাতে এই সরকার দৃস্টিভঙ্গিটা প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার উপর এই সরকার যথেস্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই প্রসঙ্গে

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR—1988–89

বিগত দিনের সরকারের ব্যার্থতার কথা উল্লেখ করতে হয়। যেটা আমি ইতিপূর্বে বলেছি। ১৯৮৫ ইং সনের ৮ম অর্থ কমিশন প্রায় ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মানের জন্য। আমরা দেখেছি তৎকালীন কর্মিতকর্মা সরকার ৩ বৎসরে এই ৪ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৫১ লক্ষ টাকা খরচ করতে পেরেছেন। আবার এদিকে চিৎকার করছেন কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয়না। অথচ সরকার প্রায় ৩ কোটির অধিক টাকা রেখে গেছেন। আগামী ১ বৎসরে তা ব্যয় করার জন্য। এইটা খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু কংগ্রেস এবং টি ইউ. জে. এস নব নির্বাচিত জোট সরকার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে এই টাকা ব্যয় করে প্রাথমিক বিদ্যালয় করার। বিগত ১০ বৎসরে আমরা দেখেছি যারা আজকে বিরোধী আসনে আছেন তারা উপজাতি, তফশিলী জাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য মায়া কান্না কেঁদেছেন। বিগত দিনে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল আমরা। জানিনা। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৫ মাসের মধ্যে উপজাতি এবং তফশিলী জাতি ছাত্রছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ডের হার বৃদ্ধি করেছেন ৫ টাকা থেকে ৮ টাকা। আপনারা অনেক সিদ্ধান্ত করে গেছেন কিন্তু কাজ কিছুই করেন নাই। রাজনৈতিকভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন। আমরা দেখেছি বিগত সরকারের মদতে মিডডে মিলের পরিচালনা করার মধ্যে এমনভাবে রাজনৈতিকতা আমদানী করেছিল যে ছোট ছোট শিশুদের খাবার নিয়েও তাদের বঞ্চিত করেছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রশাসনিক পরিবর্তনের কথা চিন্তা করছেন এবং মিডডে মিলে যাতে দুনীতি বন্ধ হয় তার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রসাসনিক পরিবর্তনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—অনারেবল মিনিষ্টার প্লিজ কনক্লোড ইউর লেকচার।

শ্রীঅরুন কুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী)—রাজ্যে সংখ্যালঘু মুসলমান ছাত্রছাত্রীরা যাতে মাদ্রাসা এবং মকতেবের মাধ্যমে তাদের শিক্ষার প্রসার লাভ করে, এই সরকার তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে চতুষ্পাঠী ও টোলের মাধ্যমে প্রাচীন শিক্ষার যাতে প্রশার ঘটে যারা সংস্কৃত পড়তে করতে চান তার জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিদ্যালয় শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারীদের পেনশনের টাকা ইতিমধ্যে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারী বিদ্যালয়ে প্রায় ৪ হাজার শিক্ষক যারা ১৯৭৪ ইং সাল থেকে অদ্যাবধি অনিয়মিত ছিলেন যারা অ্যাড হক প্রথায় নিয়োগ হয়েছিলেন তাদের নিয়মিত করার জন্য সরকার পরিকল্পনা নিয়েছেন। শিক্ষকদের জন্য আপনারা অনেক মায়া কান্না কেঁদেছে তাদের নিয়ে অনেক মিছিল মিটিং করেছেন কিন্তু স্কেল বঞ্চিত শিক্ষকদের আপনারা স্কেল দেন নাই। এই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ইতিমধ্যে তাদের স্কেল দেওয়া হবে। ১৯৮৬ ইং অবধি ৪ হাজারের বেশী শিক্ষক অনিয়মিত ছিলেন। তাদের রেগুলারাইজ করা হচ্ছে। কলেজ শিক্ষকদের ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী যে বেতনক্রম সেটা এই সরকার নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছে। শুধু ঘোষনা করার অপেক্ষায় আছে। আগামী আর্থিক বৎসরে আরও ৭০০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করার নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। আমরা দেখি

বিভিন্ন অসহায় মহিলা, শিশু এইরকম আবাসিক ১ হাজার ৬৭০ জন আবাসিকের ভবন পোষন, চিকিৎসা, শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার কথা এই বাজেটে রাখা হয়েছে।

এই নিয়ে তারা কাট মোশন এনেছেন। আমরা দেখি রাজনৈতিক ফায়দা লুটের জন্য বিগত দিনের সরকার উপযুক্ত পরিকাঠামো ব্যতিরেকে ত্রিপুরায় একটা ত্রিপুরার বিশ্ব বিদ্যালয় গঠন করেছেন। এই সরকার ঘোষনা করেছেন, ত্রিপুরা বিশ্ব বিদ্যালয়কে কেন্দ্রীয় বিশ্ব বিদ্যালয় রূপান্তরীত করার জন্য চেষ্টা করবেন। কারণ এবার আমরা পরীক্ষা নিতে গিয়ে দেখেছি তার ত্রুটি বিচ্যুতি গুলি। অনুরূপভাবে আইন কলেজ গঠনের কোন ব্যবস্থা না করে আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু গত তিনটা বছরে তারা একটা পরীক্ষা নিতে পারেন নি সেখানে উপযুক্ত শিক্ষক নেই, উপযুক্ত শ্রেনীকক্ষ নেই। আমরা চেস্টা করছি সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিগত সরকার যা করতে পারেন নি, আমরা সেটা করব আমরা পরীক্ষা নেব। আমরা আইন কলেজে একটা সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরিয়ে আনব যাতে সেখানে শিক্ষার আবহাওয়া বজার থাকে তার ব্যবস্থা আমরা করব। আমরা ধূলার ক্ষেত্রে দেখেছি বিগত দিনে রাজনীতিকে ঢুকিয়ে ক্রিড়াঙ্গনকে কলুষিত করা হয়েছিল, আমরা একটা রাজনীতি মুক্ত ক্রিড়াঙ্গনের ব্যবস্থা করব ক্রিড়ার স্বার্থে তারপর ডিমাণ্ড নাম্বার ৪৩ তাৎকালীন শ্রমমন্ত্রী মাননীয় সমর চৌধুরী একটা কাট মোশন এনেছেন। আর পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে, মাননীয় সদস্য ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন তাতে মানে সেই খাতে শ্রম দপ্তরের জন্য যে. ব্যয় বরাদ্দের দাবী করা হয়েছে তা দিয়ে রাজ্যের গরীবভাইদের স্বার্থ রক্ষা করে এবং তাদের কল্যান মুলক কর্মসুচী রুপায়নের জন্যই করা হয়েছে আমরা আশা করি মাননীয় সদস্য আমাদের সঙ্গে একমত যে, গত কয়েক বছর শ্রমিক দের স্বার্থ রক্ষা করার জন সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য তারা দুই একটা আইন প্রনয়ন করে যারা রাপ্রার অব কার্য্যকরী ভূমিকা নেন নি। এখন কাট মোশন এনেছেন। ত্রিপুরা শ্রমিক আইন প্রয়োগে উদাসীনতাই মামনীয় সদস্য মহোদয়ের প্রস্তাবে প্রমানের প্রকৃত উদাহরন। এই আইনটা ১৯৮৬ ইং সালে উপনীত হয়েছিল এবং আশ্চার্যের বিষয় পূর্বতন সরকার ক্ষমতায় থাকা কালীন তথাকথিত শ্রমিক দরদী শ্রমমন্ত্রী জানেন মাননীয় সদস্য নিজে এই দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু এই আইনটা প্রনয়নের পর দীর্ঘ দেড় বছরের অধিক সময়ের মধ্যে এই আইন প্রয়োগের কোন কার্যকরী ভূমিকা তিনি নেননি। ভাবলে আশ্চার্য লাগে যে, সামান্যতম বিবেকের দংসন থাকলেও তিনি এই ছাটাই প্রস্তাবটা আনতেন না। কাজেই জ্ঞানপাপী যারা, যারা জেগে ঘুমায় তাদেরকে জাগানো যায় না। আমার আবেদন থাকিবে গঠনমূলক চিন্তার দ্বারা প্রভাহিত হন এবং ত্রিপুরার অবস্থার কথা চিন্তা করুন এবং আপনারা যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন তাতে আপনাদের নিজের বিবেক জিজ্ঞাসা করুন আপনারাই সমর্থন পাবেন না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার স্বার্থে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে যে ব্যয় বরাদ্দ এর দাবী এখানে উপস্থাপন করেছেন তাকে সমর্থন করুন এবং আপনারা পাপ মুক্ত হন

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR—1988–89

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা (ছামনু) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউজে যেসব ডিমাণ্ডগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সেগুলির বিরুদ্ধে আমাদের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যেসব কাটমোশন আনা হয়েছে সেগুলির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা কি ? আজকের কংগ্রেস আর বামফ্রন্টের আগের কংগ্রেসের মধ্যে হুবুহু পরিচয় মিলে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকেও জেলে যেতে হতে পারে। কারন গরীবের জন্য যে লড়াই করে সেই জেলে যায়। আপনাদেরকেও যে কোন সময়ে জেলে যেতে হতে পারে। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত দেশে কি অবস্থা ছিল ? এখন কোয়ালিশন করার পরে কি অবস্থা এই ৫ মাসে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। কোন কাজ নাই। এস আর. পি ও এন, আর, ই, পির. কোন কাজ গ্রামে নাই। তবে যা আছে সেটা লুটরাজ্য করার জন্য আছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে ত মানুষ না খেয়ে ছিল কিন্তু খাদ্য গুদামে ও কোন লুট হয়নি কিন্তু আজকে হচ্ছে। আজকে আপনারা যতই চিৎকার করুন না কেন ত্রিপুরা মধ্যে যে দুর্ভিক্ষ চলছে সেটা অস্বীকার করতে পারবেনা। গোবিন্দবাড়ীতে খাদ্য গুদাম থেকে ২—৩টা গাঁওসভার ৬—৭ হাজার লোক মিলে খাদ্য লুট করেছে ক্ষুধার জালায়। এই গরীব অংশের মানুষরা কি করবে যেহেতু তাদের কোন কাজ নাই। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামের মধ্যে, উপজাতি এলাকার মধ্যে এই অবস্থা চলছে কিন্তু তার কোন খোঁজ নাই। এই সরকারের আমলের রাস্তা এন. আর, ই, পি, এবং এস. আর, ই. পি.তে যে রাস্তা করা হয়েছে সেটা বিগত দিনের মত হবে না। এইজন্য এইখানে বামফ্রণ্ট সরকারের আমলের যারা সদস্য রয়েছেন তারা জানেন তারাই এটা বলতে পারবেন। আমরা কোনদিনই দলবাজী করিনি। আর এখন হলো দলবাজীর রাজত্ব। আমরা তো কোন ক্যাডারদেরকে খাওইওনি। আর এখন কি হচ্ছে ? আপনাদের দলের অবস্থা কি রকম ?

আজকে এই হাউসে ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য তিনি বলেছেন, বামফ্রণ্ট সরকার তো তাদের আমলে অনেক কিছুই সাজিয়ে দিয়ে গেছেন আর আপনারা এই পাঁচ মাসে ক্ষমতায় বসে তার সমস্ত কিছুই ধ্বংস করে দিয়েছেন কিছুই অবশিষ্ট নেই। পাঁচ মাসেই এই অবস্থা। আর যদি এক বছর যায় তাহলে কি অবস্থা হবে সেটা আপনারা ভেবে দেখুন। কাজেই বেশীদিন আর নেই। কারন কংগ্রেসের মধ্যে কলহ দেখা গেছে। এইজন্য আমি আগেই তো বলেছি যে, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীসমীররঞ্জন বর্মনের সঙ্গে আমরা দেড় বছর কাটিয়েছে। তিনি গরীব মানুষের জন্য অনেক লড়াই করেছিলেন।

কাজেই এই বিধানসভায় শাসক দলের সদস্যরা যেভাবে আলোচনা করেছেন দেখবেন আরো কয়েক বছরে কি হয়। আমরা তো দেখেছি এই ৭২ সাল থেকে সমস্তই ঠাণ্ডা। কাজেই এইটা আর বেশীদিন নয়। নিজেদের মধ্যে খেয়েখেয়ী। সে বেশী পেয়ে গেছে আর আমি কিছুই পাইলাম না এই লড়াইটা শুরু হয়ে গেছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজকে খুবই সচেতন। তারা আপনাদের সহজেই ছাড়বে না। আপনারা ঠিকই আমাদের বিরোদ্ধে কাজ করতে পারেন। কিন্তু আমরা বিগত দশ বছরে কি করেছি সেটা আপনারা বলতে পারেন। না শুধু আপনাদের নিজেদের সেই ইতিহাস বলতে পারেন। আমরা কি কাজ করেছি সে জিনিসটা তো আপনারা বলতে

পারবেন না। আর বলবেইবা কি যা বলবেন সেটা আপনাদের নিজেদের উপর বর্তাবে। আজকে আপনারা যা অন্যায় করছেন সেটা আপনাদের উপরই পড়বে। কাজেই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যা চলেছে তা অসহনীয়। আপনারা ১'২৫ টাকায় রেশন চাল নিচ্ছেন ঠিকই। কিন্তু সেই গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কি আপনারা কখনো দেখেছেন যে, রেসনে সেই চাল গরীবদের দেওয়া হয় কিনা ? এই শহরেই যান না। রেশনের দোকানে কোন দিন কি চাল পাওয়া যায়। তাদের বুঝতে পারবেন। কাজেই আমদের সেখানে কিছু করতে হবে না। সারা ত্রিপুরার জনসাধারন ২২ লক্ষ্য মানুষ তারাই ব্যবস্থা নেবে। আমাদের নিতে হবে না।

আমরা নেব না, সেটা করবে জনসাধারণ। কাজেই এই জিনিযটা আপনারা একটু লক্ষ্য করুন। অতীতে যেভাবে করেছেন আবার যদি সেই দিকে নিয়ে যান তাঁহলে আপনারা ক্ষমতায় থাকবেণ কিনা সেটা আপনারা নিজেরাই চিন্তা করবেন। জুমিয়া, ভূমিহীন, পি, জি, পি, এর কি অবস্তা ? পাঁচ মাস যদি জঙ্গালের মধ্যে পড়ে থাকে তাহলে কি হবে ? পাচ মাস যদি কাজ না করে তাহলে জঙ্গালটা কি থাকবে ? গাছ বাড়বেই। গাছ যদি পরিস্কার না করে তাহলে কি পি, জি, পি, থাকবে ? সাড়ে চার হাজারের মত সেখানে পুনর্বাসন দিল, এখন বলছে আমরা কিছুই করি নি। সব শেষ করবেন আপনারা। অথও মাননীয় সদস্য গৌরী শঙ্কর রিয়াং বলেছেন, পি, জি, পি কি ? যদি আপনি লোকের কাছে যান তাহলে আপনাকে লোকে ধরবে। এইভাবে বক্তব্য রাখবেন না। নিজের সমাজের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখবেন না। এই বলেই শেষ করেছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী)—মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজেট আলোচনার আগে আমি একটা রুলিং চাইছি আপনার কাছে। সেটা হচ্ছে গত ৮ই জুলাই ত্রিপুরার লোকের জন্য বাজেট পেশ করা হয়েছে। সেই বাজেট পেশ করার সময়ে যারা উপস্থিত থাকেনি তাদের ভাতা দেওয়ার হবে কিনা ? আপনার রুলিং চাইছি। আর বিরোধী পক্ষের যারা সকাল বেলা আসেন এবং বিকাল বেলা চলে যান, তাদের জন্য অর্ধ, দিনের জন্য ভাতা দেওয়া হবে কিনা না কি সম্পূর্ণ দিনের ভাতা দেওয়া হবে ?

মিঃ স্পীকার—এটা আমি চিন্তা করে দেখব।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—২৪ লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্খার জন্য যে বাজেট সেটাকে তাঁরা বর্জন করেছেন। আপনাদের কি জনগন পাঠিয়েছে এই জন্য যে সকাল বেলা আসবেন, বিকেলে আসবেন না। অথচ তারা টাকাটা দেবেন। বিমল সিংহা খুব চীৎকার করে বলেন যে, শ্রমিকদের জন্য আমরা কিছুই করিনি। হয়েছে

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR—1988-89

কি ব্যাপারটা, তারা যাদের চাকরি দিয়েছেন, তারা শ্রমিক নয়। যারা ক্যাডার, সেইরকম লোক কিছু চাকরিতে দেওয়া হয়েছে। তারা কাজ করে না। যেমন আমি দেখছি ৮ তারিখে বয়কট করা সত্বেও তাঁরা পয়সা নিচ্ছেন। তাই আমি বলছি যে ৮ তারিখ উনারা হাউস বয়কট করেছেন অথচ উনারা পয়সা নিচ্ছেন (ইন্টারাপশান— হাস্যধ্বনি)

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনুপুর)—পয়েন্ট সব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলছেন ৮ তারিখ বয়কট করেও আমরা পয়সা নিয়েছি স্যার, আমরা কি করব না করব সেটা আমাদের ব্যাপার। এই ভাবে বললে সেটা একসপাঞ্জন হয় সমস্ত বিরোধী সদস্যদের। স্যার, এটা পার্লামেন্টও বয়কট, ওয়াক আউট ইত্যাদি করা হয় কাজেই এই ভাবে মন্তব্য করা অত্যন্ত অন্যায়।

শ্রীদাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী)—আমার কথা হল উদের দোষ দিচ্ছে পারি না। এক দিকে শ্রমিকের জন্য দরদের কথা বলবেন আবার কাজ না করে টাকা নেবেন এটাই হল আমার কথা। আর আমি এই বাজেটকে পুরোপুরি সমর্থন করছি। কারন এই বাজেটে ৪৫২ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল সেজন্য আমি এই বাজেটকে একটা যুগান্তকারী বাজেট বলতে চাই (ইন্টারাপশান) আমি বলছি যে, বিরোধী পক্ষ থেকে এই বাজেট আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন না এটাই আমরা দেখলাম। তারা আলোচনায় বলছেন যে, এই বাজেট আমলাতন্ত্রের বাজেট এই বাজেট গরীবের বাজেট নয়। আবার তাঁরা বলছেন যে, এই বাজেটে নুতন কিছু নাই। আমরা যা করেছি সব কিছুই এই বাজেটের মধ্যে আছে। বিরোধী দলের উপনেতা দশরথ বাবু একজন পার্লামেন্টেরীয়ান তিনিই এই কথা বলেছেন। তাহলে আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, বিগত ১০ বছর কি উনারা আমলা তন্ত্রের বাজেটই করেছেন। (ইন্টারাপশান হাস্যধ্বনি) তিনিই আবার বলেছেন এই বাজেট গরীবের বাজেট। বাজেট এই বাজেট ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করার বাজেট। এই জন্যই আমি বলছি যে, উনাদের আমি বুঝতে পারি না। আজকে উনারা কি বলতে চান আমি জানি না। আর ট্রাইবেল সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলেছেন—যেহেতু উনারা ট্রাইবেল দরদী তারা বর্ডার এলাকায় ডেভেলাপমেন্টের জন্য আড়াই লাখ টাকা খরচা করেছেন। উনারা ট্রাইবেলদের জন্য ঘর বানিয়েছেন টিলার উপর মাড ওয়াল দিয়ে তার তিন মাইল নীচে জল ট্রাইবেল দরদী পরিকল্পনা নিয়েছেন। আজকে এই বাজেটে ১২ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এই টাকা দিয়ে কি তাদের ধন্য জলের ব্যবস্থা না অন্য কিছু করব। সরকার থেকে আড়াই লাখ টাকা খরচা করা হয়েছিল সেই টাকা কোথায় গেল [ইন্টারাপশান—ভয়েস ম্যাঁও দশরথ বাবু ডিষ্টিক্ট কাউন্সিলের কথা বলেছেন কিন্তু আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই তিনি কোন সময় কত তারিখ এই দাবী করেছিলেন। ১৯৮০ সালে। ডিস্টিক্ট কাউন্সিলের দাবী আমরা করে ছিলাম। (ইন্টারাপশান) জানে বলেই বলছি। কাট মোশন এনেছেন এদিকে আবার বলছেন যে, টাকা চাই উপজাতিদের জন্য কিছু করা হয়নি। আবার কাটমোশন আনছেন (ইন্টারাপশান) গত ১০ বছরে জনগনের কি অবস্থা হয়েছে আমি জানি। বেশী

দুরের কথা বলছি না। দশরথ বাবুর এলাকা ভাইজান বাড়ী বিরাট বনভুমি ধ্বংস করা হয়েছে তিনি এখন উপমুখ্য মন্ত্রী নাই। আরবের রহমান মিশরে গিয়েছেন। বন দপ্তরের কেউ খোঁজ করে না। আমি সেদিন গিয়ে ত্রিপুরার জঙ্গলে অবস্থা দেখলাম সেই অবস্থায় এই বিধানসভায় অনেক কথা উঠেছে।

শ্রীমতি লাল সরকার (কমলাসাগর)—পয়েন্ট অব অর্ডার মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, আরবের রহমান মিশরে গীয়েছেন এই কথার অর্থ কি সেটা আমি জানতে চাই (ইন্টারাপশান ভয়েস হজে গিয়েছেন)

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী)—এখানে বিধান সভায় বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, বনটা ধ্বংস হয়ে গেছে। আরবের রহম্যন যখন বনমন্ত্রী ছিলেন তখন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, ত্রিপুরায় জনসাধারণের কথা চিন্তা করে আমরা এই ব্যয় বরাদ্দ করেছি। উনারা বলেন যে, ১৮ মুড়া পরিস্কার করেছেন। এখানে রসিরাম বাবু আছেন তিনি জানেন এক বোঝা লাকড়ির জন্য রাত দশটা পর্যন্ত বসে থাকতে হয়। আপনারা গত দশ বছর কোটি কোটি সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট থেকে টাকা এনেছেন সেই টাকা কোথায় গেল ? কি করেছেন টাকা দিয়ে ? আমরা ৬০ হাজার উপজাতির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করব। আমরা এখানে রাজনীতি করতে আসি নাই। আপনারা টাকা এনেছেন আর ইলেকশনে খরচ করবেন। লজ্জা করে না। এটা হচ্ছে কমুনিষ্টদের চরিত্র। দশরথ বাবু বলছেন খোয়াই গেছে। কেন নবোদয় বিদ্যালয় সরিয়ে আনা হল ? অন্য দিকে বলতেন ট্রাইবেলদেরকে তোমরা এস, আর, ই পির টাকা দাও তাহলে কম্যুউনিষ্টে নাম লেখাও, এন, আর, ই পির টাকা চাও কম্যুউনিষ্টে নাম লেখাও। ওরাই হচ্ছে গরীবের বন্ধু। ১৮ মুড়াই ৭০ টাকা করে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হতো। এ দিকে বিধবাদের কাছ থেকে ১০ টাকা করে চাঁদা নেওয়া হত। এই হচ্ছে তাদের পাহাড়ীদের জন্য দরদ। এই দশরথবাবু নাকি এখন কম্যুউনিষ্ট পার্টির বড় নেতা। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই জন্যই আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে, সেশনের প্রথমভাগে আসে আবার চলে যায় আবার কোন দিন আসে না সেই জন্য উনাদের ভাতা কাটা হবে কি না। ওরা সম্পূর্ণ ভাতা ড্র কারবে কি না ? কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। এই বাজেটে কর নেই। সারপ্লাস বাজেট। ট্রাইবেলদের জন্য ২৪ কোটি টাকার বাজেট করা হয়েছে। এটা আপনারা কল্পনা করতে পারেন না। আজকে ত্রিপুরাতে নারি চুরি, ডাকাতি, উগ্রপন্থী হামলা, ছেলেমেয়েরা আজকে শহরে নিভয়ে সিনেমা দেখে বাড়ী যেতে পারে। এখানে মাননীয় সদস্য স্বীকার করেছেন এখন ত্রিপুরাতে শান্তি বিরাজ করছে। কাজেই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে এবং কাট মোশনগুলিকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি এবং আপনারা এই বাজেটেকে সমর্থন করুন রাজ্যের স্বার্থে, রাজ্যের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR—1988–89

শ্রীনকুল দাস—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আপনি মাননীয়, মন্ত্রীমহোদয়দের জানিয়ে দেবেন, একজন মিনিষ্টার যখন বক্তব্য রাখবেন তখন দায়িত্ব নিয়েই যেন বক্তব্য রাখেন। বাজে বক্তব্য রাখার কোন মানে হয় না।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (পঞ্চায়েত মন্ত্রী)—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করি এবং আজকে বিরোধী দলের তরফ থেকে যে ১০টি কাটমোশন এসেছে তার বিরোধীতা করে বক্তব্য রাখছি। স্যার, ত্রিপুরার মানুষ জানে, শুধু ত্রিপুরার মানুষ নয়, ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষই বামফ্রন্টের ১০ বছরের অপশাসনের কথা স্মরণ করে রোমকূপ শিহরিত করে। সেই কথা স্মরণ রেখেই বামফ্রন্ট কতৃক আনীত কাট মোশনের বিরোধীতা করে বক্তব্য রাখছি। আমার রুর‍্যালডেভেলাপমেন্টের উপর বিরোধী দলের বিধায়ক কাটমোশন এনেছেন। তারা বিরোধীতা করে বলেছে, আই, আর, ডি, পি, কোন ষ্টেটের নীতি নয়। এটা সর্ব ভারতীয় নীতি। কেন্দ্রীয় সরকার এই আই, আর, ডি, পি, নীতি প্রয়োগ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই নীতি চালু করেছিলেন, ভারতবর্ষের গরীব অংশের মানুষের আর্থিক অবস্থার সাবলম্বী করার জন্য। বিগত ১০ বছরের বামফ্রন্টের অপশাসনে এই আই, আর, ডি, পি, এর কাজ ঠিক ভাবে হয়নি। তাদের অপশাসন ও অপপ্রচারের ফলেই দেশের দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি কয়েকটি উদাহরনের মাধ্যমে তা তুলে ধরতে চাই। ১৯৭৭ এর শেষ দিকে সরকারী পরীক্ষার রিপোর্টে দেখতে পাই, দেশে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী লোক সংখ্যা ছিল, ৬৫ শতাংশ। আর বামফ্রন্টের ১০ বছরের শাসনে এক সমীক্ষায় দেখা যায়, সেই সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ৮৫ শতাংশ।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর)—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে অসত্য তথ্য পরিবেশন করছেন।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (পঞ্চায়েত মন্ত্রী)—স্যার, আমার কাছে যে তথ্য আছে তা দেখেই বলছি। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার নিলর্জ্জের মত ব্যবহার করেছে এই আই, আর, ডি, পি, ওয়ার্ক নিয়ে। ভারত সরকারের সুস্পস্ট নির্দেশ ছিল, যারা দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে, যাদের আয় বার্ষিক ২২৬৫ টাকা তাদের জন্য সরকারী নির্দেশ ছিল অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই আই, আর ডি, পি, এর আওতায় এনে তাদেরকে দারিদ্র সীমার উপরে তুলার জন্য।

স্যার, আরেকটা তথ্য এখানে তুলে ধরতে চাই। তাদের শাসনের শেষ দিকে এক বৎসরের হিসাব আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। তারাতো তাদেরকে গরীবের বন্ধু বলে সব সময় বলে আসছেন। আমি তাদের মুখোশটা একটু খুলে নিতে চাই। তাঁদের শাসনের শেষ দিকে মাত্র সাড়ে পাচ হাজার আই, আর, ডি, পি লোন দিয়েছিলেন

ASSEMBLY PROCEEDINGS (19th July 1988)

আর আমরা সরকারে আসার পাচ মাসের মধ্যে যদিও টাকা ছিল না আমাদের হাতে। ২ কোটি টাকা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার, আর ২ কোটি টাকা দিয়েছেন রাজ্য সরকার। ৩১শে মার্চের মধ্যে সাড়ে আঠার হাজার গরীব বেনিফিসিয়ারকে লোন দিয়েছি। যেটা ১০ বৎসরে বামফ্রণ্ট সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নি স্যার, উনারা গ্রামাঞ্চলে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের বিরোধীতা করে কাটমোশন এনেছেন। গ্রামাঞ্চলে বেকাদের কর্মসংস্থানের জন্য এটা প্রকল্প চালু আছে। এস, আর ই. পি, এন, আর, ই, পি, আর, এল, ই, জি পি। কিভাবে কাজ করতে হবে তার জন্য সরকার থেকে একটা গাইড লাইন দেওয়া আছে। আমরা সেই গাইড লাইন অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। এন আর, ই, পি সৃষ্টি করা হয় গ্রামাঞ্চলে এক দিকে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হবে, তেমনি অপরদিকে সম্পদ সৃষ্টি হবে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে ২৪ লক্ষ মানুষ সাক্ষী আছে, বিগত ১০ বৎসর ধরে তারা বেকার শ্রমিকদের নিয়ে এন, আর ই পি এম আর ই পি কাজের নাম করে রাজনীতি করেছে। তারা বসে বসে টাকা নিয়েছে, কোন সম্পদ সৃষ্টি হয়নি। যার ফলে আজকে শ্রমিকরা অকেজো হয়ে পড়েছে। তারা রাস্তঘাট তৈরী করেছেন বলে চিৎকার করছেন। কোথায় রাস্তাঘাট তৈরী হয়েছে? লক্ষ লক্ষ টাকা তারা আত্ম সাৎ করেছেন। আজকে পঞ্চায়েতগুলির দুর্নীতি সম্পূর্কে আমরা তদন্ত আরম্ভ করেছি এবং ইতিমধ্যে কিছু রিপোর্ট আমরা পেয়ে গেছি এবং আরও রিপোর্ট আসছে। আমরা পঞ্চায়েতগুলির দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগ পেয়েই আইন মোতাবেক পঞ্চায়েতগুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছি। আমরা অভিযুক্ত পঞ্চায়েতগুলির বিরোদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করব এবং তারা যাতে জনসমক্ষে বেড়ুতে না পারে তার ব্যবস্থা আমরা করব। আরেকজন মাননীয় সদস্য লোয়ার ইনকাম গ্রুপ হাউসিং ট্রাইবেল সাব প্লান এবং এন সি কমপোনেণ্ট প্রভৃতি অংশের দুর্বল গৃহীত বেনিফেসিয়ারীদেয় সহায়তা দানের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ বিরূধী নুতন নীতি গ্রহন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। এই ব্যাপারেও আমাদের গাইড লাইন আছে। যারা লোয়ার ইনকাম গ্রুপ হাউসিং, ইকনোমিক্যালি উইকার সেকশান অব দা সোসাইটি তাদের ঋনের ব্যবস্থা আমরা করব। যারা সমাজের দুর্বল অংশের মানুষ তাদেরকে আমরা সমস্ত ফেসিলিটি দেব। সুতরাং যারা এখানে আজকে ডিমাণ্ডগুলির উপর কাটমোশন এনেছেন, তারা জনস্বার্থ বিরোধী কাটমোশন এনেছেন। সুতরাং বিরোধী দল কর্তৃক আনীত কাটমোশনগুলির বিরোধীতা করে এবং আজকে হাউসে যে ব্যয় বরাদ্দগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে, ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে সেগুলি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য মহোদয়গন, আজকের কার্য্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর ও ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ১৯৮৯ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। ক্ষেক্ষেত্রে প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR—1988–89

Voting on the Demands for grant for the ycar 1988-89.

Mr Speaker —Now I am putting the demand No. 26 to vote.

Now the question before the house is the motion moved by the hon'ble Minister th.t a sum not exceeding Rs. 24, 67, 02, 000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriaton (Vote on Account) Bill, 1988] be granted to defiray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989, in respect of Demand No. 26 under the follwing Major Heads ;

2225 —Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward classes	Rs. 21, 70, 79. 000
2236...Nutrition	Rs. 1, 41, 00, 000
3604...Compensation and essignements	Rs. 1, 55, 23, 000

[The Demand was put to voice vote and passed)

Mr, Speaker...Now I em putting the demand No. 27 to vote.

Next question before the house is the motion moved by the Hon' ble Minister that a sum not exceeding Rs. 3,15,39,000/- [inclusive of the sum sepcified in columns of the scheduled to the Appropriation (Vote on Acconut) Bill,1988/, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st Match, 1989 in respect of Demand No, 27 under the following Major Heads :-

2225...Welfare of S. C.s Sts and Backward class Rs 3. 15, 39, ooo the Demand was put to voice vote and passee.

ASSEMBLY PROCEEDINGS (19th July 1988)

Now I am putting the Demand No. 37 to vote But therei s cout Motion on this demand. First I am putting the cut motion to vote.

Next question berore the house is the cut motion moved by the hon'ble member shri fayzur rahaman on demand No· 37, Major head. 2402.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs· 1oo/- to represent disapproval of the Policy viz-,

'উপজাতি জনগণের পুনর্বাসনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের কর্মসূচীর সাথে পরিপুরক ভূমি সংরক্ষনের পরিকল্পনা গ্রহন ব্যর্থতা সম্পর্কে।'

(The cut Motion was put to voice vote and lost)

Next question before the house is the Motion moved by the hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 12, 89, 33, ooo- [Inclusive of the sum specified in celomn 3 of the scheduled to the Appropriation [Vote on Account] Bill. 1988], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989. in respect of Demand No. 23 under the followiong major heads :.

1.	24o2.. Social and water conservation	Rs. 1. 73, 37, ooo
2,	24o6 . Forestry and wiled Life	Rs. 9, 12, 96 ooo
3.	2552...North Eastern Areas	Rs. 1, 28, oo, ooo
4.	5465...Investment in General Financiai and Training Instiution	Rs. 75, oo, ooo

[The Demand was put to voice vote and passed]

Now I am putting the Demand No. 47 to vote. But there is a cut motion on this Demand. First I am putting the cut motion vote.

Next question before the House is the cut motion moved by the hon'ble member shri Tarani deb barma on Demand No. 47, Major head 3425.

"That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1-to represent disapproval of the palicy viz-

"রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় নির্মিয়মান সুকান্ত একাডেমির নির্মান কাজ বর্ত্তমানে বন্ধ করে রাখা সম্পর্কে।"

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR—1988–89

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

Next question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exeeeding Rs. 1, 47, oo, ooo iuclusivc of the sum specified in column 3 af the scheduled to the Appropriation (.Vote on Account) Bill, 1988, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989 in respect of Demand No, 47 under the following mojor heads :-

1, 3425...Other Research	Rs. 82, oo, ooo
2. 481o...Cnpital Outlay on Non...Conventional Energy	Rs. 65, oo, ooo

(The Denand was put to voice vote and passed)

Now I am putting the Demand No· 2o to vote. But there is a Cut motien on this Demand. First I am putting the Cut motion to vote.

Next question before the house is the cut motion moved by the Hon'ble Member Shri Nakul Das. on Demand No. 2o, Major Head-22o2.

"That the amount of the Demand be reduced to Rs, 1 to represent disapproval of the policy viz--

"তপশিলি, উপজাতি ও অন্যান্য নিম্ন আয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড স্কলারশীপ সময়মত, নিয়মিত ও পরিমিত ভাবে বিলি বণ্টন না করা সম্পর্কে।"

(The cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker...Now I em putting the demand No. 2o to vote.

Next question before the house is the motion by thehon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 71, 94, 79, ooo/- Iniclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriaton (Vote on Account) BIll, 1988, be granted to defiray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st

March, 1989, in respect of Demand No. 2o under the follwing Major Heads ;

1.	2202...General Education	Rs.	61, 57, 56, 000
2.	2203...Technical Education	Rs.	89, 85, 000
3.	2204...Sports and Youth Services	Rs.	2, 24, 65, 000
4.	2236...Nutrition	Rs.	3. 84, 30, 000
5.	3454...Census Servey and Statistics	Rs.	1. 43, ooo
6,	4202...Capital Outlay on Education Sports. Arts and Oulture	Rs.	3, 37, oo, ooo

[The Demand was put to voice vote and passed)

Mr Speaker –Now I am putting the demand No. 21 to vote. But there is a cut motion on this demand. First I am putting the cut motion to vote.

Next question before the house is the cot motion on moved by the Hon' ble Member Shri Subodh Das on Demand No, 21, Major Head- 2235.

"That the amount of the Demand be reduced to Rs. I/- to represent disapproval of the poiicy vix—"বার্ধক্য ভাতা, কৃষি, শ্রমিক ভাতা, বিধবা ভাতার টাকা অনিয়মিত অপর্যাপ্তভাবে বিলিবণ্টন করা সম্পর্কে।"

The cut motion was put to voice vote and lost,

Mr. Speaker...Next question before the house is the motion moved by the hon'ble member that a sum not exceeding Rs, 11, 94, 75, 000 [inclusive of the sum spec fied in column 3 of the schedule to the APpropriation (Vote on Account) Bill, 1988, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 3lst March, 1989 in respect of Demand No. 2l under the followinG Major heads ;

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR—1988–89

1.	2202...General Education	Rs.	5, 31, 97, ooo
2.	2205...Arts and Culture	Rs.	58, 45, ooo
8.	2235 Social Security and welfare	Rs.	5, 59 33, ooo
4.	2236 ..Nutrition	Rs.	45, oo, ooo

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker...আমি সভার অনুমতি চাইছি, যতক্ষন পর্যন্ত ভোটগ্রহনপর্ব শেষ না হবে ততক্ষন পর্যন্ত হাউস এর সময় বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী—ঠিক আছে স্যার, চলুক ।

Mr. Speaker...Now I am putting the Dэmand No. 43 to vote. But there is a cot Motion on this Demand. First I am putting the Cut moticn to vote. ,

Next question before house is the Cut Motion on moved by the Hon'ble Member Shri Samar Choudhury on Demand No. 43. Major Heads-223o,

"That the amount of the Demand be reduced to Rs. I/- to represent disapproval of the poiicy vix—"কৃষি শ্রমিক আইনকে অবিলম্বে কার্যকরী না করা সম্পর্কে।"

The cut motion was put to voice vote and lost,

Mr. Speaker...Next question before the house is the motion by the hon'ble minister that a sum not exceeding Rs, 88, 68. 000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the APpropriation (Vote on Account) Bill, 1988], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 3lst March, 1989 in respect of Demand No. 43 under followinG Major heads :-

1.	2230...Labour and Employment	Rs.	88, 68, 000

[The Demand was put to voice vote and passed)

Mr Speaker —Now I am putting the demand No. 31 to vote. Now question bofore the

House is the Motion by the Hon'bla Minister that a sum not exceeding Rs. 4, 36, 07, 000 inclusive of the sum No. 31 specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1988 be granted to defray the charges which will come in course of paymont during the year ending the following Major Head

1. 2215 ..Other Rural Development programme — Rs. 4, 36, 07, 000

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker...Now the question before the House are the Cut Motions moved by (i) Sri Braja Mohan Jamatia on Demand No, 38 Major Head 2505

"That the amount of the Demand be reduced to Re to represent disappreval of the Policy viz. গ্রামাঞ্চলে কর্মহীন বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানে জনস্বার্থ বিরোধী নুতন নীতি গ্রহন সম্পর্কে।"

ii) Moved by Sri Braja Mohnan Jamatia on Demand No 38, Major Head 2501

That the amount of the Demand be reduced to re 1/- to represent disapproval of the policy viz. I. R. D. P. Beneficiaries নির্বাচনে গনতান্ত্রিক রীতি নীতি ত্যাগ করে জনস্বার্থ বিরোধী নুতন নীতি গ্রহন সম্পর্কে।"

iii) Moved by Sri Purna Mohan Tripura on Demand No. 38, Major Hcad 6216

"That the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent diapproval of the policy Viz.

লোয়ার ইনকাম গ্রুপ হাউসিং, ট্রাইব্যাল সাব প্ল্যান এবং এস সি কম্পোনেন্ট প্রভৃতি অংশের অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল গৃহহীন বেনিফিসিয়ারীদের নির্বাচন ও সহায়তা দানের জনস্বার্থ বিরোধী নুতন নীতি গ্রহন সম্পর্কে।

iv) Moved by Sri Makhan Lal Chakraborty on Demand No. 38, Major Head-2505 "That the amount of the Demand be roduced to Re 1 to represent disapproval of rhe policy viz. গ্রামের জনগনের নির্বাচিত সংগঠন বাতিল করে আমলাদের হাতে ক্ষমতা তোলে দিয়ে গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্পে শ্রমিক নিয়োগ. কাজ নির্বাচন ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চরম দূর্নীতি ও দলবাজীর বিরুদ্ধে।

(All the cut motions were put to voice vote and lost)

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR—1988–89

Mr. Speaker...Now I em putting the demand No. 38 to vote. Ncw the question before the house is the Demend No. 38 moved by the hon'ble Minister in charge that a sum not exceeding Rs. 10, 90, 35, 000/- inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriaton (Vote on Account) Bill, 1988, be granted to defiray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st Matce, 1989, in reapect of Demand No. 38 under the following Major Heads :

1. 2216...Housing — Rs, 6o, oo, ooo
2. 2501...Special programme for Rural Development — Rs. 3, 63, 35, ooo
3. 25o5...Rural Employment — Rs. 6, 22, oo. ooo
4. 6216...Loans for Housing — Rs 45, oo, ooe

(The Dcnand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker...Now the question before the house is the cut motion moved by Sri Khagendra Jamatia on Demand No, 39, Major Head 2215 "That the amount of the Demand be reduced to Re, 1 to represent disapproval of the policy viz.

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে নলকূপগুলি মের মেত করার উদ্যোগহীনতা সম্পর্কে'

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr, SPeaker...Now I am putting the Demand No· 39, to vote. Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exeecding Rs. 3, 33, 66, ooo [iuclusivc of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1988, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1989, in respect of Demand No, 39 under the following major head :-

1, 2215...Water Supply and Sanitation — Rs. 3· 33, 66, ooo

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker...Now I am putting the Demand No. 48 to vote. Now the question before the house is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs 1. 28, 41,000 inclusive of the sum spccified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1988 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the following Major Head

1. 2225...Social Socurity and wolfare — Rs. 20. 00, 006
2. 2400...Torestry and wiled Lifc — Rs. 1, 08, 41, 000

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker...Now the question before the House is the Cut Motions moved by Shri Nakul Das on Demand No, 28, Major Head 3456, "That the amount of the Demand be reduced to Re. 1 to represent disapproval of the Policy vls,

"গ্রামীন বেকারদের কর্মসংস্থান প্রকল্পের কাজের জন্য শ্রমিকদের রীতিমত খাদ্যশষ্য সরবরাহে ব্যার্থতা সম্পর্কে"

(The Cut Motion was put to voice vote and passed)

Now I am putting the demand No. 28 to vote. Now the question before the house is the motion moved by the hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs, 55,53. 88,000/-[inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1988 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1989] in respect of Demand No. 28 under followinB Major heads :-

1. 2408 –Food Storage and warohousing — Rs. 1, 29, 04, 000
2. 3456...Civil Supplies — Rs. 30, 84, 006
8. 4408...Capital Outlay on Food Ttorage and warc housing — Rs. 53, 94, 0c. 000

এই সভা আগামী ২০-৭-১৯৮৮ ইং, বুধবার বেলা ১১টা পর্যান্ত মুলতবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

QUESTIONS & ANSWERS

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 122

Name of M. L. A Shri Amal Mallik.

Name of Minister : Chief Minister in charge of L. S. G. Deptt.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে Notified Area Authority এর সংখ্যা আরও বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

২। থাকিলে কোথায় কোথায় তা করা হবে স্থানের নাম সহ তার বিবরন এবং।

৩। কবে নাগাদ নুতন ভাবে ঐ Notified Area করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন ১৯৩২ (যাহা ত্রিপুরাতে বলবৎ আছে) এর ধারা অনুযায়ী চারটি শহরকে যথা শান্তির বাজার, বিশালগড়, রাণীর বাজার ও কাঞ্চনপুরকে নোটিফায়েড এলাকা হিসাবে ঘোষনা করায় বিষয়টি সরকার বিবেচনা করিতেছে।

৩। নির্দিস্ট সময় সীমা দেওয়া যায় না কারন এলাকাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে সার্ভে করিতে হইবে এবং বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন ১৯৩২ ইং এর ৯০ (ক) ধারা অনুযায়ী প্রস্তাবিত এলাকাগুলিকে রাজ্য সরকার নোটিফায়েড এলাকা হিসাবে ঘোষনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নোটিশ দেওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করিতে হইবে।

Admitted Starred Question No. 286

Name of the Member ; Shri Diba Chandra Hrangkhwal. M. L. A, Will the hon'ble minister in charge of the revenue department be please to state :-

১। ইহা কি সত্য যে বিগত বামফ্রণ্ট সরকারের আমল থেকে রাজ্যে Settelment Dapartment এ নিম্নলিখিত এম টি এর সংরক্ষিত পদগুলি অপূর্ণ অবস্থায় আছে—

a) Four post of T, C, S, cadre,

b) One post of Addl. S. O,

c) 72 post cf Grade C,

d) 126 post of Grade D,

২। সত্য হলে উক্ত অপূর্ণ সংরক্ষিত পদগুলি পূরন করার জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন ?

Answer

Minister in charge of the Revenue depart–Revenue Minister

১। সেটেলমেণ্ট ডিপার্ট'মেণ্টে নিম্নলিখিত এম টি এর সংরক্ষিত পদগুলি অপূর্ণ অবস্থা আছে।

ক) ১টি এডিশ্যানেল সেটেলমেণ্ট অফিসারের পদ।

খ) ২৮টি পদ গ্রেড সি,

গ) ১০৩টি পদ গ্রেড ডি।

২। বর্তমান নিয়োগ নীতির ভিত্তিতে পদগুলি পূরন করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 342

Name of Member : Shri Ratan lal Ghosh,

Will the Ministet in charge of the Rural Development Deparment be pleased to State ,

প্রশ্ন

১। গ্রামীন গৃহহীনদের গৃহনির্মান করিয়া দিবার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা।

২। থাকিলে বিগত আর্থিক বৎসরে রাজ্যে এইরূপ মোট কতটি গৃহনির্মান করা হয়েছে (তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতির আলাদা আলাদা হিসাব) ?

উত্তর

Name of Minister–Shri Birjit Sinha,

১। এই নামে কোন পরিকল্পনা Rural Developement Department এর নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE–"B"

Admitted Un-Starred Question No–50

Name of Memben—Shri Bldye Chandre deb Barma,

Develop.nent Will the Hon'ble Minister in charge of the Rural Department be please to State :

প্রশ্ন

১। গত এপ্রিল মাসে কুমারঘাট ব্লকের কোন কোন গাঁও সভার কি কি স্কীমে কত বেনীফিসিয়ারীকে মোট কত টাকা ও অন্যান্য সরকারী বেনিফিট বন্টন করা হয়েছে ?

২। (গাঁও সভা ভিত্তিতে বেনিফিসায়ারী সংখ্যা এবং টাকা ও অন্যান্য জিনিষের পরিমান)

উত্তর

Name of Minister–-Shri Birjit Sinha,

<u>১নং এবং ২নং</u>

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Uu-Starred Question No 51

Name of Member—Shri Subodh Das

Wiil the Hon'ble Minister in charge of the Rural Development Department be pleased to State :

QUESTION

১। ১৯৮৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২০শে জুন পর্য্যন্ত পানিসাগর ব্লক ও কাঞ্চনপুর ব্লকের কোন পঞ্চায়েতে কত শ্রমদিবসের কাজ SREP/NREp এর মাধ্যমে বণ্টন করা হয়েছে? (পঞ্চায়েত এলাকা ভিত্তিক হিসাব)

Reply

Name of Minister—Shri Birjit Sinha

১। ১৯৮৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১০শে জুন পর্যন্ত পানিসাগর ও কাঞ্চনপুর ব্লকে SREp/NSEPর শ্রমদিবসের তথ্যাদি দেওয়া গেল—

ক্রমিক নং	পঞ্চয়েতের নাম	শ্রমদিবসের সৃষ্টি SREP	NREP
	পানিসাগর ব্লক		
১।	উত্তর হুরুয়া	১২২৫	—
২।	উত্তর পদ্মবিল	১১৫০	২৪০
৩।	লক্ষীনগর	১১৫০	—
৪।	হাফলং	১৬৭৫	—
৫।	ধোপীরবন্দ	১৫৯৫	—
৬।	ইচাইলালছড়া	১৭৭০	—
৭।	প্রত্যেকরাই	১৬৭০	৩০
৮।	রাগনা	১০৭৫	০৫০
৯।	কুর্তী	১১৭৫	—
১০।	বরুয়াকান্দি	১০৭৫	—

১১।	চুয়াইবাড়ী	১২৫০	১০০০
১২।	শনিছড়া	১২২৫	১০০
১৩।	দক্ষিণ ছুবুয়া	৭২৫	—
১৪।	গঙ্গানগর	২০৯০	১০০
১৫।	কদমতলা	১২২৫	—
১৬।	গোবিন্দপুর	১২২৫	—
১৭।	ভাগ্যপুর	১১৫০	২৫০
১৮।	জইথাংগ	১৭৫০	—
১৯।	চন্দ্রপুর	১৭৫০	৯৫০
২০।	যুবরাজনগর	১৬৭০	৭০
২১।	রোয়া	১৬২০	৫০
২২।	দেওয়ানপাশা	১৯১০	৩০০
২৩।	কামেশ্বর	১৬০০	—
২৪।	জলাবাসা	১৮৫০	৯১০
২৫।	পানিসাগর	১৭৫০	২৫০
২৬।	রাজেন্দ্রনগর	১৬৯৫	—
২৭।	উপ্তাখালি	১০২০	—
২৮।	রামনগর	১৫৭৫	—
২৯।	বিষ্ণুপুর	১০৯৫	—
৩০।	রাধাপুর	১৬৫০	—
৩১।	পেকুছড়া	১৫০০	৫০০
৩২।	বিলথৈ	১১৪৩	৫০০
৩৩।	বালিছড়া	১৩৫০	—
৩৪।	দক্ষিণ পদ্মবিল	১৪০০	—
৩৫।	রানীবাড়ী	১০০০	—
৩৬।	তিলথৈ	১০৪০	—
৩৭।	সরসপুর	১০০০	—
৩৮।	সংসঙ্গম	১০০০	—

৩৯।	তান্দিবাড়ী	১১০০	—
৪০।	দেওছড়া	১০০০	—
৪১।	বাগপাশা	১০০০	—
৪২।	জুরী আর, এফ	১৬৪৫	—
৪৩।	রামনপর	১০০০	১০০
৪৪।	বালিছড়া	১৬৭৫	—

কাঞ্চনপুর ব্লক

ক্রমিক নং	পঞ্চায়েতের নাম	শ্রমদিবসের সৃষ্টি SREP	NREP
১।	নবীনছড়া	২৭৯৫	৩৫৬
২।	অন্দরছেড়া	১৬৯২	৯০
৩।	পেচারথল	১৬৪০	—
৪।	নালকাটা	১৭৮২	৪৪৬
৫।	বগাইছড়া	৭২৫	—
৬।	শিবনগর	২৩২৮	৯০
৭।	উত্তর লালজুরী	৮২১	—
৮।	দক্ষিণ লালজুরী	১৫৮০	—
৯।	উজারমাছড়া	২৪০৫	—
১০।	জমাবাই পাড়া	১৯৪৪	—
১১।	উত্তর ধনীছড়া	১০৫৭	৮৩৫
১২।	দক্ষিণ ধনীছড়া	১১৭১	—
১৩।	উত্তর মাছমারা	১৬৪৯	৯০
১৪।	দক্ষিণ মাছমারা	১৮৩৫	—
১৫।	করইছেড়া	১৯২৬	—
১৬।	শান্তিপুর	১৪১৪	৫৬
১৭।	কাঞ্চনপুর	১৮০৭	৩৮৭

PAPERS LAID ON THE TABLE
QUESTIONS & ANSWERS

১৮ ।	কাঞ্চনছেড়া	১৬০৬	—
১৯ ।	চাম্পিপুর	৩২০৪	—
২০ ।	ছাইন ছেড়া	১৩৩৪	৯০
২১ ।	পুর্ব পাতনালা	২২৯৭	—
২২ ।	উত্তর দশদা	১৪১১	—
২৩ ।	পশ্চিম সাতনালা	১২২৮	—
২৪ ।	দক্ষিণ দশদা	১৭৯৮	—
২৫ ।	মনু ছৈলেংটা	২৯৮৮	৯০
২৬ ।	দশমনি পাড়া	২০৬০	৮২০
২৭ ।	ভুইজামা	৯৬২০	১৮০
২৮ ।	গাছিরাম পাড়া	২১৯১	—
২৯ ।	আনন্দসাগর	২৫০২	—
৩০ ।	কালাপানি	৩১৫১	—
৩১ ।	বঙ্কারামা	৪১০৭	—
৩২ ।	সাবউল	৩২৭৭	—
৩৩ ।	তিমাং সাদ	২০৬৪	—
৩৪ ।	ভাজমুন	১৪৯৮	—
৩৫ ।	পশ্চিম মানপুই	১৫৫৫	—
৩৬ ।	খেদাছড়া	৩৬০৭	৯০
৩৭ ।	কলাগাং	২২০৪	—
৩৮ ।	দামছেড়া	৬৫৭	—
৩৯ ।	দামছেড়া আর. এফ্‌	২৫৬৯	—
৪০ ।	কাচারিছড়া	২৮১০	—
৪১ ।	পিপলা ছড়া	২২৯৮	—
৪২ ।	রাহুম ছেড়া	২৮৩২	—

Adhitted Uu-Starreu Question No. 53

Name of Member—Shri Samar Choudhuty, M. L. A.

Wiil the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Departpment bə pleascd to state.

১। ইহা কি সত্য যে, উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় আইন সঙ্গত পথে কোন অনুমোদন না নিয়ে রাবার চায ফলের চাষের অজুহাতে অনেক অউপজাতি ব্যক্তি বেশ কিছু পরিমান খাস জমি কিছুকাল যাবৎ ভোগ দখল করেছেন ;

২। ইহা ও কি সত্য গোপনে বেআইনী হস্তান্তরের দ্বারা ও বেশ কিছু পরিমান জমি উপজাতি জনগনের পুর্ণ বাসনের জন্য সংরক্ষিত এলাকার আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে :

৩। সত্য হলে অনুন্নত উপজাতির জন্য জমি সংরক্ষিত রাখতে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন।

Answer

Minister in charge of the Reveune Dept-Revenue Minister

১। হ্যাঁ মহাশয়।

২। ইহা সত্য নহে। বেআইনী হস্তান্তর একমাত্র জোত ভুমির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

৩। এ, ডি. সি, এলাকায় এ, ডি, সির অনুমোদন ছাড়া কোন ভূমিই বন্দোবস্ত দেওয়া হয় না। কাজেই পৃথক ভাবে উপজাতিদের জন্য ভুমি সংরক্ষনের প্রয়োজন নাই।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Wednesday, the 20th July, 1988 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Speaker. 7 (Seven) Ministers 9 (Nine) Ministers of State and 39 (Thirty nine) Members

Questions & Answers

Mr. Speaker :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্ন গুলি সদস্যগনের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিবেন শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :—এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ১৯০।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ১৯০।

প্রশ্ন

১] বর্তমানে ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলুম এনড হ্যানডিক্র্যাফট করপোরেশন ডেভেলাপমেন্ট লিমিটেড-এ পিসরেটেড ওয়ার্কার হিসাবে কতজন মহিলা আছেন, এবং

২] ইতিমধ্যে কতজন মহিলাকে রেগুলার করা হয়েছে :

৩] যে সমস্ত মহিলাগণকে রেগুলার করার বাকী রয়েছে, তাদেরকে কবে নাগাদ রেগুলার করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) ৩৪ জন।

২) একজনকেও রেগুলার করা হয়নি।

৩) রেগুলার করার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই

শ্রী দিবাচন্দ্র রাঙ্খল :— ত্রিপুরা হ্যানডলুম অ্যানড হ্যানডিক্র্যাফটস কর্পোরেশনের যে ইনস্টিটু আছে, সেখানে আমরা দেখছি বিগত ১০ বছর যাবত অনেক করাপশান আছে। খরচ পত্রের ব্যাপারে এবং সেখানে অনেক দুর্নীতি আছে। কাজেই এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ? দ্বিতীয়তঃ বিগত ১০ বছরে যারা মহিলা পিসরেটেড ওয়ার্কার্স আছে তাদের শুধু ইনক্লাব জিনদাবাদ করার উদ্দেশ্যেই নেওয়া হয়েছিল। সেজন্য সমস্ত করাপশান দূর করবার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনতিবিলম্বে তদন্ত করবেন কিনা এবং যাদের নেওয়া হয়েছে তাদের ব্যাপারে বিবেচনা করে দেখবেন কিনা ?

শ্রী সুধীররনজন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার শুধু হ্যানডলুম কর্পোরেশন নয়, শিল্প দপ্তরের যতগুলি কর্পোরেশন রয়েছে সেই সমস্ত কর্পোরেশনে প্রচুর অভিযোগ আসছে অর্থ আত্মসাতের। এছাড়া বহু ইরিগুলারিটিজ রয়ে গেছে এবং এটা সত্যি কথা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এইগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু হ্যানডলুম হ্যান্ডিক্রাফটস নয় সমস্ত প্রশাসনকে এইভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যার ফলে এইগুলি মরণ দশায় পরেছে। সরকার এইসমস্ত দুর্নীতির তদন্ত করবেন এবং তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। যারা পিস রেটেড ওয়ার্কার রয়েছে তাদের সম্পর্কে আরো খতিয়ে দেখছি কি করা যায়।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই হ্যাণ্ডলুম অ্যানড হ্যানডিক্রাফটস ডেভেলাপমেনট কর্পোরেশন এর বোর্ড এখন সঠিকভাবে ফাংশান করছে না। বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের এখনও স্যালারীজ অ্যানড এলাউনসেস ঠিক হয়নি কিন্তু এর মধ্যেই আমাদের মাননীয় সদস্য বুদ্ধ দেববর্মা যিনি এই কর্পোরেশনের চেয়ার ম্যান তিনি ছয় হাজার টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে নিয়েছেন। এটা কিভাবে নিলেন ? এটা দুর্নীতি কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররনজন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— সেইরকম তথ্য আমাদের কাছে নেই।

শ্রী অনিল সরকার (প্রতাপগড়):— এই পীসরেটেড ওয়ার্কাস্রা কখন প্রথম নিযুক্ত হয়েছিল এবং কোথায় এবং অল ইনডিয়া হ্যাণ্ডলুম অ্যানড হ্যানডিক্র্যাফটস কর্পোরেশন সারা ভারত বর্ষে মার্কেটিং এর জন্য নর্থইস্টার্ণ রীজন মডেল প্রডাকট তৈরী করার জন্য হ্যানডলুম অ্যানড হ্যানডিক্র্যাফটস এর দুটি সেনটার খুলেছিল। কিন্তু এর মধ্যে টাকা পরিস্কার করে দিয়ে সেটা ফেলে দিয়ে চলে গেল। তখন আমরা বামফ্রনট সরকার তারপর হ্যানডলুম অ্যাণ্ড হ্যানডিক্র্যাফটস কর্পোরেশনে আনি এবং তাদের কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে কবে প্রথম তাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল ?

শ্রী সুধীররনজন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। কখন এই ইউনিট করা হয়েছিল এবং তাদের জন্য যে রেইট করা হয়েছিল সেই রেইট সম্পর্কে কোন বিবেচনা করা হয় নাই। তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

শ্রী কেশব মজুমদার (কারুড়াবন):— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে, এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। যে সমস্ত সংস্থা এই কংগ্রেস আমলেই করা হয়েছিল তখন এটা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল ।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিগত সরকার সমস্ত প্রশাসনকে ব্যবহার করেছিলেন। যারা মিছিল বা মিটিংয়ে যাবে না তারা প্রমোশন পাবে না এই সব জিনিস গত ১০ বছর যাবত অনেকেই দুর্ভোগ ভোগেছে সেজন্য এই আমরা ভিকটিমাইজেশন কমিটি গঠন করেছি সেই সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য ।

শ্রী অনিল সরকার : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশে এটা করা হয়েছিল কিন্তু এর আগে নর্থ ইস্টার্ন রীজন কাউনসিল মার্কেটিংয়ের জন্য এদের নিয়োগ করা হয়েছিল এটা কোন রাজনৈতিক উদদেশে করা হয়েছিল এবং কেন রাজনৈতিক উদদেশ্যে এখনও কন্টিনিউ করছে ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার শুধু নর্থ ইষ্টার্ন রীজন কাউন্সিল নয়! ত্রিপুরা প্রশাসনেরও শতকরা ৯৮ ভাগ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেন এবং হ্যাণ্ডলুম ও হ্যানডিক্র্যাফটের টাকাও ইনডাইরেক্টলি কেন্দ্রীয় সরকারই বহন করছেন।

শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং (শান্তির বাজার):— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১৯৮৫ ইং এবং ১৯৮৬ইং এই দুই বছরে শানতির বাজারে কোঅপারেটিভের ঘরে বাইরে তালা লাগান ছিল। অথচ সেখান থেকে দেড় লক্ষ টাকার জিনিষ চুরি হয়ে গেছে ! সেই চুরির ব্যাপারে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না এবং সেখানে একটি বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হবে কি না ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার এই সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারব।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাঙখল :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিগত ১০ বছর ত্রিপুরা হ্যানডলুম কর্পোরেশনের মাধ্যমে যে সমস্ত পাছড়া তৈরী করা হয়েছিল সেগুলি পাছড়াও নয়; পর্দাও নয়, আবার গামছাও নয় এবং বিছানার চাদরও নয়। ট্রাইবেল মেয়েরা যেসব পাছড়া ব্যবহার করেন তার একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে কাজেই তারা সেগুলি ব্যবহার করতে পারেন না। বিগত ১০ বছরে এস. আর. ই. পির. মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে বিতরনের জন্য বহু পাছড়া পড়ে আছে সেই সম্পর্কে তদন্ত করে সরকার সেই সম্পর্কে অতি দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত দিনে বামফ্রন্ট সরকার প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলে পাছড়া গামছা বিভিন্ন শাড়ী, ধুতী ইত্যাদি তৈরী করার জন্য। এই সমস্ত কাপড় এখন পড়ে আছে। এর মধ্যে কিছু বাহিরে পাঠানো হয়েছিল সেগুলিও ফেরত এসেছে। প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার কাপড়। এগুলি আমরা এখন তদন্ত করে দেখেছি। এই কাপড় যাতে ডিসপোজ অফ করা যায় রিবেট ইত্যাদি দিয়ে এবং কিছু [illegible] করা যায় কিনা সেটা আমরা দেখছি। এই ব্যাপারে

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী প্রিয় রঞ্জন দাস মুনসীর সংগে আলোচনা হয়েছে। এবং উনার দপতর এখন একটা অ্যাকশন পল্যান তৈরী করেছেন এখন থেকে কিছু কাপড় কয় করার জন্য। এই অ্যাকশন পল্যান এখন সরকারের বিবেচানাধীন আছে। লুঙ্গী, পাছড়া, শাড়ী ইত্যাদি প্রায় ২৫/২৬ টা আইটেম তারা উল্লেখ করেছেন। এটা রাজ্য সরকারেত বিবেচনাধীন আছে, পরিকল্পনা সত্বরে। এই সমসত কাপড়ের ডিজাইন এবং সাইজ পরিকল্পনানুযায়ী নয়। এখন আমরা এই সমসত জিনিস বিবেচনা করে বাবসথা নেব এবং সেইভাবে কর্পোরেশনকে নির্দেশ দেওয়া হবে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর):—সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী তথা শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী জানাবেন কি যে, এই পাছড়ার যে স্কীমগুলি চালু করা হয়েছিল। তার উদদেশ্য ছিল জুমিয়া মা বোনদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য। এবং এতে তাদের কর্মসংসথান হয়েছে কিনা, ২য় প্রশন এগুলি শুধু পাছড়ার জন্য নয়, পোষাক এবং অন্যান্য কাজের জন্য ও তৈরী করা হয়েছিল। তৃতীয়তঃ যারা পাছড়া তৈরী করছে এবং যারা পাছড়া কিনেন তাদের মধ্যে ব্যবধান যেটা সেটাকে ডাইভারসিফিকেশন করা হচ্ছে এটার কি হবে? আর এই পাছড়া তৈরীর স্কীমগুলি এখন বনধ হয়ে যাওয়াতে জুমিয়া মা বোনরা খেতে পান না এটা ঠিক কি না?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা কলপনাপ্রসূ বানানো গলপ। স্যার, যারা পাছড়া তৈরী করেন তাদের ডিজাইন এবং কোয়ালিটি সম্পর্কে ধারনা নাও থাকতে পারে। কিন্তু সরকারের সেটা থাকা উচিত ছিল এবং ডিজাইন এবং কোয়ালিটি কনট্রোল করে দেওয়া উচিত ছিল।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর):— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বিগত সরকারের আমলে এই যে জনতা কাপড় সেই কাপড় ত্রিপুরার বাইরে বিক্রি করা হত। কিন্তু ঐ সরকারের আমলেই উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে কাঁচামালের অভাব সৃষ্টি করে বাইরে বিক্রি হয়নি। যার ফলে, ৬০ | ৭০ লক্ষ টাকার পচে গেছে। এই বিষয়টি ঠিক কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা। এবং যদি দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা হবে কিনা?

শ্রী সুধীররনজন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি। শুধু ত্রিপুরা হেণ্ডিক্রোফট ডেভালপমেন্ট করপোরেশন লিমিটেডই নয়, অন্যান্য যে সমস্ত কর্পোরেশন রয়েছে তাদের যে সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তা তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার, মাননীয় সদ্যস শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক, (বিলোনীয়া):— স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—২০২।

মিঃ স্পীকারঃ— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—২০২।

শ্রীমতিলাল সাহা, (রাষ্ট্রমন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—২০২।

QUESTIONS & ANSWERS

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যের শহর ও গ্রামের সরকারী রেশনসপ-গুলিতে সম পরিমাণ চিনি ভোক্তা সাধারণকে দেওয়া হয় কিনা?	না।
২। যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তার কারণ, এবং	শহর অঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের লোকের চিনির চাহিদা কম।
৩। কোন্ সালের কোন্ মাস থেকে শহর ও গ্রামে সমপরিমাণ চিনি ভোক্তা সাধারণকে দেওয়া হচ্ছে না?	বিগত সরকারের আমল থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনবল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বিগত দিনে গ্রামাঞ্চলের রেশনসপ-গুলিতে চিনি সরবরাহ করার পর দেখা গেছে ভোক্তা সাধারণ চিনি নেন নি। ফলে রেশনসপগুলিতে অনেক চিনি জমে যায়। যার কারণে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা সঠিক কিনা?

শ্রীমতিলাল সাহা, (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— হতে পারে। তবে আমি আগেই বলেছি, শহরের তুলনায় গ্রামে চিনির চাহিদা কম। তাই পূর্ব্বতন সরকার বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, আগরতলা শহর এবং মফস্বল বাজারে চিনির বরাদ্দ সমান কিনা? ২য় প্রশ্ন, গ্রামে চিনির চাহিদা কম এটা সত্যি কথা। কাজেই, চিনি কম দেওয়া হউক তাতে বাধা দেওয়া হবে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে আমি জানতে চাই, গ্রামে চালের বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া হবে কিনা?

শ্রীমতিলাল সাহা, (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— এখানে চিনির প্রশ্ন করা হয়েছে। চিনির সঙ্গে চালের সম্পর্ক নেই। তবু মাননীয় সদস্যকে বলতে চাই, বিষয়টি নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ দাস, (পানিসাগর :— স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং — ২৪৩।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ২৪৩।

প্রশ্ন	উত্তর

শ্রীকাশীরাম রিয়াং, (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ২৪৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে উদয়পুর ও কৈলাসহর জিলা হাসপাতাল নিয়মিত সার্জিক্যাল অপারেশন-এর জন্য সিনিয়র সার্জেন পোষ্টিং করে সরকার জিলা হাসপাতাল দুটিকে সার্জিক্যাল অপারেশন স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ?	সত্য নহে।
২। ইহা সত্য যে এনাসথেটিক্ এবং সিনিয়ার সার্জেন কৈলাসহর ও জেলা হাসপাতালে পোষ্টিং করা হইয়াছিল ?	ইহা সত্য যে কৈলাসহর জিলা হাসপাতালে একজন এনাসথেটিক আছেন এবং উদয়পুর জিলা হাসপাতালেও একজন এনাসথেটিককে পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে ? কোন সিনিয়র সার্জনকে কৈলাসহর জিলা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উদয়পুর জিলা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি।
৩। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে সার্জন এবং এনাসথেটিককে পুনরায় আগরতলায় ফিরিয়ে আনার কারণ কি ?	সিনিয়র সার্জনএর ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনার কথা সত্য নহে। কৈলাসহর জিলা হাসপাতালের এনাসথেটিককে ফিরিয়ে আনা হয় নি। উদয়পুর জিলা হাসপাতালের এনাসথেটিককে আনা হলেও পরিবর্তে একজন এনাসথেটিককে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীসুবোধ দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, কৈলাশহর জিলা হাসপাতাল থেকে সিনিয়ার এনাসথেটিক এবং সিনিয়ার সার্জেন ফিরিয়ে আনা হয়নি। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ করে দেখবেন কি, বর্ত্তমানে কৈলাশহরের সিনিয়র সার্জেন আগরতলায় আছে এবং উদয়পুরেও নেই। যার ফলে দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং উত্তর ত্রিপুরার দুটি জেলা হাসপাতালে অপারেশনের ক্ষেত্রে প্রায়ই বিভ্রাট ঘটছে এবং অনেক ক্ষেত্রে রোগীর অকালমৃত্যু ঘটছে। এই মত বিবেচনা করে

এই দুটি জিলা হাসপাতালে সিনিয়র এনাসথেটিক এবং সিনিয়র সার্জেন নিয়োগ করার ব্যবস্থা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং, (মন্ত্রী):—. স্যার, দুটি জিলা হাসপাতালেই অপারেশন থিয়েটার এখন আণ্ডার কনস্ট্রাকশন আছে। কনস্ট্রাকশানের কাজ শেষ হলেই সিনিয়ার এনাসথেটিক এবং সার্জেন নিয়োগ করা হবে।

শ্রীনকুল দাস, (রাজনগর):— সাপ্লিমেন্টারী, স্যার, উদয়পুর এবং কৈলাশহর এই দুটি হাসপাতালেই সার্জেন এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভাব আছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনুভব করেন কিনা? যদি করেন, তাহলে ডাক্তারের এই অভাব পূরণ করার ব্যবস্থা নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং, (মন্ত্রী):— স্যার, আমি আগেই বলেছি অপারেশন থিয়েটারের কাজ আণ্ডার কনষ্ট্রাকশানে আছে। কনষ্ট্রাকশানের কাজ কমপ্লিট হলেই আমরা জি, বি, হাসপাতাল থেকে সিনিয়র সার্জেন এবং সিনিয়র এনাসথেটিক পোষ্টিং করার ব্যবস্থা নেব।

শ্রীসমর চৌধুরী, (ধনপুর):— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কৈলাশহর হাসপাতালটি নর্থ ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিক্ট এর সেন্টার। এবং মাঝখানে আঠারমুড়া এবং লংতরাই এই সমস্ত হিল থাকার জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থায় সিনিয়র সার্জেন ডঃ দাসকে কৈলাশহরে বদলী করে সেখানে নিয়মিত সার্জিক্যাল অপারেশন ইউনিট চালু করেছিলেন। কিন্তু ডঃ দাসকে আগরতলায় ট্রান্সফার করে আনার ফলে সেখানে অপারেশানের কাজ সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং, (মন্ত্রী):— স্যার, আমরা ক্ষমতায় আসার আগেই ডঃ দাসকে আগরতলায় আনা হয়েছে। এখন সেখানে সি, এম, ও, ডঃ পাল চৌধুরী, যদিও তিনি সার্জন স্পেশিয়েলিষ্ট নন কিন্তু সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের ব্যাপারে এ্যাক্সপার্ট, তিনিই সেখানে অপারেশানের কাজগুলি করছেন। অপারেশন থিয়েটারের কাজ যাতে তরান্বিত হয় তার জন্য গত ৭ই জুলাই পি, ডাবলিউ, ডির অফিসারদের যারা আছেন, তারাই এই কাজগুলি দেখাশুনা করছেন, তাদের ইনষ্ট্রাকশান দেই খুব তাড়াতাড়ি কনষ্ট্রাকশানের কাজ শেষ করার জন্য যাতে আমরা অতি সত্বর সেখানে অপারেশান থিয়েটার এই দুটি হাসপাতালে ওপেন করতে পারি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অপারেশন থিয়েটারের কনষ্ট্রাকশন যতদিন পর্যন্ত না শেষ হয় ততদিন পর্যন্ত কি অপারেশন বন্ধ থাকবে? নাকি অপারেশনের কাজ চালু রাখার জন্য

বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং সেখানে কমপিটেন্ট সার্জেন পাঠানো হবে কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং, (মন্ত্রী) :— স্যার, অপারেশনের কাজ বন্ধ হয়নি। সি. এম, ও, ডাঃ পাল চৌধুরী সেখানে অপারেশনের কাজ করছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী, (ধনপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ডাঃ পাল চৌধুরী, উত্তর জেলার হাসপাতাল-গুলির চার্জে আছেন তিনি সেখানে প্রশাসনিক কাজগুলি দেখছেন। তিনি নিজে সার্জেন নন। একজন সার্জেনকে উদয়পুর হাসপাতালে অবিলম্বে পোষ্টিং দিয়ে সেখানে সার্জিকেল অপারেশন ইউনিটটিকে চালু রাখার জন্য ব্যবস্থা নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং, (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি তো বলেছি অলরেডি একজন সার্জেন পাঠানো হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী।— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কৈলাশহরে সার্জেন রাখা হবে কিনা এবং অপারেশান থিয়েটার করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অপারেশন থিয়েটার শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাথমিক অপারেশনগুলি সেখানে হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা (গোলাঘাটি) :— মিঃ স্পীকার স্যার; এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৪।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৪।

১। (প্রশ্ন) বিশালগড় ব্লকাধীন পূর্বলক্ষী বিল গাঁওসভায় যে প্রাইমারী হেলথ্ সেণ্টারটি আছে সেটিকে জনসাধারণের সুবিধার্থে ১০ (দশ) শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতালে উন্নতি করার কোন পরি-কল্পনা আছে কি?

(উত্তর) বিশালগড় ব্লকাধীন পূর্বলক্ষী বিল গাঁওসভায় বর্ত্তমানে একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু আছে এবং উহাকে ১০ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নতি করার পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নেই।

২। (প্রশ্ন) থাকিলে কবে নাগাদ তাহা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়?

(উত্তর) প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আর প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুবোধ দাস (পানিসাগর) :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, চলতি আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন্ কোন্ ডিসপেনসারিগুলিকে প্রাইমারী হেলথ্ সেণ্টারে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি এবং জন-সাধারণের সুবিধার্থে ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল করার পরিকল্পনা আছে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং, (মন্ত্রী :— পরিকল্পনা আছে তবে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৬।

শ্রীমতিলাল সাহা, (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পিকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৬।

১। (প্রশ্ন) ত্রিপুরা রাজ্যে কাগজ কল, সূতাকল, গ্যাস ভিত্তিক সার ও মিথাইল কারখানা গড়ে তোলার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

(উত্তর) হ্যাঁ।

২। (প্রশ্ন) এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করা হয়েছে কি ?

(উত্তর) হ্যাঁ।

৩। (প্রশ্ন) যোগাযোগ হয়ে থাকলে তার ফলাফল কি ?

(উত্তর) কাগজকল

৭ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়িত হওয়ার প্রাককালে প্ল্যানিং কমিশনের ওয়ার্কিং গ্রুপের সহিত রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের দিল্লীতে কাগজকল সম্বন্ধে যে আলোচনা হয় তাতে প্ল্যানিং কমিশন বলেছেন ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে কাগজের চাহিদা যা হইবে বর্ত্তমান কাগজকলগুলির উৎপাদন ক্ষমতা তা মিটিয়ে ফেলবে এবং সে জন্য ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় সরকার আর কাগজকল স্থাপনের অনুমোদন দেবেন না। পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন না পাওয়ায় শিল্প লাইসেন্স বা শিল্প রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা সম্ভব হয় নি। রাজ্য সরকার পরিকল্পনা কমিশনের বরাদ্দ-কৃত অর্থ ছাড়া যৌথ উদ্যোগেও এই প্রকল্প রূপায়নে অগ্রসর হতে পারছেন না।

সুতাকল

২০. ১২. ৮৫ তারিখে প্ল্যানিং কমিশনের এডভাইজারের সাথে রাজ্যের প্রতিনিধিদের বার্ষিক যোজনা ১৯৮৬-৮৬ সালের বরাদ্দ নিয়ে আলোচনাকালে এডভাইজার এই মর্মে বলেন যে ত্রিপুরার তুলা যেহেতু এই সুতাকলে ব্যবহার করা যাবে না এবং লম্বা আঁশযুক্ত তুলা বাহির হতে আমদানি করতে হবে, কিন্তু যানবাহনের অস্তকাঠামো ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা থাকায়

তিনি পরামর্শ দেন। ত্রিপুরার জন্য প্রয়োজনীয় সুতা ন্যাশনাল হ্যাণ্ডলুম ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন বা অন্য কোন এজেন্সির নিকট থেকে যেন সংগ্রহ করা হয়। যদি সম্ভব না হয় তবে ত্রিপুরার (স্পিনিং মিল) সুতাকল স্থাপনের পনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। বর্তমানে সুতা ন্যাশন্যাল হ্যাণ্ডলুম ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন হতে পাওয়া যাচ্ছে।

গ্যাস ভিত্তিক সার :— গ্যাস ভিত্তিক শিল্প গড়ার জন্য মেসার্স ইঞ্জিনীয়ার্স ইণ্ডিয়া লিমিটেডকে কি কি শিল্প সম্ভাবনা আছে খতিয়ে দেখতে অনুরোধ করা হয়। তাদের ভায়েবিলিটি ষ্টাডি ইন ন্যাচারেল গ্যাস ইউটিলাইজেশন রিপোর্টে নিম্নবর্ণিত ৩টি গ্যাস ভিত্তিক সার কারখানা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন।

(১) ইউরিয়া (২) পি, ডি, সি ইউরিয়া এবং (৩) মিথানল ইউরিয়া। তন্মধ্যে শুধুমাত্র প্রথমটির উজ্জল সম্ভাবনা সম্পর্কে গুরুত্ব দেন। সপ্তম পরিকল্পনায় যোজনা কমিশন গ্যাস ভিত্তিক শিল্প সম্পর্কে আরও খতিয়ে দেখতে বলেন এবং ১ (এক) কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনে ৫৩৫ কোটি টাকার প্রয়োজন। কিন্তু উক্ত টাকা রাজ্য সরকারের পক্ষে বহন সম্ভব হয়নি বিধায় বিভিন্ন আলোচনা সভায় ঐ টাকা কেন্দ্রীয় বাজেটে ধরার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার উহাতে আরও ছোট কি কি শিল্প হতে পারে রাজ্য সরকারকে খতিয়ে দেখতে বলেন।

উক্ত পরামর্শ অনুসারে "মিথানল" প্রস্তুতির রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন। যাহার গ্যাস সরবরাহের জন্য বোম্বে গ্যাস এবং ও, এন, জি. সি এর সাথে একটি মেমোরেনডাম অব আণ্ডারস্টেণ্ডিং চুক্তিপত্র সই হয়েছে এবং ঐ সমস্ত রূপায়িত করার চেষ্টা চলছে।

মিথানল :—প্রোজেকট আণ্ড ডেভালাপমেন্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কি কি হতে পারে তার একটি রিপোর্ট দিয়েছেন। মিথানল প্রজেক্ট-এর একটি প্রজেক্ট রিপোর্টও তৈরী হয়েছে। উক্ত প্রকল্প ১১৪'২৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ দৈনিক ১০০ টন উৎপাদনক্ষম একটি মিথানল প্লান্ট ত্রিপুরায় স্থাপিত হবে কেন্দ্রীয় সরকার উহার রেজিস্ট্রেশনও দিয়েছেন। উহা যৌথ উদ্যোগে সেক্টরকোর্ট স্থাপিত হবে। প্রকল্পটি রূপায়িত হতে আনুমানিক ৩ বৎসর সময়ের প্রয়োজন হতে পারে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখেছি কাগজকল নিয়ে এর আগেও সুখময় সেনগুপ্তের মন্ত্রীসভার শেষ দিকে সেই কুমারঘাটে ফাউণ্ডেশন নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার অনুমোদন আসেনি। বরঞ্চ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ত্রিপুরার কাগজ-

বন্ধ করার জন্য তা ত্রিপুরায় না দিয়ে অরুনাচল-এ দেওয়া হয়েছে। এর পেছনে কোন রাজনৈতিক কারণ আছে কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— কাগজকল স্থাপন করার জন্য কংগ্রেস সরকার এখানে উদ্যোগ নিয়েছিল। সেই ব্যাপারে লেটার অফ ইনটেণ্ডও দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে গত ১০ বৎসরের ব্যাপারে যে পরিমাণে র' মেটেরিয়েলস্ সেখানে অরিজিনেলি ২৫০ টন পার ডে উৎপাদন হবে। সেখানে আজকে আমরা দেখেছি, ২৫০ টন ত সম্ভব নয়ই, এমনকি ১০০ টনও সম্ভব নয়। র' মেটেরিয়েলস্ এই ১০ বৎসরে বন ধ্বংসের ফলে এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। কারণ বামফ্রন্ট সরকার শুধু মানুষ ধ্বংস করেনি, ত্রিপুরাকে ধ্বংস করেনি, ত্রিপুরার বনকেও ধ্বংস করেছে। সেই সমস্ত র' মেটেরিয়েলস্ নেই। এই কারণে তবু আমরা চেষ্টা করছি ৫০ টন একটা করা যায় কিনা তাও সম্ভব নয়। ১০০ টন করার কথা যেটা হলে হতে পারে কিন্তু সেই পরিমাণে র' মেটেরিয়েলস্ নেই। এইটা অ্যাডভাইজেবল হবে না। এই অবস্থায় কাগজকলের কথা চিন্তা করতে পারি না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর):— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি যে ত্রিপুরার কাগজকল হতে পারে কিনা হিন্দুস্থান পেপার মিল যেটা আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান তারা দুইবার অ্যাপ্রোচ করেছেন। তার এই রিপোর্টে তার কোন কথা বলা হয়েছে কি? ত্রিপুরার কাগজকল হতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে র' মেটেরিয়েলস্ একটা ফিকসড বিষয় না। আমাদের বিরাট বনাঞ্চল আছে সেখানে বাঁশ তৈরী করা যায়। বাঁশ যারা তৈরী করবে তারা পয়সা পাবে। বাঁশ যারা কারখানায় আনবে তারা পয়সা পাবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই কাগজ কলকে হত্যা করে তারা দশ হাজার গ্রামীন যারা কৃষকের ছেলে, বিশেষ করে উপজাতির লোকেরা যারা তাদেরকে অনাহারে মারার ব্যবস্থা করছেন ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার আমরা আগেই বলেছি যে, আমরা ৫০ টনের একটা কাগজকল করা যায় কি না এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছি এবং শিল্প দপ্তর বলেছে যে, ৫০ টনের কাগজ কলে সেটা ভায়েবেল হবে না। কমপক্ষে ১০০ টন দরকার. সে রকম কাঁচামাল বর্তমান অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যে নাই। একটা কাগজ কল করতে গেলে কোটি কোটি টাকা নিয়োগ করতে হবে। তার জন্য বিভিন্ন পাওয়ারের প্রয়োজন। এত কিছু করে যদি একটা ইণ্ডাষ্ট্রিজ ভায়েবেল না হয় এবং সেই ক্যাপিটেলটা যেখানে ভায়েবেল সেখানে গ্যাস ভিত্তিক শিল্পের জন্য যেটা রায়বিলিটি হয়েছে সেখানে তার উদ্যোগ নিয়ে অনেক রাজ্যের পক্ষে চিন্তা করেন না। ওরা রাজনীতির কথা চিন্তা করছেন। এই রাজ্যের শিল্প হবে রাজ্যের প্রয়োজনে এবং সেই শিল্প হবে লাভজনক সেই শিল্প হবে এই রাজ্যের মানুষের কল্যাণে।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া):— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে কাগজ কল করার জন্য যে লেটার অফ্ ইনডেন্ট দিয়েছিলেন সেটা বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে রিনিউ করেন নি। যার জন্য এইটা ত্রিপুরার গরীব মানুষের স্বার্থে কাগজ কল হতে পারেনি, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার, (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ স্যার, সেই লেটার অফ্ ইনডেন্ট রিনিউ সেই সময় করেননি। এই সভায় এইটা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এবং সেখানে তখনকার শিল্পমন্ত্রী জবাব দিয়েছিলেন লেটার অফ্ ইনটেন নাই। আসল কথাটা হচ্ছে এখানে এমন শিল্প আমরা করতে চাই যেটা দলবাজীর জন্য নয় কেন্দ্র থেকে টাকা এনে নয় ছয় করার জন্য নয় কেন্দ্র থেকে যে টাকা আমরা আনব প্রতিটি টাকা যাতে এই রাজ্যের মানুষের কল্যাণের কাজে লাগে, এই রাজ্যের শিল্পের উন্নয়-নের কাজে লাগে, সেটা আমরা চিন্তা করছি। এখানে আমরা বলছি যে, কমপক্ষে ১০০ টন এবং বন দপ্তর প্রচেষ্টা নিচ্ছে এইটা হলেই আমরা বলব ১০০ টন কাঁচামাল সরবরাহ করা যাবে। তাহলে নিশ্চয়ই আমরা কাগজ কলের কথা চিন্তা করব এবং যেটা আমি আগেই বলেছি অন্তত কমপক্ষে ৫০ টনের একটা কাগজ কল করা যায় কি না সেই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিল্প দপ্তর বলেছেন যে সেটা ভায়বেল না। কাজেই ভায়বেল না এমন কোন শিল্প আমরা এখানে করতে চাই না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কি না যে, লেটার অফ্ ইনটেন যখন পাওয়া গিয়েছিল তখন ইরানে কোলাবারেশানের সঙ্গে একটা চুক্তি হয়েছিল সেই দিক দিয়ে আমাদের বাতিল করতে হয়েছে যেহেতু ইরানের গভর্ণমেন্ট কথা বলেছে, সেটা রাজ্য সরকারের ব্যাপার না, কেন্দ্রীয় সরকারেরও না দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি যে, ভারতবর্ষের কতগুলি রাজ্যে ১০০ টন বা তার কম উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কাগজ কল আছে এবং তার মধ্যে পাঞ্জাবে আছে কি না। তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে আমাদের দাবী আগ্রাহ্য করে এমন কি কাছারেও আমাদের অনেক পরে কাগজ কল অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমাদের বলা হয়েছে কাগজের চাহিদা নাই। কাছার এখন আমাদের কাছে দাবী করেছেন যে আমাদেরতো র মেটেরিয়েল নাই আপনারা সাপ্লাই করুন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি তো আগেই বলেছি যে, ১০০ টন কাঁচা মাল যোগান যদি দেওয়া যায়। এখানের উৎপাদন থেকে এই অবস্থায় নিশ্চয়ই আমরা সেটা চিন্তা করব। তা ওনারা কি সেটা চিন্তা করছেন স্যার? ওনারা কি শুধু রাজনীতির জন্য সেটা করে-ছেন না কি, ওনারা জানেন যে, এখানে কাগজ কলের জন্য যে কাঁচা মালের প্রয়োজন সে কাঁচা মালের কি অবস্থা। স্যার, আমি আরেকটা কথা বলছি। একটা কাগজ কল করতে হলে কমপক্ষে

আড়াই মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন। সে বিদ্যুৎ ওনারা সৃষ্টি করেছেন কি? শিল্প করতে সেটা একটা ব্যাপার। ইনফ্রাষ্ট্রাকচার তৈরী করে নাই অথচ শিল্প চাই, রেল চাই বলে মানুষকে দিয়ে শ্লোগান দিয়েছেন। আমি হাউজকে বলছি যে, লেটার অব্ ইণ্ডেণ্ট পেতে কোন প্রব্লেম হবে না যদি আমাদের এখানে ১০০ টন র মেটারিয়েল পাওয়া যায়। নিশ্চয়ই, আমরা কথা দিচ্ছি এই হাউজে যে কেন্দ্রীয় সরকার সেটা করবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতিলাল সরকার, শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী:— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার:— ২৭৩।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার :— ২৭৩।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী):— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার:— ২৭৩।

প্রশ্ন

১। সরকার কি অবগত আছেন যে চা শ্রমিকদের কো-অপারেটিভ পরিচালিত চা বাগান-গুলিকে সরকারী অনুদান বন্ধ করার ফলে ঐ সকল বাগান অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং বহু সংখ্যক শ্রমিক কাজ পাচ্ছেন না, এবং

২। অবগত থাকলে ঐ বাগানগুলিতে সরকার অনুদান মঞ্জুর করার ব্যাপারে সরকার পুনর্বি-বেচনা করবেন কিনা?

উত্তর

১। সরকার অনুদান বন্ধ করিবার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীসমর চৌধুরী.— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এই কো-অপারেটিভ চা বাগানগুলিকে গত ৫ মাসে তাদের জন্য যে নির্দিষ্টভাবে শেয়ার ক্যাপিটাল দেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল সরকার সে শেয়ার ক্যাপিটাল গ্রান্টসগুলি আটকিয়ে রেখেছে। চা বাগানের কর্মী যারা কাজ করেছেন তাদের ডেইলি ওয়েজ আটকিয়ে রাখা হয়েছে এবং পেমেন্ট হচ্ছেনা এটা ঠিক কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন, কি?

শ্রীমতিলাল সাহা :— (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা সত্য নয়। এরকম কোন তথ্য আমাদের কাছে নাই। স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, চা বাগানগুলির টাকা দেওয়া আমরা বন্ধ করি নাই।

শ্রীবিমল সিন্‌হা (কমলপুর) :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, টাকা দেওয়া বন্ধ হয় নাই। তাহলে এই জোট সরকার আসার পরে কত পয়সা দেওয়া হয়েছে সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীস ধীররঞ্জন মজুমদার. (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অন্যান্য বছরের ন্যায় ১৯৮৮-৮৯ ইং সনে সমবায় ভিত্তিক চা বাগানগুলির জন্য আর্থিক অনুদান বিবেচিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সমবায় ভিত্তিক চা বাগানগুলিকে বছরের পর বছর সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে। এতদব্যতীত টি বোর্ড, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংস্থা হতেও বাগানগুলি আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে। প্রাপ্ত সাহায্য ও আর্থিক অনুদান ঠিকমত ব্যবহৃত হয়েছে কিনা রেজিষ্ট্রার কো-অপারেটিভকে সেসব অডিট করতে বলা হয়েছে। উপরোক্ত চা বাগানগুলিকে এ পর্যন্ত তাদের প্রাপ্ত টাকার হিসাবের রিপোর্ট দাখিল করতে বলা হয়েছে। এ সমস্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর পরীক্ষা নীরিক্ষা করার পর সরকার তাদের বরাদ্দ সম্পর্কে বিবেচনা করবেন। সমবায় ভিত্তিক চা বাগানগুলির নাম ও ঠিকানা যথা—ইচ্ছাং চা শ্রমিক সমবায়, টি প্ল্যান্টেশন কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, ময়নাটিকা চা শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ. কমলপুর, উত্তর ত্রিপুরা, দারাংশিলা চা শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ. মাণিকভাণ্ডার, উত্তর ত্রিপুরা, দুর্গাবাড়ী টি এষ্টেট ওয়ার্কার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, তেবাড়িয়া. পশ্চিম ত্রিপুরা, খোয়াই চা বাগান শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ, পশ্চিম ত্রিপুরা, নলুয়া চা বাগান শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ, সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা, ডিমাতলি টি প্ল্যান্টেশন লিঃ, ডিমাতলি, বিলোনিয়া, দক্ষিন ত্রিপুরা, নিলাগড চা শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ, বিজয়নগর, সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা, কল্যাণপুর প্রগ্রেসিভ টি ওয়ার্কার্স কো-আপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, কল্যাণপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা। উক্ত চা বাগানগুলিতে ১৯৭৯-৮০ ইং হইতে ১৯৮৭-৮৮ ইং সনের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত মোট ৮০ লক্ষ ১৬ হাজার ৭ শত ১০ টাকা আর্থিক অনুদান, সাবসিডি ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত হিসাব কাগজে আছে। স্যার, এইযে এখানে লিষ্ট আছে যে, কত টাকা দেওয়া হয়েছে কিন্তু এসব টাকা সম্পর্কে কোন হিসাব আজ পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছেনা, এসব টাকা সম্পর্কে অনেক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে এট লিষ্ট পূর্ববর্তী বছরের হিসাব নিশ্চয়ই দপ্তরে রয়েছে। সে হিসাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্ত টাকা দিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর) :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্ভবতঃ এটা জানেন যে, চায়ের চারা লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে চা পাতি উঠান যায় না। সেখানে জেষ্ট্রেশনের একটা পিরিয়ড আছে। তাই সেখানে টাকা ইনভেষ্টমেণ্ট করতে হয়। বামফ্রণ্ট সরকার শ্রমিকদের জন্য কো-অপারেটিভ তৈরী করেছিলেন। সেখানে শ্রমিক চেয়ারম্যান, শ্রমিক সেক্রেটারী, যারা শ্রমিক বিরোধী তারা এ সমস্ত কথা বলতে পারেন তাদের সঙ্গে আমি তর্ক করছিনা। কিন্তু ত্রিপুরার চা বাগানে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্ভবতঃ জানেন না যে, রেজিষ্টার্ড চা শ্রমিকের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

রাজ্যের শ্রমিকদের সংখ্যা কম, অধিকাংশ বদলী শ্রমিক। তাদের কাজের কোন নিরাপত্তা ছিলনা। মালিকরা এখানে থাকেননা। তারা কোটি কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এই রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে। ফলে এই চা বাগানগুলি বন্ধ হয়ে পড়ে এবং শ্রমিকদের চরম দুর্দ্দশায় পড়তে হয়। তাই বামফ্রণ্ট সরকার সেই চা বাগানগুলিকে অধিগ্রহণ করে শ্রমিকদের দিয়ে কো-অপারেটিভ গঠন করে সেই বাগানগুলি পরিচালনা করার ব্যবস্থা করেন। আর এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরই নামমাত্র কারণ দেখিয়ে একটার পর একটা চা বাগানগুলিকে নোটিশ দিয়েছেন। এটা পরিস্কার যে একটা চা বাগানেও তারা কো-অপারেটিভ রাখবেন না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলের নেতা, এইটাতো ষ্টেটমেণ্ট হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এইটা অত্যন্ত ভেলুয়েবল কোয়েশ্চান, এই চা বাগানগুলির কো-অপারেটিভগুলিকে ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, উনি এখানে যে, নামমাত্র বলেছেন—এই চা বাগানগুলিতে যে টাকার গড়মিল ধরা পড়েছে—তার পরিমাণ ৮০ লক্ষ টাকার মত—১৯৭৯-৮০ ইং সাল পর্য্যন্ত কোন হিসেব নেই। সেই অবস্থায় উনি যে অভিযোগ তুলেছেন কো-অপারেটিভগুলি তুলে দেওয়া সম্পর্কে—স্যার, এই কো-অপারেটিভ যারা পরিচালনা করেন তাদের অনেকে পাঁচ সাতটা গাড়ী কিনেছেন যাদের আগে খাবার কোন সংস্থান ছিল না তারা পাঁচ সাতটা গাড়ী ট্রাক কিনেছে কি করে? এই সমস্ত তথ্য উনারা যা বলেছেন সেটা শ্রমিকদের স্বার্থে বলছেন না। উনারা এখানে চোরের সর্দ্দারী করছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (চণ্ডীপুর) :— স্যার, এই কথাটি একস্পাঞ্জড্ করা হোক।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— শ্রমিকদের স্বার্থে এই কো-অপারেটিভগুলি কাজ করবে, শ্রমিকদের স্বার্থ বিরোধী কোন প্রশ্ন এখানে উঠতে পারেনা।

শ্রীবিমল সিনহা (কমলপুর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত এই চারাগাছগুলির কোন হিসেব নেই, কিন্তু আমি বলতে পারি যে, ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত এই চা বাগানগুলির হিসেব পরিস্কার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার উনিও চোরের সর্দ্দারী করছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য যখন প্রশ্ন করছেন উনার প্রশ্ন কমপ্লিট হবার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ✤ ✤ ✤ কিন্তু আমি বলতে পারি যে উনারাও চোরের সর্দ্দারী করছেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, উনাকে সেটা প্রমাণ করতে হবে নতুবা এই হাউসের সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, "উনিও তো চোরের সর্দ্দার" এই কথাটা করা হোক।

মিঃ স্পীকার :— ইয়েস দিজ্ ওয়ার্ডস্ আর এক্সপাঞ্জড্।

মিঃ স্পীকার :— আই অ্যাম গিভিং দি রুলিং। এখানে সংসদীয় রুল অনুযায়ী আপনারা প্রশ্ন করবেন এবং মন্ত্রী মহোদয়েরা উত্তর দেবেন। উত্তর দিতে গিয়ে যদি কিছু বলেন আপনারা পয়েন্ট অব্ অর্ডার তুলতে পারেন। প্রশ্ন কর্তা সাপলিমেন্টারী করতে পারেন। কিন্তু মাননীয় উপনেতা যেটা বলছেন সেখানে আপনি সাপলিমেন্টারী রেইজ করেন নি এবং স্পীকারের অনুমতি না নিয়েই আপনি বলেছেন। সুতরাং ইট উইল বী এক্সপাঞ্জড্।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য বিমল সিংহাকে অনুরোধ করছি, আপনি সাপলিমেন্টারী করুন।

(গণ্ডগোল)

✤ ✤ ✤ Expunged as ordered by the chair.

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি বলেছেন যে, এখন পর্যন্ত বিবেচনাধীন আছে। টাকা পয়সার সংস্থান করা হয় নাই। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে দীর্ঘ ৫ মাস কি করে বাগানগুলি চলছে? উনি একজন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের মুখ্যমন্ত্রী। আমরা বিরোধী হতে পারি, কিন্তু একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে সুলভ * আচরণ কোন সময়েই কাম্য নয়। আজকে অনেক মন্ত্রী আছেন, অনেক রাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন—

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, 'বাচালতা' এটা আনপার্লামেন্টারী ওয়ার্ড।

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ এক্সপাঞ্জড। কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নপত্রের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহিন প্রশ্নের উত্তরপত্রগুলি সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNEXURES "A" & "B").

MOTION

Mr. Speaker :— I like to move a resolution on release of Nelsion Mandela, leader of the African People and of International Fame, a leader of the down trodden people. He is now in jail for the last 26 years.

গত ১৮ই জুলাই পৃথিবীর পরাধীন দেশগুলোর মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম প্রিয় নেতা, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিরোধী সরকারের অত্যাচারী শাসনের জাতাকল থেকে কৃষ্ণাংগ জনগণের মুক্তি সংগ্রামের পথিকৃৎ ও আফ্রিকার ন্যাশনেল কংগ্রেসের নেতা নেলসন মেণ্ডেলার ৭০ তম জন্মদিবস সারা বিশ্বের কোটি কোটি জনগণ গভীর শ্রদ্ধার সাথে পালন করছে।

ত্রিপুরা বিধানসভা এই কোটি কোটি জনগণের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মুক্তি সংগ্রামের এই যোদ্ধাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বিদ্বেষী আধা ফ্যাসিষ্ট সরকার সেটা দেশের স্বাধীনতাকামী শ্রমজীবি

* Expunged as ordered by the chair.

জনগণের দুর্বার স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করার লক্ষ্যে আজ ২৬ বছর যাবৎ শ্রীমেণ্ডেলাকে বিনা বিচারে কারাগারে আটক রেখেছেন, এমনকি তাঁর জন্মদিন পালনের জন্যও আফ্রিকার জনগণ আজ নির্যাতিত। দক্ষিণ আফ্রিকার এই বর্ণবিদ্বেষী সরকার জাতিসংঘের সমস্ত সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করেছেন, আফ্রিকার জনগণের মানবিক অধিকার হরণ করে নিয়েছেন, "ন্যাম" র সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করেছেন। বিভিন্ন দেশের সরকার ও জনগণ দ্বারা তারা নিন্দিত।

নেলসন মেণ্ডেলার ৭০তম জন্ম দিবসকে স্মরণে রেখে ত্রিপুরা বিধানসভা আফ্রিকান জনগণের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করছেন, শ্রীমেণ্ডেলার বিনা শর্তে মুক্তি দাবী করছেন এবং বর্ণবিদ্বেষী বোথা সরকারের বিরুদ্ধে আফ্রিকার জনগণের সংগ্রামে চূড়ান্ত বিজয় কামনা করছেন।

I feel that the House has concensus to this Resolution,

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর)ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার আমি সর্বান্তকরণে এই প্রস্তাব গ্রহণ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে এই প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকারঃ— এখন রেফারেন্স আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরীর মহোদয়ের নিকট হইতে একটি নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশের বিষয়টি পরীক্ষা নীরিক্ষার পর নোটিশটি সভায় উথ্থাপনের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়কে তাঁর নোটিশের বিষয়বস্তু সভায় উথ্থাপন করার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর):— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশের বিষয়টি হল গত ১৬-৭-৮৮ ইং বিলোনীয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েতে জয়পুর গ্রামে দুষ্কৃতকারী সমাজবিরোধী-দের হাতে ডি ওয়াই এফ কর্মী শ্রী সুধীর বিশ্বাস, দুলাল ভৌমিক সহ ৫ জন গুরুতর আহত জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হওয়া সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকারঃ— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত উল্লেখিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এখন তাঁর বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার আমি এই বিষয়টির উপর আগামী ২১-৭-১৯৮৮ ইং বক্তব্য রাখার চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২১-৭-১৯৮৮ ইং তাঁর বক্তব্য রাখবেন। আজকের কার্য্যসূচীতে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্সকেসেস) সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের বিবৃতি প্রচারের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য বিষয়গুলির প্রথমটি গত ১৩-৭-৮৮ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়-বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হল "সন্ত্রাস সৃষ্টির করার লক্ষে ৭-৭-৮৮ ইং সকাল ৮টা থেকে ৮টা ৩০মি এর সময় কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী সাধন দেবনাথকে পি, আর, বাড়ী পি, এস, এর অধীন উত্তর কৃষ্ণপুরে পরিকল্পিতভাবে খুন করে লাস গুম করে ফেলার চক্রান্ত সম্পর্কে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত ৬-৭-৮৮ ইং রাত্রে পুরান রাজবাড়ী থানাধীন উত্তর কৃষ্ণ-পুর গেরুপাড়ার বাসিন্দা গিরেন্দ্র মারাক ও বাইসন রিজার্ভের শ্রমিক সাধন দেবনাথ যখন একত্রে বসে মদ্যপান করিতেছিলেন তখন তাহাদের মধ্যে বাইসন রিজার্ভ ফরেস্টের কাছে উত্তর কৃষ্ণ-পুর লেইকে মাছ ধরার বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। পরের দিন ৭-৭-৮৮ ইং সকাল ৮ টার সময় ঐ লেইকের জলে শ্রীজয়বাসী দাস এবং শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মারাক যখন মাছ ধরিতে-ছিল তখন শ্রীসাধন দেবনাথ শ্রীগিরেন্দ্র মারাক পেছন দিক থেকে একটা দা হাতে নিয়ে শ্রীসাধন দেবনাথের কাছে আসে এবং মাছ ধরার অনুমতি চায় কিন্তু শ্রীসাধন দেবনাথ তাহাকে নিষেধ করে। তখন হঠাৎ করে শ্রীগিরেন্দ্র মারাক শ্রীসাধন দেবনাথকে দা দিয়ে মাথায় ও কাঁধে অঘাত করে ফলে শ্রীসাধন দেবনাথ রক্তাক্ত জখম হয়ে মাটিতে পরে যায় এবং ঘটনা স্থলে সাধন দেবনাথের মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগিরেন্দ্র মারাক পালিয়ে যায়। উপরিউক্ত ঘটনাটি রাধানগর নিবাসী শ্রীজয়বাসী দাসের অভিযোগ মূলে পুরাণ রাজবাড়ী থানায় ভারতীয়

দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ৪ (৭) ৮৮ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেন। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুরাণ রাজবাড়ী থানাধীন গেরুপাড়া নিবাসী শ্রীবিশু মারাক ও শ্রীতেজেন্দ্র মারাককে গত ৯-৭-৮৮ ইং তারিখে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের জবানবন্দীমূলে মৃত সাধন দেবনাথের মৃতদেহ ঘটনাস্থল থেকে উত্তর কৃষ্ণপুর দুই কিলোমিটার দূরে একটি ছড়া থেকে উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিগণকে গত ১০-৭-৮৮ ইং তারিখ মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হয়। গত ১২-৭-৮৮ ইং তারিখ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আরও এক ব্যক্তি যথা রাজনগর নিবাসী শ্রীবিমল মারাককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ১৩-৭-৮৮ ইং মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন।

গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা সকলেই সি, পি, আই (এম) দলের সমর্থক এবং মৃত সাধন দেবনাথ প্রথম সি, পি, আই (এম) দলের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি কংগ্রেস (ই) তে যোগদান করেন।

ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন, স্যার, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেখানকার সি, পি, আই (এম) দলের মাতব্বররা এই লেইকের সম্পদ ভোগ করতো এবং পরবর্তী পরিস্থিতিতে সাধন দেবনাথ বাধা দেওয়ায় তাকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। ৮ তারিখে খুন করা হয়েছে এবং সেই লাশ ৯ তারিখে যুব কংগ্রেস কর্মীরা অনেক চেষ্টার পর উদ্ধার করে। এখন সাধন দেবনাথের স্ত্রী ছায়া দেবনাথকেও ভয় ভীতি দেখানো হচ্ছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশু মারাক, বিমল মারাক ওরা প্রত্যেকেই সি, পি, আই, (এম) দলের সমর্থক। আমি আগেই বলেছি। এই ঘটনার একটি মোকদ্দমা নথিভুক্ত হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত চলছে। মাছ ধরার ব্যাপার নিয়ে এই ঝগড়া হয়েছে। সি, পি, আই (এম) দলের কিছু লোক এই লেইক থেকে জোর করে মাছ ধরতো। এখন সাধন দেবনাথের স্ত্রীকে যদি কোন ভয় ভীতি দেখানো হয় সেটা যেন থানায় জানানো হয়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ):— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, সাধন দেবনাথ তিনি কোন সময়েই কংগ্রেস (ই) দলের লোক নয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই তথ্য জানাবেন কি যে এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে কংগ্রেস (ই) দল এই উপজাতি বেল্টে যেখানে ২০টি গারো পরিবার

আছে তাদের বাড়ীতে ঢুকে লুঠপাট করছে ? মেয়েদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করছে। ফলে অধিকাংশ এই উপজাতি পরিবারের লোকজন বনে জংগলে গিয়ে আত্মগোপন করছে এবং কিছু কিছু বাড়ী ঘর ছেড়ে চলে এসেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— এই এলাকার কোন গারো পরিবার এলাকা ছেড়ে চলে আসেন নি। সাধন দেবনাথ কংগ্রেস (ই) দলে যোগদান করেছিলেন। সি, পি, আই (এম) দলের লোকেরা মাছ চুরি করতো। এই মাছ চুরি ব্যাপার নিয়ে এই ঘটনা ঘটে। উপজাতি বলে চিৎকার করে এখন ত্রিপুরাতে দাংগা বাঁধানো যাবে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, বর্ণমালা দেববর্মা একজন উপজাতি মহিলাকে কং (ই) লোকেরা জোর করে ধরে এনে কোর্টে হাজির করে। এবং তাকে দিয়ে জোর করে বলাতে চেষ্টা করা হয়। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা বীরেন্দ্র দেবনাথ এবং সমীর ব্যানার্জী বন্দুক তৈরী করে তাকে দেয়। কিন্তু, বর্ণমালা দেববর্মা কোর্টে জোরের সাথে বলে, আমাকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলাতে চেষ্টা করাচ্ছে, কংগ্রেস (আই) এর লোকেরা বীরেন্দ্র দেবনাথ কিংবা সমীর ব্যানার্জী আমাকে বন্দুক দেয়নি। কিংবা আমাদের গ্রামে বন্দুক তৈরী হয় না। স্যার, মিথ্যা মামলা তৈরী করে সমগ্র এলাকার মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, ঐ এলাকার লোকেরা বেশীর ভাগ বামফ্রন্টকে ভোট দিয়েছিল। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় নিজে উদ্যোগী হয়েছেন তাদের উপর সন্ত্রাস করার জন্য এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী):— মাননীয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে যে বিষয়ের উপর স্টেটমেন্ট দিতে বলা হয়েছে তা আমি দিয়েছি। এই প্রশ্ন এটার সঙ্গে জড়িত নয়। কাজেই আমি উত্তর দিতে পারছি না। যদি বর্ণমালা সম্পর্কে আলাদা ভাবে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে আমি উত্তর দেব।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয়, মন্ত্রী মহোদয় এর কাছে এ তথ্য আছে কিনা যে, রাজনগর এর প্রাক্তন প্রধান সি, পি, এম এর সমীর ব্যানার্জী, এবং রাধানগরের প্রাক্তন প্রধান

সেই কুখ্যাত বীরেন্দ্র দেবনাথ উত্তর কৃষ্ণপুরের সাধন দেবনাথ ও লালমতি খাতুনকে খুন করার জন্য পরিকল্পিতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মনীন্দ্র মারাকের কাছে একটি দেশী বন্দুক পাওয়া যায়। সে বি. এস, এফ, এর কাছে স্বীকার করে, এই বন্দুক সি, পি, এম, নেতা বীরেন্দ্র দেবনাথ তাকে সরবরাহ করে। বি, এস, এফ, রা নিজেরা চিন্তা করছে, এই বন্দুকের ব্যারেল এখানে তৈরী হয় না। কাজেই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে অঞ্চলে বন্দুক সরবরাহের চেষ্টা করা হচ্ছে দাঙ্গা বাধানোর জন্য। এটা সত্যি কিনা।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান চেয়েছেন, ঘটনা সত্যি তথাপি আলাদা প্রশ্ন না করলে উত্তর দেব না।

শ্রীবকুল দাস :— এই সাধন দেবনাথ বরাবরই আমাদের লোক ছিল। এর আগেও শচীন্দ্র ত্রিপুরাকে খুন করা হয়েছিল সেও আমাদেরই লোক ছিল। আমরা জানি স্যার, ওরা আমাদের লোক। আমার সঙ্গে কাজ করছে। সমীর বাবু বলেছেন, খুন হবে সি, পি, আই, (এম) এর লোক, সাক্ষী হবে. সি পি. আই, (এম) এর লোক, আসামী হবে, সি. পি, আই, (এম) এর লোক। মিথ্যা মামলা সাজিয়ে আমাদের লোককে খুন করা হচ্ছে। এটা সমীর বাবুর পরিকল্পনা, খুন হবে, সি, পি. আই (এম), সাক্ষী হবে, সি. পি, আই, (এম), আসামী হবে সি. পি. আই. (এম)। এই ভাবে সি, পি, আই (এম)কে নিঃস্ব করা হবে। স্যার, ঐখানে ৭টা সীটের মধ্যে ৬টা সীট পেয়েছি বামফন্ট। কাজেই, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে. সি. পি, আই, (এম)কে উৎখাত করার জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিজের ঘরে বসে এই পরিকল্পনা করছেন কিনা তা মাননীয়, মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষামুখ) : — পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান সার, বিলোনীয়া শহরে কি চলছে তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত এই ঘটনা। অভিযোগকারিনি থানায় গিয়ে কোন বিচার পান নি। তার এফ, আই, আর থানা নিতে অস্বীকার করায় তিনি আদালতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই ধরণের অসংখ্য ঘটনা বিলোনীয়া শহরে ঘটছে। কিছু দিন আগে আমি এই বিধানসভায় প্রস্তাব দিয়েছিলাম। একটা কমিটি গঠন করে বিলোনীয়া শহরে কংগ্রেস (আই) কি ধরণের সন্ত্রাস চালাচ্ছে তদন্ত করে বিধানসভায় রিপোর্ট রাখার জন্য। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীরা সে সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা, যাদের নামে মামলা করা হয়েছে দীপক মল্ল. রনজিৎ দত্ত, লেতু মিয়া ঘটনার পরের দিন বিশু ঘোষ এবং কেশব ঘোষের বাড়ীতে

যায়। এই গ্যাং স্টাফ দীপক মল্ল, লেতু মিঞা, রনজিৎ দত্ত এর আগেও সেখানে পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীদাম সূত্রধরের বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। সংসদ সদস্য শ্রী নারায়ন কর এবং ক্ষেত্র মজুমদার ইউনিয়নের কর্মী নারায়ন রায়কে আক্রমন করে। এবং সুনির্দিষ্ট অভিযোগে তাদের নামে মামলা ও দায়ের করা হয়েছে। এই গ্যাং স্টাফের একজন লেতু মিঞা সেখানে আমিনা খাতুনের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য জোর করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং পুলিশের ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের ফলে তারা সে কাজ করতে পারে নি। এই গ্যাং স্টাফের লোক কালা মিঞা ২০০০ টাকা, ঝন্টু ভৌমিক ৪০০ টাকা, মানিক ভৌমিক ৫০০ টাকা, কেশব ঘোষ ৫০০ টাকা, নারায়ন রায় ৩৫০ টাকা, কৃষ্ণ পাল ৫০০ টাকা মন্টু ভৌমিক ৫০০ টাকা, গোপাল দেবনাথ ৩৫০ টাকা তাদেরকে আদালত থেকে জরিমানা করা হয় এবং তারা সে টাকা দিতে বাধ্য হয়েছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী):— স্যার, তাহলে আমাকে বলতে হচ্ছে গত ২-৭-৮৮ ইং তারিখ অনুমান দুপুর বারটার সময় কেশব ঘোষের বিরুদ্ধে কংগ্রেস (ই) এর সমর্থক বলিয়া পরিচিত শ্রীদীপ মল্লকে মারধর করার অভিযোগ বিশালগড় থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৫ ধারায় ২ (৭) ৮৮ নং মোকদ্দমা পুলিশ নথিভুক্ত করেন। ঐ মোকদ্দমার সংস্রবে শ্রীকেশব ঘোষকে পুলিশ গত ৪-৭-৮৮ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করেন এবং ৫-৭-৮৮ ইং তারিখ তাহাকে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হয়। ঐ দিনই তিনি আদালত হইতে জামিনে মুক্তি পান। ঐ মোকদ্দমার তদন্ত চলিতেছে। আপনারা এই ভাবে রাজ্যের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছেন কিন্তু এই চেষ্টা কোন অবস্থাতেই সফল হবে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী:— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অসত্য তথ্য দিচ্ছেন কারণ কেশব ঘোষের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে এরেষ্ট করা হয়েছে তাই তার ৭০ বছরের বৃদ্ধা মাতা এজাহার দেবার জন্য থানায় গিয়েছেন কিন্তু থানায় সেটা নথিভুক্ত করা হয়নি সেটা তদন্ত করা হবে কিনা এই সমস্ত খবর মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী):— স্যার, আগেই বলছি কেশব ঘোষকে এরেষ্ট করে ঐ দিনই তাকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং মোকদ্দমাও দায়ের করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রমাণের অভাবে কাহাকেও এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই কিন্তু পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাইয়া যাইতেছেন।

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, আমার একটি মাত্র প্রশ্ন যাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে এবং পুলিশ তদন্ত করছেন সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ঐ বাড়ীতে নিয়ে তদন্ত করা এটা কি ধরণের তদন্ত মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলুন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— তদন্তকালে শ্রীকেশব ঘোষের মাতা এবং শ্যামলিকা কর ঘোষ দুস্কৃতিকারীদের দ্বারা আহত হইয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এমন কি তাহারা কোন হাসপাতালেও যান নাই আদালতে যান নাই। কাজেই এইজন্য নির্দোষ লোককে গ্রেপ্তার করার কোন প্রশ্নই উঠেনা। তদন্ত চলছে। আইন অনুযায়ীই তদন্ত চলছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা গত ৪ তারিখে আবাংতড়া বাজারের ঘটনায় দীপক মল্ল এবং তার সহযোগীকে কিডন্যাপ করে নিয়ে মারার যে চক্রান্ত, সেই চক্রান্তকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই ঐ কেশব ঘোষের বাড়ীর ঘটনা সাজানো হয়েছে এবং সেখানে দেখা যায় সদানন্দ ত্রিপুরা এবং সতীনন্দ ত্রিপুরা তারা সারানডারকৃত ডাকাত। আমরা শুনেছি সারানডারকৃত টি, এন, ভির কথা। ডাকাতি করে সারানডার করে প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রীর কাছে এ, ডি সির নির্বাচনের আগে এই লোকগুলি লাল ফোটা দিয়ে বন্দুক নিয়ে। লোকগুলি ঐ জায়গায় তনং রাবার বাগানের টাকা পয়সা লুট করেছিল। সদানন্দ ত্রিপুরা বিগত কিছুদিন আগে ধর্ষনের অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। নির্বচনের আগে কৃষিমন্ত্রী, সেখানকার শ্রীদাম সূত্রধর তাদের গৌহাটি হাইকোর্ট থেকে জামিনে নিয়ে আসেন। তাদের অবস্থা বেশী ভাল না। পঞ্চায়েত থেকে তাদের সাহায্য দেওয়া হত। তার পরিবার সাহায্যের দ্বারা চলত। এই যে ঘটনা কেশব ঘোষের বাড়ীর, এইটা কংগ্রেস কর্মীদের নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ লোকই জানে ওদের মার্ডার এর ব্যাপার, ওদের দাঙ্গা লাগানোর ব্যাপার, নির্দোষ লোককে হাজতে নেওয়ার ব্যাপার। এখন আমাদের বিভিন্ন কেইস পর্যালোচনা করার জন্য একটা কমিটি গঠন করা হচ্ছে। এই কেইসটি তদন্ত হচ্ছে। এর বেশী কিছু বলার নাই।

শ্রীরসিক লাল রায় (সোনামুড়া) :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা ১৯৮৩-৮৫ সনে বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত সি, পি, আই, এম সমর্থিত নেতা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হত সেই সময় অভিযোগভুক্ত আসামীদের পুলিশ গাড়ী নিয়ে সেই সমস্ত কর্মীদের নিয়ে তদন্ত করতে যেত। এইটা মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষই এই জিনিসটা জানে। কাজেই এইটা আমার বলার অপেক্ষা রাখেনা।

মিঃ স্পীকারঃ— উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি গত ১৫ | ৭ | ৮৮ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত বিষয় বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— গত ৯ | ৭ | ৮৮ইং তারিখে কিল্লা থানাধীন (উদয়পুর) ওয়ারেং বাড়ীর নিবাসী শ্রীকৃষ্ণহরি জমাতিয়াকে (২৬) কিল্লা থানার কর্মরত পুলিশ কর্তৃক প্রহৃত হইয়া আহত হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আমি কোন ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত নই। তবে যদি কেউ গুণ্ডামি করে তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছি। স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় তো মারিং এর হেডমাষ্টার। উনারা একদিকে যেমন মারিং এ এক্সপার্ট তেমনি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষদের শান্তিতে মরার অধিকারটুকুও উনারা কেড়ে নিয়েছেন এই সমস্ত গুণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমরা নেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ১৩ | ৭ | ৮৮ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্ন উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো—

"গত ৫ই জুলাই বিলোনীয়া মহকুমা'র মধ্য পিলাক পঞ্চায়েতের কেশব ঘোষ ও বিশু ঘোষের বাড়ীতে রাত্রিতে একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক লুটপাট এবং হামলা করে শ্রীমতি স্নেহলতা ঘোষ, মিনু বালা ঘোষ এবং বর্ণা ঘোষকে আহত করার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত উল্লেখ্য বিষয়ের উপর বিবৃতি দিচ্ছি—

শ্রীবিশু ঘোষের বাড়ীতে একদল দুস্কৃতকারী দ্বারা হামলা এবং লিলু ঘোষের আহত হওয়ার কোন সংবাদ পুলিশের নিকট নাই।

তবে গত ৭।৭।৮৮ ইং অনুমান সন্ধ্যা ৬-০৫ মিঃ এর সময় বিলোনীয়া থানাধীন মধ্য পিলাকের বাসিন্দা শ্রীকেশব ঘোষ পিতা মৃত দীনবন্ধু ঘোষ-এর একটি অভিযোগ পত্র বিলোনিয়া সাবডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের মারফত বিলোনীয়া থানায় আসে। ইহার মর্মার্থ হইল এই যে, গত ৫।৭।৮৮ ইং তারিখ অনুমান ৮ঘটিকার সময় বিলোনীয়া থানাধীন মধ্য পিলাক ও হিচাইছড়ার বাসিন্দা দীপক মল্ল, রিপু মল্ল, বাদল মল্ল, বিমল রাজধন মল্ল, রনজিং দত্ত, সেতু মিয়া, সাধন ভৌমিক এবং ১০।১৫ জনের একটি দল শ্রীকেশব ঘোষের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং সোনার জিনিষ, বাসনপত্র, কাপরচোপড়, হাঁস, মুরগী, ধান ইত্যাদি চুরি করিয়া নিয়া যায়। যার অনুমানিক মূল্য প্রায় তের হাজার নয়শত পঞ্চাশ টাকা হবে।

উপরোক্ত ঘটনা গত ৭।৭।৮৮ ইং তারিখ ৬-০৫ মিঃ এর সময় ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮, ১৪৯ ৪৪৮, ৩২৩, ৩৭৯ ধারায় ৮(৭) ৮৮ নং মোকদ্দমা বিলোনীয়া থানায় নথিভুক্ত করিয়া পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে পুলিশ অভিযোগকারী শ্রীকেশব ঘোষের মাতার এবং শালিকা বর্না ঘোষের কাছে জানতে পারেন যে, গত ৫।৭।৮৮ ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকার সময় কিছু দুস্কৃতকারী তাহাদের ঘরের দরজা ধাক্কা দেয়। কিন্তু তাহারা ঘরের দরজা খোলেন নাই এবং পরবর্তী সময়ে যখন শ্রীকেশব ঘোষের দরজার বাহিরে আসেন। তখন দেখিতে পান যে অন্য একটি খোলা ঘর হইতে একটি মোরগ ও একটি মুরগী অপরিচিত কিছু লোক লইয়া যাইতেছে। শ্রীকেশব ঘোষের বাড়ীর পাশাপাশি বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, ঐ রাত্রে তাহারা কোন প্রকার গোলমাল বা চিংকার চেঁচামেচি শুনিতে পান নাই। তদন্তে প্রকাশ পায় অভিযোগকারী শ্রী কেশব ঘোষ ঘটনার সময় বাড়ীতে ছিলেন না।

তদন্তকালে শ্রীকেশব ঘোষের মাতা এবং শালিকা বর্না ঘোষ দুস্কৃতকারীদের দ্বারা আহত হইয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এমন কি তাহারা কোন হাসপাতাল হইতেও চিকিৎসিত হন নাই।

প্রয়োজনীয় প্রমাণের অভাবে কাহাকেও এখন পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাইয়া যাইতেছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত ৯।৭।৮৮ইং তারিখে কিল্লা থানাধীন (উদয়পুর) ওয়ারুং বাড়ীর নিবাসী শ্রীকৃষ্ণহরি জমাতিয়া (২৬) কিল্লা থানায় কর্ম-রত পুলিশ কর্তৃক প্রহৃত হইয়া আহত হওয়া সম্পর্কে।

গত ৯।৭।৮৮ ইং তারিখ রাত্রি অনুমান ১১।৫৫, ১২ টার সময় কিল্লা থানার কর্ম-রত পুলিশ উদয়পুর মহকুমায় কিল্লা থানাধীন উয়ারুং বাড়ী সাকিনের শ্রীকৃষ্ণহরি জমাতিয়া, পিতা শ্রীমুকুন্দ জমাতিয়াকে কিল্লা থানার সামনে রাস্তায় মদমত্ত অবস্থায় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার কারণে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার করে ঐ দিন রাত্রিবেলা থানায় আটক করে রাখে। যাহাতে সে কোন ধর্তব্য অপরাধ সংঘটিত করিতে না পারে। এবং পরদিন অর্থাৎ ১০।৭।৮৮ইং সকাল মদের নেশা মুক্ত হইলে ৮-১৫ মিঃ এর সময় উপযুক্ত জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

কৃষ্ণহরি জমাতিয়াকে গত ৯।৭।৮৮ইং তারিখ থানায় আটক থাকা কালীন কোন প্রহার করে আহত করা হয় নাই। এমন কি ঐ ব্যাপারে কেহ কোন প্রকার অভিযোগও দায়ের করেন নাই।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের (রেফারেন্স কেসেস) চতুর্থটি গত ১৯।৭।৮৮ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের স্বীকৃত ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া সম্পর্কে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সার্ভিস রুলস্ নতুন করে এখনও ত্রিপুরায় চালু করা হয়নি। তবে পুলিশ অফিসার, জেল কর্মীদের জন্য আচরণ বিধি হিসাবে সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিস কনডাক্ট রুলস্ ১৯৬৪ অনেক দিন আগে থেকে ত্রিপুরায় চালু আছে।

তাছাড়া সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিস রুলস্ ক্ল্যাসিফিকেশন কনট্রোল এণ্ড এপিভ্ড্ রুলস্ ১৯৬৫

এবং সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিস পেনসন রুলস্ ১৯৭২ অনেক আগে থেকেই ত্রিপুরাতে চালু রয়েছে। বর্তমান মন্ত্রীসভা ত্রিপুরা সার্ভিস ডিউটিজ, রাইটস্ এণ্ড অবলিগেসন অব দ্যা গভার্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ রুলস্ ১৯৮২ এর পরিবর্তে ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস রুলস্ ১৯৮৮ চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারণ উক্ত ১৯৮২ ইং সালের প্রবর্তিত আচরণ বিধি অনেক ত্রুটিপূর্ণ ছিল। যেমন ১লা এপ্রিল ১৯৮৩ ইং তারিখের পূর্বে কৃত কোন অপরাধের জন্য সরকারী কর্মচারীদের উক্ত আইনের আওতায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। (২) সরকারী কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যদের উপার্জ্জিত অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নাম দিয়ে সরকারের অগোচরে অবৈধভাবে ধন সম্পত্তি সঞ্চয়ের সুযোগ ছিল। (৩) ১৯৮২ ইং তারিখে প্রবর্তিত সরকারী কর্মচারীদের আচরণ বিধিতে কোন রাজনৈতিক দল ইত্যাদিকে চাঁদা প্রদান না করে রাজনীতি হইতে কর্মচারীদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না। (৪) সরকারী কর্মচারীদের স্বামী বা স্ত্রীর স্থিতাবস্থায় দ্বিতীয়বার বিবাহ নিষিদ্ধ করে যে নিয়ম ১৯৮২ ইং সালে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল তাও ছিল ত্রুটিপূর্ণ।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস ডিউটিজ এণ্ড রাইটস্ চালু করে কর্মচারীদের সমিতি করা, সংগঠন করার অধিকার বা আন্দোলন করার অধিকার, ধর্মঘট করার অধিকার এর স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সেটাকে কেন বাতিল করা হলো ? এবং বর্তমানে যে সিভিল সার্ভিস রুলস্ চালু করছেন সেটাতে কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার স্বীকৃত কি না ? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— সম্প্রতি মন্ত্রীসভা ত্রিপুরা সার্ভিসেস রাইট ডিউটি অবলিগেশান অব গভর্ণমেন্ট কণ্ডাক্ট রুলস্ চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সেই আইনটা ত্রুটিপূর্ণ ছিল বলে এখানে সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিসেস রুলস্টা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর) :— কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার আছে কিনা, রুলসে যেটা ওরা তৈরী করছেন নাকি কেড়ে নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— সেটা যথা সময়েই জানা যাবে।

মিঃ স্পীকার :— নো মোর সাপ্লিমেন্টারী ইজ এলাউড।

মিঃ স্পীকার :— আজ আমি মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহাশয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

বিগত বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস (আই) ও টি. ইউ, জে, এস, তাদের স্ব স্ব নির্বাচনী ইস্তাহারে ও, বি. সি, ভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিমূলে ত্রিপুরা রাজ্যে মণ্ডল কমিশন রিপোর্ট কার্যকর করা সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মহাশয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন সেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (উপজাতি কল্যান মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজই এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দিচ্ছি।

ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত "ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কমিশন" বা মণ্ডল কমিশন ১৯৮০ইং সনের ডিসেম্বর মাসে তার রিপোর্ট ভারত সরকারের নিকট পেশ করে। কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখিত সুপারিশগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :—

১) কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের অধীন সকল প্রকার সরকারী চাকুরীতে এবং সকল প্রকার কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ২৭ পারসেন্ট ভাগ সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা।

(২) অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের সমতুল্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পশ্চাদপদ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য ও, বি, সি, অধ্যুষিত বিশেষ বিশেষ এলাকায় শিক্ষামূলক সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ করা।

(৩) ও, বি, সি, ভুক্ত গ্রামীন কারিগরদের জন্য ভর্তুকী সহ বিশেষ ঋন দানের ব্যবস্থা করা যাতে তারা ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

(৪) ও, বি, সি, ভুক্ত ক্ষুদ্র চাষী, কৃষি শ্রমিক এবং গ্রামীণ কারিগর সমূহের স্বার্থে ভূমি সংস্কার আইনের উপযুক্ত সংশোধন করা।

(৫) তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের জন্য যেভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাদি গ্রহণ করা হয় ঠিক সেভাবে ও, বি, সি, ভুক্ত সম্প্রদায়গুলির জন্যও যাতে ঠিক সেভাবে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাদি গ্রহণ করা হয় এবং এ খাতে ব্যয় নির্বাহের জন্য যেন কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সংস্থান করেন।

এটা ঠিক যে, মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য মুখ্য ভূমিকা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের। তবে বিভিন্ন স্থানীয় সমস্যা এবং অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে ভিন্ন ভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে হতে পারে।

বিগত বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকা কালীন সময়ে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি সম্পর্কে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বর্তমান কংগ্রেস (আই) ও টি. ইউ. জে. এস. সরকার ক্ষমতায় আসার পর মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিচার বিবেচনা করছেন। ঐ সম্পর্কে রাজ্য সরকার বিগত ১২/৬/৮৮ইং তারিখে ভারত সরকারের নিকট একটি চিঠি লিখে ও, বি, সি, সম্বন্ধীয় মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকরী করার বিষয়ে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত জানতে চেয়েছেন। এছাড়া এ চিঠিতে আরও জানতে চাওয়া হয়েছে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য অন্য কোনও রাজ্য সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কিনা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকলে সে পদক্ষেপগুলির প্রকৃত রূপরেখা কি। এ চিঠির উত্তর এখনও পাওয়া যায় নি।

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর জন্য সুপারিশকৃত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে বর্তমান সরকার নীতিগতভাবে ইচ্ছুক। তবে এ উদ্দেশ্যে বিশেষ কেন্দ্রীয় অনুদানের প্রয়োজন হবে। কিন্তু মণ্ডল কমিশন কৃত শতকরা ২৭ ভাগ সংরক্ষন ত্রিপুরায় চালু করার ক্ষেত্রে কোনও অন্তরায় আছে কিনা তা সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। কেননা তফশিলী উপজাতি, তফশিলী জাতি, দৈহিকভাবে পঙ্গু এবং প্রাক্তন সৈনিকদের জন্য সর্বমোট শতকরা ৪৮ ভাগ সংরক্ষন ব্যবস্থা বর্তমানে আমাদের রাজ্যে চালু আছে। এই সংরক্ষন ব্যবস্থা হয়ত ৫০ ভাগের বেশী নাও হতে পারে। মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন রায়ের পরিপেক্ষিতে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টেই এটা উল্লেখ করা আছে যে, সংবিধানের ১৫(৪) নং এবং ১৬(৪) নং ধারার বিধান মতে সর্বমোট সংরক্ষণ শতকরা ৫০ ভাগের বেশী হতে পারবে না। সুতরাং সংরক্ষণের এ বিষয়টি রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয়

সরকারের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে অন্যান্য পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের প্রতি রাজ্য সরকার সহানুভূতিশীল এবং কিভাবে তাদেরকে সাহায্য করা যায় তা সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীদিলীপ সরকার (খাবারঘাট) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি গত ৮২ ইং সালে ২৩শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় থেকে এক পত্রে রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল ও, বি, সি, র জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল এটা জানাবেন কি?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, তখন কেন্দ্রীয় সরকার মণ্ডল কমিশন সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যের মতামত চাওয়া হয়েছিল এবং বিগত বামফ্রন্ট সরকার এই সম্পর্কে সুপরিকল্পিত ভাবে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন নাই।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের রায় আছে যে এস, টি., এস, সি, এবং সৈনিকদের জন্য ৫০ ভাগ দেওয়া হয়েছে। এবং মাননীয় মন্ত্রী জানেন কি না যে, রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলে আমাদের ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির জন্য সুযোগ সুবিধা দিতে পারেন। তার প্রমাণ তামিলনাড়ু সরকার ৫৮ ভাগ কর্নাটক সরকার ৯২ ভাগ এবং কেরলে ৫০ ভাগ রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে দিয়েছেন। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে বলেছেন যে, রাজ্য সরকার মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট কার্যকারী করার জন্য রিপোর্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন আমরা কতদিনের মধ্যে আশা করতে পারি যে, রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ নিয়ে বিগত সরকার বহু জল ঘোলা করেছেন, রাজনীতি করেছেন। তার জন্য ঐ সরকারের দায়িত্ব নেই। এবং সেই সময় যারা আন্দোলন করেছিলেন এটাকে চালু করার জন্য সেই সময় কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, দলও তাদের সঙ্গে ছিল। কিন্তু তখন বিগত সরকার তাদের উপর অনেক অত্যাচার করেছেন। তদের উপর লাঠি পেটা করেছেন সেই সরকার সেটাকে কার্য্যকরী করতে কোন উদ্যোগ নেন নাই। বরং সেই সময় তাদের বিরোধিতা করেছেন। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হচ্ছে যেহেতু এটা সুপ্রীম কোর্টের রায়। সেজন্য এটাকে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সংগেও আমরা যোগাযোগ রাখছি এবং রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ নেবেন উপযুক্ত সময়ে।

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না যে, মণ্ডল কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত কমিশন। ভারত সরকারের আইন অনুযায়ী কমিশনের রিপোর্টের উপর প্রথমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। গত কয়েকদিন আগে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার কখনও এই কথা ঘোষণা করেন নি যে তারা মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করেছেন। এইবার পার্লামেন্ট ঘোষণা করেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার মণ্ডল কমিশনের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেবেননা। তারপরে কেন্দ্রীয় সরকার বলছে যে, রাজ্য সরকারগুলির সমস্যা দূর করতে পারেন। প্রথমে কথা হল কেন্দ্রীয় সরকার এত বড় একটা সেনসেটিভ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশের সমস্যা থেকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন রাজ্য সরকার-গুলির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে। রাজ্য সরকারগুলির উপরে আছে সুপ্রীম কোর্টের রুলিং। যে কোন অবস্থাতেই একটা রাজ্যের ৫০ পার্সেন্টের উপর হতে পারবে না। এখন রাজ্য সরকার এই রিপোর্টকে কার্য্যকরী করতে গেলে সুপ্রীম কোর্টের রুলিংকে ভাইয়লেট করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বও যদি মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট কার্য্যকরী করতে হয় তাহলে সমস্ত ব্যয়ভার রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে। এটা সম্ভব কিনা? পুরো দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে। তাই চিঠি চালা চালির বক্তৃতাতে কিছু হবে না এবং এর ফলটা হবে অশ্বডিম্ব।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের উপনেতা বলেছেন যে, এটা ভারত সরকারের কমিশন ভারত সরকার কার্য্যকরী করার ক্ষমতা রাখে। এটা তিনি জানেন যে, এটা ম্যানডেটরি নয়, এটাকে রিকমেণ্ডশন করতে পারে মাত্র। আমরা কোন রাজ্যের কথা বলছি না, এই রাজ্যের কথাই বলছি বিগত দশ বছরে ও, বি, সির আন্দোলনকে ওরা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলে এসেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার কি কি করতে পারেন মতামত দিয়েছেন। কিন্তু ওরা কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে পারে নি। আরেক জায়গায় দশরথবাবু নিজেই বলেছেন যে, নীতিগতভাবে তারা স্বীকার করেন। আমরা কোনটা বিশ্বাস করি! যেহেতু ও, বি, সির আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলা হয়েছিল। তারা কিছু করে যাননি। কিন্তু আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সংবিধানে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া আছে সেটা আমরা দেব। আর সংবিধান যদি বাধা না করে তাহলে এস, টি, এবং এস, সি যেভাবে দেওয়া হচ্ছে সেই ভাবে দেওয়ার জন্য আমরা উদ্যোগ নেব। তার জন্য টাকার দরকার হলে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব। বামফ্রন্ট সরকারের মত এটাকে সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল বলে বর্তমান সরকার রাজনীতি করবেন না। খোলাখোলিভাবে মনের ভিতর থেকে এই ব্যাপারে কোন

ফাঁকি বা ঝুঁকি প্রতারণা করা হবে না। আমরা এই সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, আগেকার সরকার যারা ও, বি, সি, অন্তর্ভুক্ত পিছনে পড়া জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দাবী মেনে নিয়ে তাদের জন্য টি, আই, ডি, সি তে টাকা দিয়েছিল এবং তাদের জন্য কেটাগরিকেলী স্কীম করেছিল, ব্লকে কমিটি করা হয়েছিল সেই স্কীমগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেই ও, বি, সি, তে অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত পিছনে পড়া কারিগর ইত্যাদি রয়েছে তাদের একটা আর্থিক সাহায্য করার ব্যবস্থা সেটা চালু থাকবে কিনা?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বুঝতে পারি না উনি কি নূতন কথা বলেছেন। কারণ যেখানে এই সভাও জানে ওরা ও, বি, সি'র আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক বলেছেন। এর চূড়ান্ত বিরোধিতা করেছেন। আর এখন বলছেন উনি এদের জন্য অনেক কিছু করেছেন।

শ্রীঅনিল সরকার (প্রতাপগড়) পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, যারা ও, বি, সি'র অন্তর্ভুক্ত কর্মকার, কুম্ভকার, তাঁতী তাদের জন্য ১০ হাজার টাকার স্কীমে প্রত্যেক ব্লক এবং নোটিফায়েড এরিয়াতে আলাদা স্থান এস, টি এবং এস, সি ওদের জন্য অনেক স্কীম করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১৮৮৪টি কেইস স্যাংশনও দেওয়া হয়েছিল এবং বগাফা ব্লকে টাকাও স্যাংশন করা হয়েছিল। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে, আই, ডি, সি, আই এর আপত্তি আছে এবং সেই জন্য দেওয়া হচ্ছে না। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে ও, বি, সি'র প্রতি তারা খুব সহানুভূতিশীল এবং উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গে আন্দোলন করেছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ও, বি, সি'র অন্তর্ভুক্ত কামার, কুম্ভকার ইত্যাদি এদের জন্য যে স্কীম করা হয়েছিল সেগুলি উইদড্র করা হচ্ছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, ও, বি, সি, আন্দোলন যখন হয়, তখন তাঁরা এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। আসল কথা হচ্ছে, ইলেকশনের আগে কিছু টাকা পাইয়ে দেবার লোভ করেছিলেন যা নিয়ম বহির্ভূত। আমরা কখনো একথা বলিনি যে, ও, বি, সি, আন্দোলন মেনে নিইনি আমরা বলছি, আমরা সহানুভূতিশীল, আমরা যোগাযোগ করব। মাননীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মহোদয় পরিষ্কার ভাবেই বলছেন, কতকগুলি সাংবিধানিক ব্যাপার স্যাপার আছে, সুপ্রিম কোর্টের রুলিং আছে। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে, বাকী অংশও পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে, আমরা করব বলে মেনে নিলাম, আমরা

সহানুভূতিশীল। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা নেব।

শ্রীদশরথ দেব :— বাবা বসুন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর এই রকম জবাব দিয়েছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী) যে দল ও, বি, সি, আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক বলতে পারে, তাঁদের মুখে এ কথা সাজে না। সরকার বলছেন, সত্যিকারের যাদের দরকার আছে তাদের দিকটি নিশ্চয়ই আমরা দেখব। কিন্তু, অনিল বাবু ভোটের জন্য বলছেন এটা হতে পারে না। অবশ্য তা খুব বলতে পারেন। আমাদের কথা হল, যাদের প্রয়োজন আছে, আমরা প্রথম থেকেই তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এখনও আছি, পরেও থাকব। আমরা আপনাদের মত নই যে, প্রথম বলব, সাম্প্রদায়িক, পরে মায়া কান্না কাঁদব। তাদের জন্য বিভিন্ন স্কীম তৈরী করব।

মিঃ স্পীকার :— এই হাউস বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রহিল।

AFTER RECESS AT 2 M. P.

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— স্যার ও, বি, সি সম্পর্কে যে আলোচনা বিরেসের আগে চলছিল সে সম্পর্কে আমাকে একটা পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন করার সুযোগ দিন।

পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, আমরা দেখছি মণ্ডল কমিশন তাঁর রিপোর্টে ১৩৪টি সম্প্রদায়কে ও, বি, সি, ভুক্ত করেছেন। কাজেই রাজ্য সরকারের কাছে আমার আবেদন থাকবে কোন্ কোন সম্প্রদায়কে রাজ্য সরকার ও, বি, সি, হিসাবে চিহ্নিত করবেন? এবং চিহ্নিত করা হলে তাদের জন্য একটা কমিশন গঠন করে লোক সংখ্যা অনুপাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি চিন্তা ভাবনা নিয়েছেন? আরেকটা কথা হচ্ছে বিগত সরকারের আমলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলেই পারেন না কিন্তু আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার তফসিলী ভুক্ত সম্প্রদায় হিসাবে যাদেরকে চিহ্নিত করছেন, বিগত সরকার আরও কয়েকটি সম্প্রদায়কে তফসিলী ভুক্ত সম্প্রদায়ের মত অর্থনৈতিক সুযোগ দিয়েছেন। এই হিসাবে রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলেই এই ব্যবস্থাটিকে নিতে পারেন কিনা; এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার মতামত ঘোষণা করবেন কিনা। আমরা দেখেছি রাজ্য সরকার মন্ত্রীসভাতে সিদ্ধান্ত নিয়ে অতিরিক্ত কিছু দিতে পারেন। আজকে ভারতবর্ষে সব কয়টা রাজ্যে পিছিয়ে পড়া ও, বি, সি, ভুক্ত সম্প্রদায়দের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। কাজেই, রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে কি চিন্তা ভাবনা নিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলি কি কি সুযোগ দিয়েছেন সে ব্যাপারে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সেগুলি আসলে পরে রাজ্য সরকারকে যদি কোন কমিটি গঠন করতে হয় তাহলে সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা নেবেন।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৩০ ভাগের উপর নাথ সম্প্রদায় আছে। কিন্তু চাকুরী, শিক্ষা ক্ষেত্রে শতকরা ৫ ভাগও তাদের প্রতিনিধি নাই। এটা ঠিক কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার, এ সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রীরতন ঘোষ (খয়েরপুর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, ও, বি, সি, জাতীয় সম্প্রদায়ের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল। যদিও বামফ্রন্ট সরকার ও, বি, সি সম্প্রদায়কে সাম্প্রদায়িক আখ্যায় আখ্যায়িত করেছিলেন। ভারতবর্ষে এই সমস্ত বেকওয়ার্ড ক্লাসের মানুষ রয়েছে তাদের জন্য মণ্ডল কমিশন সাংবিধানিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সেদিন বামফ্রন্ট সরকার এই নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা পরিস্কার করে বলবেন কিনা, কত দিনের মধ্যে কমিশন গঠন করে এবং কি বিশেষ পদ্ধতিতে ও, বি, সি, ভুক্ত সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, আমি আগেই বলেছি এই ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে এই সম্পর্কে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সুতরাং আমি এর আগেই বলেছি যে, এই সমস্ত তথ্য এলে পরে আমরা একটা কমিটি করে সেটা বিচার বিবেচনা করার ব্যবস্থার জন্য নেব।

শ্রীদীপক নাগ :— ভারতীয় সংবিধানের ১৫ (৪), ১৬ (৪) ও ১৪০ মোতাবেক ও, বি, সি সম্প্রদায়গুলি তাদের সাংবিধানিক দাবী নিয়ে যখন ১৯৮৭ইং সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের কাছে দাবী করেছিলেন। তখন তাদেরকে সাম্প্রদায়িক এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। সি, পি, এমের কর্মসূচী ৮৮ ধারাতে এই দাবী আদায়ের জন্য সি, পি এম রাজ্যে রাজ্যে সংগ্রাম ও আন্দোলন করবে এই কথা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, ওদের সংবিধানে কি ছিল এটা আমার জানা নেই। কারণ ওদের সংবিধান ওরাই জানেন। তবে এদের সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যা দিয়েছিলেন এবং এদের আন্দোলনকে দমন করার নানা প্রকার দমন পীড়ন মূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এমন কি তাদের দলে যারা ছিলেন তারাও তখন দাবী করেছিলেন তাদেরও দল থেকে বহিস্কার করেছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তাদের সমস্ত কথা শুনে এটা মনে হলো যে কংগ্রেস (আই) তাঁরা যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ও, বি, সি'র প্রতি তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেখবেন কিন্তু সেটা আজকে ধাপ্পাতে পরিণত হয়েছে একটা প্রপাগাণ্ডা এই ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সম্প্রদায়ের মানুষদের সম্পর্কে তথ্য জানাবেন কি?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ওরা সব কিছুতেই ধাপ্পা বলেন। কারণ যখন আমরা বলেছিলাম এই রাজ্যে ঋণ মেলা করবো সেটাকেও ধাপ্পা বলে প্ররোচনা দিয়েছেন কিন্তু আজকে ওরা বলছেন কেন ঋণ মেলা হচ্ছে না, কেন ঋণ মেলায় দলবাজী হচ্ছে? স্যার, ওরা সব সময় এইসব কথা বলেন। কংগ্রেস কখনও ধাপ্পা দেয়নি, দেবেও না। তবে এই সংবিধান মাফিক যে সুযোগ সুবিধা যাদের রয়েছে সেটার বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করা সময় সাপেক্ষ এবং পরীক্ষা করে বাস্তব ভিত্তিক ব্যবস্থা সরকার নিতে আগ্রহী।

শ্রীদাউ কুমার রিয়াং (উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আগেই বলেছি যে ভারত সরকার তথা কংগ্রেস সরকার, দিল্লীর কংগ্রেস সরকার, এখানকার কংগ্রেস সরকার পিছিয়ে পড়া মানুষের পিছনে আছেন তাদের জন্য সর্বোতই চিন্তা করছেন সে জন্য ভারত সরকার মণ্ডল কমিশন গঠন করেছেন। পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কি সুযোগ সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। আমরা আগেও পরিস্কার ভাবে বলেছি। আমি এখনও বলছি পরিস্কার ভাবে ও বি, সি, সম্প্রদায়কে অনুরোধ করতে চাই, এই দু মুখো সাপ সি, পি, এমের সঙ্গে যদি থাকেন তাহলে প্রতারিত হবেন। কিন্তু কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এর সরকারের সঙ্গে যদি থাকেন তাহলে প্রতারিত হবেন না।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানাবেন কিনা যে এখানে একটা ভুল তথ্য দেওয়া হচ্ছে সি, পি, এম ও, বি, সিকে কখনও সাম্প্রদায়িক এই কথা বলে নি। আমার বক্তব্য হচ্ছে স্যার, কংগ্রেস (আই) দল যেটা করেছে, নাথ সম্মেলন বলে সেটা চালিয়েছে একটা নাথ সম্মেলন কখনও ও, বি, সিকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে না। শুধু নাথদেরই রিপ্রেজেন্ট করে। নাথ সম্মেলনের আড়ালে এইটা জোচ্চুরী করা হয়েছে। সুতরাং নাথ সম্মেলনের আড়ালে কখনও ও, বি, সি, হতে পারেনা, ও, বি, সি আন্দোলন হতে পারে না। যেহেতু একটা পার্টিকুলার জাতিকে নিয়ে করা হয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা, (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, ১৯৮৭ ইং সনের আগষ্ট মাসে যখন আমাদের বিধানসভার অধিবেশন হয়, সেখানে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এই পবিত্র বিধানসভায়

বলেছিলেন যে, ও, বি, সি, সাম্প্রদায়িক দল। ও, বি, সি যারা করছে তারা সাম্প্রদায়িক এবং কংগ্রেস আই এই ও, বি, সিকে মদত দিয়ে রাজ্যের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিচ্ছে। এই তথ্য আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি। আজকে যিনি বলছেন ও, বি, সি, সাম্প্রদায়িক বলেননি,। উনি বলেছেন গত আগষ্ট মাসে এই রাজ্যের পবিত্র বিধানসভার মধ্যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। স্যার, আপনার মাধ্যমে বলতে হয় ওদের তিনটি মুখ। একটি মুখ দিয়ে মানুষ মারে, একটি মুখ দিয়ে গরীবের খাদ্য খায়, আর একটি মুখ দিয়ে গরীবদের বিভিন্ন রকম লোভ প্রলোভন দেখায়।

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার, আমি বলছি ও, বি, সির নাম করে নাথ সম্মেলন করা হচ্ছিল! নাথ সম্মেলন বিশেষ একটা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী। ও, বি, সি'র কোন প্রশ্ন উঠেনা। নাথ সম্মেলন একটা সম্প্রদায়ের ব্যাপার। সেজন্য এইটা সাম্প্রদায়িক। এর আড়ালে এইটা করা হয়েছে। এইটাকে সাম্প্রদায়িক বলা হয়েছে। ও, সি, সি ভুক্ত সমস্ত জাতিকে সাম্প্রদায়িক বলা হয়নি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, নাথ সম্প্রদায়কে যারা সাম্প্রদায়িক বলে তাদের এই সমস্ত বক্তব্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এইটা নিন্দার ব্যাপার। এইটা ঘৃণার ব্যাপার। এইটাকে আমি তীব্র নিন্দা করি। স্যার, আমি অত্যন্ত খুশি হব, ওদের চোখ খুলেছে। কারণ তারা সকালবেলাকে বলে বিকালবেলা বলে যে তাদের ভুল হয়েছে। আপনারা যদি মনে করেন ভুল হয়েছে, সংশোধন করে নিন। নিশ্চয়ই আমরা খুশী হব। আমরা আনন্দিত হয়েছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী) :— স্যার, উপজাতি যুব সমিতি যখন ডিসট্রিক্ট কাউন্সিল দাবী করেছিল, তখন তারা বলেছিল এইটা একটা সাম্প্রদায়িক দল এবং তাদের দাবীগুলিও সাম্প্রদায়িক দাবী। কিছুদিন আগে পত্র পত্রিকায় দেখলাম এখন ওরা উপজাতি যুব সমিতিকে উস্কানী দিচ্ছেন সরকার গঠন করার জন্য।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, এখানে আলোচনা হল মণ্ডল কমিশনের ব্যাপার নিয়ে। এখানে উপজাতি যুব সমিতি আসে কি করে? এইটা থাকতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "রাজ্য সরকার কর্তৃক ত্রিপুরা নন্-গেজেটেড পুলিশ এসোসিয়েশন ভেঙ্গে দেওয়া সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী):— স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামীকাল বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এ বিষয়ে আগামী ২১ | ৭ | ৮৮ ইং তারিখে বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার:— আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা এবং শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— 'সম্প্রতি বিধ্বংসী বন্যায় রাজ্যের ফসল ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।' আমি এখন মাননীয় কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষিমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির জবাব আগামী কাল দেব।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় মন্ত্রী এই নোটিশটির জবাব কাল দেবেন। আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২১শে জুন রাত্রি অনুমানিক ৯ ঘটিকায় সুবোধ ভৌমিক ও কুমুদ ভৌমিকের নেতৃত্বে এক দল সশস্ত্র সমাজবিরোধী কর্তৃক রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত গর্জনমুড়ার খাঁ পাড়াতে রহমান খাঁ, অমর দেবনাথ, সুবোধ দেবনাথ প্রমুখ বামফ্রন্ট সমর্থক কর্মীদের এবং দেবব্রত দেবনাথ নামক একজন সেনাবাহিনীর জওয়ানকে বাজার থেকে ফেরার পথে আক্রমণ করে মারাত্মক ভাবে আহত করা সম্পর্কে।"

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "গত ২১শে জুন রাত্রি আনুমানিক ৯ ঘটিকায় সুবোধ ভৌমিক ও কুমুদ ভৌমিকের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সমাজ বিরোধী

কর্তৃক রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত গর্জনমুড়ার খাঁ পাড়াতে রকমান খাঁ, অমর দেবনাথ সুবোধ দেবনাথ প্রমুখ বামফ্রন্ট সমর্থক কর্মীদের এবং দেবব্রত দেবনাথ নামক একজন সেনাবাহিনীর জওয়ানকে বাজার থেকে ফেরার পথে আক্রমন করে মারাত্মক ভাবে আহত করা সম্পর্কে।"

উত্তর, গত ২১/৬/৮৮ইং তারিখ রাত অনুমান ৮ঘটিকার সময় উদয়পুর মহকুমার রাধা কিশোরপুর থানাধীন গর্জনমুড়াতে দুইটি (রাজনৈতিক) দলের (সমর্থকদের) মধ্যে এক সংঘর্ষ বাধে। ফলে উভয় দলের নিম্নলিখিত সমর্থকগণ আহত হন :—

১) শ্রীরাখাল দেবনাথ—পিতা সুভাষ দেবনাথ।
২) শ্রীদুলাল ঘোষ—পিতা প্রফুল্ল ঘোষ।
৩) শ্রীস্বপন দেবনাথ—পিতা সনাতন দেবনাথ।
৪) শ্রীগোপাল দেবনাথ—পিতা সুবল দেবনাথ।

এরা হলো কংগ্রেস (ই) দলের সমর্থক।

৫) শ্রীস্বপন দেবনাথ—পিতা নিত্যানন্দ দেবনাথ।
৬) শ্রীদেবব্রত দেবনাথ—পিতা মৃত তরনী কান্ত দেবনাথ।
৭) শ্রীসুভাষ দেবনাথ—পিতা মৃত তরনী কান্ত দেবনাথ।
৮) শ্রীবকমান খাঁ—পিতা মৃত মহবত আলী খাঁ।
৯) শ্রীঅমর দেবনাথ—পিতা মনমোহন দেবনাথ।
১০) শ্রীরনজিৎ দেবনাথ—পিতা শ্রীমনমোহন দেবনাথ।
১১) শ্রীদেবেন্দ্র দেবনাথ—পিতা মৃত নন্দকিশোর দেবনাথ।
১২) শ্রীফরিদ মিঞা—পিতা মৃত জিন্নাত আলি মিঞা।

এরা সি পি আই (এম) দলের সমর্থক ছিলেন।

উপরোক্ত ঘটনাটি গর্জনমুড়া নিবাসী যতীন্দ্র দেবনাথ পিতা মৃত কৈলাশ দেবনাথের অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩২৫, ৩২৬ ধারার মোকদ্দমা নং ৩৬ (৬) ৮৮ এবং ঐ গ্রামেরই রকমান খাঁ পিতা মৃত মহবত আলী খাঁয়ের অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩২৫, ৩২৬, ৪৪৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৩৭ (৬) ৮৮ (মোট দুইটি মোকদ্দমা) রাধাকিশোরপুর থানায় নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্তকার্য্য শুরু করে।

তদন্তকালীন পুলিশ নিম্নলিখিত আহত ব্যক্তিগনকে চিকিৎসার জন্য উদয়পুর জেলা হাসপাতালে

প্রেরণ করেন :— ১) শ্রীরাখাল দেবনাথ, (২) শ্রীদুলাল ঘোষ, (৩) শ্রীস্বপন দেবনাথ (৪) শ্রীগোপাল দেবনাথ। এরা কংগ্রেস (ই) দলের সমর্থক। (৫) শ্রীস্বপন দেবনাথ। (৬) শ্রীদেবব্রত দেবনাথ। (৭) শ্রীসুভাষ দেবনাথ। (৮) শ্রী রকমান খাঁ। (৯) শ্রীঅমর দেবনাথ। (১০) শ্রীরনজিৎ দেবনাথ। (১১) শ্রীদেবেন্দ্র দেবনাথ। এরা সি পি আই (এম) দলের সমর্থক। শ্রীঅরবিন্দ মিঞার আঘাত সামান্য বিধায় তিনি চিকিৎসার প্রয়োজন মনে করেন নাই।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রী (১) স্বপন দেবনাথ, (২) দেবব্রত দেবনাথ, (৩) সুভাষ দেবনাথ, (৪) রকমান খাঁকে গত ২২।৬।৮৮ ইং তারিখে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

গত ২২।৬।৮৮ ইং তারিখ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে পুলিস রাধাকিশোরপুর থানায় দায়ের কৃত ৩৬(৬)৮৮ নং মামলায় জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন।

১] শ্রীনিত্যছবি ঘোষ—পিতা কালীমোহন ঘোষ।

২] শ্রীনিকুঞ্জ ঘোষ—পিতা মনমোহন ঘোষ

৩] শ্রীদুলাল ঘোষ—পিতা ললিতমোহন ঘোষ

৪] শ্রীনারায়ণ ঘোষ—পিতা শীতল ঘোষ

এই মোকদ্দমায় জড়িত নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা গত ২৮-৬-৮৮ ইং তারিখ মাননীয় আদালতে আত্মসমর্পন করেন :—

১) শ্রীসুভাষ দেবনাথ—পিতা তরনী কান্ত দেবনাথ।

২) শ্রীদেবেন্দ্র দেবনাথ—পিতা মৃত নন্দ দেবনাথ।

৩) শ্রী রকমান খাঁ—পিতা মৃত রহবা খাঁ।

৪) শ্রীস্বপন দেবনাথ—পিতা মৃত বনমালী দেবনাথ।

৫) শ্রীদিলিপ দেবনথ—পিতা ব্রজকান্ত দেবনাথ।

গ্রেপ্তারকৃত এবং আত্ম সমর্পনকারী উপরোক্ত ব্যক্তিরা সকলেই বর্তমানে আদালত থেকে জামিনে মুক্ত আছে এবং তাহারা সকলেই সি, পি, আই, (এম) দলের সমর্থক।

রাধাকিশোরপুর থানায় দায়েরকৃত অপর মামলা নং ৩৭(৬)৮৮ এর ঘটনায় জড়িত থাকার পুলিশ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে পুলিশ গত ২২-৬-৮৮ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন এবং তাহারা সকলেই গত ২৮-৬-৮৮ ইং তারিখ আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান :—

১) শ্রীদুলাল ঘোষ—পিতা মৃত প্রফুল্ল ঘোষ।

২) শ্রীস্বপন দেবনাথ—পিতা মৃত সনাতন দেবনাথ।

৩) শ্রীগোপাল দেবনাথ—পিতা মৃত সুবল দেবনাথ।

উপরিউক্ত মামলায় জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ গত ২৮।৬।৮৮ ইং তারিখ শ্রীরাখল দেবনাথ পিতা সুবল দেবনাথকেও গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন, ঐ দিনই তাহাকে মাননীয় আদালত থেকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়।

এই ঘটনায় আহত গ্রেপ্তারকৃত ও আত্মসমর্পনকারী সকলেই রাধাকিশোরপুর থানাধীন গর্জনমুড়ার বাসিন্দা।

শ্রীদেবব্রত দেবনাথ নামে সেনাবাহিনীর একজন জোয়ান বাজার থেকে ফেরার পথে আক্রমনকারীদের হাতে আহত হয়েছেন বলে তদন্তে প্রকাশ পায় নাই।

তদন্তে জানা যায় যে, এই ঘটনা দুইটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণেই সংঘটিত হয়েছে।

ঘটনা দুইটির তদন্ত চলছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) :— স্যার, গত ২৫শে জুন উদয়পুরে বামফ্রন্টের সন্ত্রাস বিরোধী জনসভা ছিল। সেই জনসভাকে সফল করার জন্য ২১শে জুন সন্ধ্যায় বামফ্রন্টের একটা মিটিং সেখানে ডাকা হয়েছিল এবং সেই মিটিংকে ভাঙ্গার জন্য এই সমস্ত চক্রান্ত সেখানে করা হয়েছিল। কংগ্রেস (ই) নেতৃত্বে সুবোধ ভৌমিক ও কুমুদ ভৌমিক যারা এই সমস্ত আক্রমনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সেখানে রহমান খাঁ ও অমর দেবনাথকে যারা ঘটনা স্থলে গিয়ে প্রথমে অমর দেবনাথকে আক্রমন করে। তার গলায় টিপ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে এবং তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। তারপর রহমান খাঁকে মিটিং থেকে টেনে এনে রাস্তার মধ্যে মারাত্মকভাবে আহত করে তাকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে পুকুরের মধ্য ফেলে দেওয়া হয়। তা এই সমস্ত ঘটনা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কি না এবং এই সমস্ত করা হয়েছিল বামফ্রন্টের মিটিংকে বানচাল করার জন্য।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলিং এটেনশনের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্য যে পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন এনেছেন সেটা অপ্রাসঙ্গিক।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশন স্যার, গত ২৫শে জুন উদয়পুরে বামফ্রন্ট বিরোধী জনসভা ছিল। সেই জনসভাকে সফল করার জন্য ২১শে জুন সন্ধ্যায় খাঁ পাড়াতে

বামফ্রন্ট এই মিটিং ডেকেছিল। সেই মিটিংকে ভাঙার জন্য কংগ্রেস সেখানে এ সমস্ত চক্রান্ত করেছে। দেবব্রত দেবনাথ যিনি বাজার থেকে ফিরছিলেন তাকে পর্যন্ত রেহাই দেয়নি। এখন সে জি, বি, হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। মাননীয় বিরোধী দল নেতা জি, বি, হাসপাতালে গিয়ে দেখে এসেছেন। কি রকম অমানুষিকভাবে তাকে মারা হয়েছে। সুবোধ দেবনাথ, কুমুদ দেবনাথ তাদের বাড়ীতে বোমা ফেলেছে, চার্জ করছে এবং তাদেরকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। এসব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ((স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২১শে জুন যে ঘটনা সে ঘটনার রাখাল দেবনাথ, তুলাল ঘোষ, স্বপন দেবনাথ, গোপাল দেবনাথ ওদেরকে যখন রহমান খাঁ, অমরচাঁদ দোমাধ আক্রমণ করে। প্রথমে সি, পি, এমের তরফ থেকে আক্রমণ হয় তখন তারা রাইট অব ডিফেন্স নিতে গিয়ে এই ঘটনা হয়। এটা ঠিক নয় যে, কংগ্রেস (ই) কোন সমর্থক প্রথমে তাদেরকে আক্রমণ করেছিল। এটা সর্বৈব মিথ্যা।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে এ সকল দুষ্কৃতকারীদেরকে বিরোধীরা প্রশয় দিচ্ছে? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আরও জানাবেন কিনা যে, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যেসব কংগ্রেস (ই) ও টি, ইউ, জে, এস, কর্মীদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছেন তাদের সেই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হবে কিনা?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এর আগের পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশনে বলেছি যে, রাখাল দেবনাথ, স্বপন দেবনাথ, গোপাল দেবনাথ এবং আরও অনেক কংগ্রেস (ই) সমর্থককে সি, পি, আই, (এম) সমর্থকরা ২১/৬/৮৮ ইং তারিখে মার-ধোর করে তখন তারা রাইট অব ডিফেন্স নিতে গিয়ে অনেকটি মামলায় জড়িয়ে পড়ে। উভয় মামলাই এখন তদন্তাধীন আছে। কাজেই এখনই কিছু বলা যাবেনা যে, মামলা তোলা হবে কিনা তবে যদি মামলার সাক্ষী প্রমাণ না পাওয়া যায় তাহলে মামলা অটোমেটিকেলি উঠে যাবে।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যেটা বললেন রাইট অব ডিফেন্সের কথা। মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা যে, রহমান খাঁ, যিনি আহত হয়েছেন তাঁর বাড়ীতে সি, পি, এমের মিটিং চলছিল, আক্রমণ ঘটেছে তার বাড়ীতে। আমি গিয়েছি, এস, পি, গিয়েছেন, এস, ডি, ও, গিয়েছেন, ৭টা বাড়ী সেখানে ভাঙ্গচুর হয়েছে অথচ সেই রহমান খাঁর বাড়ী আক্রমণ করতে গিয়ে কংগ্রেসের কর্মীরা রাইট অব ডিফেন্সের আওতায় এলেন কি করে? মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, প্লেইস অব অকারেন্স কোথায় হয়েছে। রহমান খাঁর বাড়ী আক্রমন হয়েছে, সি, পি, আই, এমের মিটিং আক্রান্ত হয়েছে বলে সি, পি,

আই, এদের লোকেরা রাইট অব্ প্রাইভেট ডিফেন্স নিতে গিয়ে ৭টা লোক ওণ্ডেড হয়ে রাস্তায় পড়ে গেল। আর মিটিংয়ের লোকেরা ছুটাছুটি করতে গিয়ে ওরা সামান্য আহত হয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— স্যার, থানাতে যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তাতে ক্রিমিন্যাল ডেসপ্যাচে কারোর বাড়ীতে ঢুকে—সে রহমান খাঁ-ই হোক বা রাম খাঁ হোক, এই ধরণের কোন অভিযোগই করা হয়নি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে, কয়জন কংগ্রেস আই এর সমর্থককে জি, বি, হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে, যেখানে এই ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে সেখানে একটি ছোট মুসলিম ভদ্রলোকের বাড়ীতে এই ঘটনা সংঘঠিত করেছে। আমি আরো আশ্চর্য্য হচ্ছি যে একজন আর্মি ম্যান বাজার থেকে বাড়ী ফিরছিলেন তাকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। আগুন দেওয়া হলো তার বাড়ীতে। স্যার, এইটা বিধানসভা, যারা আক্রান্ত তাদের প্রোটেকসান দেবার জন্য আমরা বলছি, গুণ্ডাদের প্রোটেকসন দেবার জন্য বলছিনা। তাদের একটা লোকও জি, বি, হাসপাতালে গেলেন না, এরা আক্রান্ত ....

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে অনুরোধ করছি যে. উনার এই বৃদ্ধ বয়সে পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিস এণ্ড প্রসিডিউর পড়ার জন্য তারপর কলিং এটেনসনের উপর কিভাবে পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান আনতে হয় সে ভাবে যেন আনেন। এখানে তিনি যে পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান এনেছেন তার সঙ্গে মূল কলিং এটেনসনের কোন মিল নেই। আমি আবার মূল এটেনসন নোটিশটি পড়ছি— "গত ২১শে জুন রাত্রি আনুমানিক ৯ ঘটিকায় সুবোধ ভৌমিক ও কুমুদ ভৌমিকের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সমাজবিরোধী কর্তৃক রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত গর্জনমুড়ার খাঁ পাড়াতে রকমান খাঁ, অমর দেবনাথ, সুবোধ দেবনাথ প্রমুখ বামফ্রন্ট সমর্থক কর্মীদের এবং দেবব্রত দেবনাথ নামক একজন সেনাবাহিনীর জওয়ানকে বাজার থেকে ফেরার পথে আক্রমন করে মারাত্মকভাবে আহত করা সম্পর্কে" এখানে বাজার থেকে ফেরার পথে আক্রমন করা হয়েছে বলা হয়েছে। কারোর বাড়ীতে অগ্নি সংযোগের কথা এখানে নেই।

এখানে পরিস্কার বলা হয়েছে যে, রাস্তার উপর অক্রমন করা হয়েছে। অথচ তারা কোন উপায়

না দেখে এইটাকে মিথ্যা ঘটনাকে সাজানোর জন্য রাস্তা থেকে বাড়ীতে নিয়ে গেছেন।

গণ্ডগোল

তাছাড়া মাননীয় বিরোধী দল নেতা বলেছেন যে, কয়জনকে জি, বি, হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আমার মনে হয় মাননীয় বিরোধী দল নেতা কানে কম শোনেন। তাই হয় মাইকের সাউণ্ড আরেকটু বাড়াতে হবে নয়তো উনার কানে একটি যন্ত্র বসাতে হবে। কারণ আমি পরিস্কার বলেছি যে, কোন কংগ্রেস (আই) কর্মীকে হাসপাতালে পাঠানো হয় নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিরোধী দল নেতাকে কানে যন্ত্র বসাতে হবে এই ধরণের কথা বলে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমন করছেন। কাজেই এই ধরণের বক্তব্য বন্ধ করা হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ— এটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয়না। তবু আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব ব্যক্তিগতভাবে আক্রমন করে যেন কেউ কোন কথা না বলেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী)ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, কখনো তারা উপজাতিদের কোলে উঠেন, কখনো কখনো হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে দাঙ্গা লাগাবার জন্য মুসলিম মুসলিম বলেন, আবার কখনো নাথ সম্প্রদায়কে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেন। এইটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, মাননীয় স্পীকার মহোদয়র দেখা উচিত বলে আমি মনে করি।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে, উদয়পুরের রাধা-কিশোরপুরের গর্জনমুড়া এলাকা আগে সি, পি, এমের প্রধান দুর্গ বলে পরিচিত। সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেখানে সি, পি, এম, এর লোকেরা দলে দলে কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছিলেন। তাই দলের এই ধ্বসকে রোখার জন্য পরিকল্পিতভাবে যে মাননীয় সদস্যের বক্তব্য এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস বলছেন যে, জনসভাগুলি ছিল সন্ত্রাস বিরোধী। সেই দলের ধ্বসকে রোখার জন্য পরিকল্পিতভাবে মাননীয় সদস্যদের বক্তব্য থেকে পরিস্কার হয়ে যায়। মাননীয় সদস্য গোপাল দাস বলছেন জনসভা ছিল সন্ত্রাস বিরোধী। মাননীয় সদস্য কেশব বাবু বলছেন ঘরোয়া সভা ছিল। কোনটাই ঠিক নয়।

সত্য ঘটনা হলো, সেখানে সন্ত্রাস বিরোধী সভার নাম দিয়ে একটা ঘরোয়াভাবে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। সেখানে একটা গণ্ডোগোল সৃষ্টি করার জন্যই এটা করা হয়েছিল। আর সেনাবাহিনীর কথা বলছেন, কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি যে, উদ্যান ময়দানে মহিলাদের জড়িত করে সেনাবাহিনীর উপর কলঙ্ক আরোপ করার চেষ্টা হয়েছিল এবং এখন এখানেও সেনাবাহিনীকে মারা হয়েছে বলে সেনাবাহিনীর মধ্যে আর একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য এটা করা হচ্ছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্ত তথ্যই আমার কাছে আছে। কিন্তু যেহেতু ব্যাপারটা তদন্তাধীন সে জন্য আমি বিস্তারিত কিছু বলতে চাই না।

মিঃ স্পীকার— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বকৃতি দিয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

গত ১৫ই জুলাই, ১৯৮৮ইং সন্ধ্যা আনুমানিক ৭-৩০/৮ টায় (১) পরিতোষ দেবনাথ ও ২) জহরলাল দেবনাথের নেতৃত্বে মনু বীরচন্দ্র অবস্থিত ক্যাটেল ফার্মের নিকট মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় আগমন উপলক্ষে তৈরী গেইট ভেঙ্গে ফেলা, দলীয় পতাকা ও পোষ্টার ছেঁড়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৫ই জুলাই ১৯৮৮ ইং তারিখ বেলা অনুমান ১১ টার সময় বিলোনীয়া থানাধীন বীরচন্দ্র ক্যাটেল ফার্মের কতিপয় আই, এন, টি, ইউ, সি, সদস্যভুক্ত শ্রমিক বীরচন্দ্র মনু মেইন রাস্তার উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিলোনীয়ার বাইখোরাতে ভ্রমণসূচী উপলক্ষে একটি গেইট তৈরী করে তাহাতে কংগ্রেস (আই) এর পতাকা স্থাপন করে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, উক্ত ক্যাটেল ফার্মের শ্রমিকগণ এই গেইট করার আগে যখন ফার্ম থেকে বাঁশ আনতে যান তখন ঐ ক্যাটেল ফার্মের কতিপয় সি, আই, টি, ইউ, সদস্যভুক্ত শ্রমিক যথা— (১) শ্রী জহর লাল দেবনাথ, (২) শ্রীনির্মল দাস এবং (৩)

শ্রীতপন চক্রবর্তী তাহাদেরকে বাধা দেয় এবং এই বলে শাসায় যে, যদি তাহারা গেইট তৈরী করে তাহা হইলে গেইটটি ভেঙে ফেলে দেবে। পরবর্তী সময়ে বেলা অনুমান ৬-৩০ মিঃ এর সময় সি, পি, এম, এর কিছু দুস্কৃতিকারী উক্ত গেইটটি এবং কংগ্রেস (আই) এর পতাকাগুলি তুলে ফেলে দেয়।

উক্ত ঘটনাটি সম্পর্কে ঐ দিনই অর্থাৎ ১৫ | ৭ | ৮৮ ইং তারিখ রাত অনুমান ৯-৪০মিঃ এর সময় বিলোনীয়া থানাধীন মনুবাজার সাকিনের কংগ্রেস (আই) দলের সদস্য শ্রীতপন দেবনাথ পুলিশ ফাঁড়িতে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

উক্ত অভিযোগটি মনপাথর পুলিশ ফাঁড়িতে জি, ডি, নং ৩৫৪ লিপিবদ্ধ করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেন। তদন্তে চলাকালীন পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং গৌরচন্দ্র ক্যাটেল ফার্মের সামনে রাস্তার উপর দুইটি কংগ্রেস (আই) এর পতাকা পরে থাকতে দেখেন। এর মধ্যে একটি পতাকা রাস্তায় গাড়ী চলাচলের দরুন নষ্ট হয়ে যায় এবং অপরটি অক্ষত অবস্থায় থাকে।

এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায়নি। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি কংগ্রেস (আই) পতাকা বাজেয়াপ্ত করে তদন্তের জন্য হেপাজতে নেন।

বিষয়টি এখনও তদন্তাধীন আছে।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং (শান্তির বাজার):— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অভিযুক্ত পরিতোষ দেবনাথ, পিতা বিধু ভূষণ দেবনাথ, জহরলাল পাল, তপন চক্রবর্তী, তপন দে, নির্মল দাস প্রভৃতি এর এস আর ই, পি, র কাজ করে এরা যখন গেইট ভাঙ্গে তখন আমাদের ছেলেরা তাদের বাধা দিয়েছিল। কিন্তু তারা সংখ্যায় কম ছিল সেজন্য তাদের ঠিক ভাবে বাধা দিতে পারেনি এবং স্পষ্ট অভিযুক্ত করা হয়েছিল এদের নামে। এখন তারা প্রকাশ্যে দিনের বেলায় ঘুরাঘুরি করছে। এদের এরেষ্ট করা হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী তদন্ত করে এদের গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেবেন কি না? (২) গত ৪, ৭, ৮৮ ইং রাত্রে এরা একই ঘটনার ব্যাপার যখন আমাদের ছেলেরা আমাদের মুখ্য মন্ত্রীর নামে পোষ্টারিং করছিল তখন সেই পোষ্টারগুলি ছিঁড়ে ফেলে দেয়। এরা হল ধরেন্দ্র দেবনাথ, ধীরেন্দ্র দেবনাথ, শক্তিসাধন জমাতিয়া, বলরাম দাস

প্রভৃতি। এরা সবাই সি. পি, এমের সমর্থক। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সত্বেও তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাদের গ্রেপ্তারের জন্য মাননীয় মন্ত্রী ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কংগ্রেস — টি, ইউ, জে, এস, সরকার বামফ্রণ্ট সরকারের মত পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ করায় বিশ্বাসী নয়। আমরা পুলিশ এবং বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। বিষয়টির তদন্ত চলছে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে বক্তব্য রেখেছেন পুলিসকে নির্দেশ দেওয়ার ব্যাপারে এটা কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, সরকার করে না। তদন্ত তার নিজস্ব গতিতে চলবে।

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং :— এটা মেনে নিলাম। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেই থানার যিনি ইনচার্জ তিনি সি, পি, এমের সমর্থক এবং শ্রীদাম দেবনাথের প্রত্যক্ষ নির্দেশে কাজ করেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, তদন্ত কাজে আমরা হস্তক্ষেপ করি না। যে কোন পুলিশ অফিসার বা যে কোন কর্মচারী যে কোন নাগরিক, যে কোন রাজনৈতিক দলের আদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার অধিকার আছে। আমরা তাদের কাছ থেকে কাজ বুঝে নেব। যদি কোন অফিসার তার কাজে গাফিলতি করে তাহলে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব তাদের কাজে ইন্টারফেয়ার আমরা করতে চাই না এবং করব না। এরপর মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান চেয়েছিলেন কিন্তু মিঃ স্পীকার মহোদয় সেটা এলাউ করেননি।

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ নট এলাউড—ইউ আর নট বাউণ্ড টু রিপ্লাই।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য তিনি কত মিথ্যা কথা বলতে পারেন এটাই প্রমাণ। উনাকে প্রাইজ দেওয়া উচিত। উনি বলেছেন গেইট ভাংগে নাই, গেইট ভেংগেছে। প্রথমে এই একটা মিথ্যা কথা বলেছেন। এর পরে বললেন আমাকে গার্ড অব অনার দেয় নাই। গার্ড অব অনার দিয়েছে। আমার নিজের গার্ড বুকে রেকর্ড আছে। আই সাইন ইন দি গার্ড বুক। এভাবে আমাদের দলকে ভাংগা যাবে না। কারণ উই আর ইউনাইটেড।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, একজন দায়িত্বশীল এম এল এ এভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারেন এটা ভাবা যায় না।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক আমার সাক্ষী উনি জানেন।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী আমাকে সাক্ষী মেনেছেন। উনি বলেছেন যে, গেইট ভাংগে নাই। গেইট ভেংগেছে। আমি নিজে মনু থানার ইনচার্জকে বলেছি। গেইট ভেংগেছে, গেইটের বাঁশ দুইটা দুই দিকে ছুড়ে ফেলেছে। আরেকটা মিথ্যা কথা বলেছেন যে, বিলোনীয়ার কোর্ট উদ্বোধনের সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে গার্ড অব অনার দেয় নাই। গার্ড অব অনার দিয়েছে। এই উপলক্ষে মাননীয় সদস্য নকুল দাস ও বাদল চৌধুরীকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল কিন্তু তারা যান নাই। না গিয়ে এই হাউসে এসে মিথ্যা কথা বলেছেন। আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে গার্ড অব অনার দিয়েছে। সেখানে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অনেক অফিসারও উপস্থিত ছিলেন।

GOVERNMENT BILLS

মিঃ স্পীকার :— আমাদের অধিবেশন আগামীকাল শেষ হচ্ছে। তাই এত সুযোগ দেওয়া হল। সভার পরবর্তী কর্মসূচী হল - দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশন বিল ১৯৮৮ (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৮৮) উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশন মুভ করতে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "The Tripura Appropriation Bill, 1988 (Tripura Bill No 3 of 1988,"

এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশনটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশনটি হলো :— "The Tripura Appropriation Bill, 1988 (Tripura Bill No. 3 of 1988)." এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

(সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে বিলটি উত্থাপিত হয়)।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— 'The Tripura Appropriation Bill, 1988 (Tripura Bill No. 3 of 1988)'.

এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, The Tripura Appropriation Bill, 1988 (Tripura Bill No. 3 of 1988),"

বিবেচনা করা হোক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Appropriation Bill 1988 (Tripura Bill No. 3 of 1988)."

বিবেচনা করা হউক।

(সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোট দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

(সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি সিড্যুল ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি সিড্যুল এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে উক্ত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল।)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :—"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক"।

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বিলের শিরোনামাটি এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল।)

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— The Tripura Appropriation Bill, 1988 Tripura Bill No. 3 of 1988."

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, 'The Tripura Appropriation Bill 1988 (Tripura Bill No. 3 of 1988)." পাশ করা হউক।"

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— The Tripura Appropriation Bill, 1988 (Tripura Bill No. 3 of 1988)." পাশ করা হউক।

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—

The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) Fifth Amendment Bill 1988 (Tripura Bill No. 2 of 1988).

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মোভ করতে।

Shri Sudhir Ranjan Majumder (Chief Minister):— Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House for leave to introduce "The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) (Fifth Amendment) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 5 of 1988)."

Mr. Speaker :— এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো—

The Salaries and Allowances of Ministers Tripura) (Fifth Amendment) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 5 of 1988) এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

বিলটিকে ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে বিলটি সভায় উত্থাপিত হয়।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি আজকের সভায় উত্থাপিত বিলের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেন।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো— "The Tripura Panchayats (Second Amendment) Bill 1988 (Tripura Bill No. 4 of 1988)" এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Birjit Sinha (Panchayat Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to

move "The Tripura Panchayat (Second Amendment) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 4 of 1988) be taken into consideration."

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো— "The Tripura Panchayats (Second Amendment) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 4 of 1988) বিবেচনা করা হউক।"

মাননীয় সদস্য মহোদয়দের জানাচ্ছি যে, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী এবং মাননীয় বিরোধী দলের উপনেতা, শ্রীদশরথ দেব মহোদয়দ্বয় আলোচ্য সংশোধনী বিলের ২নং ধারার উপর এবং ৩নং ধারার উপর সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন। সেই সংশোধনী প্রস্তাবের কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন। আমি সেই সংশোধনী প্রস্তাবগুলো উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি।

এখন আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এবং মাননীয় বিরোধী দলের উপনেতা মহোদয়দের অনুরোধ করছি সংশোধনী বিলের উপর আনীত উনাদের সংশোধনী প্রস্তাবগুলো পর্যায়ক্রমে সভায় উত্থাপন করে বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) ঃ— আমার সংশোধনী প্রস্তাব হলো, Clause 2—
Put the words 'six years' in place of the words 'four years' relating to the terms of office of members or pradhans or Upa-pradhans of a Gaon panchayat. Wherever they occur, the words 'four years' shall be replaced by the words 'six years'. Thus the amended amendment may read like the following. 'In the Tripura Panchayat Act, 1983, (herein after call the principal Act) in section 30, 35 or in any other section relating to terms of office of members or pradhans or Upa-pradhans of a Gaon sabha the words 'six years' shall be substituted.

Shri Nripen Chakraborty :— Next clause 3—

The whole clause of the amendment Bill to be deleted.

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার এমেণ্ড মেণ্ট হলো ক্লজ থ্রি in place of proviso That commences with the words 'provided that no such opportunity' and ended with the words 'that clauses in the public interest' from line 30 to line 34 the following shall be inserted.

'Provided that opportunity to representation shall be given to the Panchayat concerned.

স্যার, ক্লজ থ্রি আর একটা আছে—

In Section 3 page 1 Delet the paragraph (b) which commences from the "words" a situation has arisen and ended with the words "as may be specifies in order" (i. e from line 19 to 27 from top) shall be substituted by the following :

(b) If any serious allegation or allegations aganist one or more Panchayats are provad through in-vestigation by the competant Authority estabished by law, the state Covt may, by order publish in the official Gazette, stating the reasons thereto, supersede such Panchayat or Panchayats and direct that the superseded Panchayat or Panchayats to be reconstitued on the basis of adult franchise within 180 dates from the date of supersession."

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— স্যার, সময় নির্দিষ্ট করে দিন।

মিঃ স্পীকার :— পঞ্চায়েত বিল এবং এ্যামেণ্ডমেণ্টের উপর আলোচনা আরম্ভ করার জন্য আমি দুই দলের চীফ হুইপদের বলছি নামের তালিকা দেবার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, সময়টা ভাগ করে দিন।

মিঃ স্পীকার :— বিরোধী সদস্যদের আমি অনুরোধ করছি আপনারা আগে ঘোষণা করুন তারপর আমি সময় নির্দিষ্ট করে দেব।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমাদের তো দুজন আছেনই শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী এবং শ্রীদশরথ দেব।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা আরম্ভ করুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা মনে করি প্রথমত বিধানসভা যেখানে আসন্ন সেখানে একটা সরকার একটা অর্ডিন্যান্স আনবে পঞ্চায়েতগুলি সুপারসীড করার জন্য। পঞ্চায়েতকে ৫ বছরের জায়গায় ৪ বছর করার জন্য এটা গণতন্ত্র বিরোধী। স্যার, সম্প্রতি যেসব আলোচনা দিল্লীতে হয়েছে। পার্লামেন্টে বিভিন্ন কমিটির সামনে যে এটা করা গভর্ণরের পক্ষে অনুচিত। তা সত্বেও এখানকার সরকার গভর্ণরকে দিয়ে এটা করিয়েছেন। পঞ্চায়েত হচ্ছে লোক্যাল সেলফ্ গভর্ণমেণ্টের মত একটা সংস্থা। লোকাল সেলফ্ গভর্ণমেণ্ট এটা নিজেই নিজেকে রক্ষা করে। লোক্যাল সেলফ গভর্ণমেণ্ট সর্ব্ব নিম্ন স্তরে জনসাধারণকে ক্ষমতা দেয়।

এমন স্তরে জনসাধারণকে ক্ষমতা দেওয়া। আমরা বলি যে, গভর্ণমেণ্ট বাই দি পীপল অফ দি পীপল্ ফর দি পীপল্। জনগণের জন্য, জনগণের স্বার্থে, জনগণের দ্বারা সরকারটাকে পরিচালিত হবে। তার সর্বনিম্নস্তরে সেই গণতন্ত্র বিকাশ হয় পঞ্চায়েতে। বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর এই চেতনাটা জনসাধারণের মধ্যে ছিল। জনসাধারণের মধ্যে দিয়েছে। পঞ্চায়েত নতুন আইনের মধ্যে সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। আগে পঞ্চায়েতে কি ছিল? কিছুই ছিলনা। সেখানে একটা গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন হয়। পঞ্চায়েত তার হাতে যথেষ্ট

ক্ষমতা, যথেষ্ট অর্থ এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। একটা পঞ্চায়েত তার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতে পারে। সেই অভিযোগের জন্য ৭০০ পঞ্চায়েতকে এক সঙ্গে শাস্তি দেওয়া এইটা কোন আইনের মধ্যে আছে?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য অ্যানাক্ট অপজিশন বেন্চ ৫০ মিনিট, ট্রেজারী বেন্চ ৬০ মিনিট এবং ভোটের জন্য ১০ মিনিট সময়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এখন কেউ যদি বলি যে, বিহারের সরকার দুর্নীতি করছে, কাজেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ভেঙ্গে দাও। দুর্নীতি যে করছে তাকে শাস্তি দিন। কিন্তু একের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে বলে সব পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দিতে হবে এইটা গণতন্ত্রের হত্যা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েত মিউনিসিপ্যালিটি না, পঞ্চায়েত নোটিফাইড এরিয়া না। পঞ্চায়েত হচ্ছে গ্রামের জনসাধারণ নিজের কাজে অ্যাসেট তৈরী করবে। ডেভলাপমেন্টের কাজ তারা করবে। অফুরন্ত টাকা আমরা দিয়েছিলাম। অ্যাসেটস তারা তৈরী করছে। এখন কি বলা হচ্ছে ৫ বৎসরকে ৪ বৎসর করে দাও। নজীর দেখাচ্ছ অন্য রাজ্যে। অন্য রাজ্যে পঞ্চায়েতগুলি কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাতে তারা ইন্টারেস্টেড না। আমরা এখানে দেখেছি পঞ্চায়েত প্রধানরা এসে বি, ডি, সি তৈরী করছে। বিধানসভার নির্বাচিত মেম্বার আছেন, এ, ডি সির নির্বাচিত মেম্বার আছেন, নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান, নির্বাচিত মেম্বাররা বি, ডি, সিতে আসেন ৫ বৎসরের জায়গায় ৪ বৎসর করার কারণটা কি? অন্য রাজ্যে রয়েছে। এই যুক্তি এখানে টিকেনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার এবং বর্তমান জোট সরকার দুটা বিপরীত মুখে চলছে। আমি স্বীকার করি ওদের সঙ্গে আমাদের একটু তফাৎ আছে। কোথায় তফাৎ? সেটা আমি নির্বাচনের আগে একজন আই, এ, এস অফিসার আমাকে যখন বললেন, আপনারা সরকারে গিয়ে করবেন? আমি বলেছি আপনার পাটা উপর দিকে দিয়ে মাথাটা নীচের দিকে দিয়ে রাখবে উনি বুঝতে পারেননি। আমলারা পায়ের তলায় থাকবে এইটা হচ্ছে কথার কথা। সারভেন্ট? একজন চৌকিদার যে ক্ষমতা রাখে, একজন প্রধান সে ক্ষমতা রাখে না, একটা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সে ক্ষমতা রাখে না, একটা বিধানসভার মেম্বার সে ক্ষমতা রাখেন না, একটা পার্লামেন্টের মেম্বার সে ক্ষমতা রাখেন না, ডিমোক্রেসি আজকে প্রচলিত সেটা হচ্ছে লোক দেখানো। আমরা লক্ষ্য করেছি ওরা ধ্বংস করছে। এই সীমিত ডিমক্রেসির মধ্যে রিগিং হয়, ব্ল্যাকমার্কেটিং হয় এমন কি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীও স্বীকার করেছেন যে, ইলেকশনে রিগিং হচ্ছে। আমি তাকে এক-শতবার সমর্থন করছি, কিন্তু সেই কথাতো তিনি ফটিকরায়ে দেখছেন না, ত্রিপুরায় এসে দেখ-ছেন না ইউ পিতে দেখছেন যেখানে ওনার স্বার্থ রক্ষিত হয়নি। উজানপুরে দেখছেন না যেখানে সমস্ত দেশের লোক বলছে জোর করে একজন নির্বাচিত এম, পিকে তাঁর নির্বাচনের ফলাফল

থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা করা হয়েছে এখানে মছলিসপুরে সেই একই জিনিষ সেখানেও রিফিট করা হয়েছে। এইটা সত্বেও আমরা পঞ্চায়েতকে শ্রদ্ধা করি, জনসাধারণ যে সামান্য ক্ষমতার মালিক হয়েছিল এস, ডি. ও, সাহেব. বি, ডি, ও সাহেব, এমন কি আই, এস, অফিসার তারাও পঞ্চায়েত প্রধানকে সম্মান দিতে হত নির্বাচিত বলে। তার অর্থ কি, সাধারণ মানুষকে মর্যাদা দিয়েছে একজন রিক্সা শ্রমিককে, একজন দিন মজুরকে মর্যাদা দিয়েছে। তার গ্রামে তাকে চাষ করার অধিকার দিয়েছে, অফুরন্ত টাকা তাকে দিয়েছে। তার বিপরীত রাস্তাটা কি? উন্নয়ন কমিটি করা। স্যার, ওরা কোন আইনে উন্নয়ন কমিটি গঠন করেছেন, কোন সরকারী নির্দেশ আছে? ওরা বলুন এখানে কোন আইনে উন্নয়ন কমিটি একটার জায়গায় তিনটা গঠন করা হয়েছে। উন্নয়ন কমিটির প্রত্যেকটা মেম্বারকে স্বীকার না করেন অফিস থেকে বেরোতে দেব না। স্যার, আমার কাছে ওরা বলেছে যে, আর চাকুরী করা যাবে না। আমলা, মহাজন ফরিয়াদ, অসাধু ব্যবসায়ী, কনট্রাকটার তাদের হাতে ওরা গ্রাম উন্নয়নের কাজ দিয়েছেন। নির্বাচিত মানুষকে দিচ্ছেন না, কেন? না ওরা ক্যাডার, ওরা টাকা খেয়ে ফেলে। ক্যাডার হলে তার শাস্তি হচ্ছে কি না আইনটা দেখুন, আইনে বলা হয়েছে যদি কোন প্রধান দুর্নীতি করে তাহলে এক বছরের মধ্যে তাকে তাড়ানো যায়। এইটা গণতন্ত্র, এই গণতন্ত্রকে, এই ভোটকে বিশ্বাস করে না, গুণ্ডাদের প্রতি যাদের আস্থা আছে, পুলিশের উপর যার আস্থা আছে, মিলিটারীর উপর যার আস্থা আছে তাদের সঙ্গে আমাদের কোন মিল হবে না। এবং এই জন্যই বলছি ওরা বিপরীত পথে চলছে। আমাদের মানুষের প্রতি তাদের আস্থা নাই, আজকে ওরা গণতন্ত্রকে হত্যা করতে পারে, কিন্তু আগামী কাল এই অন্ধকার কেটে যাবে, ঘড়ির কাঁটা উল্টো ঘুরবে না। হিটলার দিয়েছিল উল্টিয়ে, তার ভবিষ্যৎবাণী হচ্ছে হিটলার কাটাও উলটিয়ে দিলেও কাটা রাস্তায় চলে, ওরা কতিসাহ থেকে শিক্ষা নিক কি পথে চলেছে উন্নয়ন কমিটির পথ। স্যার, নির্বাচনটা তাড়াতাড়ি করতে চাই, যতদিন আমি আছে উপদ্রুত এলাকা আছে ততদিনের মধ্যে যদি নির্বাচন না করি তাহলে আমাদের গুণ্ডারা রিগিং করতে পারবে না। যেমন ওরা করছে ফটিকরায়ে, যেমন করেছে ত্রিপুরায়। এই গুণ্ডাদের হাতে আমাদের গণতন্ত্র যদি লাঞ্ছিত হয়, তার পাহারাদার হবে আর্মি, পাহারাদার হবে প্যারা মিলিটারী ফোর্সেস, পাহারাদার হবে কয়েকটা ডিমোরেলাইজড পুলিশ, তাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে ঐ দিল্লীর মত। তেমনি আই, এস, অফিসার আমাদের চাকুরী করছ এবং এই ভয় দেখিয়ে কয়েকটা ইলেকশনে জিতেছে পশ্চিমবঙ্গে ভয় দেখাতে চেয়েছিল সুবিধা করতে পারেন নি। উত্তর প্রদেশেও ভয় দেখাতে চেয়েছিল সুবিধা করতে পারেন নি। আজকে এই রকম পরিস্থিতি ত্রিপুরার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে আর্মি ও উপদ্রুত এলাকা রেখে অতি তাড়াতাড়ি নির্বাচন যাতে করা হয় তার জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থা ওরা অর্ডিন্যান্স করেছেন। প্রথমত একটা ডিপার্টমেন্টের আদেশ পঞ্চায়েতগুলিকে ভেঙ্গে দিলেন। যখন আমরা ধরলাম, তখন পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের একটা চিঠি দিলেন আপনারা সব কিছু করবেন প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করার কোন দরকার নাই। বি, ডি, ওর দোষ দিচ্ছি না।

আপনার সরকার কতবার বে-আইনী কাজ করতে পারে একটা নির্বাচিত পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে ক্ষমতা দেওয়া হল, তখন পর্য্যন্ত পঞ্চায়েত ভাঙ্গা হয়নি, একটা এডমিনিষ্ট্রেশানের ইনস্ট্রাকশানে। কোন সরকার এইটা করতে পারেন ? তারপর যখন দেখা গেল এইটা একটা আইন, আইনের সংশোধন করতে গেলে কেবি নেটে যেতে হবে, মুখ্যমন্ত্রী নাই ———————

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি তিনি ফরমেল, কার্য্যতঃ আরেকজন রয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক দিন যাবং এম এল, এ, থাকলেও তিনি এমন লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত যে তাঁর ক্ষমতার কিছুই নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দল নেতাকে বলছি আপনার সময় শেষ। অনারেবল পঞ্চায়েত মন্ত্রী।

শ্রী বীরজিৎ সিংহ (পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েতের উপর যে আমেণ্ডমেণ্ট বিল আনা হয়েছে তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। তারপরে বিরোধী দল নেতা ও বিরোধী দলের উপনেতার পক্ষ থেকে যে ২টি সংশোধনী আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমরা যে আমেণ্ডমেণ্ট এনেছি সবগুলি আইন মোতাবেক এনেছি। ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামের মানুষের উন্নয়নের কথা চিন্তা করে এটা এনেছি। গাঁও-পঞ্চায়েতগুলি আমরা আইন মোতাবেক ভেঙ্গেছি। ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইনের ৩০ ও ৩৩ ধারা অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য প্রধান উপ-প্রধান প্রভৃতির কার্য্যকালের মেয়াদ প্রথম যেদিন কোরাম হবে সেদিনের সভার তারিখ থেকে শুরু হয়েছে বলে গণ্য হবে। উক্ত ৩০ ধারার অনুবিধি অনুসারে রাজ্য সরকার যথার্থ মনে করলে গেজেটের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি জারি করে গাঁও-পঞ্চায়েতের মেয়াদ ৫ বছর পরেও অনধিক ১ বছর বাড়াতে পারেন কিন্তু আগরতলা পৌর সভার মেয়াদ ৪ বছর, নোটীফাইড এরিয়ার মেয়াদ চার বছর, ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যে গাঁও পঞ্চায়েতের মেয়াদ ৪ বছর, আসামে ৪ বছর, বিহারে ৩ বছর, কর্ণাটকে ৪ বছর, উড়িষ্যাতে ৩ বছর করা হয়েছে। এই সংখ্যাগুলির মেয়াদকালের অনুপাতে ত্রিপুরার গাঁও-পঞ্চায়েতের মেয়াদ অনেক বেশী। কাজেই অন্যান্য সংখ্যাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গাঁও-পঞ্চায়েতের মেয়াদ ৫ বছরের পরিবর্তে ৪ বছর করার প্রস্তাব আমাদের বিলে আছে। ১৯৮৩ পঞ্চায়েত আইনের ১১ ধারা অনুসারে রাজ্য সরকার কর্তৃক গাঁও পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়ার ক্ষমতা আছে। এই পঞ্চায়েত আইন বামফ্রণ্টের আমলে হয়েছে। ১১৭ ধারা অনুসারে রাজ্য সরকারের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া আছে যে কোন গাঁও-পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদনে ক্রমাগত অক্ষমতা প্রকাশ এবং ক্ষমতার অপ-ব্যবহার জনস্বার্থে ও বাঞ্ছনীয় নয় বলে বিবেচিত হলে তবে রাজ্য সরকার এক বা একাধিক গাঁও-পঞ্চায়েতকে ভেঙ্গে দিতে পারেন। তবে ১১৭ উপধারা অনুসারে এসব ক্ষেত্রে তাদেরকে বলার সুযোগ দিতে হবে। ভারতের সংবিধানের ২২৬ ধারা মতে রাজ্য বিধানসভাকে ক্ষমতা দেওয়া আছে এবং সে

ক্ষমতা বলে কোন কারণ না দেখিয়ে জনগণের স্বার্থে যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন করার জন্য প্রস্তাব আমাদের বিরোধী দলের উপ-নেতা এনেছেন কিন্তু এটা যুক্তিযুক্ত নয়। আবার বিরোধী দল নেতা বলেছেন তাঁর প্রস্তাবে যে ত্রিপুরাতে সেনাবাহিনী থাকতে থাকতে নির্বাচনের জন্য নাকি এসব প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি ২ জনের বক্তব্য দুই রকম। আমাদের বিলের মধ্যে প্রস্তাব আছে যে ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে কতগুলি অসুবিধা আছে। এই পঞ্চায়েতগুলি করা হয়েছে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজ্য স্থাপন করার লক্ষ্যে। ত্রিপুরা পঞ্চায়েতের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস ওনারা বাস্তবকে উপলব্ধি করবেন। যদিও অনেক সদস্য এটা করবেন না কারণ ত্রিপুরাতে পঞ্চায়েতগুলি এমনভাবে করা হয়েছে যে, এক রেভিনিউ মৌজায় ৩/৪ শত পপিউলেশনের পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত আছে আবার কোন পঞ্চায়েতে ১০ হাজার পপিউলেশন আছে আবার অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে, সিএসবা এস, টি, ওয়ার্ডগুলি যেখানে করা হয়েছে সেখানে হয়ত বা মাত্র এক পরিবার মাত্র এস, সি বা এস, টী. আছে। কোন সামঞ্জস্য নাই। এই কারণে আমাদেরকে ডি-লিমিটেশন করতে হবে এবং তা ৬ মাসের মধ্যে করা সম্ভব না। এই এস, সি, এস, টি, ও জেনারেলের কনষ্টিটিউয়েন্সগুলিকে পুনরায় তৈরী করতে হবে। আপনারা জানেন যে ১৮ বছর পর্য্যন্ত যাদের বয়স তাদের ব্যাপারে যে কারচুপি বর্তমানে আছে সেটা যাতে না থাকে সেটাও আমাদেরকে এখন দেখতে হবে। এসবও আমরা আমাদের এই বিলে এনেছি। সে কারণে আমি ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন করার পূর্ণ বিরোধিতা করছি।

আপনারা জানেন যে বিগত বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে য পঞ্চায়েতগুলি করা হয়েছিল সে পঞ্চায়েতগুলি দুর্নীতিগ্রস্ত, স্বজন পোষনে ভরা এবং জনগনের স্বার্থের চেয়ে তাদের দলের স্বার্থেই করা হতো। ফলে সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা বললে ভুল হবে কোটি কোটি টাকা গ্রামের উন্নয়নের যে টাকা লি দিল্লী থেকে আসত এবং রাজ্য সরকার থেকে দেওয়া হতো সেই টাকার বেশীর ভাগ টাকা নয়ছয় করা হয়েছে এই সম্পর্কে আমাদের কাছে অনেক তথ্য রয়েছে এবং সে সম্পর্কে আমি আপনাদের কাছে দুএকটি উদাহরণ দিচ্ছি। গাঁওসভা, বিশালগড় থানা সেখানকার সি, পি, এম, প্রধান নেপাল চন্দ্র দাস কিভাবে টাকা নয়ছয় করেছেন। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ক্যাশ বই সুষ্ঠুভাবে রাখতে হয়। কিন্তু দেখা গেছে সেখানে কোন ক্যাশ বই রাখা হয়নি সরকারী অনুদানের টাকা সরকারী ক্যাশ বইয়ে তোলা হয়নি এবং তার ইচ্ছেমত সেই টাকা নয়ছয় করেছে। তারপর গোপাল দেববর্মা, প্রধান, মান্দাই নগর, সেখানে টেংক লজ হতে আদায়ীকৃত ৬,০০০ টাকার কোন হিসাব ক্যাশ বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সেই টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ক্যাশ বই লেখাও হয়নি। এই রকম অনেক জনসাধারন থেকে সংগৃহীতপ্রচুর টাকা এবং গ্রামের সাধারন মানুষের উন্নয়নের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা সে টাকা তারা পুকুর চুরি করেছেন। সুতরাং সেই দিক থেকে রাজ্যবাসীর বৃহত্তর স্বার্থে এবং গণতান্ত্রিক ও অধিকার যাতে সবাই পায় তারজন্য আমরা এই পঞ্চায়েতগুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছি।

তাছাড়া আমরা এখানে কয়েকজন বিরোধী দলের সদস্য বলেছেন যে, গ্রাম পঞ্চায়েতের বয়স

পাঁচ বৎসর থেকে কমিয়ে চার বৎসর করায় গণতন্ত্রকে নাকি আমরা হত্যা করেছি কিন্তু এইটা অত্যন্ত নিন্দনীয় যে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য গ্রামের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে আরো বেশী বিকাশ ঘটানোর জন্যে আমরা সেটা করেছি। কারন যা মৌজা ভিত্তিক হয়নি। জনসংখ্যা ভিত্তিক কোন প্রতিনিধিত্ব হয়নি, সেসব কারনে আমরা নতুন করে এই বিল এনেছি। আর এই এমেণ্ডমেণ্ট এর উপর মাননীয় বিরোধী দল নেতা এবং উপ নেতা সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। আমি তাদের কর্তৃক আনীত এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করছি এবং আমরা যে সেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট এনেছি পঞ্চায়েতের উপর এইটাকে পূর্ণ সমর্থন করছি এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের বিরোধী দল নেতা এবং উপ নেতা যে প্রস্তাবগুলি এনেছেন এইটা যুক্তিযুক্ত নয় এবং সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। কাজেই আমি আশা করি আপনারা রাজ্যবাসীর বৃহত্তর স্বার্থে এই প্রস্তাবগুলি প্রত্যাহার করে নেন এবং আমাদের এই সেকেণ্ডমেণ্ট বিলকে সমর্থন করেন। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেঃ স্পীকার।— মাননীয় সদস্য শ্রী দশরথ দেব।

শ্রী দশরথ দেব (রামচন্দ্র ঘাট):— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে এমেণ্ডমেণ্ট এনে এই সরকার পঞ্চায়েতগুলি ভেঙ্গে দিয়েছেন সর্বপ্রথমেই বলব যে এইটা বে-আইনী হয়েছে। অরিজিন্যাল যে পেরেণ্ট যে এক্ট তার বাইরে এই এমেণ্ডমেণ্ট তৈরী হয়েছে। অরিজিন্যাল এক্টের ১১৭ ধারায় কি বলেছে —

If the opinion of the State Government, If any Gaon Panchayat has shown incomp tences to perform, has persistently made any fault in the performance of the duty imposed on him by the or under the Act or any other Act etc.

I. has superseded here. Then it says In the State Government may or by order to be published in the official Gazette stating the reason there of supersed the Goan Panchayat and direct as if it be constituted within such period not exc eding six months as may be specified in the order,

এই অর্ডারটা অর্ডিন্যান্স এর মধ্যে স্পেসিফিক নেই যেএই আইনে যা বলা হয়েছে যদি গভার্ণমেণ্ট সুপাসিড ও করে তাহলে সুপাসিডের সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার দিতে হবে যে ছয় মাসের মধ্যে তার পুনঃ নির্বাচন হবে, পুনর্গঠন হবে এবং স্পেসিফিক অর্ডিনান্স এর মধ্যে সেটা দেখাতে হবে কিন্তু এই অর্ডিন্যান্স এর মধ্যে সেই কথাটা নেই। কাজেই এই অর্ডিন্যান্স ইক্লিয়ার ভায়লেসন অব দ্যা কারেণ্ট এ্যাক্ট।

নামবার টু। এখানেই আছে—Sub-section (2), The state Government shall before making any order under sub-section (I) give the Gaon Panchayat an opportunity of making a representation against the proposed order,

সুপারসেসন অর্ডারের সংগে সংগে গাঁও পঞ্চায়েতগুলিকে তার বক্তব্য হাজির করার সুযোগ তাকে দিতেই হবে। ইট ইজ কম্পালসারি অ্যাকর্ডিং টু অ্যাক্ট॥ এখানে আইনজ্ঞ কেউ আছে কিনা আমি জানি না। এই আইনের কম্পালসারি ধারা সম্পুর্নভাবে ভাইয়লেট করেছে। এই অর্ডিন্যান্সটা সম্পূর্ন বে-আইনী। এই দুটি জায়গায় ভায়লেট করা হয়েছে। প্রথম ভায়লেট করা হয়েছে উইদিন সিকস মানথস সুপারসীড করতে হবে। ইট মাষ্ট কম্পলাই উইথ দি অর্ডার অব দি অর্ডিন্যান্স এই অ্যাকটের ১৫৭ ধারার সাব সেকশান অনুযায়ী। যে পঞ্চায়েতকে সুপারসীড করা হয়েছে বা হবে সেখান থেকে রিপ্রেজেনটেশান দেওয়ার অধিকার দিতে হবে। ইট ইজ দি রাইট অব দি পঞ্চায়েত। দ্যাট এসট্যাব্লিশড ল; দ্যাট অ্যাকট একেবারেই ভাইয়লেট করা হয়েছে। ইট ইজ দি সাবভার্সিভমেনট অব দি পঞ্চায়েত অ্যাকট। আণ্ডার হোয়াট রুল. কোন ধারা অনুযায়ী এই অর্ডিনান্সকে সুপারসীড করা হল ? এটা আইনের সম্পূর্ন বিরোধী এবং পঞ্চায়েত মিনিস্টার সেভেনথ সিডিউলের কন্সটিটিউশনের যে ধারা উল্লেখ করেছেন আই অ্যাম ফুললী কন্সাস অ্যাবাউট দিস পার্টিকুলার সেকশান। এই সেকশানে কি বলেছে ? এই সেকশানে বলেছে যদি বিধানসভা মনে করে তবে প্রস্তাব পাশ করতে পারে। নট দি গভর্নমেন্ট। এখানে তো আইন ভাইয়লেট করেছে। এখানে বিধানসভার যে অধিকার কনসটিটিউশনে দেওয়া হয়েছে, ওরা গভর্নমেনট থেকে অর্ডিনান্স জারী করেছেন আর কনসটিটিউশনের শেলটার দিচ্ছেন। এই শেলটার তাঁরা দিতে পারেন না। বিধানসভা হ্যাজ নেভার ডেলিগেটেড দ্যাট পাওয়ার টু দি গভর্নমেন্ট যে তাঁরা ইচ্ছা করলেই তা করতে পারেন। এই বিধানসভা কখনও পাওয়ার ডেলিগেট করেছে কিনা গভর্ণমেন্টকে বা এনি রিজিলিউশান ইন এনি আদার ফর্ম এটা কখনও দেওয়া হয় নি। কাজেই এটা গায়ের জোরে হবে।

তারপর বক্তব্য হলো, এখন যে অ্যামেণ্ডমেন্টটা আনা হয়েছে সেই অ্যামেণ্ডমেন্ট গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য আনা হয়েছে। ইট ইজ ইনডিভিজিউয়াল কেস এটা কংগ্রেস কমিউনিষ্টের ব্যাপার নয়। এটা হচ্ছে পঞ্চায়েত। ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ যারা গ্রামে গঞ্জে বসবাস করেন তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার কিভাবে সুরক্ষিত হবে সেই জিনিষটাই এই বিধাসসভায় আলোচিত হচ্ছে। এটা কোন মেমবারের ব্যাক্তিগত অধিকার খর্ব করার প্রশ্ন নয়। এটা হচ্ছে সমস্ত পঞ্চায়েতের। এই বিল যদি পাশ হয় ইট উইল বী অ্যা বল্যাক ডে, গণতন্ত্রের কালো দিবস শুরু হলো পঞ্চায়েত থেকে। কারণ এখানে কোন পঞ্চায়েত সংস্থার বক্তব্য থাকবে না, তাদের রিপ্রেজেনটেশান করার কোন রুল্জ নেই।

আর একটা ভয়ংকর ধারা এখানে এডমিট হতে চলেছে। উদের বক্তব্যটা কি স্পেসিফিক কোন ডেট নয় অর সাচ এ্যাণ্ড সাচ ডেজ। অর্থাৎ যখনই সরকার মনে করবেন তখন সরকার নির্বাচন করবেন ৪ বছর যদি নির্বাচন না হয় তাহলে আইনের কোন বাধ্য বাধ্যকতা থাকবেনা। সরকারের পক্ষে এইসব সুপারসিডেড পঞ্চায়েতগুলিতে নির্বাচন করা। এটা কোন আইন হতে পারে ? কোন আইন কোন সরকারকে কখনই সীমাহীন ক্ষমতা দেওয়া হয় না। সংবিধানও দেওয়া হয় না। এটা কোন আইন

হতে পারে ? কোন সরকারকে কখনই সীমাহীন ক্ষমতা দেওয়া হয় না। এই আইনে যেখানে ৬ মাসের মাসের মধ্যে নির্বাচনের কথা আছে সেটাকে বাতিল করে দিয়ে আনস্পেসিফায়েড পিরিয়ডের জন্য করা হচ্ছে। এটা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক এটা হতে পারে না। কাজেই এই ধারা এটা পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এই জন্য আমি বলছি যে, এই দু'টা ধারা সংশোধন করুন। অন্তত পক্ষে গ্রামাঞ্চলের মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার আমরা দিয়েছি—যেটা না বাড়ান সেটা যাতে রক্ষা হয় সেই ব্যবস্থা করুন। এটা যদি ঠিক না হয় এটাকে কালো দিবস চিহ্নিত করে গ্রামে পঞ্চায়েতের কাজ তারা চালাবে কোন উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে। আমি এই বক্তব্য রেখে আমি যে এমেণ্ডমেণ্ট এনেছি তাকে সমর্থন করে হাউসের কাছে জানাব মাননীয় সদস্যরা যে ভাবে হৈ চৈ করছেন আপনারা বুঝুন আপনারা কি করতে যাচ্ছেন। আপনারা গণতন্ত্রকে হত্যা করতে যাচ্ছেন বুঝতে চেষ্টা করুন। ভবিষ্যতের জন্য কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছেন। এটা নতুন করে ভেবে দেখার প্রশ্ন এটা গনতনত্রের প্রশ্ন উঘমার প্রশ্ন নয় এটা আইনের প্রশ্ন মানুষের অধিকারের প্রশ্ন।

সেই অধিকারকে রক্ষা করার এখনও সময় আছে আপনারা বিরত হউন এবং অরিজিন্যাল বিল যা আছে তাই থাকবে অর্ডিনানস বাতিল করে পঞ্চায়েতগুলিকে আবার চালু করুন পঞ্চায়েতগুলি চলবে তাদের মেয়াদ পর্যান্ত এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার — মাননীয় সদস্য শ্রী রতন ঘোষ

শ্রী রতন লাল ঘোষ (খয়ের পুর):— মিঃ স্পীকার স্যার এই হাউসে যে পঞ্চায়েত সেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট বিল এসেছে সেটাকে আমি পূর্ণ সমর্থণ জানাচ্ছি। মাননীয় বিরোধী দল নেতা এবং উপনেতা এই সেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট বিলের উপর কথা বলতে গিয়ে গনতনত্রের কথা একটু বেশী করে বলছেন শ্রদ্ধেয় বিরোধী দল নেতা এবং উপনেতা বয়সে প্রবীন দীর্ঘ দিন যাবত পার্লামেণ্টারী প্রেকটিসের সংগে জড়িত তাই উনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে এখানে এই এমেণ্ডমেণ্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে গনতনত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। এই শুনে ত্রিপুরার মানুষ হাসবে। হাসবে এই জন্য যে গনতনত্র কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে কোন দিন নিরাপদ হতে পারে না। নির্বাচনের গনতনত্র কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে নিরাপদ নয় এটা মাননীয় বিরোধী দল নেতা এবং উপনেতা খুব ভাল করেই জানেন। আর রিগিং এর যে কথা উনারা বলেছেন — পশ্চিম বংগের কাশীপুরের নির্বাচন দেখিয়ে দিয়েছে যে রিগিং কাকে বলে পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েত এর যে নির্বাচন হয়েছে সেটাকে কি নির্বাচন বলব না কোন রেজিমেণ্টের ফোর্স দিয়ে বিরোধী দলের মানুষকে কুপোকাত করা আর ত্রিপুরা রাজ্যে গণতনত্রের ধ্বনি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন এবং ১০ বছর কাটিয়েছিলেন মানুষের রকতের উপর দাঁড়িয়ে থেকে স্যার আগরতলার মিউনিসিপ্যালিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার এক বছরের মধ্যেও তাঁরা নির্বাচন করেন নাই। মুশকিল হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ উনাদের গনতনত্রের চেহারা বিগত ১০ বছর যাবৎ দেখেছেন।

আজকে গনতনত্রের কথা বলছেন উনারা। গনতনত্রের নামে বিগত দশ বছরে কত খুন হয়েছে কত হত্যা সংঘটিত হয়েছে এখানে তো মাননীয় বিরোধী দলের উপনেতা আছেন। বলুন উনি সেই দিন আগরতলা শহরে এক জনসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে হত্যা করার অধিকার সেটা সংবিধানের অধিকার। এগুলি পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে। এই হচ্ছে কম্যুউনিসট পার্টির গণতন্ত্র মানুষ মারার ষড়যনত্র ছাড়া আর কিছু নয়। মার্কসবাদীর মহান নেতা শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ১৯৭৭ সালে ঢাকঢোল বাজিয়ে নিজেকে জনসেবক প্রচার করতেন। কিন্তু যখনই ক্ষমতায় এলেন উনার নির্দেশে এই রাজ্যে গণতনত্রকে কর্মচারীদেরকে বলির পাঁঠা বানানো হল। ঘার নাড়লেই বদলি। তাই কর্মচারীরা কোঅর্ডিনেশনে গিয়ে ভীড় করল। উনার ১৯৭৭ সালের ইতিহাস কেউ ভুলে নি। ক্ষমতায় এসে প্রশাসনের আই, সি, এস, অফিসারদেরকে উপরে তুলে নিলেন। প্রমোশন দিয়ে উপঢৌকন করলেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনারা ভারতবর্ষের একটা কোণায় থেকে ভারতবর্ষের গণতনত্রের কথা বলছেন ইন্দিরা গান্ধীর রাজীব গান্ধীর সমালোচনা করছেন। এখানে একটু আগে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে এই কম্যুনিস্ট পার্টি ভুল করে আর ৫০% ১০০ বছর পর তাদের ভুল সংশোধন করে। নেতাজী সম্পর্কে উনারা ভুল করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে নৃপেন বাবুর বন্ধু পশ্চিম বংগের মার্কসবাদী নেতা বলেছেন যে ভুল হয়েছে বিগত দশ বছর খুন খারাপি করে আপনারা এখন টের পেয়েছেন যে সনত্রাস সৃষটি করে ভারতবর্ষে গণতনত্রের মধ্যে টিকে থাকা যায় না। এখন এই জিনিসটা আপনাদের আরও বেশী করে উপলব্ধি করা উচিত বুঝা উচিত যে, কিছু গুনডার হাতে সমাজকে ছেড়ে দিলে প্রশাসনকে ছেড়ে দিলে শাসন ক্ষমতায় থাকা যায় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রদ্ধেয় বিরোধী নেতা আগের দিনগুলির কথা একটু স্মরণ করুন। তত্কালীন বিরোধী নেতা যেভাবে সনত্রাস সৃষটি করেছিলেন সেটা উনার ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র সনত্রাস আর সনত্রাস। সেইজন্যই ত্রিপুরার মানুষ আজকে তাদেরকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে কংগ্রেস (ই) এবং টি ইউ জে সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। আমরা বলছি মানুষের অধিকারকে হরণ করা হবে না। আপনারা বলছেন যে পঞ্চায়েত পাঁচ বছরের জন্য করেছেন। কিন্তু আপনারা বি ডি সি গুলিকে একটা আখড়া বানিয়েছিলেন এবং তত্কালীন পঞ্চায়েত মন্ত্রী ছিলেন একজন হিটলারের চেলা। আমরা বলছি মানুষের অধিকার কেড়ে নেবার চেষ্টা কোন দিন হয় নি হবে না। পঞ্চায়েত সম্পর্কে বলছি আপনারাতো বি ডি সি গুলিকে এক একটা দলীয় আঁখড়ায় পরিণত করেছিলেন। সেগুলি আমরা দেখি নি? দেখিনি,, তৎকালীণ মন্ত্রীপ্রবরবা কি করেছিলেন? আপনারাইতো বলেছিলেন সেনাবাহিনী থাকতে থাকতে নির্বাচন। এখন সেনাবাহিনী থাকায় হাতছাড়া হয়ে গেছে তাই না? তাই এখন সাধারণ মানুষের কাছে বলতে হবে বলে বিরোধিতা করছেন। ঋণ মেলার আপনারা বিরোধিতা করেছেন। আর এই বিধানসভার এখন ঋণ মেলা দেবার জন্য বলছেন। আমরা জানি

এই পঞ্চায়েত বিলের বিরোধিতা করলেও কিছু দিন পরে আপনাদের বলতে হবে ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনারাতো একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে চেষ্টা করেছিলেন। আপনারা যে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিলেন তা আমরা বুঝতে পারি এখানে আপনাদের রাম দা দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন বোমা দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। এখানে বিরোধী দলের নেতা ও উপ নেতাকে অনুরোধ করব বিগত দিনের কথা স্মরণ করুন। আপনারা তো সমস্ত প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন। নিষ্ক্রিয় করে রেখে ছিলেন পুলিশ প্রশাসনকে। এমনকি যে দিন ঋণ মেলার ফর্ম বিলি হয় সেদিন পুলিশকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছিল। আজকে অধিকারের কথা বলছেন। কোন অধিকার? যে অধিকার থাকে একজন মাত্র নেতার কাছে। ২২ লক্ষ মানুষের অধিকার থাকবে না এ হতে পারে না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা আন্দোলন করেছি তাই মানুষ আমাদেরকে ক্ষমতা বসিয়েছে। আপনাদেরও বসিয়েছে। সহযোগিতা করুন। ঐ ওয়ার্ডগুলিকে আপনারা কি অবস্থায় দাঁড় করিয়েছিলেন তা নিশ্চয়ই আপনাদের নতুন করে বলতে হবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার কোন ওয়ার্ডে ৮০০ ভোটারে ১ জন সদস্য,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রী রতন লাল ঘোষ :— মাননীয় স্পীকার স্যার আমাকে এক মিনিট সময় দিতে হবে॥ আবার দেখা গেছে কোন ওয়ার্ডে ২৫ ভোটারে ২জন সদস্য। এসব করেছিলেন সব বি' ডি, সি, দখল করার জন্য। ২৪৪ ভোটের আর ৬৭ ভোটেরও পঞ্চায়েত রয়েছে। আপনারা গনতন্ত্রের কথা বলে থাকেন, শুনলে হাসি পায়। আগামী প্রজন্মও হাসবে। স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী এখানে যে পঞ্চায়েতের উপর সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল এনেছেন, তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর):— মাননীয় স্পীকার স্যার আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের নেতা সদস্য নৃপেন চক্রবর্ত্তী এবং মাননীয় উপনেতা দশরথ দেব পঞ্চায়েত সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট বিলের উপর যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি বলছি। যে বিল এখানে আনা হয়েছে সংশোধনী বিল সেই বিলে বলা হয়েছে সরকারের কাছে ডিজায়রেবল নয়। ডিজায়রেবল নয় কেন?

গ্রামে গ্রামে যারা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নষ্ট করতে চায়, গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চায়। তাদেরকে এই সরকার যে প্রটেকশান দিতে চেষ্টা করছেন তাতে পঞ্চায়েতগুলি বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারন গ্রামের গরীব মানুষ গনতন্ত্র পেয়েছে বিগত ১০ বৎসর ধরে। তাই ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য তারা চেষ্টা করেন। গ্রামের যে সুদখোর মহাজনী যে শক্তি, সে শক্তিকে প্রটেকশন দিতে চান বর্ত্তমান জোট সরকার। আর সেই কাজে বড় বাধা হচ্ছে গ্রামের মানুষ এবং পঞ্চায়েতগুলি। স্যার, গ্রামে যারা দুর্নীতি করে তাদেরকে প্রটেকশন দিতে চেষ্টা করছেন এই জোট সরকার। এবং এই কাজে

পঞ্চায়েতগুলি বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারজন্যই পঞ্চায়েতগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছেন। এই সরকার গ্রামের উন্নয়নের সমস্ত টাকা হাফিজ করে দিতে চাইছে। কিন্তু তার জন্য সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে পঞ্চায়েত। কারন, পঞ্চায়েতগুলি সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের ভোটে নির্বাচিত এবং পঞ্চায়েতের প্রধান এবং মেম্বাররা গনতান্ত্রিক শক্তিকে ব্যবহার করেন। এই ভাবে তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন বলেই এই জোট সরকার গায়ের জোরে জনগনের উদ্যোগকে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন. এই সরকার নিজেদেব বংশধরদের দিয়ে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা দখল করতে চাইছেন। এই হচ্ছে তাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গি। এবং ইতিমধ্যেই উন্নয়নের কমিটির নাম করে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করেছেন। এই সরকার বে আইনী ভাবে জনগনের রায়কে পদদলিত করে নিজেদের ক্ষমতায় বসানোর যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাতে সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয়েছে গ্রামের গণতান্ত্রিক মানুষেরা। গত ৫ মাস ধরে পঞ্চায়েতগুলিকে ননফাংশনিং করে রেখেছেন এবং পঞ্চায়েত শাসনকে ধংস করার জন্য কায়েম স্বার্থান্বেষীদের হাতে রামদা বোমা ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্র তুলে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় সাধারণের জন্য প্রচলিত বিচার ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দিয়ে প্রাইভেট আর্মি তৈরি করে টি, এন' ভিরা মত জোর করে টাকা আদায় করছে, জোর করে জমি দখল করে নিচ্ছে, ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত ওরা করছে গত পাঁচ মাসের মধ্যে। স্যার যারা কৃষক সভা করেন ক্ষেতমজদুর ইউনিয়ন করেন যারা তাঁত শিল্প শ্রমিক ইউনিয়ন করেন, মৎস্য জীবি ইউনিয়ন করেন যারা জাতি-উপজাতির মৈত্রীকে রক্ষা করেন, যারা সংখ্যালঘুদের রক্ষা করেন, এই সমস্ত কিছুকে ধুলিস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য আজকে এই অশুভ শক্তি পঞ্চায়েত গুলিকে দখল করে নেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। বামফ্রণ্ট সরকার পঞ্চায়েতগুলির হাতে বিপুল ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলেন। যারা গ্রামের উন্নয়ন করবে সেই জন্য ক্ষমতাকে ডিসেণ্ট্রালাইজেশন করে রাজ্য সরকার যতবেশী ক্ষমতা পঞ্চায়েতগুলির হাতে তুলে দিতে পারেন তার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করেছিলেন। গ্রামের পঞ্চায়েতগুলি নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহন করে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা রচনা করবেন। নিজেদেব হাতে ক্ষমতা নিয়ে সরকারকে সাহায্য করবেন এই ছিল ব্যবস্থা। তার জন্য ব্লক অফিসগুলি সহায়ক ছিল, ডি, এম, অফিস সহায়ক ছিল। বামফ্রণ্ট সরকার চেয়েছিলেন এইভাবে পঞ্চায়েতগুলিকে শক্তিশালী করবেন। এবং চেষ্টাও করেছিলেন। আজকে এই জোট সরকার মূল জায়গায় হাত দিতে চেষ্টা করছেন। পঞ্চায়েতের মূল অধিকার গুলিকে নষ্ট করে দেবার জন্য তারা উদ্যোগ নিয়েছেন। পঞ্চায়েতের অধিকার নষ্ট করার অর্থই হচ্ছে জনগনের উদ্যোগ নস্ট করা। আমরা দেখেছি পঞ্চায়েতগুলি কিভাবে সংখ্যালঘু মুসলিম, সংখ্যালঘু মনিপুরী, অন্যান্য অংশের মানুষ কিভাবে কিছু পেতে পারে তার জন্য যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে। আর, এল, ই জি; পি, এন. আর, ই, পি. এস, আর, ই, পি, এই সমস্ত কর্মদ্যোগ গুলি এই সরকার ক্ষমতায় বসার সাথে সাথেই শপথ নিয়েছেন কিভাবে বন্ধ করা যায় এবং ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ঘোষনা করেছেন এখন কোন কাজ দেওয়া হবে না। যার ফলে গ্রামে গঞ্জে ব্যাপক অংশের মানুষ কর্মহীনতায় অনাহারে অর্ধাহারে ভুগছে। এই পঞ্চায়েতগুলি উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করে

গ্রামে স্কুল ঘর তৈরী করেছেন, একটা জলসেচ প্রকল্প তৈরী করতে হবে, নিজেরা উদ্যোগী হয়ে সেটা করেছেন।

স্যার, গ্রামের মধ্যে জমি রিক্লেমেশ্যান এই যে নুতন নুতন জমি এলটমেন্ট হয় সেই রিক্লেমেশ্যানের কাজ পঞ্চায়েতের হাত দিয়ে হয়েছে। জল সেচের ব্যবস্থা ছাড়াও গ্রামের মধ্যে এই জমি রিক্লেমেশ্যান ছাড়াও অসংখ্য রাস্তাঘাট তৈরী হয়েছে। সামাজিক বনায়ন গ্রামের মধ্যে শুধুমাত্র এইটুকু নয় গ্রামে নুতন নুতন তাদের নিজেদের উদ্যোগে সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন নুতন নুতন সম্পদ গড়ে উঠেছে। স্যার, গত ১০ বছরে একটি লোকও অনাহারে মারা যায় নি। কিসের জোরে শুধু কি এন. আই, ই হি শুধু কি এস আর ই পি শুধু কি আর্টিফিশিয়্যাল কাজের মধ্য দিয়ে নুতন নুতন সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে। সেই সম্পদের মধ্যে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। যারা বেকার যুবক বেকার কর্মী, বেকার ক্ষেত মজুর তারা সমস্ত কাজ পেয়েছেন। পুরানো ক্ষেত মজুর তারাও কাজ পেয়েছেন তার ফলে নুতন নুতন কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে তার ভিতর দিয়ে আমরা গত ১০ বছর দেখেছি মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে। নুতন এক গ্রামীণ অর্থনীতি নুতন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে যার ভিতর দিয়ে দরিদ্ররা সংগ্রাম করতে পারেন, লড়াই করতে পারেন এই দারিদ্রের বিরুদ্ধে। এই সাংকটের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি সঞ্চয় হয়েছিল। এই পঞ্চায়েতের কাজ করার মধ্য দিয়ে এবং পঞ্চায়েতের গণতন্ত্র থাকলে একমাত্র সেগুলিকে সংগঠিত করা যায়। স্যার আজকে ওরা এইগুলিকে সর্ব্বনাশ করতে চেষ্টা করছেন। বিপদজনক আক্রমণ করছেন এই সমস্ত সম্প্রসারনের মধ্য দিয়ে।

মিঃ স্পীকার — মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার আমার বক্তব্য শেষ করে ফেলছি। এই যে সম্পদ বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল এইগুলিকে এখন তাঁরা সর্ব্বনাশ করবেন। তাই এই জন বিরোধী সংশোধনের বিরুদ্ধে আমরা এই বিধান সভার মধ্যে লড়ছি এবং আমরা বাইরে সমস্ত জনসাধারনকে সমস্ত গ্রামের মানুষকে সংগঠিত করে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই আক্রমনের বিরুদ্ধে লড়বো।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চাকমা।

শ্রী সুনীল কুমার চাকমা (পেচারথল) :— মিঃ স্পীকার স্যার আজকে ত্রিপুরা পঞ্চায়েত সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল এই হাউসে পেশ করা হয়েছে এবং এই বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। মিঃ স্পীকার স্যার এই যে পঞ্চায়েত বিল আনা হয়েছে আমি মনে করি এটা জনগণের স্বার্থে আনা হয়েছে। কারণ বিগত ১০ বছর আমরা লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত পঞ্চায়েত গুলির মধ্যে প্রধানরা সদস্যরা যে ভাবে উন্নয়ন-মূলক কাজে কারচুপি করেছেন তার কোন হিসাব নেই। আমি কয়েকটি দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি। কাঞ্চনপুর উত্তর লাউছড়া গাঁও সভাতে বার বার তিন বার করে বেনিফিসিয়ারি এষ্টিমেট দেওয়া হয়েছে। যার জন্য সেটার প্রতিবাদ করা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্বেও কোন প্রতিকার হলো না। ঠিক তেমনি ভাবে আরও দেখেছি

দক্ষিন তলীছড়া একটা ক্ষুদ্র পঞ্চায়েত ২৫৭ জন ভোটারকে নিয়ে একটা পঞ্চায়েত গঠন হয়েছিল সেই পঞ্চায়েতে ৭ জন সদস্য। কাজেই তাদের দলের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তারা কলাকৌশল করেছিলেন। এমনিভাবে পঞ্চায়েত গুলি কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন যাতে অন্য দলের সদস্যারা সেখানে ঢুকতে না পারেন সেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

কাজেই সেখানে এস, সি রিজার্ভ পোষ্ট এর পরিবারের কেউ ছিলনা। ছিল কিভাবে? এক বৃহৎদের পরিবারের এক চাকরকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। তাকে বানানো হল পঞ্চায়েত প্রধান। চাকর হল পঞ্চায়েত প্রধান উনারা এইভাবে দলের স্বার্থে কাজ করে গেছেন। আরও বলতে পারি উত্তর চলুছড়া গাঁওসভার প্রধান বিগত ১০ বৎসরের মধ্যে বাড়ী করেছেন গাড়ী কিনেছেন। উনারা চিন-বেন। জায়গা কিনেছে শিলচরে। বিরাট দোকানের মালিক। তাদের দলের স্বার্থে তাদের ক্যাডারদের সবার্থে তারা এইসব করেছেন। তারা এখানে যে ভাবে বক্তব্য রেখেছেন পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দিলে গ্রামের গরীব মানুষের কল্যাণ হবেনা। আমি মনে করি গ্রামের দরিদ্র সাধারনের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে না। বরঞ্চ তাদের স্বার্থ সুরক্ষা হবে। তাদের একটা দুর্নীতির আখড়া হয়েছে এই পঞ্চায়েত। সেই দুর্নীতির পরিসীমা নাই। স্যার এই বিষয়ে আমি আর বেশী বলতে চাই না। ত্রিপুরা পঞ্চায়েত সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল যে এখানে আনা হয়েছে আমি সেই বিলকে সমর্থন করে আমি বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখছি উনারাও যাতে এই বিলটাকে সমর্থন জানান এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার : (কাকড়া বন) :— মাননীয় স্পীকার স্যার আজকে পঞ্চায়েতের উপর যে সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল এসেছে এবং তার উপর যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট এসেছে মাননীয় বিরোধী দলনেতা এবং উপনেতা আমি তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। অ্যামেণ্ডমেণ্ট সমর্থন করছি এই কারনে বিরোধী দলনেতা এবং উপনেতা যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন তা হল গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এবং তারা যে বিল এনেছেন সেটা হচ্ছে স্বৈরাচারের আবির্ভাবের দিক। গণতন্ত্রকে সুরক্ষা করতে গণতান্ত্রিক ভারত বর্ষের নাগরিক হিসাবে এই সভার দায়িত্বপূর্ণ সভ্য হিসাবে গণতন্ত্রকে রক্ষা করাটাই প্রত্যেকটা সদস্যের কর্ত্তব্য। গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগকে স্বাভাবিকভাবেই সমর্থন করতে হয়। তার জন্য বিরোধী দলনেতা এবং উপনেতা যে সংশোধনী এনেছেন আমি তাকে সমর্থন জানাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার মাননীয় উপনেতা বলেছেন যে কালো দিন হিসাবে চিহ্নিত হবে। এখানে যদি একটা কালো সরকার থাকে সমস্ত কাজকর্ম কালো হিসাবেই চিহ্নিত হবে। এইটা একটা দুর্ভাগ্য ভারত বর্ষের। গোটা ভারতবর্ষেই কালো দিন চলছে। পার্লামেণ্টে আপনারা দেখছেন ১৯৮৮ সাল কালো দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ভারতবর্ষের পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ৬৯তম বিল এনে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে কবর দিয়েছেন। স্বৈরতান্ত্রিক শাসন আবির্ভূত করেছেন। যাতে

এক দলীয় শাসন করা যায় এক ব্যক্তির শাসন করা যায় মানুষের সমস্ত অধিকারকে কেড়ে নেওয়া যায়, তার জন্য ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী গণতন্ত্রকে হত্যা করে স্বৈরতন্ত্রের আমদানী করেছেন পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন করেছেন গায়ের জোরে। সেই রাজীব গান্ধীর ই ত. অ্যাডপটেড সরকার ত্রিপুরা রাজ্য শাসন করছে। যারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সমর্থন নিয়ে আসেনি গায়ের জোরে, সেনাবাহিনীর জোরে, সন্তোষমোহন দেবের জোরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের জোরে এসেছেন। গণতন্ত্রকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা পঞ্চায়েতকে রক্ষা করবে এই আশা করা যায় না। গোটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি? ভারতবর্ষের মানুষ গণতন্ত্রকে ছেড়ে দেবে না, স্বৈরতন্ত্রকে আসতে দেবেনা। ভারতবর্ষের মানুষ তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। যারা আপনাদের গুরু আপনাদের রাজীব গান্ধীর গুরু সেই আমেরিকার রেডিও, সেই ইংলণ্ডের রেডিও তারা কি বলছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এইভাবে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা ঘোষণা করেছেন এই সরকারের আয়ু ৮ মাস। তার জন্য তারা সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করে দিয়ে এইখানে যা করতে হবে তা হচ্ছে গণতন্ত্রের যে সংস্থাগুলি আছে সেগুলিকে কেটে ছেটে দিয়ে এখানে লুটের রাজত্ব কায়েম করতে হবে।

এখানে নির্বাচিত সংস্থাগুলিকে কেটে-ছেটে বাদ দিয়ে লুটের রাজত্ব কায়েম করার জন্য উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই উন্নয়ন কমিটি কোন আইনে করা হয়েছে? নির্বাচনে যারা মানুষের দ্বারা বর্জিত তাদের দিয়ে এই উন্নয়ন কমিটি করা হয়েছে। আমরা যখন গ্রামে যাই তখন লোকেরা বলে যে, এই উন্নয়ন কমিটিগুলিতে উপজাতি অংশের লোকেরা নেই। ওরা আরও বলল যে, যারা উন্নয়ন কমিটিতে আছে তারা লুটের ভাগ পায়। এ রকম একটি ঘটনা আমার জানা আছে যে যেখানে ৯০০ মেন-ডেজের কাজের মধ্যে মাত্র ২০০ মেন ডেজের কাজ হয়েছে। বাকী মেনডেজের টাকা মেরে দিয়েছে। এ রকম আরেকটি ঘটনা ঘটেছে। যেখানে এই উন্নয়ন কমিটির লোকেরা ৩০০ কেজি, চাল পাচার করার সময় হাতে নাতে ধরা পড়েছে। এই হচ্ছে উন্নয়ন কমিটির গুণ। মাননীয় মন্ত্রী সমীর বর্মন যেটা শয়নে, স্বপনে চিন্তা করছেন সেটাই এখন হচ্ছে। পঞ্চায়েত দুর্নীতি করছে তাই পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতির কারণ হিসাবে দেখান হয়েছে টাকা পয়সা সম্পর্কে ক্যাশ বই লেখা নাই। ক্যাশ বই লেখার দায়িত্ব কার, প্রধানের? প্রধান ক্যাশ বই লেখেন? এটা কোন মন্ত্রীর উক্তি হইতে পারে না।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এসব কথা আমাদেরকে এখানে বসে শুনতে হচ্ছে। এটা শুধু আমাদের দুর্ভাগ্য নয় এটা গণতন্ত্রের দুর্ভাগ্য। কাজেই এই বিলটাকে সমর্থন করা যায় না। যদিও তারা গায়ের জোরে এসব করবে। সমস্ত নির্বাচিত সংস্থাকে তারা ভাঙছে। কোথাও কোন নির্বাচিত সংস্থাকে তারা থাকতে দেবে না। সুখময়বাবু থেকে এসব আমরা দেখে আসছি। সারা ভারতবর্ষে ওরা এভাবে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে। কাজেই এই বিলকে কোন অবস্থাতেই সমর্থন করা যায়না।

[illegible]

বিরোধীদলের নেতা ও উপ-নেতা যেসব সংশোধনী এনেছেন সেগুলিকে আমি সমর্থন করছি।

মানুষের অন্ততঃ মস্তিষ্ক বলে একটা জিনিষ আছে. মানুষের বিচার বুদ্ধি বলে একটা কিছু আছে। এই বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে আপনাদের মধ্যে অনুশূচনা আসতে বাধ্য, সেটা না এসে পারেনা। আজকে এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলছেন সেটা বলবেনই কারন তিনি এখন রাজীবের জাতাকলে পড়েছেন। কাজেই তিনি এখানে যত সুন্দর কথাই বলুন না কেন - যখন যাতাকলে পড়ে ঐ কাকা তোয়া কাক এসে যখন ধাক্কা দেয় তখন ময়না কিন্তু ভেঁ ভেঁ করে, তখন আর অন্য কিছু বলে না। এখন পর্য্যন্ত তিনি রাজীবের সেই শিখানো মিষ্টি কথা বলুন না কেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই কেন্দ্রের যাতাকলে পড়ে ভেঁ ভেঁ করতে বাধ্য। আমরা দেখেছি ইতিহাসে সেই হিটলার ছিল, মুসোলিনী ছিল' তারা কত লম্প জম্প করলো। এখানেও সেই লম্পজম্প গলা চড়ানো শব্দ প্রত্যেকের কাছ থেকেই কানে ভেসে আসছে তা হিটলারের যারা শিষ্য তাদের কণ্ঠ থেকে অনেক কিছুই শব্দ বেরিয়ে আসতো হাসছেন, হাসুন, আজকে তাদের জায়গা কোথায় ? ইতিহাসে তো তাদের কোন জায়গা নেই। এরা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

ওরাও স্বপ্ন দেখছিলেন গোটা বিশ্ব থেকে লালকে হটিয়ে দেব, সারা বিশ্ব স্বৈরতন্ত্র কায়েম করব গোটা বিশ্বকে গ্রাস করব। আর এখানে রাশিয়ার সঙ্গে যদি রাজীবের ভাব ভাল না হয় তা হলে এখানে গণতন্ত্র রক্ষা করা যায় না। সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে' গোটা পৃথিবীর মানুষ গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছেন এবং এই ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষ এই গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য যে সংগ্রামে অবতীর্ণ এই সংগ্রাম আজকে বিধান সভা থেকে পঞ্চায়েতের অধিকারকে রক্ষা করার জন্য শুরু হয়েছে এবং এইটাই ছড়িয়ে পড়বে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যে আমি আশা করছি আপনাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে এবং আপনাদের এই এমেণ্ডমেণ্টকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্রকে রক্ষা করবেন। ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল দাস।

শ্রী সুনীল দাস (ফটিক রায়) :— মিঃ স্পীকার স্যার আজকে অধিবেশনে পঞ্চায়েত- এর উপর যে বিল আনা হয়েছে আমি সেই বিলকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মিঃ স্পীকার স্যার বিরোধী দলের নেতা এবং উপনেতা এই বিলের বিরোধীতা করে বক্তব্য রেখেছেন। আজকে যে বিল আনা হয়েছে সেটা ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থেই এই বিল আনা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার ১৯৭৮ সালে পূর্বে এই বিরোধীরা অনেক বৎসর যাবৎ এই ত্রিপুরা রাজ্যের মেহনতী মানুষের দরদী বন্ধু বলে হাল্লা চিল্লা করতেন। তাই ত্রিপুরার মানুষ হয়তো ভেবেছিল যে তারা হয়তো গরীব মানুষের জন্য কিছু একটা করবে। কিন্তু বিগত দশ বছরে তাদের যে চেহারা সেটা ২৪ লক্ষ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ অবগত হতে পেরেছেন এবং তারই জবাব দিয়েছেন গত ফেব্রুয়ারী মাসের নির্বাচনে তাদের বিরোধী বেঞ্চে বসিয়ে।

মাননীয় স্পীকার স্যার আজকে এই বিধান সভায় বিরোধী দল নেতা শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী

বলেছেন এই ত্রিপুরা রাজ্যে রিগিং হয়েছে ফটিকরায়ের উপ নির্বাচনে রিগিং হয়েছে। আমি বলতে চাই যে গত ২'রা ফেব্রুয়ারী যে নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনের সময়ে তো আপনারা গদিতে ছিলেন আর তখন ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষ আপনাদের বিরোদ্ধে দিয়েছিলেন। আর এখন আপনারা বিরোধী বেঞ্চে বসে হাল্লা চিল্লা করেছেন।

আজকে বিরোধী আসনে বসে হই চই করছেন। বলছেন গরীব মানুষের জন্য কিছু করা হয়নি এবং উজান ময়দানে ধর্ষন হয়ে গেল ইত্যাদি। কিন্তু গত দশ বছরে আপনারা যা করেছেন তা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ দেখেছেন এবং সেই অনুসারে সঠিক রায় দিয়েছেন। ফটিকরায়ের নির্বাচন সম্পর্কে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই যে ফটিক রায়ের নির্বাচনে যে রিগিং হয়েছে এটা মিথ্যা কথা। সেখানে আমাদের আরও বেশী ভোট পেয়ে জেতার কথা ছিল। তাদের যিনি প্রার্থী ছিলেন তার জামানত জব্দ হওয়ার কথা ছিল।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রী দশরথ দেব :— নো পয়েন্ট অব অর্ডার। উনি মেডেন সপীচ দিচ্ছেন। সুতরাং নো পয়েন্ট অব অর্ডার। ওরা ডিস্টার্বড করতে পারে, কিন্তু আমরা করব না।

শ্রী সুনীল চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জামানত বাজেয়াপ্ত করতে পারি নাই কারণ তখন আমাদের সরকার মাত্র তিন মাসের মধ্যেই নির্বাচন করছেন। যদি এক বছর সময় পেতাম তাহলে তাদের প্রার্থীর জামানত নিশ্চয়ই জব্দ হয়ে যেত। আগামীতে যখন ফটিক রায়ে নির্বাচন হবে তখন নিশ্চয়ই তাদের প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। যদি ফটিকরায়ে সন্ত্রাস হয়ে থাকে তাহলে আপনারা কি করে ছিলেন এতদিন এটা বুঝুন।

মাননীয় স্পীকার স্যার বিধানসভা চলাকালীন নারী ধর্ষন এবং উপজাতি এবং তফসিলী জাতির দরদী বন্ধু ইত্যাদি বলে তাঁরা হৈ চৈ করছেন। কিন্তু গত দশ বছরে তারা দিল্লী থেকে শুধু টাকা এনেছেন গরীব মানুষের কথা বলে। কিন্তু সেই টাকা গরীবদের জন্য খরচ না করে নিজেরাই আত্মসাৎ করেছেন। কিছুই রেখে যাননি। তা না হলে গত ৫ মাসেই সব শেষ হয়ে গেছে' এই কথা কি করে বলেন? সুতরাং মাননীয় সপীকার স্যার আজকে যে বিল আনা হয়েছে এই বিলকে আমি সমর্থন করছি এবং আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস (শাল গড়া):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে পঞ্চায়েত অ্যাক্টের উপর এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন আমি সেটাকে বিরোধিতা করছি। এটাতে আমরা স্বৈবরতান্ত্রিক পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

আমরা লক্ষ্য করছি যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পঞ্চায়েতগুলির জন্য রেখেছিলাম সেই

ব্যবস্থাকে ভেংগে দিয়ে এখানে এই সেকেণ্ড এমেণ্ডমেন্ট বিল আনা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই পঞ্চায়েত আইন চালু করতে যাচ্ছে। এই ত্রিপুরা বিধান সভায় যে আইন তৈরী করা হয়েছিল। বামফ্রণ্ট সরকার এই আইন তৈরী করে সেই আইনের মধ্যে এটা পরিষ্কার বলা আছে যে ৫ বছর এই পঞ্চায়েতগুলির মেয়াদ আছে। সেটাকে ভেংগে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় এবং বেআইনী ভাবে এই অর্ডিন্যানস এনে ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেওয়া হবে। কাজেই এই এমেণ্ডমেন্ট - এর মধ্য দিয়ে কালো ধারা এই আইনে যুক্ত করা হবে। স্যার . এই আইনে এটা স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে যে, কোন পঞ্চায়েতের বিরোদ্ধে যদি কোন স্পেসিফিক দুর্নীতির অভিযোগ থাকে তাহলে সেটাকে ভেঙ্গে দিয়ে আবার ৬ মাসের মধ্যে সেখানে নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু আজকে এই এমেণ্ডমেন্টে দেখতে পাচ্ছি যে, সেখানে অনির্দিস্ট কালের জন্য রেখে দেওয়া যাবে। অর্থাৎ সরকারের খেয়াল খুশী মত সেই সংস্থাকে নির্বাচন না করে রেখে দেওয়া যাবে। কাজেই এটা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মিঃ স্পীকার স্যার , আজকে এই সরকার ক্ষমতায় এসে এই সমস্ত পঞ্চায়েত গুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে উন্নয়ন কমিটি করেছেন। সেখানে আজকে আমরা কি দেখছি সেখানে আজকে এই কমিটিগুলি এস. আর ই পি এন আর ই পি র টাকাগুলি নিয়ে গ্রামের মানুষকে কাজ দেওয়ার নাম করে লুটের রাজত্ব চালাচ্ছে। আমরা সেই সব লুটের অনেক তথ্য দিয়েছি। কিন্তু আমরা সেই কথার কোন জবাব পাই নাই। আমরা বামফ্রন্টের আমলে এস আর ই পি এবং এন আর ই পি মাধ্যমে যেসব কাজ করান হত আমরা সেই সব কাজের জন্য কত টাকা খরচা হয়েছে কোথায় রাস্তা হয়েছে কোথায় সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে আমরা সেই টাকার খরচার হিসব আমরা ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের কাছে তুলে ধরতাম। আজকে সেই সব পঞ্চায়েতগুলি ভেঙ্গে দিয়ে ত্রিপুরার জনগণের যে গণতান্ত্রিক অধিকার সেই অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। এটা ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে একটা দুর্দিন। কাজেই এই কালো আইনের বিরুদ্ধে আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় . আমরা হবুচন্দ্র রাজার দেশের গবুচন্দ্র মন্ত্রীর কথা জানি। আজকে আমরা এখানে সেই গবুচন্দ্র মন্ত্রীদেরই দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা তাদের খেয়াল খুশী মত যা খুশী তাই করতে চলছেন কাজেই আমি এই ব্যাপারে ত্রিপুরার মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি যেন ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষের অধিকারকে এই ভাবে খর্ব না করে এখানে যে সেকেণ্ড এমেনডমেন্ট বিল এনেছেন এটা প্রত্যাহার করে নেন। কারণ বামফ্রণ্ট সরকার ত্রিপুরার মানুষের হাতে যে গনতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছেন সেটাকে নষ্ট করে যেভাবে ত্রিপুরায় স্বৈরতন্ত্র চালু করতে চাইছেন সেটা অত্যন্ত অন্যায় আমরা তাই এটাকে মেনে নেবে না। এর বিরুদ্ধে তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করবে। কাজেই / আমি আশা রাখি যে, তাদের সেই অধিকারকে রক্ষা করার জন্য এই বিলকে তিনি প্রত্যাহার করে নেবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ

করছি।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায়।

শ্রী রসিকলাল রায় (মোহন পুর):— মাননীয় স্পীকার স্যার মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে পঞ্চায়েত এমেণ্ডমেন্ট বিল ১৯৮৮ এই হাউসে পেশ করেছেন তার স্বপক্ষে এবং মাননীয় বিরোধী দলের নেতা উপনেতা যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আজকে বিরোধী বেঞ্চের নেতা উপনেতা এবং সদস্যরা গণতন্ত্রের কথা আলোচনা করেছেন। আমি মনে করি এই বাম ফ্রন্ট সদস্যদের গণতন্ত্রের কথা বলার অধিকার নেই। আমি একটা একটা করে প্রমাণ দিচ্ছি। ১৯৭৮ সালে উনারা যখন ক্ষমতায় আসেন তখন ক্ষমতায় এসেই পঞ্চায়েতগুলি ভেংগে দিয়েছিলেন। পঞ্চায়েতকে গণতন্ত্রকে সাবিক অধিকার উনারা দিয়েছেন বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত যেখানে অভিযুক্ত বামফ্রন্টের প্রধান এবং সদস্যরা যে সমস্ত কারচুপি করেছে, জনসাধারণকে ফাঁকি দিয়েছে এবং অর্থ আত্মসাত্‌ করেছে আমাদের বিশ্বকর্মার জ্যেঠামশায় ঐ জুটমিল থেকে আরম্ভ করে রাম দাও বোমা আমদানী করেছে তাদের মুখে গণতন্ত্র সম্বন্ধে কথা বলা শোভা পায় না। এখানে গণতন্ত্রের কথা বলে বুলি আওরাচ্ছেন এই উদ্দেশ্যে যে আবার জনসাধারনকে ফাঁকি দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে আরেকবার দাংগা সৃষ্টি করা যায় কি না বিরোধী দলের নেতা এবং উপনেতাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই উনারা কিভাবে গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছিলেন। বিশাল গড়ের প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে নির্বাচন হবে বলে মার্কসবাদী কম্যুনিসট পার্টির সদস্যরা বলেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের আগে বি, ডি, সির, নির্বাচনের আগে বিশালগড়ে প্রকাশ্য রাস্তার উপর মাননীয় প্রয়াত কংগ্রেস সদস্য পরিমল সাহাকে কেন খুন করা হয়েছিল? কারণ বিডিসির চেয়ারম্যান করতে দেয়া হবে না। এখানে যে পঞ্চায়েত বিল এসেছে সেটা আপনাদের মত গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য নয়। গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এই বিল এসেছে।

আপনারা সেই গনতন্ত্রকে হত্যা করেছিলেন বলেই সেই গণতন্ত্রকে রক্ষা করার স্বার্থেই আজকে এখানে এই অ্যামেণ্ডমেন্ট আনতে হয়েছে। বি ডি, সি, এর নির্বাচনে একজন বিধায়ককে হত্যা করে ছিলেন। সামান্য বিডিসি এর নির্বাচনে একজন বিধায়ক খুন হয়ে গেল। কিন্তু কংগ্রেস টি, ইউ জে এস, ক্ষমতায় বসে ফটিকরায়ে বিধানসভার নির্বাচন সম্পন্ন করেছে। সেখানে কি বামফ্রন্টের লোক কি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোক একজনও কি খুন হয়েছিল? একথা কি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন? এটা প্রমানের অপেক্ষা রাখে না। বি, ডি, সি, নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করে যে বিধায়ক খুন হয়েছিলেন সেই খুনের খুনীদেরকে প্রটেকশান দেওয়া হয়েছে। সেই খুনীদের গাসের পারমিট দিয়ে রক্ষা করে রেখেছেন কেন? ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেক গ্রামে দুটি করে মার্কেট। বিশালগড়ে একটি, অফিসটিলায় একটি। কিলোনীরায় একটি কংগ্রেসের, একটি বামফ্রন্টের

এ অবস্থা কেন ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

শ্রী রসিক লাল রায় :— এটা বামফ্রন্ট সৃষ্টি করেছিলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য, দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য। কংগ্রেস টি, ইউ. জে. এস. সরকার জনস্বার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জনগণের অধিকার রক্ষার স্বার্থে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

শ্রী রসিক লাল রায় :— স্যার, এই যে অ্যামেণ্ডমেন্ট যা বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এসেছে তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় পঞ্চায়েত বিলের উপর যে সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল এনেছেন তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধী দল নেতা ও উপনেতা এর উপর যে সংশোধনী বিল এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার নৃপেন বাবুর ১০ বছরের গণতন্ত্রের দরুন আজকে বিরোধী দল নেতা হয়েছেন জনগণ ১০ বছর যে গণতন্ত্র পেয়েছে তার প্রমানই এই রায়।

আর একটা রায় দেওয়া জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লাখ মানুষ, যারা ১০ বছরের গণতন্ত্রের দলে দরুন যে স্বর্গ রাজ্য তৈরী করেছিলেন তার বিরুদ্ধে রায় দেবার জন্য। ১০ বছরের গণতন্ত্রে এই রাজ্যে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে খুনের যে রাজ্য কায়েম করে ছিলেন তা কি নৃপেন বাবু ভুলে গেছেন ?

সেটা আজকে উনারা ভুলে গেছেন। স্যার আজকে উনারা পঞ্চায়েতের উপর এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন এবং বলেছেন আমরা নাকি গণতন্ত্রকে হত্যা করেছি। কিন্তু বিগত ১০ বৎসর ধরে নৃপেন বাবু ত্রিপুরা রাজ্যে গুনডা বাহিনী তৈরী করে পঞ্চায়েতে যে ভাবে কারচুপি করেছেন যে ভাবে দুর্নীতি করেছেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। স্যার আমার মোহনপুর ব্লকে ৬২টি পঞ্চায়েত গঠন করার কথা ছিল কিন্তু নৃপেন বাবু রাজনৈতিক মুনাফা লুঠার জন্য সেখানে ৫৩টি পঞ্চায়েত গঠন করেছেন। আমার তারা নগর গাঁও সভায় ৭ হাজার ভোটারের জন্য একটা পঞ্চায়েত ডুমরা বাড়ীতে ৮০০ ভোটারের জন্য একটা পঞ্চায়েত। যেখানে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থকরা বেশী আছে সেখানে উনি ১৭টা পঞ্চায়েত সৃষ্টি করেছেন। আর মোহনপুর ২নং কেন্দ্রে মাত্র ৫টি পঞ্চায়েত বড়জলাতে ৫টি পঞ্চায়েত যেখানে প্রতিটি পঞ্চায়েতে লোক সংখ্যা হচ্ছে ৭ থেকে ৮ হাজার। এই হচ্ছে তাদের চরিত্র। আজকে পঞ্চায়েত সম্পর্কে উনারা অনেক দরদী হয়ে গেছেন বিগত দিনে আমরা দেখেছি গ্রামে গঞ্জে নৃপেন বাবু মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ক্যাডারদের দিয়ে পঞ্চায়েত সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সমস্ত ক্যাডাররা পঞ্চায়েতের সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করেছে।

গ্রামে একটা টিউব ওয়েল নেই, কোন রাস্তা ঘাট উনারা তৈরী করেননি । কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া কোটি কোটি টাকা উনারা আত্মসাৎ করেছেন । আজকে উনারা পঞ্চায়েত সম্পর্কে দরদী হয়ে গেছেন । আপনাদের জন দরদীতার প্রমানতো ৮৮ ইং সালে নির্বাচনেই আপনারা পেয়ে গেছেন, আবার প্রমান পাবেন আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেই জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকুন । এস, আর' ই, পি, এন' আর' ই, পি র জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা দিয়েছিলেন । সেই অর্থ দিয়ে উনারা গ্রামের কোন রাস্তাঘাট নির্মান করেননি, কোন সম্পদ সৃষ্টি করেননি, ক্যাডারদের দিয়ে রাজনীতি করিয়েছেন । শ্লোগান দেওয়াইয়া ছিলেন, মিছিলে যেতে বাধ্য করেছিলেন । উনাদের নির্বাচনী মিছিলে যাওয়ার জন্য ঘোষণা করেছিলেন যারা মিছিলে যোগ দান করবে তাদেরকে ৫ টা করে কুপন দেওয়া হবে । এই ভাবে রাজনৈতিক ফয়দা লুঠার চেষ্টা করেছিলেন । এই ছিল তাদের পঞ্চায়েতের চেহারা আর আজকে উনারা বলেছেন আমরা গণতন্ত্রকে হত্যা করছি । স্যার আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আমার মোহনপুরে যেই মাত্র আমি দুর্নীতির অভিযোগ আনলাম যে কৃষি কাজের সমস্ত ঔষধ বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে ঠিক তার পরের দিন দুপুর বেলা শুনলাম সমস্ত কাগজ পত্র নাকি অফিস থেকে চুরি হয়ে গেছে । ওদের ক্যাডারদের দিয়েই উনারা চুরি করিয়েছেন । আমরা যখনই ওদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি অভিযোগ আনি তখনই কাগজপত্র চুরি হয়ে যায় নাহয় গরু খেয়ে ফেলে, না হয় আগুন লেগে পুড়ে যায় । এই হচ্ছে উঁাদের চরিত্র । স্যার, উনাদের এই চরিত্রর জন্যই ত্রিপুরার মানুষ আজকে উনাদেরকে বিরোধী আসনে বসিয়েছেন । স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা পঞ্চায়েত সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুলিশ সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন । ৮০র জুনের দাঙ্গা সৃষ্টিকারীর নায়ক আজকে হাউসে উপস্থিত নেই । স্যার এই পবিত্র বিধান সভার যখনই উনাদের চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা হবে তখনই দেখা যায় নৃপেন বাবু দশরথ বাবু চলে যান । আমরা গত ৮ তারিখ থেকে এই বিষয়টি লক্ষ্য করে আসছি । উনাদের চরিত্রের উপর আঘাত আসলেই উনারা হাউস থেকে চলে যান । কারন তা নাহলে উনাদের সমস্ত ইতিহাস ফাঁস হয়ে যাবে । স্যার এই রাজ্যের উগ্রপন্থী সৃষ্টির নায়ক নৃপেন বাবুর সরকারকে অবৈধ বলে ঘোষণা করার জন্য আমরা চিৎকার করেছিলাম । কিন্তু উনারা সেদিন আমাদের এই চিৎকারে কাণ দেন নি । উনি বলেছিলেন উগ্রপন্থী দমন করার জন্য নাকি কেন্দ্রীয় সরকার পুলিশ বি, এস' এফ' মিলিটারী দিচ্ছেন না । এক দিকে উনি সি' আর' পি, এফ, চান বলে চিৎকার করেছেন । অন্য দিকে উনার গুণ্ডা বাহিনী দিয়ে ১৪ হাজার লোককে খুন করিয়েছেন । ইতিহাস এর প্রমাণ দিয়েছে স্যার ।

মিঃ স্পীকার : স্যার ; আজকে আবার উনারা সৈনিকদের বিরুদ্ধে প্রচার করতে শুরু করেছেন, উনাদের তো রাজনীতি শেষ হয়ে গেছে । ১০০ বছরেরও ত্রিপুরা রাজ্যের মাটিতে আসতে পারবেন না । স্যার, উনাদের চরিত্র আজকে নারীদের নিয়েও খেলা করছেন । আজকে মা, বোনদের চরিত্র নিয়ে

ইজ্জত নিয়ে খেলা করছেন । এই ইচ্ছে স্যার ওদের চরিত্র । স্যার আজকে এই সব নির্বাচিত সরকার যে সকল উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা নিয়েছেন সেখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বাধার সৃষ্টি করছেন । আবার খুনের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা চালাচ্ছেন, সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করছেন ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেববনাথ :— স্যার, আজকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বিগত ১০ বছরে এই রাজ্যের জনগণ যে ভাবে লাঞ্ছিত' বঞ্চিত হয়েছিল' খুনের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন, তার জন্য আমরা বিরোধীতা করেছি এই রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে । তাই এই পঞ্চায়েত বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:— মাননীয় সদস্য **শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল** ।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী পঞ্চায়েত সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল এখানে যে পেশ করেছেন সেই বিলকে সম্পূর্ন সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে বিরোধী দল নেতা এবং বিরোধী উপনেতা যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন সেই এ্যামেণ্ডমেন্টের প্রচণ্ড বিরোধীতা করে আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছি । আজকে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে পঞ্চায়েত বিল এনেছেন এটার জন্য একমাত্র দায়ী বর্তমান বিরোধী সদস্য রা । বিগত ১০ বছর ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েত গুলিতে দুর্নীতির আখড়া তৈরী করেছেন তার জন্যই পঞ্চায়েত বিল আনতে হয়েছে । বিগত সরকার বিশেষ করে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ—মুখ্যমন্ত্রী আজকে বিরোধী বেঞ্চে আছেন । বিশেষ করে জোর গলায় বলতে পারি তাদের জন্যই আমাদের পঞ্চায়েত মন্ত্রী বিল আনতে বাধ্য হয়েছেন । আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলে গেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্ত পঞ্চায়েত রিকনষ্টিটিউট করা হয়েছিল সেই সমস্ত পঞ্চায়েত গুলি তাদের দলের স্বার্থে রিকনষ্টিটিউট করা হয়েছে । বিশেষ করে কংগ্রেস সেই নীতিতে বিশ্বাসী না হওয়ার বর্তমান সরকার এই পঞ্চায়েত বিল পেশ করতে বাধ্য হয়েছেন, এটা আপনাদের পক্ষে গ্রহণ করা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে না কেন না বিগত ১০টি বছর যাবৎ গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রকে বলি দিয়েছেন । উনারাও অর্ডিন্যান্স করেছেন আমি জানি । আজকে এখানে যে পঞ্চায়েত বিল এসেছে সেটা উনারা সমর্থন করতে পারবেন না এটা স্বাভাবিক কারন বিরোধী বেঞ্চে বসে উনারা বিরোধীতা করছেন কিন্তু যতই বিরোধীতা করুন ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ জানেন এটার বিরোধীতা করার মানেই ২৪ লক্ষ মানুষের বিরোধীতা করা তাছাড়া আর কিছুই নয় । মাননীয় বিরোধী উপনেতা উনি ডিমাণ্ড উত্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন যে গণতন্ত্রের কথা যদি এটাই বলে থাকেন তাহলে বিগত ১০টি বছর উনারা কি করেছেন, বিশেষ করে ১৯৮০ সালে যখন দাঙ্গা হয়েছিল তখন উনারা কোথায় লুকিয়েছিলেন ? আমরা জানি দক্ষিন পশ্চিম ত্রিপুরাকে উনারা শ্মশান খলায় পরিনত করেছেন এটার অর্থ কি সিদ্ধান্ত ?

১৯৮০ সালে আমরা জানি দক্ষিন ত্রিপুরা পশ্চিম ত্রিপুরা একটা শশ্মানখলায় পরিনত হয়েছে। এইটার অর্থ কি গনতন্ত্র? শুধু তাই নয়, বিগত দিনে পুলিশ প্রশাসনকে যেভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল সেটা কি গনতন্ত্র? আমরা জানি ১৯৮০ দাঙ্গার সময় পুলিশ প্রশাসন সমস্ত ট্রাইবেল পুলিশকে ষ্ট্যাণ্ড বাই হিসাবে রাখা হয়েছে। সেদিন উপমুখ্যমন্ত্রী কোথায় ছিলেন? বিগত ১০ বৎসরে উনারা অনেক গনতন্ত্রের শিক্ষা দিয়েছেন। যার ফলে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষ ওনেদেরকে আজকে বিরোধী বেনচে বসতে দিয়েছে। তারা যদি এইসব বিরোধীতা করে আগামী দিনে তাদের বিরোধী বেনচ থেকেও জনগন সরিয়ে দেবে। এই সমস্ত বিল তারা সমর্থন করতে পারে না। বিগত দিনগুলিতে আপনারা পঞ্চায়েতের উপর অর্ডিন্যান্স এনেছেন। আপনারা বিল এনেছেন। আপনারা কি করেছেন? এখন যুক্ত সরকারের সমালোচনা করছেন। সমালোচনা করার অধিকার রয়েছে আপনাদের। ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ জানে আপনারা ১০ টি বৎসরে কি করেছেন। আপনারা নিজেদেরকে রাজনীতি বিদ মনে করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষদের নিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে আজকে আপনাদের বিরোধী বেনচে বসতে হয়েছে। এইটাও উনাদের ভেবে দেখা উচিত। এই বিলকে তারা সমর্থন করতে পারছেনা। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও ৪ বৎসরের বেশী মেয়াদ নাই। অন্যান্য রাজ্যে নজীর আছে। আজকে তারা অ্যামেনডমেন্ট এনেছেন ৬ বৎসর করার জন্য। আপনারা যখন শাসক গোষ্ঠী হিসাবে ছিলেন তখন ৬ বৎসর করলেন না কেন? আজকে নির্লজ্জের মত আপনারা এমেণ্ডমেন্ট আনছেন। আপনারা বয়স্ক, লোক পিতৃতুল্য। ব্যক্তি রাজনীতি করার জন্য যদি এইসব করেন তাহলে আগামী দিনে মানুষ আপনাদেরকে আর এই হাউসে আসতে দেবেনা। আপনারা ত ১০ বৎসর ক্ষমতায় ছিলেন তখন ৬ বৎসর করলেন না কেন? আর ৪ বৎসরের করলে ক্ষতিটা কি? আজকে এই বিলে বলা হয়েছে ৪ বৎসর। ৪ বৎসরের মেয়াদ হলে বিরোধীদের অসুবিধাটা কোথায়? বিধানসভার নির্বাচন ৫ বৎসর পরে হয়। প্রতিটি নির্বাচন ৫ বৎসর পরে হয়। ৬ বৎসর পর নির্বাচন করতে গিয়ে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়। বিরোধীরা ১০ বৎসর রাজত্ব করেছেন তারা ভালইবুঝেন। বামফ্রন্টের দাবী হল আমরা আকাশ দেখতে পাই, আকাশকে ধরে দিতে হবে। এই দাবী তারা করেন। বিগত ১০টি বৎসরে তারা ত ৬ বৎসর করার প্রস্তাব রাখতে পারতেন। সরকারীভাবে অ্যামেণ্ডমেন্ট আনতে পারতেন। আজকে যুক্ত সরকারের সমালোচনা করার জন্য নির্লজ্জভাবে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন এইটা সমর্থন করা নিশ্চয়ই সম্ভব না। ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষ এইটা সমর্থন করতে পারবে না। আজকে যে বিল আনা হয়েছে ৪ বৎসরের কথা বলা হয়েছে। ৪ বৎসর করলে অসুবিধা কি? ৬ বৎসর হবে না ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে এই নজীর নেই। কিন্তু অনেক ৪ বৎসর এ নজীর আছে কাজেই এই যে ত্রিপুরা পঞ্চায়েত সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল এইটাকে সমর্থন জানিয়ে বিরোধী দলনেতা এবং উপনেতা তার উপর যে অ্যামেণ্ডমেনট এনেছেন তাকে প্রচণ্ডভাবে বিরোধীতা করে আমরা বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী জহর সাহা। সময় ৫ মিনিট।

শ্রী জহর সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে দিন ত্রিপুরা পঞ্চায়েত সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল এনেছেন তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি এবং বিরোধী দলের নেতা এবং উপনেতা এর উপর যে সংশোধনী এনেছেন তার তীব্র বিরোধীতা করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার বিরোধী দলের মাননীয় উপনেতা এই বিলকে কালো বিল বলে আখ্যা দিয়েছেন আমি এইটা বলতে চাই যে গত দশটা বছর এই রাজ্যে যারা কালো দিন হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন তাদের চোখে ছানি পড়েছে বলেই আজকে তারা সব কিছুকে কালো দেখছেন। গত ২ রা ফেব্রুয়ারী এই রাজ্যে মানুষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় যে বিপ্লব সংগঠিত করেছেন এইটা দুঃখের ব্যাপার আমি আপনার মাধ্যমে তাদেরকে স্মরন করিয়ে দিতে চাই যে, সেই গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না ওদের বক্তব্যে। আমি আশা করব অতীতে এই শিক্ষা তারা গ্রহন করেছেন। আজকে এইটা বলতে হচ্ছে যে কমিউনিস্ট দুনিয়াকে নুতন ভাবে তারা পৃথিবীর পরিবর্তনের সাথে সাথে আজকে তাদের মধ্যেও পরিবর্তনের কমপিটিশন লেগেছে। নিশ্চয়ই আপনি লক্ষ্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গে রথযাত্রাতে তাদের অংশ গ্রহন। শুধু তাই নয়, যেটা কোন দিন আমাদের সনাতন ধর্মের লোকরা করেনা সেই রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া আজকে ওটাও তারা করছে। আমার মনে হয় এই রাজ্যের কমিউনিস্টদের চোখে ছানি পড়েছে বলেই ওরা তা দেখতে পাচ্ছেন না যাতে করে আগামী দিনে ত্রিপুরার মানুষ তাদের চোখের ছানি খুলে দেয় বা কাটার ব্যবস্থা করে দেবে। স্যার আপনার মাধ্যমে তাদেরকে বলতে চাই এই বিলটা কেন আনা হয়েছে এইটা শুধু ত্রিপুরায় নয়, ওদের যে তীর্থভূমি পশ্চিমবঙ্গ সেখানেও পঞ্চায়েতের মেয়াদ কত বছর সেটা মাননীয় বিরোধী দল নেতা ও উপনেতা জানেন না বলেই আমাদের এই বিলকে বিরোধীতা করছেন। আমি ওনাদের অবগতির জন্য আপনার মাধ্যেমে জানতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গের মত জায়গাতেও পঞ্চায়েতের মেয়াদ চার বছর করা হয়েছে এবং সেটা চালু আছে। আমাদের ত্রিপুরায় চার বছর না রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলেই সেটাকে পাঁচ বছর করতে পারবেন এই বিলে তার সংস্থান আছে। কাজেই এইটাকে বিরোধিতা করার কারনটা কি? আসলে তারা জানে যে, আগামী দিনে তাদের দলের টিকেট নেবারমত লোক থাকবে না বলেই আজকে তারা ভীত হয়েছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে দেখে? স্যার, শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, উড়িষ্যার মত জায়গাতেও নির্বাচনের প্রতি তিন বছর অন্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। বিহারেও প্রতি তিন বছর অন্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। আসামেও চার বছর আছে এবং কর্ণাটকেও চার বছর অন্তর নির্বাচন হয়। আজকে ওদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নাই। আমরা তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এই রাজ্যে পঞ্চায়েত

নির্বাচন করব। তবে ছয় মাসের কথা বলা হয়েছে সেটা আমরা বলতে পারছি না। কারণ দশ বছরের জঞ্জাল ছাপাই করতে এই ছয় মাস সময়টা যথেষ্ট না। স্যার, আমি এইটা বলতে চাই যে,

বিগত দিনে পঞ্চায়েতগুলিকে কি করেছিল। যেখানে ৬০০ ভোটার আছে এবং দেখা গেল যে এরা কংগ্রেস (ই) বা টি ইউ জে এসের লোক তখন সেখানে মাত্র ১জন মেম্বার করা হয়েছে। আবার যেখানে ১৪০ জন ভোটার আছে সেখানে দেখা গেল ২জন মেম্বার করা হয়েছে। যাতে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এই পঞ্চায়েতগুলি তাদের দখলে রাখতে পারে। আর এস পি'র কথা আর কি বলব, পশ্চিমবঙ্গে ত তাদেরকে কমিউনিষ্ট পার্টি শক্ত দাওয়াই দিচ্ছে। আর এখানে ত। তাদের চামচাগিরি করছে। তারজন্যও ত্রিপুরার মানুষ তাদেরকে শিক্ষা দিবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ওনারা সন্তোষ মোহন দেবের কথা বলছেন, উনি ত ওদের গোসাই। তিনি আগামী ২২ তারিখে আসছেন ইচ্ছা করলে ওনার কাছ থেকে ওনারা দীক্ষা নিতে পারেন। উজান ময়দানের ব্যাপার নিয়ে ডেইলী দেশের সত্য কথা না মিথ্যা কথা বলে একটা পত্রিকা আছে যেখানে একজন মন্ত্রীর নামে অসত্য তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। ঐদিনই সরকার প্রেস রিলিজ দিয়ে এটার প্রতিবাদ করেছেন। স্যার আজকে তাঁরা আবার পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচনের কথা বলেছেন, স্যার আমি বলতে চাই যে এই পঞ্চায়েতের নির্বাচন বলুন আর এ ডি সি র নির্বাচন বলুন মানুষ তাদেরকে এবার উচিত শিক্ষা দেবে। কাজেই আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করব এখানে পঞ্চায়েতের উপর যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল এসেছে সেটাকে সমর্থন করে পঞ্চায়েতগুলিকে গঠণ করার কাজে তারা যেন সরকারকে সাহায্য করেন। ওদের অনুগত বি ডি ও ও প্রধানদের কথা বলতে গেলে যে রামায়ন থেকেও বড় হবে। কাজেই আমি আশা করব এই রাজ্যের মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে এই বিলকে সমর্থন করবেন। এই বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তি (প্রমোদনগর) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অধিকার আছে জবাবী ভাষণ দেওয়ার কিন্তু আমরা সে অধিকার একসারসাইজ করবনা যদি ৫ টার মধ্যে এটা শেষ করতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :— ৫টার মধ্যে হয়ত শেষ হবে না। আমাদের সময় চাইতে হবে। আমরা ১০ মিনিট সময় চাইছি। আমি আশা করছি এরমধ্যে শেষ হবে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মুখ্যমন্ত্রী :—স্যার, ঠিক আছে যতক্ষণ সময় লাগে। খুব বেশী বক্তব্য রাখব না। স্যার, এখানে যে বিলটি এসেছে, অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল, এটা একদিকে একটা অর্ডিন্যান্সকে রিপ্লেইস করছে। আরার অন্যদিকে যে পঞ্চায়েত অ্যাক্ট আছে সেটাকে অ্যামেণ্ডমেণ্ট করা হচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলটি একদিকে যেমন একটি এমেণ্ডমেণ্টকে রিপ্লেস করছে অন্যদিকে তেমনি যে পঞ্চায়েত এক্ট রয়েছে সেটাকে এমেণ্ডমেণ্ট করা হচ্ছে। এমেণ্ডমেণ্ট এইটা একটা স্বাভাবিক

জিনিষ। কারন এই লেজিসলেচার তার সময়ের উপযোগী স্থানের উপযোগী, এবং জনগণের উপযোগী দেখে যে কোন আইনের এমেণ্ডমেন্ট করতে পারে, এটাই স্বাভাবিক।

মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এখানে বলেছেন যে এই অর্ডিনান্স আনা হয়েছে কেন? আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এই রকম বহু বিল এর এমেণ্ডমেন্ট তিনি করেছেন এমন কি সামনে বিধানসভার অধিবেশন রেখেও তিনি অর্ডিন্যান্স করে সেলস্ ট্যাক্স বাড়িয়েছেন। এ রকম বহু নজীর আছে। এখানে আমরা যে এমেণ্ডমেন্ট এনেছি তাতে নাকি পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে তারা স্বৈরতন্ত্রের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে এই ধরনের বহু কথা তারা বলেছেন। কিন্তু আমরা নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম এই বিল সেই প্রতিশ্রুতিরই একটি। এই পঞ্চায়েত এর দুর্নীতি, কো-অপারেটিভের দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং বামফ্রণ্ট সরকারের বিভিন্ন দিকে তাদের যে দুর্নীতি সম্পর্কে আমি আর বেশী কিছু বলতে যাচ্ছি না। কাজেই আজকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে তাকে নতুন করে গড়ার প্রয়োজন রয়েছে।

তারা বলছেন চার বৎসর কেন? চার বৎসর বহু পঞ্চায়েত ভারতের বহু রাজ্যে রয়েছে। সুতরাং সেটা হচ্ছে কনভেনিয়েন্ট অব দ্যা গভার্ণমেন্ট অব দ্যা ষ্টেট সেটা করা করা হয়েছে। এর বিরোধিতা করতে গিয়ে এমেণ্ডমেণ্ট চেয়ে যে কথাগুলি বলা হয়েছে যেমন কটাক্ষ করা হয়েছে সরকারী কর্মকর্তাদের স্যার এইটা সংবিধানের একটা অংগ। সরকারে যেমন একদিকে ইলেকটেড পলিটিক্যাল হেড থাকবে তেমনি আবার অন্যদিকে নিউট্রাল এণ্ড এফিসিয়েন্ট অফিসাররা থাকবেন ট্রিং নিউট্রালিটি এণ্ড এফিসিয়েন্সী। কাজেই সরকারের যে সকল কর্মকর্তারা থাকেন তাদের সম্পর্কে কটাক্ষ করা মানে তাদের হিউমিলিয়েট করা। সেটা তারা করতে পারেন কি না? স্যার এইটা কি গণতন্ত্রের প্রতি অবহেলা নয়? তারা তো আর সংবিধানের বাইরে কিছু নয়, সংবিধানের ভিতরেই।

স্যার পঞ্চায়েতের কথা বলা হয়েছে, কো—অপারেটিভের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এটা কাদের ধ্যান ধারনা? এটা কংগ্রেসের ধ্যান ধারনা. জাতীয় জনক মহাত্মা গান্ধী গ্রাম স্বরাজের কথা বলছেন। তিনি যেদিন এই গ্রামস্বরাজের কথা বলেছিলেন সেদিন তারা এর বিরোধিতা করেছিলেন। তখন তারা পঞ্চায়েত সম্পর্কে বলেছিলেন যে গণতন্ত্র কিনা ধ্বংস হয়ে গেল. স্বৈরতন্ত্র এসে গেল ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা বলা হয়েছে। কিন্তু গত দশ বছরে কাদের শাসন ছিল? ত্রিপুরার মানুষ তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এবং সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রয়োগ করে তার জবাব দিয়েছেন। সেখানে এই পঞ্চায়েতের দুর্নীতির একটা কারন এবং কো, অপারেটিভের দুর্নীতির তার একটা কারন। আমরাতো পঞ্চায়েতকে, কো-অপারেটিভকে জনগনের কাজে লাগাবার জন্যে গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারনাকে, ডেমোক্রেটিক ডি সেণ্ট্রালাইজেসন করে জনগনের কাজে লাগাবার জন্য সুষ্ঠুভাবে মানুষের কাছে পৌছে দেবার জন্যে আজকে এই এমেণ্ডমেন্ট।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমার হাতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে। কাজেই এই হাউসের কাজ পরিচালনার জন্য সময় আরো একঘণ্টা করার অনুমতি দেওয়া হোক।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী]:— মিঃ স্পীকার স্যার, যতক্ষন না পর্যন্ত শেষ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই হাউস বাড়ানো হল॥

স্যার আমরা কোন উন্নয়ন কমিটি করে নি। রুরাল ডেভেলাপমেন্টের কাজের জন্য সম্পূর্ণভাবে বি' ডি, ও, এর উপর থাকে কিংবা পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর উপর থাকে। কোন পঞ্চায়েত ডেভেলাপমেন্ট কমিটি করা হয়নি। এইগুলি বলে সস্তা বাহবা পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। উনাদের মত না হলে উনারা অনেক কিছুই বলবেন। ওটা ওদের স্বভাব। দলীয় কনট্রাকটর কে সৃষ্টি করেছিল? গত দশ বছরে? নয়া ক্যাপিটালিজম কে সৃষ্টি করেছিল? একটা দুর্নীতি' একটা কালো বাজারী, একটা মহাজনের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন? ওরা নিজেরাই তো দুর্নীতির মহাসাগরে ডুবে আছেন।

ফটিকরায়ের কথা বলা হয়েছে। বেলা একটার সময় নির্বাচন যখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। প্রায় ৬০ শতাংশ ভোট পড়ে গেছে তখন তাঁরা বললেন যে আমরা ভোট থেকে সরে দাঁড়ালাম। আবার নির্বাচন হবে। বলছেন আন্দোলন হবে। আমরা তো পঞ্চায়েত ভেঙে দিয়েছি বেশ কিছু দিন হয়েছে। মানুষ তাতে খুশী হয়েছে। কোন আন্দোলন হয়নি। মানুষের সেই গণতান্ত্রিক অধিকার আমরা ফিরিয়ে দিতে চাই। সেজন্য কিছু সময়ের দরকার এটাকে রি-অরগেনাইজ করতে হবে। সেজন্য সময় সীমা রাখি নি। তবে আমি আশ্বাস দিচ্ছি আমরা খুব বেশী সময় নেব না। কাজগুলি শেষ হলেই আমরা যতশীঘ্র সম্ভব পারি আমবা পঞ্চায়েত এর নির্বাচন করব।

রিপ্রেজেনটেশানের কথা বলেছেন। সরকারের প্রচুর অর্থ এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খরচ করতে হয়। আজ ক এই সরকার জনগণর সমর্থনে প্রতিষ্ঠীত এবং মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য আমরা এই ব্যবস্থা নিয়েছি। সেজনা ওদের এমেণ্ডমেন্ট যেসমস্ত এনেছেন সেগুলির বিরোধিতা করে এই পঞ্চায়েত বিলের উপর সরকার থেকে যে এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন সেটাকে গ্রহন করার আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতা ও বিরোধী দলের উপনেতা কর্তৃক আনীত সংশোধনীগুলি আগে ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনীগুলি হলো।

"Put the words' Six years' in place of the words 'four years ' relating to the terms of office of members or pradhans or Upa-pradhans of a Gaon Panchayat.

Wherever they occur, the words, four years' shall be replaced by the,

words 'Six years' Thus the amended amendment may read like the following :—

'In the Tripura panchayat Act, 1983, (herein after call the Principal Act) in the section 30;39 or any Other section relating to terms of office of members or pradhans or UPa- pradhans of a Gaon Sabha, the words 'Six years' shall be Supstituted.

The above amendments moved by Shri Nripen Chakraborty and Shri Dasarath Ded, M, L, A. was put and Lost by voice vote.

মিঃ স্পীকার :— সুতরাং এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলি বাতিল বলিয়া গণ্য করা হল।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি সংশোধনী বিলের অন্তর্গত ২নং ধারাটি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনী বিলের ২নং ধারাটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

উক্ত ধারাটি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গণ্য করা হল।

এখন আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এবং বিরোধী দলের উপনেতা মহোদয়দ্বয় কর্তৃক সংশোধনী বিলের অন্তর্গত ৩নং ধারার উপর আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ভোটে দিচ্ছি।

সংশোধনী প্রস্তাবগুলি হল :—

Shri Nripen Chakraborty :— Clause 3 The whole Clause of the amendment Bill to be deleted.

Shri Dasarath Deb :— Clause 3 in place of provis that Commences with the words 'provided that no such opportunity' and ended with the words 'that Clauses in the Public interest (from line 30 to line 34 the following shall be inserted

"Proviedcd that opportunity to make representation shall be given to the panchayat concerned".

Shri Dasarath Deb — Clause 3 — in section 3 page 1 Delete the paragraph (b) which commences from the "word" a situation has arisen and ended with the words as may be specified in order' (i, e, from line 19 to 27 from top) shall be substituted by the following,

(b) If any serious allegation or allegations against one or more panchayats are proved through investigation by the competent authority established by law, the State Government may, by order, publish

in the Official Gazette, stating the reasons thereto, supersed such Panchayats or panchayats and direct that the superseded panchayat or panchayats be reconstituted on the basis of adult franchise within 180 dates from the date of supersession.

[সংশোধনী প্রস্তাবগুলি সভায় ধ্বনিভোটে বাতিল হল ।]

এখন আমি সংশোধনী বিলের ৩নং ধারাটি ভোটে দিচ্ছি সংশোধনী বিলের অন্তর্গত ৩নং ধারাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক ।

[উক্ত ধারাটি বিলের অংশরূপে সভার ধ্বনিভোটে গৃহীত হলা]

আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি বিলের অন্তর্গত ১নং এবং ৪নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক ।

[উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভায় ধ্বনিভোটে গৃহীত হল ।]

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক ।

বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভায় ধ্বনিভোটে গৃহীত হল ।]

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল The Tripura panchayats { Second Amendment] Bill 1988 (Tripura Bill No 4 of 1988]

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন আমি মাননীয় পঞ্চায়েত মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে।

Shri Birjit Singha(panchayat Minister } Mr. speaker Sir, I beg to move that The Tripura panchayat (Second amendment) Bill 1988 Tripura Bill No. 4 of 1988) be passed,

Mr Speaker:— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল — মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি প্রস্তাবটি হল

The Tripura Panchayat (Second Amendment) Bill 1988 (Tripura Bill No 4 of 1938 ") পাশ করা হউক।

[আলোচ্য বিলটি সভার ধ্বনি ভোটে গৃহীত হল ।]

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী বৃহস্পতিবার ২১শে জুলাই, ১৯৮৮ইং বেলা ১১ পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল ।

Admitted Starred Question No, 207 asked by Shri Subodh Ch, Das M, L. A

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state —

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার দামছড়া ল্যাম্পস্‌ এ যে রেশন সপটি ছিল তাহার ডিলারসিপ বাতিল করে অপর এক ব্যবসায়ীকে রেসনসপটির ডিলারসিপ দেওয়া হয়েছে?

২। সত্য হলে তাহার নামও ঠিকানা এবং

৩। উক্ত ল্যাম্পস্‌ এর রেশন দোকানের ডিলারসিপ বাতিল করার কারণ কি ?

ANSWERS

Replied by the Ministr-in-Charge of Food & Civil Supplies Department ,

১। হ্যা।

২। ক) দামছড়া — শ্রী বিমান রায় দামছড়া

খ) খেদাছড়া — শ্রী মতি শান্তি ত্রিপুরা, দামছড়া

গ) রাহমছড়া — শ্রী শিংলিয়ানা ত্রিপুরা, দামছড়া

ঘ) তেমছরাই পাড়া — শ্রী সতীশ চন্দ্র দাস, দামছড়া

ঙ) বাহাদুর পাড়া — থাংজামা লুসাই,, কাছারিছড়া

৩। ত্রিপুরা Food grains (Distribution Control Order , 1972)

এবং অন্যান্য চালু Control orders এবং সর্ত্তাদী ভঙ্গের দরুন উক্ত ল্যাম্পস এর রেশন দোকানের ডিলাশিপ বাতিল করা হইয়াছে।

Admitted Question no :— 238 (STARED)

Name of the Member :— Shri Gopal Ch Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to State .

প্রশ্ন :—

১। রাজ্যের বড়মুড়া রুখিয়া ও গজালিয়ায় প্রাপ্ত গ্যাস থেকে কি কি শিল্প গড়ে তোলা যায় এবং এ ব্যাপারে কোন সার্ভে করা হয়েছে কিনা,

২) যদি করা না হয়ে থাকে তবে সার্ভে করে মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা

উত্তর :—

১। হঁ্যা

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No, 246 asked by Shri Gopal Ch, Das M, L, A

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state —

১। আসন্ন বর্ষার মরশুমে রাজ্যে খাদ্য সামগ্রী সহ অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর বাফার ষ্টক গড়ে তোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না।

২। থাকলে সেই পরিকল্পনার বিবরণ ?

ANSWERS

Replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department

১। হঁ্যা।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট চাউল, চিনি, ভোজ্যতেল কেরোসীন ইত্যাদি বরাদ্দ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী FCIকে ২ (দুই) মাসের বাফার ষ্টক করার জন্য চাল চিনি, পাঠাবার প্রচেষ্টা নিয়েছে। এর মধ্যে (১) বার বার আসাম বন্ধ (২) দুই বার আসামে ফ্লাড (৩) ঐ কারনে রেল এর রাস্তা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং মালবাহী ট্রাকের আটকে যাওয়া (৪) FCI এর গুয়াহাটী ডিপোতে এবং অন্যান্য স্থানে FCI স্টাফ ও লেবারদের Work to rule . strike ইত্যাদি কারণে বাফার ষ্টক গড়ে তোলার কাজ অত্যন্ত বিঘ্নিত হচ্ছে।

Admitted Starred Question no :— 257

Name of the M L A:— Shri Bidya Ch. DebBarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to State.

১। ইহা কি সত্য খোয়াই হইতে বনবাজার, চাম্পুবস্তি পর্যন্ত এই ২৫—৩০ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে কোন প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র নাই,

২] যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে কারন কি ? এবং

৩] উক্ত এলাকার জনগনের সুবিধার্থে বেহালাবাড়ী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নিত করিয়া ঐ এলাকাবাসীর চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হইবে কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI KASHIRAM REANG,

১] হ্যাঁ সত্য।

২] ও ৩]— জনসংখ্যার বিবেচনায় উক্ত এলাকায় কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা যায় না। বেহালাবাড়ী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

Admitted Starred Question no :— 289

Name of the M L A:— Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to State.

১। বর্তমান রাজ্য সরকার ১৯৮৮ ইং সনের ১৫ই জুন পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে কতজন অনিয়মিত কর্মচারী নিয়োগ করেছেন,

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার মানা হয় নাই।

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ইহার কারন ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Apptt, & services Department

[Shri S, R, Majumder Chief Minister.

২ নং | ১ নং | তথ্য সংগ্রহাধীন আছে। ৩ নং |

Admitted Starred Question No, 306 asked by Shri Samar Chaudhury ML,A

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department be please to state —

১। রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

ANSWERS

Replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

১। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি রোধে রাজ্য সরকার যে সব ব্যবস্থা নিয়েছেন তা হল :—

ক] বাজার দর যাহাতে উর্ধগতি না হয় সে জন্যে সরকার Public Distribution system এর মাধ্যমে চাউল, গম, চিনি, লবন, কেরোসিন এবং ভোজ্য তেল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী নির্ধারিত মূল্যে ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত বন্টন করা হইতেছে।

খ] সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্য মূল্যে বণ্টনের ব্যবস্থাদি আছে।

গ] খোলা বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকার E, C. Act মোতাবেক বিভিন্ন কন্ট্রোল অর্ডার এবং Licensing অর্ডার সমূহের যথাযথ প্রয়োগ করার ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন।

ঘ] খোলা বাজারে যোগান অব্যাহত রাখার জন্য পাইকারী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করা হইতেছে, যাহাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানি অব্যাহত এবং মূল্যাস্তর স্থিতি শীল থাকে।

Admitted Starred Question no :— 814

By Shri Nakul Das M L A

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে সম্প্রতি ত্রান ও পুনর্বাসন দপ্তর নির্ধারিত বেতনে (fixed pay) কিছু কর্মী নিয়োগ করেছেন ?	হ্যাঁ সত্য—
২। যদি সত্য হয় তবে তাদের সংখ্যা কত এবং বেতনক্রম কত ?	তাদের সংখ্যা ৪২ বেতনক্রম মাসিক নির্ধারিত ১০০০ (এক হাজার টাকা) করে।
৩। ঐ সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে তপঃ জাতি উপজাতি সংরক্ষণ ব্যবস্থা মানা হয়েছে কিনা ?	উপযুক্ত সংখ্যক তপশীল জাতি ও উপজাতি প্রার্থী না পাওয়ায় সংরক্ষন ব্যবস্থা পুরোপুরি মানা যায় নাই।

Name of the M. L. A. SHRI BIMAL SINHA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to State.

[১] ১৯৮৮ সালের ৮ই জানুয়ারী থেকে এ পর্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তরে কতজন নিয়মিত এবং অনিয়মিত ৪র্থ শ্রেনীর কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে ?

[২] তাহাদের মধ্যে তপশীলি জাতি এবং উপজাতির লোক সংখ্যা কত?

[৩] বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে সকল অনিয়মিত ৪র্থ শ্রেনী কর্মচারী নিয়মিত করা জন্য অফার দেওয়া হয়েছিল তাদের নিয়মিত করা হয়েছে কিনা এবং,

[৪] বর্তমানে কোন শূন্য পদ থাকিলে ঐ অনিয়মিতদের নিয়মিত করা হইবে কিনা ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE

(NAME OF THE MINISTER) SHRI KASHIRAM KEANG,

[১] ১৯৮৮ সালের ৮ই জানুয়ারী থেকে অদ্য পর্যন্ত ১৭ জনকে নিয়মিত ৪র্থ শ্রেনীর কর্মী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

[২] এই ১৭ জণের মধ্যে ২ জন তপশীলি জাতি এবং ২ জন তপশীলি উপজাতি।

[৩] না।

[৪] বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Question No, 361 (Starred)

Name of the Member:- Shri Anil Sarker

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the

Industry Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১] ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডেভলাপমেন্ট কর্পোরেশনের বিভিন্ন ব্লক অফিসে চুক্তিবদ্ধ করনিক ও চতুর্থ শ্রেণীর কতজন কর্মচারীকে ছাটাই করা হয়েছে ?

২] ছাটাই করা হলে তার কারন ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্টিয়েল ডেভলাপমেন্ট কর্পোরেশন (TIDC) কর্তৃক Self Employment Programme (SEP) বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ব্লকের অফিসে এক বৎসরের জন্য চুক্তিবদ্ধ ভাবে যে সমস্ত কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল তাহাদের মধ্যে চারজন কর্মচারীর আজ পর্যান্ত একবৎসর কার্যকলে শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া দুইজন কর্মচারী চাকুরী নিয়ে অন্যত্র চলে গেছে।

২। যেহেতু তাদের চুক্তিবদ্ধ নিয়োগের এক বৎসর সময়সীমা শেষ হয়ে গিয়েছে তাছাড়া Self Employment Programme (SEP) যার জন্য তাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল তা বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ANNEXURE B

Admitted Unstarred

Question No, 8

Name of the M L A :- Shri Badal Choudhury & others.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to State .

১। কংগ্রেস (ই) উপজাতি যুবসমিতি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন করে বিভিন্ন দপ্তরে কত জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

২। বর্ত্তমান সরকার কোন নিয়োগনীতি প্রনয়ন করেছেন কিনা ?

৩। করে থাকলে সেই নিয়োগনীতি গুলি কি কি ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Apptt, & Services Department — (Shri S, R, Majumder) Chief Minister.

১। তথ্যাদি সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল ।

২। হ্যাঁ ।

৩। (ক) ৫০% মেধা ভিত্তিক ।

(খ) ৫০% প্রয়োজন ভিত্তিক

১। যাদের পারিবারিক আয় বৎসরে ৬,০০০ টাকার মধ্যে এবং যাদের পরিবারে কোন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থায় চাকুরীরত কোন লোক নাই অথবা অতীতে যোগ্যতা থাকা সত্বে ও যাদের সম্বন্ধে কোন বিবেচনা করা হয় নাই তাদের বিষয়গুলি কমিটির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হইবে ।

২। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কোটা সংরক্ষন ব্যবস্থা বহাল থাকিবে ।

Unstarred Question No . 8

by Shri Badal Choudhury . M L A

Sl.	Name of the Department	No. of persons employed during the present Coalition Ministry .	Remarks
1	2	3	4
1.	Controller of Weights & Measures.	1	
2.	Printing & Stationery Deptt.	2	
3.	Labour Directorate	—	1 persons have been appointed on fixed pay basis.

4; Tripura Public Service Commission	1	
5. Tribal welfare Department	1	
6. Chief Engineer, (Electrical)	1	
7. Directorate of Land Records & Settlement.	2	4 persons have been appointed as DRW.
8. Commissioner of Taxes	3	
9. Law Department	3	
10. D. M; & Collector, (west)	1	
II. Directorate Relief Rehabilitation	—	29 persons have been appointed on fixed pay basis,
I2. Chief Engineer [I. F. C.]	4	
I3. Agriculture Department	4	
14. D, G. & I. G. of Police	I24	
I5. Animal Husbandry Deptt.	24	
I6 District & session judge [North]	8	
17. Directorate of Co-operation	I	
I8. District & Session Judge (West)	2	
I9. D.M. & Collector (South)	1	Die in harness case.
20. Forest Department	I	
2I. District & Session judge [South]	8	
22. Industry Department	-	2 contingent workers have been appointed
23. S. A. Department Civil Sectt.	7	
24- Public Werks Department	100	30 persons appointe as Contract/Contg/DRW.
25. Fishery Department	I	Die in harness cass,
26. Statistical Department	1	
27. Directorate of School Education	24	Die in harness case,
28. Directorate of Information, Cultural Affairs & Tourism,	3	
29. Health & Family Welfare Deptt.	III	

Admitted Unstarred Question No :—54

Name of the Member :- Shri Deba Chandra Hrangkhal, M L A

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department will pleased to State.

: প্রশ্ন :

১। বর্তমান আর্থিক বছরে বিভিন্ন দপ্তরে বেকারদের চাকুরী দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। থাকিলে কোন দপ্তরে কোন পদের জন্য কতজন লোক নেওয়া হবে, (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)?

MINISTER -IN CHARGE OF

MANPOWER AND EMPLOYMENT DEPARTMENT :—SHRI ARUN KAR,

—: উত্তর :—

১। আছে।

২। এখনও স্থিরকৃত হয় নাই।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace), Agartala, on Thursday, the 21st July, 1988 at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Jyotirmoy Nath) in the Chair, the chief Minister, the Deputy speaker, 7 (Seven) Ministers, 9 (Nine) Ministers of state and 38 (Thirty-eight) Members.

Questions & Answers.

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্য গণের নামে পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং (শান্তিরবাজার) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ৩০

শ্রীনাগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার. কোয়েশ্চন নং ৩০।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বর্তমানে রাজ্য সরকারের অধীনে কত-গুলি মৎস্য চাষের উপযোগী জলাশয় আছে এবং ঐসব জলাশয়গুলি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে।	১) মৎস্য দপ্তরের অধীনে মোট ১০২টি মৎস্য চাষের উপযোগী জলাশয় আছে। অন্যান্য দপ্তরের অধীনে জলাশয়ের সংখ্যার তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।
২) ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বৎসরে উক্ত জলাশয় গুলিতে উৎপাদিত মাছ বিক্রি করে সরকারের কত টাকা লাভ বা ক্ষতি হয়েছে।	২) গত আর্থিক বৎসরে মৎস্য দপ্তরের নিজস্ব তত্বাবধানে মাছের চাষ করে মাছ-বিক্রীর মোট টাকা ৩, ২০, ২৪৩, ০২ টাকা লাভ হইয়াছে।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং [শান্তিরবাজার] :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জলাশয়গুলিতে বর্তমানে ঠিক ঠিকভাবে মাছ চাষ হচ্ছে কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া [মন্ত্রী] —মাননীয় স্পীকার স্যার, ১০২টি জলাশয় আছে। তার মধ্যে আমাদের দপ্তরের ডাইরেকট ম্যানেজমেনটে আছে ২০টি আর বিভিন্ন ফিশারিজ কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলির অধীনে আছে ৯৫টি এবং ১৫টি জলাশয়ে সংস্কারের কাজ চলছে। আমাদের দপ্তরের জলাশয়গুলিতে মাছ চাষ ঠিকমত হচ্ছে কিন্তু কিছু কিছু মৎস্য সমবায় সমিতির অধীনে জলাশয়গুলিতে মাছের চাষ ঠিকমত হচ্ছে না এবং সেগুলির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আছে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল [কুলাই] :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, সরকারের উত্তর ত্রিপুরাতে জলাশয় আছে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? ডম্বুরে যে সমস্ত মৎস্য উৎপন্ন হয় সে সমস্ত মাছ থেকে উত্তর ত্রিপুরার মানুষ বঞ্চিত। বিগত সরকারের আমলে আমি নিজে বিধানসভায় প্রশ্ন উত্থাপন করেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত উত্তর ত্রিপুরার মানুষ ডম্বুরের মাছ থেকে বঞ্চিত। ত্রিপুরায় অনতি বিলম্বে কালেকশন সেন্টার করা যায় কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া [মন্ত্রী] :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে কুমারঘাটে দুইটি জলাশয় আছে। সরকারী ম্যানেজমেনটে এবং ধর্মনগরে চারটি। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল ডম্বুর জলাশয়ের মাছ সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার ডম্বুর জলাশয়ের মাছ ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রথমে মাত্র ৭০ কেজি মাছ বাজারে পাঠানো হয়েছিল। আমি নির্দেশ দিয়েছি. মেকসিমাম মাছ পাঠানোর জন্য। এখন ৪ হাজার কে, জি.র উপর মাছ বাজারে আসছে। এগুলির বেশীর ভাগই আগরতলা শহরে বিক্রী করা হয়। এগুলির কিছু আগরতলায়, এবং কিছু অমরপুরে বিক্রী করা হয়। মাননীয় সদস্য যে কথা বলছেন, সারা ত্রিপুরার লোকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে, তা ঠিক নয়। যে মাছ পাওয়া যায়, তা সারা ত্রিপুরায় বন্টন করার মত হয় না বলেই আগরতলায় বেশী করে দেওয়া হয়।

শ্রীদীপক নাগ [মজলিশপুর] :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, ত্রিপুরা রাজ্যের জলাশয়ের মাছগুলিতে রোগের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়েছে ? পড়ে থাকলে দপ্তর থেকে বা সরকার থেকে এর প্রতিকারের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া [মন্ত্রী] :—স্যার. যেহেতু এই ব্যাপারে কলিং এটেনশন আছে, এবং এই প্রশ্নের সঙ্গে যেহেতু রিলেটেড তখনই উত্তর দেওয়া যাবে যদি আপত্তি না থাকে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যদি আপনি প্রস্তুত থাকেন, তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। কারণ, কলিং এটেনশনটি আজকে এসেছে। আজকে সেখানে শেষ বলে

এটার উত্তর হয়ত আজকে দিতে পারবেন না এ চিন্তা করে এটা এলাউ করা হয় নি। আপনি যদি উত্তর দিতে পারেন, তাহলে বিষয়টির গুরুত্ব আছে বলেই বলছি, উত্তর জানাতে পারেন।

শ্রীনাগেন্দ্র জমাতিয়া মন্ত্রী] :—ঠিক আছে, উত্তর দিচ্ছি। স্যার, এটা একটা বিশেষ ধরনের মাছের রোগ। বিশেষ করে, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং পশ্চিম ত্রিপুরায় ছড়িয়েছে। উদয়পুর সোনামুড়া এবং আগরতলায় ছড়িয়ে পড়েছে। রোগটি ছড়িয়েছে বিশেষ করে স্নাকস্ ক্যাটে। যেগুলি লাটি, শোল, বাইম, বোয়াল, পুটি, মাগুর, শিং মাছেই বেশী। বাকী বড় বড় মেজর মাছেব ছড়াতে পারেনি। আমাদের মৎসা দপ্তর থেকে রেডিও এবং অন্যান্য মিডিয়ামের মাধ্যমে বলেছি, এই মাছ যাতে সর্ব সাধারণ না খান এই রোগের লক্ষণ হচ্ছে, মছের চেহারায় সাদা এবং লালছে রংয়ের গুটি গুটি হয়। বেশী হলে মাংস পচে যায়, এবং কাটা বেড়িয়ে আসে। এই ধরণের একটা রোগ। এটা যাতে মানুষ না খান সে জন্য সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। খুব বেশী রকমের ছড়িয়েছে এই ধরণের অভিযোগ দপ্তরের কাছে নেই। দপ্তর থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা হচ্ছে পুকুরগুলিতে প্রতি কানিতে প্রায় ৬০ কেঃ জি, চুন দিতে হবে ১৮, ২০ দিন পর পর। এরপর অন্তত দের দুই মাসের মধ্যে দিতে হবে। যদি সিরিয়াস অবস্থা হয়, তাহলে লবন দিতে হবে। আই, সি, আই, কর্তৃপক্ষ থেকে তারা দু'জন বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েছেন। তারা এই রোগাক্রান্ত মাছ দেখেছেন এবং লেবরেটরীতে নিয়ে গেছেন। তারা রিপোর্ট পাঠালে যদি আরো ভালো ব্যবস্থা গ্রহণ করার দরকার হয়, কিংবা ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে দপ্তর থেকে অবশ্যই তা বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীসুবোধ দাস [পানিসাগর] :— উত্তর ত্রিপুরার জলাশয়গুলি যেগুলি ত্রিপুরা মৎসজীবি সমবায় সমিতির হাতে আছে, এবং যে সমবায় সমিতিগুলি সরকারের সমস্ত নিয়ম নীতি মেনে চলেছে, আউট রিপোর্টও দিয়ে থাকে, ভালই চালাচ্ছে সেগুলিও কি সরকার নিজের হাতে নিয়ে নেবেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনাগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন হলেও বলছি, যে সোসাইটিগুলি ভাল কাজ করছে তাদের জলাশয় আমরা নিচ্ছি না।

শ্রীনকুল দাস [রাজনগর] :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কলাছড়িতে একটা মৎস সমবায় সমিতি আছে এবং আরও কতগুলি মৎস সমবায় সমিতি আছে। উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাটে ফিস ফার্ম যে এজেন্সী আছে সেখানে সুপারিয়েন্টেনডেন্টকে একটা চিঠি দিলেন যে— নির্ধারিত তারিখের মধ্যে লিজ মানি দিন, অন্যথা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেই ষ্টিপুলেটেড পিরিয়ডের ভিতর সমস্ত টাকা পয়সা তারা বুঝিয়ে দিলেন। তার পরও সেখানে একটা সারকুলার দিয়ে বলা হল

আপনার লিজ ক্যানসেল করা হলো। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে তিনি এ ব্যাপারে সঠিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া [মন্ত্রী] :—স্যার, যদিও এটা আলাদা প্রশ্নের ব্যাপার তবুও আমি বলছি, চুক্তি যেগুলি হয়, সেগুলি শুধু টাকা নয়, আমরা যে টাকা সাহায্য হিসাবে অনুদান দেই সেগুলি সুষ্ঠ ভাবে ব্যবহার করাও চুক্তির মধ্যে থাকে। মাছগুলি সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি এ-ও চুক্তির মধ্যে। জলাশয়গুলি সংস্কার করা এ-ও চুক্তির মধ্যে থাকে। সুতরাং কোন বিষয়ে লিজ বাতিল করা হলো স্পেসিফিক ভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ [মোহনপুর] :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে আমার মোহনপুর এলাকায় কয়েকটি মৎস সমবায় সমিতি আছে। ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেক টাকা নিয়ে এই মৎস সমবায় সমিতিগুলি আদৌ পুষ্করিণীর কাজ সম্পূর্ণ করেন নি এবং মৎস্য চাষের জন্য যে টাকা পয়সা দেওয়া হয়েছিল সেগুলি তারা আত্মসাৎ করেছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া [মন্ত্রী] :—স্যার, এ সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং [শান্তিরবাজার] :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, মাছের রোগ ছড়িয়েছে এই রুগ্ন মাছ খেয়ে কি কি রোগ হতে পারে এবং এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা ? দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ত্রিপুরাতে দুটি বড় জলাশয় আছে একটি হলো ডম্বুর এবং অপরটি রুদ্রসাগর। এই দুটি জলাশয়ের মাছ বিক্রির টাকা বা মাছের উৎপাদনে অর্থ নিয়ে বহু নয়ছয়-এর খবর আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি। এ সম্পর্কে সরকার তদন্ত করে সঠিক তথ্য হাউসে পেশ করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী):-স্যার, প্রথমতঃ, রোগাক্রান্ত মাছ খেয়ে কিকি রোগ হতে পারে এ সম্পর্কে বলা যায় আন্ত্রিক ধরনের রোগ হতে পারে। তবে মাছ খেয়েই হয়েছে কিনা এটা নির্দ্ধারণ করবেন একমাত্র ডাক্তাররা। এখন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে কোন ডাক্তার আমার দপ্তরকে বলেন নি যে, রোগাক্রান্ত মাছ খেয়েই রোগাক্রান্ত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, মাছ পাচারের অভিযোগ নানান ভাবে আমার দপ্তরে এসেছে। এটা যেহেতু একমাত্র আমরা দপ্তরেরই কাজ নয়, স্বরাষ্ট্র দপ্তর এর সঙ্গে যুক্ত। তাই যুক্ত ভাবেই আমরা মাছ পাচর রোধ করার জন্য সার্বিক ব্যবস্থা নিয়েছি এবং এ ব্যাপারে অনেকটা সফলও আমরা হয়েছি

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল [কুলাই] :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উত্তর ত্রিপুরা ডম্বুর জলাশয়ের মাছ থেকে বঞ্চিত, এটা সত্য নয়। তবে সরকারী ভাবে যায় না, বেসরকারী ভাবে যায়। এটা সরকারের নিয়ন্ত্রনের কোন ব্যবস্থা নেই। ব্ল্যাকমার্কেটে মাছ যায় এটা সরকারের জানা আছে

কিনা। আমি নিজেই জানি, আমার এলাকা আমবাসাতে ডম্বুর জলাশয়ের অনেক মাছ বেসরকারী ভাবে আসে এবং এই কাজ বন্ধ করার জন্য এবং ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার জন্য ডেপুটি কালেকটার এবং এস, ডি. ও র কাছে সরকারী নির্দেশ আছে। কিন্তু তাঁরা এটা কনট্রোল করছেন না। এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খতিয়ে দেখবেন কিনা ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের অভিযোগ অতীতে ছিল এবং আমরা ক্ষমতায় আসার পরও কিছু কিছু ধরা পড়েছে অল্প পরিমান পাচার হয়। এই মাছ পাচার হয়ে শিলচর এবং ধর্মনগর গিয়ে পৌছায়, এইগুলি বন্ধকরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন সরকারী সেলফ কাউটার খুলতে এটা সম্ভব নয়। কারন মাছের পরিমান খুবই কম এবং উত্তর ত্রিপুরায় নিয়ে যাওয়া তাছাড়া ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা দেখতে হবে। কাজেই সেগুলিকে সরবরাহ করার পর যদি উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্ন আসে। কাজেই এই মুহুর্ত্তে এই প্রশ্নটা আসে না।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী, শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২।

১। (প্রশ্ন) বর্ত্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ৩০।৭।৮৮ইং পর্যান্ত বিভিন্ন সরকারী কৃষি ফার্ম, ফলের বাগানের মোট কতজন অস্থায়ী শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। (ফার্ম ভিত্তিক হিসাব)

২। (প্রশ্ন) কি কি কারনে তাদের ছাঁটাই করা হয়েছে।

৩। (প্রশ্ন) এটা কি সত্য-ছাঁটাই করা শ্রমিকদের জায়গায় নতুন করে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে ?

(উত্তর)

এই তিনটি প্রশ্নের একটি উত্তর হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪।

১। (প্রশ্ন) বিলোনীয়া ঋষ্যমুখ অঞ্চল সহ রাজ্যের আরও কিছু কিছু অঞ্চলে নতুন থানা গঠন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। (প্রশ্ন) থাকিলে কোন্ কোন্ অঞ্চলে কবে নাগাদ গঠন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে—বিলোনীয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ অঞ্চলে বর্ত্তমানে নতুন থানা গঠনের পরিকল্পনা সরকারের নাই, তবে উত্তর ত্রিপুরা জিলার পেচারথলে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলার মেলাঘর এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলার শান্তির বাজারে নতুন থানা গঠন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে এবং বর্ত্তমান আর্থিক বছরের শেষ নাগাদ উপরিউক্ত নতুন থানাগুলি গঠন করা হবে ।

শ্রীঅমল মল্লিক :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, বিলোনীয়া থানাধীন যতগুলি কেইস হয় এর মধ্যে বেশীর ভাগ কেইস ঋষ্যমুখ অঞ্চল থেকেই বেশী কেইস করা হয় যার জন্য বিলোনীয়ায় থানা থাকা সত্বেও অনেক সময় আইনের সাহার্য্য বা আইনের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পূর্বনত সরকার বিগত ১০ বৎসরে ইচ্ছাকৃতভাবে ঋষ্যমুখ অঞ্চলে নতুন থানা করেনি । বর্ত্তমান সরকার যথাশীঘ্র সম্ভব এইদিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন ।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি থানার যে গুরুত্ব সেই গুরুত্ব অনুযায়ী, বিশেষ করে, সিধাই যে থানা সিমনা থেকে আরম্ভ করে একটা থানার অধীনে লেম্বুছড়া পর্য্যন্ত প্রায় কয়েক কিলোমিটার সেখানে একটি থানার অধীনে বর্ডার অঞ্চল । সেখানে প্রায়ই চুরি ডাকাতি হচ্ছে । সেখানে একটা থানার পক্ষে সম্ভব না । সিধাই থানার এরিয়াতে আর একটি থানা করা হবে কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পূর্বতন সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে সারা ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে কোন নতুন থানা উদ্বোধন করেন নি । বর্ত্তমান সরকার আইন শৃংখলার প্রশ্নে অত্যন্ত সজাগ । বর্ত্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে ৩ জেলাতে নতুন থানা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন । অন্যান্য দূরের অঞ্চলে যত শীঘ্র সম্ভব করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন ।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি থানায় গিয়ে শত শত কেইস এফ, আই, আর করা যায়নি । এই হচ্ছে থানার ভূমিকা । সরকার এইরকম কোন পরিকল্পনা নিয়েছে কিনা যে সব থানা ছেড়ে দেওয়া হবে, সব থানা দেওয়া হবে গুণ্ডাদের হাতে ।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১০ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পুলিশকে কমিটেড ফোর্স হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যার ফলে এই অসুবিধা গত ১০ বৎসরে ত্রিপুরার জনসাধারনকে ভোগ করতে হয়েছে। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেগুলি দূর করেছেন। এই ধরনের একটি অভিযোগও বর্ত্তমান সরকারের হাতে নাই। স্পেশিফিক যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে দিতে পারেন।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া) :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি সরকারী গেজেটে দেখেছি এবং মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন বড়মুড়াতে একটি থানা উদ্বোধন করা হবে। স্যার, বড়মুড়ায় যে যে এলাকাগুলি নিয়ে থানাটি গঠিত হবে উত্তর পুলিনপুর, দক্ষিন পুলিনপুর, তুইসিন্দ্রাই বাড়ী এইসব গাঁওসভাগুলি এবং আরও কিছু এলাকা আছে সেটা সদরের। স্যার, এখানে উত্তর পুলিনপুর থেকে তেলিয়ামুড়া থানায় আসতে হয়। উত্তর পুলিনপুর থেকে যদি বড়মুড়া পি, এসে আসতে হয় তাহলে তাদের প্রায় ১৫ কিলোমিটার যেতে হবে। কোন কেইস সেখানে যদি অ্যান্ট্রি হয় থানায়, তাহলে স্যার, অনেক সময় হাসপাতালে যেতে হয়। হাসপাতালের সুযোগের জন্য তাকে তেলিয়ামুড়ায় আসতে হবে, তারপরে ১৫ কিলোমিটার, তারপরে আবার ১৫ কিলোমিটার। স্যার, এই থানাটা ওপেন করার আগে আমি মনে করি এলাকাবাসীর সংগে মাননীয় মন্ত্রী যদি আলোচনা করতেন যে কোথায় করলে সুবিধা হবে, সেটা চিন্তা করে দেখবেন কিনা। আমার বক্তব্য হল এই সরকার যেখানে থানা গঠন করবেন বলেছেন সেখানে করলে ঐসব এলাকার প্রচণ্ড অসুবিধা হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশাসনিক দিক দিয়ে সমস্ত সুযোগ সুবিধা তাদের বিবেচনা করেই বড়মুড়াতে যে অঞ্চলে থানা করা হচ্ছে সেই অঞ্চলেই করা হবে।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী এবং শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৪

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী):- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৪

প্রশ্ন—১

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে সদর মহকুমার দেবীপুর ছাগল পালন ফার্মের ২৭০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে

২। সত্য হইলে এই ছাঁটাইয়ের কারন কি এবং

৩। এদের ছাঁটাই করার পর ঐ শূন্য পদের জন্য কাউকে নতুনভাবে নিয়োগ করা হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :- সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? দেবীপুর ছাগল প্রজনন কেন্দ্র কেজুয়েল শ্রমিক হিসাবে যারা দীর্ঘদিন কাজ করত তাদেরকে এই নতুন সরকার আসার পর এপ্রিল মাস থেকে কাজ থেকে ছাটাই করে দেওয়া হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি তাদেরকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছেন যে তাদেরকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়নি সেটা ঠিক না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার এস, আর, ই, পি, সিজনাল ওয়ার্ক। কাজেই ছাঁটাই এর কোন প্রশ্ন উঠতে পারেনা। মাননীয় সদস্য যাদের কথা বলছেন তারা হল মৌসুমী শ্রমিক, কাজেই ছাঠাই এর প্রশ্নই উঠেনা।

শ্রীমতিলাল সরকার :- সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, সেখানে ২৭০ জন শ্রমিক ঐ ফার্ম সৃষ্টির পর থেকে ৬।৭ বছর যাবৎ কাজ করছে। ঐটা একটা তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি ও ভূমিহীন গরীব মানুষের এলাকা সে কারণে সেখানে আরও একটা শূকরের ফার্ম করার পরিকল্পনা কেন তৎকালীন সরকারের আমলে ছিল। আরও বেশী কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য, এই অবস্থায় তাদেরকে বাদ দেওয়া হল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া [মন্ত্রী] :- মিঃ স্পীকার স্যার, এই ফার্মের নিয়োগ করা কর্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে ২০ জন। আর মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেখানে গরীব জুমিয়া, ভূমিহীন প্রভৃতির সংখ্যা খুব বেশী এবং তুলনায় কাজের পরিমাণ খুব কম সেটা ঠিক এবং সে কারণে এই সরকার আসার পরও তাদেরকে রোটেশানেলি ১০০।১৭০।২০০ জন করে কাজ দেওয়া হচ্ছে এবং হবে।

শ্রীদীপককুমার রায় [বড়জলা] :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য **শ্রীমতিলালসরকার** মহাশয় যেটা বলেছেন যে ওখানকার শ্রমিকরা ৬।৭ বছর কাজ করেছেন তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা অবগত আছেন কিনা যে ৬।৭ বছর কাজ করলে তাদেরকে নিয়োগ পত্র দিতে হয় সেটা তৎকালীন সরকার দিয়েছিল কি না জানাবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া [মন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার, এধরণের কোন নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়নি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী [প্রমোদনগর] :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ২৭০ জন বা সিজনাল ওয়ার্কার যাই হউক তাদের পরিবর্তে অন্য কোন লোক নেওয়া হয়েছে কিনা? আর ২য় প্রশ্ন যেটা মাননীয় সদস্য শ্রী রায় জিজ্ঞাসা করেছেন যে, তাদেরকে নিয়োগ-পত্র দেওয়া হয়েছে কিনা। এসব প্রশ্ন অবান্তর। তবে আগের সরকার তাদের জন্য কিছু রুলস্ তৈরী করেছিল। যেটা ভারত-বর্ষের অন্য কোন জায়গায় নাই। স্থায়ী কাজ, পেনশন বেনিফিট, গ্র্যাচুয়েটি প্রভৃতি ভারতবর্ষের আর অন্য কোন রাজ্যেই নাই। সেটা বামফ্রন্ট সরকার এই ত্রিপুরায় চালু করেছিল এমনকি তাদের বেতনও নির্ধারিত করেছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় আরও কিছু কাজ করার আগে সে সরকার বাতিল হয়ে গেল। যাতে করে তারা মন্ত্রীদের বা অফিসারদের মর্জিমত তাদের জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা না যায়। স্যার, একজন লোককে ছাঁটাই করা মানে ডেড পানিশমেণ্ট, যে কোন মন্ত্রীর যদি বিবেক থাকে তাহলে তাকে চিন্তা করতে হবে। আমি তাদের জন্য বলছি না যারা মনুষ্যত্ব হীন তাদের জন্য বলছি না, মনুষ্যত্ব যাদের আছে তারা দশবার চিন্তা করবেন যে সে ক্রিমিন্যাল লোক বা কোন লেবার হোক তাকে ছাটাই করার আগে দশবার চিন্তা করতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া [মন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন তিনি এমনভাবে অভিযোগ করেছেন যে, যেন এইটা নূতন সরকার এসে করেছেন। আমি আগেই বলেছি যে, এখানে ২৭০ জন লেবার নয় এখানে সমস্যা হচ্ছে হাজার শ্রমিকদের নিয়ে, একসঙ্গে যেহেতু এক হাজার শ্রমিককে কাজ দেওয়া যায় না সেই জন্য সেখানে বাই রোটেশান এইটা নেওয়া হত এবং আগের সরকারের আমলে একটা লোক্যাল কমিটি ছিল, যারা বাই রোটেশান কোন পিরিয়ডে কারা কাজ করবে। এইটা ঠিক করত এতে মাঝে মধ্যে ২৭০ জনের নাম পড়ত। মাঝে মাঝে আরও কমত, বাড়ত এবং বাই রোটেশানে আসতে হবে। কাজেই একটা নিয়োগ পত্রেরও ব্যাপার না ছাটাইয়েরও প্রশ্ন না। যেহেতু দাবীদার হচ্ছে অনেক সংখ্যক কর্মী আর আমার কর্ম নিয়োগের সংস্থান হচ্ছে কম। সেই করণে এই ব্যবস্থা আগে আপনারা করেছেন আমরাও এখনও সেই ব্যবস্থা রেখে দিয়েছি। কাজেই এইটা নূতন কিছু না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস [রাজনগর] :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭১

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া [মন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭১

প্রশ্ন

১] ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটির নির্বাচিত বোর্ডটি মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ভেঙ্গে দেওয়ার কারণ কি,

২] ঐ সমিতির কাছে রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তরের কত টাকা পাওনা আছে এবং

৩] ঐ সমিতি রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তর ও অন্যান্য কোন কোন দপ্তরের কাছে মোট কত টাকা পাওনা আছে ?

উত্তর

১] সমবায় নিয়ামকের মতে ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটির নির্বাচিত বোর্ডটি সমিতির চুক্তি অনুযায়ী নিয়মকানুন লংঘন করতে ও সংশ্লিষ্ট কাজ কর্মের পরিপন্থী হওয়ার বোর্ডটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

২] রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তর মোট টাঃ ১৯,১০,৭২৬,৪৭ [উনিশ লক্ষ দশ হাজার সাতশত ছাব্বিশ টাকা সাতচল্লিশ পয়সা] ঐ সমিতির কাছে পাওনা আছে।

৩] তথ্যানুযায়ী ঐ সমিতির রাজ্য সরকারের মৎস্যদপ্তর ও মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক আগরতলা, উদয়পুর ও যতনবাড়ী মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা দক্ষিণ ত্রিপুরা ও উত্তর ত্রিপুরা, সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থা মাতারবাড়ী ও ছামনুর নিকট মোট টাঃ ১০,৪৪,২৯৬'৩৩ (দশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার দুই শত ছিয়ানব্বই টাকা তেত্রিশ পয়সা) পাওনা আছে।

শ্রীনকুল দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন এই তথ্য সম্পূর্ণ অসত্য! প্রথমত এই বোর্ডে কাজ কর্মের দিক দিয়ে বোর্ডের কোন ত্রুটি ছিল না নিয়মিত অডিট হয়েছে, নিয়মিত বোর্ড মিটিং হয়েছে, নিয়মিত সমস্ত কাজ হয়েছে এবং এই সোসাইটি রাজ্য সরকারের সমস্ত কিছু মিলে ১৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ১১৫ টাকা ৮০ পয়সা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন বিভিন্ন মৎস্য দপ্তরের মোট ১৯,১০,৭২৬'৪৭ পয়সা পাওনা আছে এইটা ঠিক। কিন্তু ব্যাংকের কাছে তাদের গচ্ছিত আছে ১৫,২২,৮৬০'২২ পয়সা। মোট টাকা হচ্ছে ২৯,৫৮,৯৭৫ টাকা। এর মধ্যে সমস্ত অডিট হয়েছে। স্যার, ১৯৬১ সালে থেকে সেই ৮০-৮১ সাল থেকে ৮৬ ৮৭ সাল পর্যন্ত তাদের নেট প্রফিট হয়েছে ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭৯ টাকা? সুতরাং এখানে স্যার কোন রকম মিস-ম্যানেজমেন্টের বা অন্য কোন রকমের কোন কিছু ছিল না। এইটা সম্পূর্ণ আদর্শ সমিতি। যে সমিতি হাজার হাজার মৎস্য জীবির মধ্যে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করেছে এবং রাজ্যের মৎস্য দপ্তর এই সমিতিকে কাজে লাগিয়ে সেখানে তাদের যেটা মূল জিনিষ গ্রামঞ্চলে পৌছে দেওয়া, মাছ চাষের জন্য মূল জিনিষ যেটা সেই দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে এবং বার

বার অডিট করা হয়েছে। এখানে স্যার, অডিটের সামান্যতম কিছু ত্রুটি নাই, সম্পূর্ণ গ্রাসমূলকভাবে এই মৎস্য জীবিদের সমবায় সমিতিকে এই সরকার ভেঙ্গে দিয়েছে। এইটা ঠিক কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া [মন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে হিসাবটা দিয়েছেন তা আমাদের অফিসিয়েল রেকর্ডের সঙ্গে সম্পূর্ণ গড়মিল রয়েছে। তাছাড়া আমি উনাদের বার বার বলেছি যে, যদি এইসব হিসেবে কোন গড়মিল আপনাদের জানা থাকে, সেটা আমাকে দিন আমি সেটা পরীক্ষা করে দেখব। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা কোন কথা বলতে পারেন নি।

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে উনি বলেছেন যে, এই সমিতিগুলি খুব ভাল কাজ করেছিল এইটা সত্য নয়। এই সমিতির গাফিলতির জন্য ১, ৩৯, ৭৫১ টাকার মাছ পঁচে গেছে। এবং সব মাছও যে পঁচে গেছে সে সম্পর্কে আমার কাছে অনেক অভিযোগ রয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, মাছ পাচারের অভিযোগ দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমরা এটা দেখেছি। এই সমিতির লোকেরা এই অভিযোগের সঙ্গে জড়িত নয়। এটা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এই সমিতির উপর কন্ট্রাক্ট বেসিসে ডম্বুর জলাশয় থেকে মাছ ধরা এবং বাজার জাত করার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু এর দ্বারা সাধারণ মৎস্যজীবিরা উপকৃত হয়নি উপকৃত হয়েছে অফিসে বসে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা। যারা মন্ত্রীদের খুব কাছাকাছির লোক এরকম দুএক জন লক্ষপতি হয়ে গেছেন। কাজেই এতে সমস্ত মৎস্যজীবিরা লাভবান হতে পারেন নি।

মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে অনেক অভিযোগ রয়ে গেছে মাননীয় সদস্য যদি বলেন আমি এক এক করে বলব কেন এই সমিতিকে বাতিল করা হলো :—

মাছ ধরার মূল্য এবং মাছের রয়েলটি এবং টেন্সপোরটেশনের টাকা (১৩) নং ধারা অনুযায়ী সমিতিকে প্রতি বুধবারে জমা দেবার কথা। কিন্তু গত দশ বছর ধরে ....

শ্রীনকুল দাস :— দশ বৎসর নয়, আট বৎসর।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া [মন্ত্রী] :— ঠীক আছে, দশ বলতে যদি মাননীয় সদস্যের আপত্তি থাকে তাহলে আমি আট বৎসরই বলছি গত আট বৎসরে কোন বুধবারই আসেনি।

মিঃ স্পীকার স্যার, আরো অভিযোগ রয়েছে—এই সমিতির বাৎসরিক সাধারণ সভা কখনো ডাকা হয়নি। সরকারী অর্থের অনুদান যে খাতে খরচ করার কথা সে খাতে খরচ করার কথা সে খাতে খরচ না করে অন্য খাতে খরচ করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে করা হয়েছে। সমিতির টাকা থাকা সত্বেও সরকারের বিভিন্নভাবে দেয় টাকা না দেওয়া। আরেকটা মারাত্মক অভিযোগ হচ্ছে—যে টেণ্ডার ছাড়াই ২০,৮৮,১৬৩,৭৫ টাকা মূল্যের শুকনা মাছ ১৫

জনের নিকট থেকে ৬।১।৮৬ ইং তারিখ থেকে ১৫।১।৮৮ ইং তারিখ পর্যন্ত ক্রয় করা।

আরেকটা অভিযোগ রয়েছে—সোসাইটির একটা পারচেজ কমিটি রয়েছে। সেই কমিটির সুপারিশ ক্রমে রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারএর মালিক প্রভাস দাসের দেয় দর স্বীকৃতি দেওয়া সত্বেও সমিতি এদের কাছ থেকে না কিনে অন্য ৭ জনের কাছ থেকে ১৪.৭.৮৭ থেকে ১৮.২.৮৮ পর্যন্ত মোট ২৪,৩৫,৭৮৮ টাকা ২০ পয়সা শুকনা মাছ অনিয়মে ক্রয় করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর):- প্রশ্ন এই নয় যে সারা ত্রিপুরা ভিত্তিক একটা সংগঠনের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ থাকবে না। যেমন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে মাছ পচে গেছে। ডুম্বুর থেকে মাছ আগরতলায় আসে গাড়ীতে। সেই গাড়ী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ী নয়। যদি কোন গাড়ী আটকে যায় তাহলে মাছ পচতে পারে। সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে এই সমিতির সঙ্গে গভর্ণমেন্টের সম্পর্কটা কি? এটা কনট্রাক্ট। কনট্রাকটা কে যে শাস্তি দিচ্ছেন, তাকে জবাব দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। আপনি আজকে বললেন যে আপনার অপরাধ। অপরাধ বিচার করার জন্য একটা কমিটি করতে হবে যে কমিটির কাছে আমরা দিয়েছিলাম সেই কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আপনারা অপরাধ করেছেন। আমি এই কথা বলছি না যে অভিযোগ ঠিক কি ভুল। কিন্তু একজন মন্ত্রী এই অভিযোগ বিচার করবেন? এ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে অডিট রিপোর্টের কথা বলা হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, সেই অডিট রিপোর্টে এই সমস্ত কথা কি উল্লেখ আছে যে ১৯ লক্ষ টাকা, ২০ লক্ষ টাকা, ২৫ লক্ষ টাকা গায়েব হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়? ইরিগুলারিটিজ অডিট রিপোর্টে যদি থাকে। দ্যাট ইজ অ্যানাদার থিং। সব অডিট রিপোর্টেই ইরিগুলারিটিজ এর কথা থাকে কিন্তু যে ইরিগুলারিটিজ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে বিবৃতি দিয়েছেন অডিট রিপোর্টে সেই ইরিগুলারিটিজগুলির কথা তাঁরা বলেছেন কিনা? সব ক'টি ইরেগুলারিটিজ অডিট রিপোর্টে ধরা পরেছে কি না?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী):- মিঃ স্পীকার স্যার, চুক্তিটা আমাদের আমলে হয় নাই এটা ১৯৮০—৮১ সালে করা হয়েছিল। সেই চুক্তিতে বলা হয়েছে প্রতি বুধবার সরকারের কাছে দেনা দিতে হবে এবং যদি তিন বার এক সঙ্গে না দেয় তাহলে সরকার কোন নোটিশ না দিয়েই এটা বাতিল করতে পারবে (ইন্টারাপশান) এই চুক্তি আপনাদের আমলেই হয়েছে এবং ১৩ নং ধারায় এটা আছে। সেখানে বলা আছে না দিলে অটোমেটিক্যালী বাতিল হয়ে যাবে। (ইন্টারাপশান) আর একটা কথা উনি বলেছেন, আমি নাকি বলেছি যে ১৯ লক্ষ টাকা গায়েব হয়েছে। আমি এই কথা বলি নাই আমি বলেছি আমার দপ্তরের কাছে দেনা আছে সেই টাকাটা দেওয়া হয় নাই। (ইন্টাপশান—গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য নকুল দাস যে সমস্ত কথা বলেছেন ইট উইল বি একসপান্‌জড ফ্রম দি প্রসিডিংস ।

মাননীয় সদস্য নকুল দাস এবং সুনীল চৌধুরী

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :- কোয়েশ্চান নং ৭২

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :- কোয়েশ্চান নং ৭২

প্রশ্ন	উত্তর
১। সরকার অবগত আছেন কি যে গত ১৬ই মার্চ ১৯৮৮ইং তারিখ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথাও বর্তমান বিধান সভার বিধায়ক বাদল চৌধুরীকে বিলোনীয়া বিভাগের কৃষ্ণনগরে কিছু সংখ্যক দুষকৃতকারী ঘেরাও ও আটক করে খুন করার চেষ্টা করেছিল ?	ইহা সত্য নহে ।
২। অবগত থাকিলে এসব দুষকৃতকারীদের বিরোদ্ধে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?	প্রশ্ন উঠে না ।
৩। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিধান সভার বিধায়কদের নিরাপত্তার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?	সাদা পোশাকে নিরাপত্তা কর্মী এবং বাসভবনে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রহরী নিযুক্ত করা হয়েছে ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) :- মিঃ স্পীকার স্যার, বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এই সম্পর্কে আলোচনার দরকার ।

মিঃ স্পীকার :- আপনার সাপ্লিমেণ্টারী থাকলে বলুন ।

মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী ।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :- কোয়েশ্চান নং ৭৭

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৭৭

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে বর্তমানে হোমগার্ডের সংখ্যা কত তার মধ্যে তপশীলি জাতি ও উপজাতি ভুক্ত হোমগার্ডের সংখ্যা কত (আলাদা আলাদা হিসাব) ।	১। বর্তমানে ২,৩৬৪ জন হোমগার্ড তালিকা ভুক্ত আছে। এর মধ্যে তপশিলী জাতি ১৩৯ জন। তপশিলী উপজাতি ১০৪ জন।
২। হোমগার্ডদের দৈনিক ভাতা বৃদ্ধি ও রেশন ভাতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?	২। বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
৩। হোমগার্ডদের শূন্য পদগুলি পূরণ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?	৩। হোমগার্ড নিয়মিত বেতনভুক্ত সরকারী কর্মচারী নহে। তাহারা একটি সেচ্ছা সেবক সংস্থা। আইন শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যে তাহাদের ডাকা হয়ে থাকে এবং উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালীন দৈনিক ভাতা পায়। সুতরাং হোমগার্ড অর্গেনাইজেশনে শূন্যপদের কোন প্রশ্ন উঠে না। প্রয়োজন ভিত্তিক লোক নেওয়া হয়। বর্তমানে কিছু হোমগার্ড তালিকাভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
৪। বর্ডার উইংস হোমগার্ডদের চাকুরী স্থায়ী করনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?	৪। বর্ডার উইংস হোমগার্ড বি, এন কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীম এর অধীন কিন্তু তাহারা নিয়মিত বেতন ভুক্ত সরকারী কর্মচারী নহে। কাজেই তাদের স্থায়ী করনের প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন সেটা হল বর্তমানে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যান্য সকল স্তরের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে হোমগার্ডদের দৈনিক বেতন ৫০ টাকা করা যায় কি না ? আর মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে

বর্তমানে হোমগার্ড পদের জন্য লোক পাওয়া যায় না, এটা ঠিক নয়। এস, সি, এবং এস, টি পদগুলি পূরণ করা হবে কি না ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, হোমগার্ড এটা একটা সেচ্ছাসেবক সংস্থা। এখানে এস, সি এবং এস, টি এর কোটা সিস্টেম নেই। ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে যেহেতু এইটা একটা কেন্দ্রীয় সেচ্ছা সেবক সংস্থা সেটা কেন্দ্রীয় সরকার দেখবেন। তবে রেশন ভাতা ইত্যাদির ব্যাপারে বিগত দশ বছরে ওরা যেটা করতে সাহস পায় নি আমরা সেটা করেছি। ৫ টাকা করে রেশন ভাতা বৃদ্ধি করেছি। টেরিকটের পোষাকের ব্যবস্থা করেছি।

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী বলেছেন যে যেহেতু এটা একটা সেচ্ছা সেবক সংস্থা কাজেই এস, সি এবং এস, টির জন্য রিজার্ভেশনের প্রশ্ন উঠে না। আমি প্রশ্ন করতে চাই এখানে যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তাতে রোসটার পয়েণ্ট করলে এস, সি, এবং এস, টি দের ৬শো পোস্ট পাওয়ার কথা। এটা সরকারের অভিজ্ঞতা হোমগার্ডদেরকে বিজ্ঞাপন দিয়ে ইনটারভিউ নেওয়া হয়। কাজেই রোসটার পয়েণ্ট সরকারকে মেইনটেইন করতে হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এই যে ২,০৬৪ জন হোমগার্ড তাদের নিয়োগ পত্র বিগত সরকারের আমলে দেওয়া হয়েছে। কাজেই উনাদের নিজেদের পলিসি অনুযায়ীই নিয়েছেন। উনাদের কৃতকর্মের ফল এই সরকারের উপর এসে পড়েছে। কাজেই এখানে বক্তব্য রেখে পত্রিকায় প্রকাশ করে সস্তা বাহবা নেবেন এটা সম্ভব নয়। তাদের লজ্জা থাকা উচিত। তাদের কুকর্ম আমাদের ঘারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথমত হচ্ছে, যে বেতনের কথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন হোমগার্ডের বেতন, এটা ঠিক করা ছিল। কিন্তু আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের মুখের দিকে নাথাকিয়ে ২৪ টাকা করেছি। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রী মহাশয় অসত্য তথ্য পরিবেশণ করেছেন। আমরা এস, সি, এস, টি কোটা বরাবর মেনে নিয়েছি, এবং তা প্রতিফলিত হয়েছে রিক্রুটমেণ্ট রুলসসে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন :— মাননীয় বিরোধী নেতা এখানে অসত্য পরিবেষণ করেছেন। আমাদের মোট তপশীল জাতির আছেন. ২৪৪ জন, তপশীলি উপজাতির আছেন, ১০৪ জন।

এই সরকার আসার পরে একজনও হোমগার্ড নেওয়া হয়নি। সম্পূর্ণ অসত্য তথ্য এখানে পরিবেষণ করেছেন। উনারাই সেটা মানেন নি।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, হোমগার্ড অরগানাইজেশন সম্পূর্ণ সেচ্ছা সেবী সংগঠন। যদি তাই হয়, তাহলে বোর্ডার উইংস থেকে তাদেরকে আমর্স দেওয়া হয়েছে এবং বি, এস, এফ, এর সঙ্গে এটাষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন ইন্সট্রাকশন বা গাইড লাইন ছিল কিনা, হোমগার্ড সেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে বর্ডার উইংস করে আমর্স দেওয়া হবে ?

২য়তঃ, যদি আর্মস দিয়ে বর্ডার উইংসকে আপটুডেট করা হয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে সরকারী আইন অনুযায়ী সরকারী কর্মচারী বলা যাবে না কেন ? এই রকম কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম নীতি ছিল কিনা, যদি নিয়ম না থাকে তাহলে কি করে হোমগার্ড সংগঠন থেকে আমর্স দিয়ে, বি, এস, এফ, এর সঙ্গে এটাষ্ট করেছেন বিগত সরকার ? কিন্তু টিল নাও, নো ওয়ার্ক নো পে। কাজেই হোমগার্ড সংগঠনকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য বিগত সরকার এটা করেছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সরকার তা খতিয়ে দেখবেন কি ? যদি কেন্দ্রীয় সরকারের গাইড লাইনের নিয়ম না মেনে বে-আইনী ভাবে করা হয়ে থাকে, তাহলেও বিষয়টি সরকার খতিয়ে দেখবেন কিনা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার(মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার. আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন এই হোমগার্ডের দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের। এবং এটা হচ্ছে, সিভিল ডিফেন্সের অর্গানাইজেশন। এটা সম্পূর্ণ সেচ্ছা সেবী সংগঠন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় এও বলেছেন, তাদেরকে অসামরিক প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পরবর্ত্তী সময়ে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার কাজে তাদের নিয়োগ করা হয়েছে। ২য়তঃ বর্ডারের কাজে তাদের দেওয়া হচ্ছে তাও সত্যি কথা। এটা সেচ্ছা সেবী সংগঠন। বর্ত্তমানে তাদের বেতন দেওয়া হচ্ছে. দৈনিক হারের হিসাবে। নো ওয়ার্ক নো পে। আমরা তফসিলী জাতি, তফসিলী উপজাতির স্বার্থ রক্ষা করে নিয়োগ রিক্রুটমেণ্ট সবই করব।

মিঃ স্পীকার :— নাও কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহিন প্রশ্নটির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি [ANNEXURES— "A" & "B"]।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আজকের কার্য্য সূচীতে ৫টি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গনের বিবৃতি প্রদানের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ):— স্যার, আজকে আমার একটা রেফারেন্স ছিল।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কোন রেফারেন্স বিষয়ে আমি অনুমতি দেই নি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, এটা জরুরী, তাই আমি এখানে উল্লেখ করে রাখতে চাই। গত ১লা জুলাই

শ্রীসুধীরঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী]:—স্যার, আপনি অনুমতি দেন নি, মাননীয় সদস্য কি করে এটা উল্লেখ করেন ? এটাতো হতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :— আমি যদি বিষয়টি প্রয়োজন মনে করি, তাহলে এটা উল্লেখ করার জন্য আমি বলব। আপনি এখন বসুন।

আজকের কার্য্য সূচীতে ৫টী উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের বিবৃতি প্রদানের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য বিষয়গুলোর প্রথমটি গত ১৪, ৭, ৮৮ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো 'গত ১০ই এপ্রিল বিলোনীয়ার বিধায়ক শ্রীঅমল মল্লিকের উপর আক্রমনের ঘটনা সম্পর্কে "।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন [স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী]:—স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত উল্লেখ্য বিষয়ের উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি

গত ১০, ৪, ৮৮ইং তারিখ বিলোনীয়া থানাধীন উত্তর ভারতচন্দ্র নগর গ্রামে কংগ্রেস [ই] এর একটি সভায় বিধায়ক শ্রীঅমল মল্লিক এর ভাষণ প্রদানের একটি পূর্বনির্দ্ধারিত কর্মসূচী ছিল। ঐ দিনই অর্থাৎ ১০, ৪, ৮৮ইং তারিখ বেলা অনুমান ১—৩০ মিঃ এর সময় উত্তর ভারতচন্দ্র গ্রামের বাসিন্দা শ্রীমন্টু দাস পিতা মৃত বরদাকান্ত দাস ঐ গ্রামেরই শ্রীরাখাল দাসের বাড়ীতে একটি খড়ের গাদায় দেশী বন্দুক হাতে নিয়ে উৎপেতে লুকিয়ে থাকে। শ্রীরাখাল দাস শ্রীমন্টু দাসকে বন্দুক সহ এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে চিৎকার করতে থাকেন। তাহার চিৎকার শুনে ঐ গ্রামেরই শ্রীমনীন্দ্র দাস এবং অন্যান্যরা ঘটনাস্থলে দৌড়ে আসেন। তখন শ্রীমন্টু দাস খড়ের

গাদা থেকে বের হয়ে এসে শ্রীরাখাল দাস ও শ্রীমন্টু দাসকে আক্রমন করে এবং এই বলে শাসায় যে, তাহাদের নেতা অমল মল্লিককে খুন করিবেন। এইরূপ হৈ চৈ এবং চেচামেচিতে আরও গ্রামবাসী জড় হন এবং শ্রীমন্টু দাসকে বন্দুক সহ আটক করেন।

উপরোক্ত ঘটনাটি উত্তর ভারতচন্দ্র নগর গ্রামের শ্রীরাখাল দাস, পিতা শ্রীমধুসুদন দাসের অভিযোগ মুলে বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারায় মোকদ্দমা নং ৯ (৪৪) ৮৮ নথিভুক্ত করে পুলিশতদন্ত শুরু করেন।

তদন্তকালে পুলিশ শ্রীমন্টু দাসকে গ্রেপ্তার করে তাহার হেপাজত থেকে বন্দুকটি সিজ করেন এবং উক্ত মোকদ্দমার সংশ্রবে তাহাকে গত ১৪, ৪, ৮৮ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে গত ১১, ৪, ৮৮ইং মাননীয় আদালতে প্রেরন করেন। গত ৩০,৫, ৮৮ ইং তারিখ শ্রীমন্টু দাস আদালত থেকে জামিনে ছাড়া পান।

মোকদ্দমাটি তদন্ত অব্যাহত আছে। মাননীয় মন্ত্রী এটা জানাবেন কিনা, এই যে মন্টু দেবনাথ যাকে বিধায়ক অমল মল্লিকের হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রায় আড়াই মাসের উপরে তাকে আটক রাখা হয়েছে। তার স্ত্রীকে কংগ্রেসের দুর্বৃত্ত কান্তি পাল সহ আরও একজন ধর্ষন করেছে এবং সে মামলা সেখানে কমিট হয়। এই কংগ্রেসের দুর্বৃত্ত কান্তি পাল, নারায়ণ ভৌমিক, ভবতোষ ভৌমিক তার উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে যে কেইসটা প্রত্যাহার করতে হবে। সে এই প্রস্তাবে রাজী হয় নি। বলেছে আমার সামনে আমার স্ত্রীকে ধর্ষন করেছে এটা কোন অবস্থাতেই প্রত্যাহার করা যায় না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী এখানে যে তথ্য বললেন এটা জানাবেন কিনা যে বিধায়ক অমল মল্লিক সেদিন পাঁচটার সময় ভরতচন্দ্রনগর গিয়েছিলেন এবং তিনি চারটা পর্যন্ত খুব সম্ভবতঃ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে লক্ষীছড়া এবং জুলাইবাড়ী এই সমস্ত প্রোগ্রামের মধ্যে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মন্টু দাসকে সেখানে ধরা হয় দুপুর ১২টার সময় এবং পুলিশের হাতে হস্তান্তর হয়। এক ঘণ্টা আধা ঘণ্টা পর তখন পর্য্যন্ত এই ধরণের কোন প্রশ্ন উঠে নি। যখন বিধায়ক সেখানে গেলেন একটা প্লট তৈরী করা হলো বিধায়ককে খুন করার জন্য। মন্টু দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সারা অঞ্চলের মধ্যে এটা ছড়িয়ে দাও। এই বিধানসভার মধ্যে আপনি দেখেছেন আমরা প্রস্তাব করেছিলাম যে সমগ্র বিলোনীয়া মহকুমায় কংগ্রেসী দুর্বৃত্তরা যে সমস্ত সন্ত্রাস আরও কিছু সন্ত্রাস সেখানে কায়েম করেছে আমরা চেয়েছিলাম অন্তত তাঁরা সততার সঙ্গে সাড়া দেবেন অন্তত বিধানসভায় একটা কমিটি গঠন করে দেবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি কি বলতে চান সংক্ষেপে বলুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :- স্যার খুব সংক্ষেপে স্পেসিফিক বলছি। তাঁরা সেটাতে সাড়া দেননি এটাও একটা ঘটনা সেই বিধায়ককে সামনে রেখে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মন্টু দাসকে ঐ দিন ১টা-১০ মিনিটের সময় খড়ের গাদার নীচে দেশী বন্দুক নিয়ে লুকিয়ে ছিল পুলিশ তাকে এরেষ্ট করে এবং ঐ দিন উত্তর ভারতচন্দ্র নগর গ্রামে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক ঘটনার কিছুক্ষণ পরে পরবর্ত্তী সময়ে ঐখানে জনসভায় যোগ দেন এবং ঐখানে বক্তব্য রাখেন। আর ধর্ষন সংক্রান্ত ব্যাপারে ধর্ষন শিকারী যা বলে ছেন সেটা আলাদা ব্যপার, আলাদা ভাবে যদি জানতে চান সেটা আমি জানাবো।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটা সম্পূর্ণ অসত্য। আমি নিজেও সেখানে গিয়েছি ঘটনার কয়েক দিন পর। সেখানে যে জায়গায় বন্দুক রাখা হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী বললেন সেটা কি বন্দুক, লোডেড করা হয়েছিল কি, কি কি পার্স পাওয়া গেছে আমি সেখানে শুনেছি এবং এটা জেনেছি পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করে বন্দুকের একটা নাল পাওয়া গেছে। তাও খড়ের গাদার মধ্য থেকে। রাখাল ঘোষের স্ত্রী পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে আমার ভাসুর ১০টার সময় এসে ঘর থেকে এটা নিয়ে গেছেন আমরা জানিনা। কারণ এটা অক্রোশ মূলক ব্যাপার এটা নিয়ে খড়ের গাদার নীচে রেখে তার নামে এই কেইসটা তৈরী করা হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করবো উনি নিজে গিয়ে দেখুন মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। সেই উচু টিলার পশ্চিম দিকে ডালুরদিকে সেখানে যদি কেউ লোডেড অবস্থায় বন্দুক নিয়ে থাকে তাহলে রাস্তায় কাউকে লক্ষ্য করে গুলিও ছুড়তে পারেন। মাননীয় মন্ত্রী যদি নিজে গিয়ে তদন্ত করেন তাহলে আমার কোন আপত্তি থাকবে না। এই যে মিথ্যা তথ্য দিচ্ছেন ঘটনাটা তৈরী করেছেন এটা আমি দেখেছি। সমীরবাবু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর বামপন্থী এবং সেই সকল কর্মীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন পুলিশের সঙ্গে, থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। বিলোনীয়ার মধ্যে এই রকম অসংখ্য কেইস কালকেও এই বিধানসভায় আনা হয়েছে।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি নির্দিষ্ট করে বলুন

শ্রীবাদল চৌধুরী :— নির্দিষ্ট করেই বলছি পুলিশকে সেখানে দলীয় কাজে ব্যবহার করছেন। যে থানায় এক একটা কংগ্রেস অফিস তৈরী করা হয়েছে এবং কখন কাকে দিয়ে মামলায় জড়াতে হবে, সেই সমস্ত নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, এইটা মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা.

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) : মাননীয় উপাধক্ষ্য মহোদয়, প্রচলিত আইন এবং বিধান অনুযায়ী এইটা আমরা গিয়ে তদন্ত এবং বাদল চৌধুরী গিয়ে তদন্ত করার কোন এক্তিয়ার নেই।

পুলিশের তদন্ত করার কথা। যে প্রচলিত আইনে, যে আইনে সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে বিধানসভায় এসেছেন, সেই আইন অনুযায়ী তদন্ত করা হচ্ছে। আমি যা বলেছি কলিং অ্যাটেন-শানের উত্তর সম্পূর্ণ সত্য এবং মাননীয় বিধায়ক যেসমস্ত কথা বলেছেন সেগুলি অসত্য তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন।

শ্রী**দীপক নাগ** (মজলিশপুর):— পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, গত ১০ই এপ্রিল মাননীয় বিধায়ক অমল মল্লিককে আক্রমণ করে হত্যা করবার যে ষড়যন্ত্র, সেই ষড়যন্ত্র বিলোনীয়াতে বসে মাননীয় বিধায়ক শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস এবং বাদল চৌধুরী এই ২জনে বসে করেছিলেন, সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিস্তারিত তথ্য আমার কাছে নাই। তবে এইটুকু তথ্য আছে কংগ্রেসের অমল মল্লিক সহ কিছু কিছু বিধায়কদের হত্যা করার জন্য বিরোধী দলের এরা চক্রান্ত করছে। সেই তথ্য আছে এবং তার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি।

শ্রী**দশরথ দেব** (রামচন্দ্রঘাট):— স্যার রুদ্রেন্দ্র দাস বিলোনীয়ার না। কেউ শিখিয়ে দিয়েছেন তাই এইরকম কথা বলা হয়েছে। এর জন্য আমি বলছি মন্ত্রীর অসত্য, অর্ধ জবাবগুলি চিহ্নিত করুন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার:— অনারেবল মেম্বার রুদ্রেশ্বর দাস বিলোনীয়ার নাও হতে পারে। যে কোন এম. এল. এ. সম্পর্কে জানা যায়।

শ্রীবাদল চৌধুরী:— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর বিবৃতি থেকে এইটা কি ধরে নিতে পারি যে, এইখানে যারা ধর্ষণকারী মন্টু দেবের স্ত্রীকে যারা ধর্ষণ করেছে তারা কংগ্রেস আই(এর) লোক এবং যেহেতু জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছেন, তাদের রক্ষা করার জন্য। বিধায়ক নিজেই ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করেছেন। তার সঙ্গে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তার পরামর্শ দিয়েছেন। স্যার, আমরা দেখেছি যারা এই ধর্ষণকারী এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই কংগ্রেস (আই)এর লোক তাদের অন্যতম গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের রক্ষা করার জন্য। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তিনি নিজেও এর উদ্যোগ নিয়েছেন। এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা।

শ্রী**সমীর রঞ্জন বর্মণ** [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী]:—এইটা স্যার, পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান হয় কিনা? তদুপরি আমি বলছি ১০ বৎসরে তারা যা ধর্ষণের রেকর্ড রেখে গেছেন তার জন্য তারা শয়নে, স্বপনে, উঠতে বসতে কেবল ধর্ষণই দেখেন। ওদের আমলে যে ধর্ষন হয়েছে সেটা রেকর্ড। ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে নেই। পাখী দেবনাথ আগরতলা শহরের উপকণ্ঠে তার স্বামীর বুক থেকে

ছিনিয়ে নিয়ে ওদের লোকেরা ধর্ষণ করেছে। জেলখানায় ধর্ষণ হয়েছে। স্যার, লক্ষীন্দরের মত মেয়েদের সিন্দুকে রেখেও রক্ষা করা যেত না। তারপর তারা আবার ধর্ষণ করেছেন। তাদের লজ্জা থাকা উচিত।

শ্রীরতনলাল ঘোষ [খয়েরপুর] ঃ—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যেহেতু রেফারেন্সের মধ্যে বিধায়কদের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। এখানে একটি প্রশ্ন এই আক্রমণ যারা করেছে এবং যারা ধরা পড়েছে আমরা যতটুকু জানি তারা সবাই সি, পি, এমের লোক। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি আমরা বিশেষভাবে জানি বিগত সরকারের আমলে সিকিউরিটি দেয়নি। যেই কারনে আমাদের বিধায়ক বিশালগড়ের অফিসটিলাতে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আফ্রিকার বর্বর অসভ্যতার মত। সেই পরিস্থিতে সমস্ত বিধায়কদের এমনকি বিরোধী দলের বিধায়কদের সিকিউরিটি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন [স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী] :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রয়োজন অনুযায়ী যখন যেমন প্রয়োজন, প্রয়োজন বুঝে আমরা সিকিউরিটির বন্দোবস্ত সব বিধায়কদের জন্য করেছি।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ১৪,৭,৮৮ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরাজেশ্বর দাস মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :— "গত ২রা জুলাই কমলপুর থানার অন্তর্গত সেতরাই গ্রামে টি, এন, ভি উগ্রপন্থী কর্তৃক শ্রীবিরলাল দেববর্মাকে গুলি করে গুরুতর আহত করা সম্পর্কে।"

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন [স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী] :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 'গত ২রা জুলাই কমলপুর থানার অন্তর্গত সেতরাই গ্রামে টি, এন, ভি, উগ্রপন্থী কর্তৃক শ্রীবিরলাল দেববর্মাকে গুলি করে গুরুতর আহত করা সম্পর্কে।"

গত ১লা জুলাই ১৯৮৮ ইং রাত্রি অনুমান ৮.৩০ মিঃ এর সময় ৪[চার] জনের একটি দল সত্তোখিয়া গ্রামে, থানা কমলপুর শ্রীবিরলাল দেববর্মা শ্বশুর মৃত মঙ্গল দেববর্মার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। সেখানে বিরলাল দেববর্মা তাহার স্ত্রী সহ থাকিত। উক্ত দলের মধ্যে একজন রিভলবার হইতে এক রাউণ্ড গুলি বিরলাল দেববর্মার দিকে ছুড়ে। ইহাতে বিরলাল দেববর্মা তাহার বুকের ডান দিকে আঘাত প্রাপ্ত হন। পরবর্তী সময়ে বিরলালকে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়।

তদন্তকালে জানা যায় যে, বিরলাল দেববর্মা উক্ত দলের দীনেশ দেববর্মাকে চিনিতে পারিয়াছেন।

তদন্তকালে আরও প্রকাশ পায় যে, বিরলাল দেববর্মার স্ত্রী শ্রীমতি রাজশ্রী দেববর্মার সহিত উপরোক্ত দীনেশ দেববর্মার প্রাক বিবাহিত জীবনের প্রনয়কে কেন্দ্র করিয়া ঘটনাটি ঘটে।

উক্ত ঘটনা সম্পর্কে কমলপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৭, ৩২৬, ৩০৭. ৩৪ ধারা ও অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় ২[৭]৮৮ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়। মোকদ্দমাটি তদন্তাধীন আছে এই ঘটনায় এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। আসামীরা সকলেই পলাতক আছে।

শ্রীবিমল সিনহা [কমলপুর] :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অশেষ ধন্যবাদ, কারণ তিনি তদন্তে অনেক গভীরে চলে গেছেন। কোথায় কবে কোন উগ্রপন্থীর সঙ্গে কোন মেয়ের প্রেম ঘটেছিল সেটা পর্যন্ত উদঘাটিত হয়েছে। তা এতটুকু যখন পেলেন আমার অনুরোধ সেই টি, এন, ভিদের দ্বারা ঘটিত ঘটনা থেকে আপনাদের পোষা আসাম রাইফেলদের ক্যাম্প কত হাত দূরে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন [স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী] :—স্যার, এই ঘটনাটার সঙ্গে টি, এন, ভি, ও উগ্রপন্থীদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নাই। সম্পূর্ণ প্রনয়ঘটিত ব্যপারে এই ঘটনাটা ঘটেছিল।

শ্রীবিমল সিনহা :— স্যার এই দীনেশ দেববর্মা টি, এন, ভি ও বহুক্রাইমসদের সঙ্গে জড়িত এবং বার বার তার নামে ঘোষনা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে কি না, নাকি তাকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন [সরাষ্ট্রমন্ত্রী] :— স্যার, আমি যতটুকু জানি এই দীনেশ দেববর্মা মাননীয় সদস্যের দক্ষিন হস্ত, তা সে উগ্রপন্থী কিনা সেটা মাননীয় সদস্যই বলতে পারেন।

শ্রীবিমল সিনহা :— আমার দক্ষিন হস্তকে আপনি যে আপনার উত্তর হস্তে নিয়ে গেছেন সেটা অনেক আগেই আপনি জানেন। ওকে দিয়ে আপনি ইলেকশানে রিগিং পর্য্যন্ত করিয়েছেন এবং এই ভাবে সে যে, দুষ্ট কার্য্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে আসাম রাইফেলের পাহাড়ায়, তার একটা টিম সহ তার এলাকায় সে সন্ত্রাস করছে। ১ নম্বর। ২ নাম্বর হচ্ছে, এই মাসে এই ঘটনার পরে ৭৫ হাজার টাকা কালেকশন করার জন্য ভূপেন দেব, প্রানেশ দেবনাথ, বিস্তু দেব, চিন্তু দেব এদেরকে টি, এন ভি. রা নোটিশ দিয়েছে এবং সেই নোটিশগুলি তাদের নিকটস্থ আসাম রাইফেলের যে ক্যাম্প আছে সেখানে জমা দেওয়া হয়েছে। সেখানকার ডি, এস, পিকেও জানানো হয়েছে। তার পরেও ওদের সম্পর্কে উদাসীনতার কারণটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্তমান সরকার টি, এন, ভি, সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নন উদাসীন যদি থাকত তাহলে রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা

বর্তমান পরিস্থিতিতে থাকত না এবং টি, এন ভির আক্রমন প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হত না। এবং টি, এন, ভি, আক্রমন প্রতিহত করা সম্ভব হত না। আমি আগেই বলছি যে ওদের সঙ্গে টি, এন, ভি,র যোগাযোগ অতীতেও ছিল এখনও আছে। যাদের কথা বলছেন তাদের সঙ্গে এখনও মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিনহা মহোদয়ের যোগাযোগ আছে। বর্তমান সেশনে দীর্ঘদিন উনি হাউজে আসেননি। কারণ ওনার এই অনুপস্থিতকাল উনি টি, এন, ভির সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। সেই খবরও আমার কাছে আছে।

শ্রীবিমল সিনহা :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশন স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমি অনুপস্থিত থাকলাম সেটা পর্যন্ত উনি এখান থেকে বুঝতে পারেন। নিশ্চয়ই ওনার ঘ্রাণ শক্তি কুকুরের চেয়েও বেশী।

মিঃ স্পীকার :— আপনার পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান কি বলুন।

শ্রীবিমল সিনহা :— আমার পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান হচ্ছে রিভলবার যেটা সেটা আইন কি বে-আইনি। সেটা উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা তিনি করেছেন কিনা। সে অস্ত্র উদ্ধারের জন্য ন্যুনতম কোন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ৪৪৭। ৩২৬। ৩০৭। ৩৪ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারা অনুযায়ী মোকদ্দমা গ্রহণ করেছেন এবং যেহেতু আসামী এরা এখনও পলাতক সেহেতু আসামীদের ধরা যাচ্ছে না। কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে আসামীদের সঙ্গে অনেক হত্যার নায়ক, মাননীয় সদস্য বিমল সিনহার যোগাযোগ আছে।

মিঃ স্পীকার :— ৩য়টি মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় কর্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুর উপর আনা হয়েছে। উক্ত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র তথা ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র তথা ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। বিষয়বস্তুটি হল - "গত ৫ই জুলাই কমলপুর মহকুমার অপরাঙ্কর গ্রামে একদল দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক গণতান্ত্রিক নারী সমিতির নেত্রী যমুনা গৌড়কে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যার করার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৫-৭-৮৮ইং বিকাল অনুমান ৪ ঘটিকায় সময় কমলপুর থানাধীন অপরাঙ্কর গ্রামের অধিবাসী শ্রীমুন্নু গৌর, পিতা-মৃত রুদ্র গৌর তার বাড়ীর বারান্দায় ঐ গ্রামের রবি গৌরের স্ত্রী যমুনা গৌর-এর সহিত তাহার ক্ষেতের ধান যমুনা গৌর-এর গরু নষ্ট করেছে বলে তর্কাতর্কি করতে ছিল। তর্কাতর্কি চলার সময় শ্রীমুন্নু গৌর হঠাৎ তার বসত ঘর থেকে একটি কুড়াল নিয়ে যমুনা গৌরকে মাথায় আঘাত করে। ইহাতে

যমুনা গৌর রক্তাক্ত জখম প্রাপ্ত হন এবং মাটিতে পরে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। উক্ত ঘটনা ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩০২ ধারায় ৪ (৭) ৮৮ নং মোকদ্দমা কমলপুর থানায় নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। তদন্তকালে পুলিশ ১৬-৭-৮৮ইং অপরাস্কর গ্রামের শ্রীসুনু গৌরকে গ্রেপ্তার করে প্রয়োজনীয় আবেদন সহ মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন যেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেপাজতে রাখার অনুমোদন করা হয় এবং যে কুড়াল দ্বারা যমুনা গৌরকে হত্যা করা হয়েছে তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তদন্তকালে প্রকাশ পায় উপরোক্ত ঘটনাটি সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ ঘটেছে। এর পেছনে কোন প্রকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আছে বলে প্রকাশ পায় নাই। যমুনা গৌরকে একদল দুস্কৃতকারী কুড়াল দ্বারা হত্যা করেছে ইহা ঠিক নহে। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস (সুরমা) :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে এই সুনু গৌড় অপরাস্কর গ্রামের কংগ্রেস নেতা শ্রীসুন্দর গৌড়ের, যিনি বিগত জেলা পরিষদ নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রার্থী ছিলেন এবং তাঁর ঘনিষ্ট আত্মীয় সুনু গৌড় একজন কংগ্রেস (ই) কর্মী। শ্রীমতি যমুনা গৌড় গণতান্ত্রিক নারী সমিতি করেন সেজন্য সামান্য একটা ঘটনা নিয়ে তাকে কুড়াল দিয়ে আক্রমণ করে হত্যা করেছেন। ঐ ? তারিখে কমলপুরে মৃতদেহ যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন সুনু গৌরও সঙ্গে ছিলেন এবং হাসপাতাল থেকে কংগ্রেস [ই] কর্মীরা একটি মিছিল করেছিল। ঐদিন ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির রাজ্য ভিত্তিক একটি ডেপুটেশনের মিছিল ছিল। কংগ্রেস [ই] কর্মীরা মিছিল করে যে শ্লোগান দিয়েছিল তাতে বলেছে যে যমুনা গৌরকে খুন করেছে কে সি, পি, এম, আবারকে যমুনা গৌর খুন করেছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য রয়েছে কি না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যকে দেখা যাচ্ছে এখন প্রত্যক্ষভাবে আমার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। কারন এই ঘটনার পর সেখানে কংগ্রেস থেকে একটি মিছিল বের করা হয় এবং সেই মিছিলের শ্লোগান ছিল "যমুনা গৌরকে খুন করেছে কে সি,পি, এম, আবার কে" ?

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই যমুনা গৌড় গণতান্ত্রিক নারী সমিতির হালাহালি শাখার প্রেসিডেন্ট।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন [স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী] ঃ— স্যার, যমুনা গৌর গণতান্ত্রিক নারী সমিতির কোন সদস্যও নন এবং এই সমিতির সঙ্গে কোনও ভাবে যুক্তও নন।

শ্রীবিমল সিংহ :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসন স্যার, এই যমুনা গৌড় গণতান্ত্রিক নারী সমিতির হালাহালি শাখার প্রেসিডেন্ট। কংগ্রেস এর সমর্থকরা তাকে গণতান্ত্রিক নারী-

সমিতি ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসে এসে যোগ দেবার জন্য তাকে বলে এবং এও বলে যে, সে না এলে তাকে খুন করা হবে। কিন্তু তাদের এই ভয়ভীতি প্রদর্শনের পরও যমুনা গৌড় গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ছেড়ে আসেননি। ফলে তাকে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে খুন করা হয় এবং এই খুনের পরিকল্পনাটি পরিচালনা করেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্বয়ং এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন [স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী] :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটার আমি আর কি উত্তর দেব ?

মিঃ স্পীকার :—নো, নো নীড অব গিভিং আনসার টু ইট। আর একটি রেফারেন্স পিরিয়ড, গত ১৯, ৭, ৮৮ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী গোপালচন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলির উপর খাদ্য ও সংভরন দপ্তরের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি খাদ্য ও সংভরন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :- "বর্তমানে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে '।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে বর্তমানে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে।"

মাননীয় সদস্যগণ হয়তো অবগত আছেন যে, প্রায় সর্বপ্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আসাম মেঘালয়ের মধ্য দিয়ে রেল ও সড়কপথে এই রাজ্যে আনা হয়। বিগত দেড় দুই মাসের অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে আসামে একাধিকবার বন্যা হওয়ায় এবং আসাম ও মেঘালয়ে সড়কপথে ও রেলপথে ধ্বস নামায় পরিবহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাহাতে ত্রিপুরায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আনা বিঘ্নিত হয়। বিশেষতঃ মেঘালয়ের সোনাপুরে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে সড়ক পথে বিরাট ধ্বস নামে। তাহাতে গত ২৩শে জুন হইতে আজ পর্যান্ত এই সড়ক গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত করা সম্ভব হয় নাই।

এতৎ সত্বেও লামডিং ও শিলচর হয়ে ঘুরাপথে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ত্রিপুরাতে আনিয়া যাহাতে রাজ্যে ঐ সকল দ্রব্যাদির অনটন সৃষ্টি না হয় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি না পায় তাহার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা এই সরকার নিয়াছেন।

তদুপরি ব্যবসায়ীদের সাথে বিভিন্ন পর্য্যায়ে এমনকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পর্য্যায়েও আলোচনা ক্রমে যাহাতে রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অনটন ও মূল্য বৃদ্ধি না হয় তাহার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা নেওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া কোন অসাধু ব্যবসায়ী তাহাতে এই সুযোগে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট

সৃষ্টি করিয়া মূল্য বৃদ্ধি না করিতে পারে, সেজন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাহারা সেই দায়িত্ব যথারীতি পালন করিতেছে।

এই সকল প্রচেষ্টা নেওয়ার ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যাস্ত হওয়া সত্বেও ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর অনটন বা অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটে নাই।

কাজেই বর্তমানে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কথা সত্য নহে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, আমি অত্যন্ত আশ্চর্য যে, মাননীয় মন্ত্রী এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে বলেছেন যে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি হয় নি। আমি এই হাউসের কাছে এই তথ্য পেশ করতে চাই কিভাবে জিনিষ পত্রের দাম ধাপে ধাপে বেড়েছে। জানুয়ারী মাসে মোটা চালের দাম ছিল ৪.৯০ পয়সা, মে মাসে হলো ৫.২০ পয়সা, জুন মাসে হলো ৫.৫০ পয়সা, জুলাই মাসে এখন [illegible] পয়সা হয়েছে খোলা বাজারে। মুসুরী ডাল সেটা ছিল ৬.৫০ পয়সা জানুয়ারীতে, মে মাসে সেটা হয়েছে ৭ টাকা, জুন মাসে হয়েছে হয়েছে ৮.৫০, বর্তমানে ১২ থেকে ১৪ টাকা পর্যন্ত বাজারে বিক্রি হচ্ছে। মুগ ডাল ছিল ১০ টাকা মে মাসে, জুন মাসে ১২ টাকা আশি পয়সা। এখন বাজার দর ১৫ থেকে ১৮ টাকা। চিনি যেটা ছিল খোলা বাজারে ৬.৫০ পায়সা জানুয়ারীতে, মে মাসে সেটা হয়েছে ৭.৫০ পঃ. জুন মাসে ৮.১০ পঃ, বর্তমানে বাজার দর ১০ থেকে ১২ টাকা। পেঁয়াজ যেটা ছিল [illegible] টাকা, জুন মাসে [illegible] পঃ এখন ৮.৯.১০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। ডিম ৪টা জুন মাসে ছিল [illegible] টাকা। এখন হয়েছে ৮ টাকা। কাঁচা মরিচ, জুন মাসে যেটা ছিল ৬ টাকা, এখন হয়েছে ২৫ টাকা বাজারে।

মিঃ স্পীকার :— বাজারের সব জিনিষের দাম যদি বলতে থাকেন তাহলে তো শেষ হবে না। দুই তিনটা নমুনা দিয়ে প্রশ্ন শেষ করা যায়।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই সমস্ত তথ্যগুলি জানা আছে কিনা?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাজ্যমন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য গোপাল দাস এখানে বাজারের যে বিভিন্নটা জিনিষের মূল্যের কথা বললেন, এইগুলি সম্পূর্ণ অসত্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়েছে এবং যদি আপনাদের কাছে এমন তথ্য থাকে যে, কোন দোকানদার বেশী দাম নিয়ে থাকে তাহলে আমাদের কাছে বলবেন। আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।

এটা আমি বলছি। তবে অস্বাভাবিক কোন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়নি এবং বিগত সরকারের আমলেও যেসমস্ত জিনিষ-পত্রের দাম বেশী ছিল সেই সমস্ত জিনিষের কিছু কিছু ক্ষেত্রে দাম কমেছে। নিশ্চয়ই আপনারা এটা অবগত আছেন। আর ডিমের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এটা মাননীয় মৎস্য মন্ত্রী বলেছেন যে মাছের মধ্যে এক জাতীয় রোগ হওয়ার ফলে এখন ডিমের চাহিদা বেড়ে গেছে। যার জন্য ডিমের দাম একটু বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দাম বেড়েছে তবে অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। বিগত সরকারের আমলে কিছু কিছু জিনিষের দাম বেড়েছিল আমরা ক্ষমতায় আসার পর কিছু কিছু দাম কমেছে তবে ডিমের দাম কিছু বেড়েছে কারণ মাছের এক জাতীয় রোগ হওয়ার ফলেই এটা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন কিনা জানি যে সব জিনিষের দাম এখানে উল্লেখ করলেন সেইসব জিনিষ কি দিল্লী থেকে আসে না সেইসব জিনিষ এখানে তৈরী হয় এবং সেগুলির দাম ডাবল হয়ে গিয়ে মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে, ডিমের দামের কথা। আইভরমার্কেট আমরা টাঃ ৩·৭৫ দামে হালি বিক্রি করেছি আর এখন সেই ডিমের দাম হয়েছে আট টাকা। (ইন্টারাপশান) কাঁচা মরিচের দাম ২০ টাকা কে, জি, কাঁচা মরিচ দিল্লী থেকে আসে (ইন্টারাপশান) অন্যায় স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে লুটে খাওয়ার জন্য। একজন দু'জন সব জিনিষ কিনে নেয়। মিঃ স্পীকার স্যার মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছেন যে, ব্যবসায়ীরা আমাদের কথা শুনে না। ব্যবসায়ীরা পয়সা খরচা আপনাদের ক্ষমতায় বসিয়েছেন আপনাদের কথা শুনবার জন্য ? (ইন্টারাপশান)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : - মিঃ স্পীকার স্যার, উনি সবসময় এই ধরণের কথা বলে থাকেন। কিন্তু আমি উনাকে জিজ্ঞাস করছি। যারা দাম বাড়ায় যারা কালবাজারী উদের আপনারাই প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। আমরা উদের প্রশ্রয় দিচ্ছি না। এই কংগ্রেস টি. ইউ, জে, এস, সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রাকৃতিক কারণে সমস্ত ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। তখন আমরা ঠিক করলাম—গত ১১ তারিখ আমি নিজে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, এবং রাজস্বমন্ত্রী আমরা ব্যবসায়ীদের ডেকে এনে বলেছি। স্যার, এটা সত্যি কথা এই রাজ্যে যারা ব্যবসায়ী তাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন ব্যবসায়ী সুতরাং এটা এই রাজ্যের একটা ট্রেডিশন এই রাজ্যে যখন ১৬ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল তখনও তারা এই রকম কোন সুযোগ নেয়নি। তাদের মধ্যে ১০ পার্সেন্ট ব্যবসায়ী অসাধু তারা এই ধরণের সুযোগ নেয়। আমরা তাদের বিরুদ্ধে দরকার হলে নাসা প্রয়োগ করার কথা চিন্তা করব। এখানে উনারা বলেছেন যে এই নাসাকে আমরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি কিন্তু না আমরা নাসাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যবহার করি না। আমরা ত্রিপুরার

জনগণের স্বার্থে প্রয়োজন হলে আমরা সেটা প্রয়োগ করব এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে। স্যার উনাদের পরিস্থিতির কথাটা চিন্তা করতে হবে, কি পরিস্থিতির জন্য এটা হয়েছে। রাস্তা আটক হয়ে আছে প্রায় ২ হাজারের মত গাড়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে আটক হয়ে পড়ে আছে। সাপ্লাইয়ের রেগুলার ফ্লোটা বন্ধ হয়ে গেছে। সেই অবস্থার মধ্যেও এই সরকার স্বাভাবিকতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। স্যার, আমরা এই ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের বলেছি এবং সেখানে খাদ্যমন্ত্রী নিজেও উদের বলছেন এবং ব্যবসায়ীরা বলছেন যে, আগামী শ্রাবণ মাস পর্যন্ত চালাবার মত উদের নিজস্ব ব্যবস্থা আছে। ত্রিপুরার মানুষ যাতে জিনিষের অভাবে পরে সেই অবস্থা আমরা হতে দেব না। এই যেখানে ব্যবসায়ীদের মনোভাব আমাদের সহযোগিতা করার জন্য তবে গত ১০ বছর উনারাই ব্যবসায়ীদের প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এরা নানা রকমভাবে উস্কানী দিচ্ছে। এবং জনসাধারণের মধ্যে একটা হতাশার সৃষ্টি করছে। কিন্তু আমরা হতাশা সৃষ্টি হতে পারে এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে দেব না। এখন কিছু কিছু মাল বিকল্প রাস্তায় আনা হচ্ছে। কাজেই এখানে যে কলিং এটেনশন আনা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে। জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য আনা হয়েছে। ওরা জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে জিনিষ-পত্রের দাম বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছে। এখানে যারা মন্ত্রী আছেন তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি নিজ নিজ দপ্তরের দিকে যাতে কোন রকম কারচুপি কালবাজারী এবং আইন শৃঙ্খলার ভঙ্গ যাতে না হয়। ঠিক সেইভাবে যারা বিধায়ক, মন্ত্রী আছেন নিজ নিজ দপ্তরের দিকে নজর রাখছেন। ওরা জনসাধারণকে গিয়ে বলছে খাদ্য নেই, আতঙ্ক সৃষ্টি করছে এবং খাদ্য গোদাম লুঠ করাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ওদের চা পোষন দুর্নীতি পরায়ণ যেসমস্ত রেশন শপ ডিলার আছে তাদেরকে গিয়ে বলছে তোমরা সময় মতো চাউল তুলিও না ক্রাইসিস সৃষ্টি কর। ওদের দলের একজন সদস্য যিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ এবং রাশিয়া ইত্যাদি বহু দেশে ভ্রমণ করেছেন। রেশন শপ থেকে চাউল পাচারের অভিযোগে তাকে এরেস্ট করা হয়েছে এবং কোর্ট তার জামিন না মঞ্জুর করেছে। অপ্রত্যক্ষভাবে ওরা এইভাবে কালোবাজারী দুর্নীতিবাজদেরকে উস্কানী দিয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে আমি আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি যাতে বাজারে কৃত্রিম অভাব তনধনের সৃষ্টি না করেন। এই ব্যাপারে আমাদের মন্ত্রীসভা এবং সরকার সম্পূর্ণ সজাগ।

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট):— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিনা যে, খাদ্য সংকট বৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য টি, ইউ, জে, এস, নেতৃত্ব দিচ্ছে? দুই নং প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আগরতলার ব্যবসায়ীদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন, উপদেশ

দিয়েছেন এবং আলোচনা করেছেন যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে যাতে তারা বাজারে জিনিষ-পত্রের দাম না বাড়ান। কিন্তু ব্যবসায়ী সমিতি এটা কিভাবে নিয়েছেন? এইভাবে নিয়েছেন কি যে চোরকে বলল চুরি কর আর গৃহকে বলল সজাগ থাক। এটা কিভাবে নিয়েছে?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার, এটা উনারা করেন। আপনারাই বলেন, বাঙালীদের কাছে গিয়ে পাহাড়ীরা আপনাদের সর্বনাশ করছে আর পাহাড়ে গিয়ে বলেন, বাঙ্গালীরা আপনাদের সর্বনাশ করছে। ব্যবসায়ীকে বলেন, তোমরা কালোবাজারী কর, আর আমাদের ফাণ্ডে টাকা দাও। স্যার, আমি বলছি, সবই তদন্ত করব, আপনাদের ফাণ্ডও তদন্ত করব।

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, মুখ্যমন্ত্রীকে বাচাল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তিনি এখানে অসত্য ভাষণ দিয়েছেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] ঃ— স্যার উনার বক্তব্যের জবাব দেওয়া হচ্ছে। উনাকে বলুন, আমাকে বলার সুযোগ দেওয়া হউক। এখানে বাচাল শব্দটি আন-পার্লামেন্টেরিয়ান ওয়ার্ড। এ টি এক্সপাঞ্জড করা হউক। উপজাতি যুব সমিতির শ্রাদ্ধ না করে তো জল পান করতেন না? এখন হঠাৎ এত উপজাতি যুবসমিতি দরদী হয়েছেন কেন? ভেবেছিলেন, তাঁদের তোষামোদ করে সরকার গঠন করবেন, মুখ্যমন্ত্রী হবেন? কিন্তু সে আশা পূর্ণ হবে না। আমরা সব সময়ই জাতি-উপজাতির উন্নতির স্বার্থে, সম্প্রীতির স্বার্থে ইউনাইটেড। এই ধরণের চিন্তা উনার স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখছেন উনি। সে স্বপ্ন কোনদিন সফল হবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ— উল্লেখ্য বিষয়ের [রেফারেন্স কেসেস] পঞ্চমটি গত ২০,৭,৮৮ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো

গত ১৬,৭,৮৮ ইং বিলোনীয়া মহকুমার অভয়নগর পঞ্চায়েতে জয়পুর গ্রামে দুষ্কৃতিকারী সমাজ বিরোধীদের হাতে ডি, ওয়াই, এফ, আই, কর্মী শ্রী সুধীর বিশ্বাস, দুলাল ভৌমিক সহ ৫জন গুরুতর আহত হয়ে জি, বি' হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন [স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৬.৭,৮৮ ইং বিলোনীয়া মহকুমার অভয়নগর পঞ্চায়েতে জয়পুর গ্রামে দুষ্কৃতকারী সমাজ বিরোধীদের হাতে ডি. ওয়াই.

এফ. আই. কর্মী শ্রীসুধীর বিশ্বাস, দুলাল ভৌমিক সহ পাঁচজন গুরুতর আহত হয়ে জি. বি. হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হওয়া সম্পর্কে।

গত ১৬.৭.৮৮ ইং তারিখে অনুমান ৪-৩৫ মিঃ এর সময় বিলোনীয়া থানাধীন জয়পুর সাকিনের মৃত রাজকুমার সরকারের পুত্র শ্রীরাখাল সরকার বিলোনীয়া থানায় উপস্থিত হইয়া জানায় যে, ঐদিন সকাল অনুমান ৯ ঘটিকার সময় জয়পুর সাকিনেরই শ্রীযোগেন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে শ্রীসুধীর বিশ্বাসকে ঐ সাকিনের শ্রী মনীন্দ্র মজুমদারের ছেলে শিবু মজুমদারের সহিত জয়পুরে হাতাহাতি করিতে দেখিয়া আগাইয়া যায় এবং মীমাংসা করার চেষ্টা করেন। ঐ সময় জয়পুর সাকিনের মৃত গিরিশচন্দ্র ভৌমিকের ছেলে দুলাল ভৌমিক হাতে একটি লাঠি নিয়া ঘটাস্থলে আগাইয়া আসে এবং তাহাদেরকে ঐ লাঠি দিয়া মারেন। যাহার ফলে তাহারা সামান্য আঘাত পায়।

উপরোক্ত ঘটনা বিলোনীয়া থানাধীন জয়পুর সাকিনের মৃত রাজকুমার সরকারের ছেলে শ্রীরাখাল সরকারের অভিযোগের মূলে ৮০৩ নং দৈনিকিতে গত ১৬.৭.৮৮ ইং তারিখ বিলোনীয়া থানায় লিপিবদ্ধ করিয়া পুলিশ তদন্ত কার্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে জানা যায় যে, গত ১৬.৭.৮৮ ইং তারিখ অনুমান সকাল ৯ ঘটিকায় জয়পুর সাকিনের সুধীর বিশ্বাস এবং শিবু মজুমদারের মধ্যে জয়পুরে হঠাৎ করিয়া তর্কাতর্কি বাধে। যাহার ফলে সুধীর বিশ্বাস ও দুলাল মজুমদার কিল ঘুষি দ্বারা শিবু মজুমদার ও রাখাল সরকারকে আহত করে এবং তাহারাও পাল্টা-পাল্টি কিল ঘুষি চালায় তাহাতে সুধীর বিশ্বাস ও দুলাল মজুমদারও আহত হয়।

উপরোক্ত ঘটনায় গত ১৬-৭-৮৮ ইং তারিখে ৮০৯ নং দৈনিকিতে বিলোনীয়া থানায় নথিভুক্ত করা হয়।

গত ১৬.৭.৮৮ ইং তারিখে ঐ আহত রাখাল সরকার বিলোনীয়া হাসপাতালে এবং অপর আহত শিবু মজুমদার ঋষ্যমুখ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসাধীন হন। সুধীর বিশ্বাস ও দুলাল মজুমদার গত ১৭.৭.৮৮ ইং তারিখ বিলোনীয়া হাসপাতালে ভর্তি হন। তদন্তে বিলোনীয়া হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করিলে ডাক্তারবাবু তাহাদের আঘাত সামান্য বলিয়া জানান।

গত ১৮.৭.৮৮ ইং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৭/১১০/১১৬ ধারায় বিলোনীয়া থানায় পি. আর. নং ১১৪/৮৮ নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দাখিল করা হইয়াছে প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা হিসাবে।

১। রাখাল সরকার সাং জয়পুর, থানা বিলোনীয়া
২। শিবু মজুমদার ঐ
৩। সুধীর বিশ্বাস ঐ
৪। দুলাল ভৌমিক ঐ

এক এবং দুই নং ব্যক্তি কংগ্রেস[ই] এর সমর্থক ও তিন নং চার নং ব্যক্তি সি, পি এম, -এর সমর্থক বলিয়া জানা যায়।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, উজান ময়দানের ঘটনার প্রতিবাদে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবীতে গণ সাক্ষর সংগ্রহের জন্য সুধীর বিশ্বাস এর গ্রুপ ৬ তারিখ সকালবেলা গ্রামে বেড় হয় এবং তখনই সুধীর মজুমদার, নেপাল-সরকার, রাখাল দত্ত এই সমস্ত কংগ্রেস কর্মীরা সুধীর বিশ্বাসকে আক্রমন করে এবং আক্রান্তরা শ্রীবাস রায়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিলে আক্রমনকারীরা সেখানেও তাদেরকে আক্রমন করে। শ্রীবাস রায়ের বাড়ী টিলার উপরে। সেখান থেকে তাদেরকে মারতে মারতে টিলার নীচে নিয়ে আসে এবং দুলাল ভৌমিক এবং তার স্ত্রী জ্যোতি ভৌমিক পাশের বাড়ী থেকে সুধীর বিশ্বাসের চিৎকার সেখানে কি হয়েছে দেখতে যান। সঙ্গে সঙ্গে দুলাল ভৌমিক এবং জ্যোতি ভৌমিকের উপর আক্রমনকারীরা আক্রমন করে এবং তারা গুরুতর ভাবে আহত হন। সুধীর বিশ্বাস এই হট্টগোলের মধ্যে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করে এবং পাশেই একটা বাড়ীতে আশ্রয় নিলে সে বাড়ীতেও তারা হামলা করে এবং ঘরের ভিতর ঢুকে সুধীর বিশ্বাসকে জোর করে টেনে উঠানের মধ্যে পেটাতে থাকে এবং সুধীর বিশ্বাস গুরুতর আহত অবস্থায় সেখানে পড়ে থাকে। শুধু মাত্র সেখানেই নয় গুররাম মিশ্র যার বাড়ীতে সুধীর বিশ্বাস আহত হয়েছে তার বাড়ীর অন্যান্য লোকজনদের উপরও আক্রমনকারী আক্রমন করে। সুধীর বিশ্বাসের পিতা, তার ছেলে আক্রান্ত হয়েছে শুনে সেখানে হাজির হলে তাকেও আক্রমন করা হয়। যারা আক্রমন করেছিল তারা সকলে মিলে বিলোনীয়া থানায় এসে মিথ্যা এফ, আই, আর করে যে তারা আক্রান্ত হয়েছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কিনা ?

দ্বিতীয়তঃ, সুধীর বিশ্বাস সেখানে অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিল এবং গুরুতর আহত অবস্থায়। গ্রামের মানুষরা তাকে বিলোনীয়া হাসপাতালে আনার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করেন এবং রিপোর্ট দেন যে তাকে এখানে রেখে চিকিৎসা করা যাবে না এবং জি, বি, হাসপাতালে রেফার করেন এবং ঐ হাসপাতালের এম্বুলেন্সে করে সুধীর বিশ্বাস এবং দুলাল ভৌমিককে জি, বি, হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং তারা এখনও জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন [স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী] :— স্যার, ঘটনা সম্পূর্ণ উল্টো। রাখাল সরকার এবং সুধীরমজুমদার উজান ময়দানের ঘটনা নিয়ে ভারতীয় সেনা বাহিনী এবং আসাম রাইফেলস এর-

স্বপক্ষে বিলোনীয়া শহরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সেই কারনেই সুধীর বিশ্বাস এবং দুলাল ভৌমিক এবং সি. পি. আই (এম) এর অন্যান্যরা প্রথমে রাখাল দাস এবং সুধীর মজুমদারকে আক্রমন করে এবং মারধর করে। এই নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। এবং এটা সম্পূর্ণ সত্য যে সুধীর বিশ্বাস এবং দুলাল ভৌমিককে এম্বুলেন্সে করে জি. বি. হাসপাতালে আনা হয় এবং তারা সেখানে চিকিৎসাধীন। বিলোনীয়া প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার নিয়ে যাওয়ার পর সামান্য আঘাত বলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। সেনাবাহিনীকে দোষী করার জন্য এবং ঐ যে ধর্ষন বিশারদরা ধর্ষন ধর্ষন বলে চিৎকার করার জন্য এখানে এই বক্তব্য রেখেছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (খোয়াইমুখ) :— মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছেন, সেটা সম্পূর্ণ অসত্য। সুধীর বিশ্বাস, দুলাল ভৌমিক তারা এখনও জি, বি, হাসপাতালে গুরুতর আহত অবস্থায় সেখানে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এবং সেখানকার হাসপাতাল থেকে রেফার করার পর সরকারী এ্যাম্বুলেন্সে করে এখানে এসে এ। ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। আমি গত কালও তাদের দেখে এসেছি সুধীর বিশ্বাসের মুখ দিয়ে এখনও রক্ত যাচ্ছে। আহত লোকদের নিয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তামাসা করছেন এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক এই রাজ্যের পক্ষে। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এটা বলবেন কিনা যে. এই যে কংগ্রেসের একটা দুবৃর্ত্ত গ্রুপ এই অভয় নগর ও কৃষ্ণনগর অঞ্চলের মধ্যে গত ৫ এবং ৬ই জুন কংগ্রেস [আই] এর দুবৃর্ত্তরা আপনি দেখেছেন স্যার। এই বিধান সভার-মধ্যে আলোচনা হয়েছে আমাকেও হত্যা করার চেষ্টা হয়েছে। আমি ৮ই জুন যখন সেখানে যাই তখন আমাকেও হত্যার চেষ্টা হয়েছে অভয়নগর এলাকার মধ্যে এবং বাজারের মধ্যে সেখানে সি. পি এমের কর্মী পরিমল বিশ্বাস. প্রেমানন্দ দেবনাথ, লক্ষীচরন নমঃ ভোলানাথ নস্কর, জহরলাল দেবনাথ, দুলাল মহাজন, প্রদীপ মহাজন. হারাধন দাস. দীপক মহাজন প্রায় ২০ জনের উপর সি. পি. এম কর্মীকে আহত করা হয়েছে বিভিন্ন দিনে এবং ৬ই জুন সেখানকার যিনি প্রধান মানিক মহাজন তাঁর বাবাকে গভীর রাত্রে এরেষ্ট করে তারপর তিনি আদালত থেকে জামিন নিয়ে ফেরার পথে গাড়ী থেকে নামতে পারেন নি। স্যার, আমি

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, অন্য মেটার নিয়ে উনি এটেনশন ড্র করছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— আমাকে বলতে দিন চোখ রাঙ্গাবেন না। বসুন. আমি পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন এনেছি।

[গণ্ডগোল]

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখছি আপনারা হাউসের পবিত্রতা রক্ষা করুন। এই সভার মাননীয় সদস্যদের বলছি আপনারা হাউসের ডিগনিটি

মেনে চলুন, হাউসের ডিগনিটি রক্ষা করুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী):— আপনি বসুন। আমি পয়েন্ট অফ্ অর্ডার তুলেছি, উনি কি করে উঠলেন বসুন। চিৎকার করবেন না।

[গণ্ডগোল]

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে জানতে চাই পয়েন্ট অফ্ অর্ডার তোলার আমার অধিকার আছে কিনা। উনি এই ঘটনা ছেড়ে অন্য ঘটনায় যাচ্ছেন আমি আপনার এটেনশন ড্র করেছি, কি করে উনি উঠে পড়লেন।

[গণ্ডগোল]

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— * * * * * *

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন [স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী] :— এইগুলি বলবেন না। * *

[গণ্ডগোল]

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যরা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ লোক কিন্তু আপনাদের দিকে চেয়ে আছেন, সেই ২৪ লক্ষ লোক আশা নিয়ে আপনাদের দিকে চেয়ে আছেন। আপনারা বসুন।

[গণ্ডগোল]

মিঃ স্পীকার :— নাউ ইট ইজ ওয়ান পি, এম হাউস ইজ এডজোনর্ড।

AFTER RECESS AT—2 00 P.M.

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী]: — স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এই কথা বলতে চাই যে বিরসের পূর্বে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন ভাষন দিচ্ছিলেন তখন মাননীয় বিরোধী দলনেতা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর স্টেইটমেন্টে বাধার সৃষ্টি করছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি অশোভন বক্তব্য রেখেছেন "তুই,তুমি" করে। এতে তিনি হাউসের ডেকোরাম নষ্ট করেছেন। গত কিছু দিন ধরে আমরা দেখছি যখন কোন মন্ত্রী মহাশয়রা তাদের বক্তব্য রাখতে যান, তখনই উনারা যারা বয়স্ক যাদের কাছে এই হাউসের অনেকেই নতুন সদস্য আছেন মাননীয় সদস্যরা তাদের কাছে অনেক কিছু শিখবার জিনিস রয়েছে। এইসমস্ত আচরন মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যা করছেন তা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং তাঁর এই ধরনের আচরন মাননীয় (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) প্রতি করেছেন এইটা নিন্দনীয়। সেজন্য উনার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনছি।

* * * Expunged as ordered by the chair.

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় লিডার অফ দি হাউস যে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাবটা সম্পর্কে আমি বলতে চাই, এর আগেও হাউস চালাতে গিয়ে আমি সবসময় বলেছি সবাইকে হাউসের ডিগনিটি রক্ষা করার জন্য। এই প্রস্তাবটা কমিটির মাধ্যমে দেখা হবে।

শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার (চণ্ডীপুর) ঃ— স্যার, আমি এইখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বর্তমানে বিরোধী দলনেতা যার বয়স ৮০ বৎসর এবং ৬০ বৎসর যার পলিটিক্যাল লাইফ এবং তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। উনার প্রতি যে আচরন করেছেন, যেভাবে তিনি এই হাউসের মধ্যে সাউটিং করেছেন আমি এইটার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— কমিটি সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) ঃ— স্যার, ঐ সময়ে যখন তর্ক বিতর্ক হয়, মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী, উনি প্রাক্তন মন্ত্রী, কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছেন * * *
এইটা প্রসিডিংগ্স থেকে বাদ দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি ত বলেছি এই ব্যাপারগুলি একটা কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করে দেখা হবে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :- "গত ৭ই জুলাই রাজনগর গবের জন্য সংরক্ষিত" এলাকার বন দপ্তরের ওয়াচার ও সমন্বয় কর্মী সাধন দেবনাথকে নৃশংসভাবে খুন করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী [প্রমোদনগর] ঃ— স্যার, এইটার উপর আলোচনা হয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

গত ১২.৭.৮৮ ইং তারিখে ভোর ৪ ঘটিকায় উদয়পুর মহকুমা আঠারবুল্লা গাঁও পঞ্চায়েতে বড়বাড়ী গ্রামের শ্রীপূর্ণত মানিক মলছম সহ একই পরিবারের ৪ [চার] জনের মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

* * * Expunged as ordered by the chair.

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন [স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী] :— মাননীয় অধ্যক্ষ, "গত ১২ ৭.৮৮ ইং তারিখের ৪ ঘটিকার উদয়পুর আঠারবুল্লা গাঁও পঞ্চায়েতের বড়বাড়ী গ্রামের শ্রীপুলত মানিক মলছম সহ একই পরিবারের ৪ [চার] জনের মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।" গত ১২ ৭.৮৮ ইং তারিখ ভোর অনুমান ৪ ঘটিকার সময় উদয়পুর মহকুমার কিল্লা থানাধীন বড় বাড়ী গ্রামের পুলত মানিক মলছম-এর স্ত্রী পচিশ্বরি মলছম তাহার স্বামী পুলতমানিক মলছম এবং পুত্রদ্বয় রাজু কুমার মলছম ও সজল মলছম নিজে বাড়ীতে ঘুমন্ত অবস্থায় একটি কুঠার দ্বারা আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে হত্যা করে এবং পরে পচিশ্বর মলছম নিজে বাড়ীর নিকটবর্তী একটি গাছে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে।

উপরোক্ত খুনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিল্লা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধীর ৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ১[৭]৮৮ এবং আত্মহত্যার ঘটনায় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ১[৭]৭৮ নথিভুক্ত করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেন।

তদন্তে প্রকাশ ঘটনার আগে রাতে অর্থাৎ ১০,৭,৮৮ ইং তারিখে দশ ঘটিকার সময় পচিশ্বরী মলছম তাহার স্বামী পুলতমানিক মলছম বাড়ীতে ফিরলে পর তাহার অসুস্থ ছেলের চিকিৎসা করেন নাই বলে প্রচণ্ড রাগারাগি করেন। তদন্তে ইহাও প্রকাশ পায় যে ঘটনার পূর্বে দুই দিন পুলতমানিক মলছম বাড়ীতে ছিলেন না।

ঘটনার তদন্তে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে রাগারাগির পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল [কুলাই] :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, পুলত মানিক মলছমের স্ত্রী পচিশ্বরী মলছম তার দুই ছেলেকে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করেছেন। এই ঘটনাটা কি কারণে হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখেছেন কি না এবং পুলত মানিক মলছম একজন স্বাস্থ্যবান লোক এবং তার স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা, কাজেই কোন মতেই তার পক্ষে খুন করা সম্ভব না, সে কোন দিনই তার স্বামীর সঙ্গে পারবে না। রাজকুমারী মলছমের বয়স ২২ বছর আর তার স্বামীর বয়স আনুমানিক ৩৬ বছর। তার স্বামী এবং ছেলেকে খুন করাটা একটা প্যাথেটিক ব্যাপার। কাজেই পারিবারিক কারণেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক এটাকে গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন [স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী] :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে ঘটনার সময়ে পুলমনি বাড়ীতে ছিল না এবং সম্পূর্ণ পারিবারিক কারণে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল ঃ—পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, পুলমনির শ্বশুর সি, পি, এম করে এবং একই বাড়ীতে থাকে। ঘটনার পরে যখন তার ছোট বোন তার ২ ছেলেকে এবং স্বামীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায় তখন কুড়ুল দিয়ে বুকে চাপড় মারে। তখন অন্যরা তার হাত থেকে কুড়ুলটা টেনে নিয়ে ফেলে দেয়। এটা একটা প্যাথেটিক ঘটনা। তারপরে সে ফাঁসি দেয়। ফাঁসির সংযোগস্থল মাটি থেকে মাত্র দেড় ২ হাত। রশিটা বেঁধে হাঁটুটা মাটিতে আছে। এমন অবস্থায় ফাঁসি দিয়ে মরে কিনা পুলিশের রিপোর্টে এটা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন [স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী] :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সম্পূর্ণ ঘটনাটা পুলিশের তদন্তাধীন আছে। ফাঁসি দিয়ে মরা বলে পুলিশের রিপোর্টে আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র তথা ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ২৬শে এপ্রিল ৮৮ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টায় জনৈক উপেন্দ্র দাসের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সমাজ বিরোধী শালগড়ার আর, এস, পি অফিসে বিধায়ক শ্রীগোপাল দাসকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা সম্পর্কে।'

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নোটিশটি হল— 'গত ২৬শে এপ্রিল ৮৮ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টায় জনৈক উপেন্দ্র দাসের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সমাজ বিরোধী শালগড়ার আর, এস, পি, অফিসে বিধায়ক শ্রীগোপাল দাসকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আক্রমন করা সম্পর্কে।" স্যার এ সম্পর্কে মাননীয় বিধায়ক শ্রী দাস বা অন্য কেউ রাধাকিশোরপুর থানায় কোন অভিযোগ দায়ের করেন নাই।

শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা [রাধাকিশোরপুর] :—পয়েন্ট অব. ক্ল্যারিফিকেসন স্যার, এস, পি,র কাছে এইটা দেওয়া হয়েছে।

পিটিশন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত উপেন্দ্র দাস কংগ্রেস [আই] এবং স্থানীয় নেতা, তাকে আজ পর্য্যন্ত পুলিশ এরেষ্ট করেনি, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যেখানে এই ধরণের কোন ঘটনাই ঘটেনি সেখানে এই প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীনকুল দাস [রাজনগর] :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসন স্যার, এই ঘটনাটা যখন সংঘটিত

হয় এর আগের দিন ২৭ তারিখ গোপাল বাবুর বিরুদ্ধে যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, কংগ্রেস [আই] এর প্রার্থী কামিনী দাস, তার নেতৃত্বে শালগড়া পঞ্চায়েত অফিসে একটি মিটিং হয়। এবং সেই মিটিংএ যারা উপস্থিত ছিলেন এরা এলাকার কুখ্যাত গুণ্ডা এবং সমাজবিরোধী বলে পরিচিত। সুখেন ভৌমিক, দীপক চক্রবর্তী, শিবু দাস, রতন দাস, নারায়ণ ঘোষ, ভূপেন্দ্র দাস স্বদেশ দাস, গিরীশ দেবনাথ গৌতম দেবনাথ, কৃষ্ণপদ ভৌমিক, জয়নাল মিঞা, মানিক দাস মানিক দেবনাথ, শোভেন দেবনাথ, দুলাল ভৌমিক, জীবন শীল প্রমুখ। এবং সেই মিটিং এ একটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে গোপাল দাসকে খুন করা হবে। এবং এইখানে আবার উপনির্বাচন করা হবে। এবং সেই দিনই গোপাল দাস যে বাড়িতে থাকেন সেখানে অনিল রায় গিয়ে মালিককে বলে যে আগামী কাল বেলা বারটার পূর্বেই যদি গোপাল দাস তার বাড়ি থেকে চলে না যান তাহলে তার বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে ভস্মিভূত করে দেওয়া হবে এবং এই মর্মে তারা একটি চিঠিও দেয়। সেই চিঠি ইত্যাদি সমস্ত কিছু সহ মাননীয় বিধায়ক একজন লোককে একটি পিটিশন দিয়ে এস, পি, সাউথ-এর কাছে পাঠান। এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, যেহেতু এই ধরণের কোন মোকদ্দমা থানাতে কিংবা আদালতে দায়ের করা হয়নি। কাজেই এই ধরণের কোন তথ্য আমার কাছে নেই। থাকা থাকা স্বাভাবিকও নয়। তাছাড়া মাননীয় বিধায়ককে হত্যা করা দূরে থাকুক তাকে যাতে কোন প্রকার হয়রানি কেও করতে না পারে সেইজন্য তার বাড়ীতে পুলিশ পাহারা দেওয়া হয়েছে এবং তার পারসোনাল দেহরক্ষীরও ব্যবস্থা সরকার করেছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) :— পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেসন স্যার, এই হাউসের একজন বিধায়ককে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। মাননীয় বিধায়কের চিঠিটি আমি পড়ে দিচ্ছি-

To,

The S.P South, Tripura,

The situation of Salgarh market is out of control The clash happened today at Salgarh between two youth groups at 6.30 P.M. A gang of Congress (I) miscreants attacked some of the soaps of salgarh market. A group of miscreants under the leadership of Shri Upendra Das also threatened me in my party office. One police group must be sent immediately.

etc.

পুলিশের দায়িত্ব কি ? এস, পি, কে খবর দেওয়া হলো, যে আমাদের অফিস আক্রান্ত হয়েছে আমাকে থেটেনিং দেওয়া হচ্ছে। সেটা জানেননা, জানবার চেষ্টা করেন না। এই কি ধরনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ? তিনি কার পাহারাদার, জনগনের, এম, এল, এ, দের ? এর ক্ল্যারিফিকেসান চাই।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা মাননীয় বিধায়ক শ্রীগোপাল দাসের চিঠি বলে যেটি পড়লেন তাতে কোথাও তো তাকে হত্যার কথা আছে কি না। কাজেই উনারা যে চিৎকার করছেন, এই চিৎকারের অর্থ কি আমি জানি না। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা তো চিঠিটি পড়লেন - কলিং এটেনশন এনেছেন হত্যার কথা বলে আর যাই চিঠিতে দেখা যায় যে হত্যার 'হ' ও নেই। এইটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে ৮০।৮৫ বৎসরের একজন বৃদ্ধ নেতা তিনি এইভাবে হাউসকে মিসলিড করতে চাচ্ছেন। ছিঃ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এটা কি দায়িত্ব নয় যে একজন বিধায়কের চিঠি পাওয়ার পর সেটা থানাতে লিপিবদ্ধ করা ? তদন্ত শুরু করা ? তাহলে পুলিশ কি জন্য আছে ? গুণ্ডাদের পাহারা দেবার জন্য ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন [স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী] :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র তথা মুখ্যমন্ত্রীর জানা উচিত যে, পুলিশের খাতায় লিপিবদ্ধ হবে এবং এফ, আই, আর, হিসাবে ট্রিটেড হবে যদি এইটা কগনিজেবল অফেন্স হয়। এই চিঠিতে কগনিজেবল এর 'খ' ও নেই। নন-কগনিজেবল অফেন্স যদি হয় পুলিশ এফ, আই, আর, লিপিবদ্ধ করবে না এবং যদি এই চিঠি দিয়ে থাকে তার পর যদি থানায় লিপিবদ্ধ এফ, আই, আর, না হয়ে থাকে তাহলে পুলিশ জাসটিফায়েড। পুলিশ ঠিক কাজ করেছে।

শ্রীদশরথ দেব (বামচন্দ্রঘাট) :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জবাব দিয়েছেন যেহেতু বিষয়টা পুলিশের ডাইরীতে রেকর্ড করা হয় নি সেহেতু বিষয়টা আদালতে মামলা দায়ের করা হয় নি। কাজেই তদন্তের প্রশ্ন উঠে না বা তদন্তের কোন সুযোগ নেই। বিধায়কের চিঠিতে বলেছেন যে এখানে থেট্রেণ্ড হচ্ছে, লুঠপাট হচ্ছে। ইমিডিয়েট অ্যাকশান নেবার জন্য এস, পি, কে, জানানো হয়েছে। বিধায়কের বা যেকোন লোকের যদি থানায় যেতে অসুবিধা হয়, লিখে পাঠিয়ে এস, পি, কে জানানো হয় পুলিশ এই কেস নিয়ে তদন্ত করবে না কেন ? এটাকে লীগেল টেকনিক্যাল শেলটার নিয়ে, যেহেতু থানায় রেকর্ড হয় নি, অতএব তদন্তের প্রয়োজন নেই এটা কোন সরকারের পক্ষেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। কারণ মানুষ বড় অসহায় অবস্থায় আছে, যেভাবেই হোক ইনফর্ম করেছে এস, পি, কে। এস, পি, কে ইনফর্ম করার পরে কি অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে যদি তথ্য থাকে বা অ্যাকশন নিয়ে থাকেন তিনি তাহলে হাউসকে জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন [স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী] :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের লাইফ অ্যাণ্ড প্রোপারটি যাতে সিকিউরড থাকে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর, যেটা বিগত সরকার আমাদের প্রাক্তন বিধায়কদের জন্য কিংবা লীডার অব দি অপোজিশনের জন্য তদানীন্তন সরকার করেন নি। এই সরকার আসার পর তাদের বিধায়কদের লাইফ অ্যাণ্ড প্রপারটি যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য তাঁদের বাড়ীতে সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে। সাদা ড্রেসে আর্মড দেহরক্ষী দেওয়া হয়েছে। কাজেই যেখানে অ্যালিগেশান কগনিজেবল অফেন্স সম্পর্কে নয়। সেখানে পুলিশের এক্তিয়ার, এটা টেকনিকেল পয়েন্ট নয়, এটা আইনের প্রশ্ন সি, আর, পি সি, প্রণিধান করে এইসমস্ত প্রশ্ন হাউসে তুললে আমার মনে হয় ভাল হবে। আগে সি, আর, পি, সি, উনারা প্রণিধান করুন।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি গত ২৬শে এপ্রিল শালগড়া পার্টি অফিসে সন্ধ্যার সময় আমি যখন বসে ছিলাম তখন শ্রীবিনোদ দাস এবং আরও কয়েকজন সমাজবিরোধী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসে এবং আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে। তারা যখন অফিসে ঢোকার চেষ্টা করে তখন আমার দেহরক্ষী তাদের চ্যালেঞ্জ করে। সেজন্য তারা আফিসে ঢুকতে পারেনি। এরপর এরা স্থানীয় রাধেশ্যাম সাহা এবং আরও কয়েক জনের দোকান এবং বাড়ীতে ঢুকে ভাংচুর করে। পরদিন সকালে কামিনী দাসের বাড়ীতে তারা মিটিং করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে, শ্রীদাসকে এখান থকে তাড়াতে হবে, তাকে হত্যা করা হবে তারপর আমরা এখানে উপনির্বাচন করব এই পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আমি যে, বাড়ীতে থাকি অনিল রায় তাকে ডেকে নিয়ে জানান হল যে তোমার বাড়ী থেকে আজকে ১২টার মধ্যে শ্রীদাসকে চলে যেতে হবে। যদি তুমি তাকে না তাড়াও তাহলে তোমার বাড়ী ধংশ করে দেওয়া হবে তোমার বাড়ীতে কাক চিল উড়বে। এখান থেকে আর এস, পি,র অফিস তুলে দিতে হবে। সেই বাড়ীর মালিক এসে আমার কাছে কান্না-কাটি করছে এইসমস্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল এটা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এবং এই ব্যাপারে পুলিশকে জানান সত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক শ্রীদাস এখানে পুলিশকে যে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন তার মধ্যে এই ধরণের একটি কথাও ছিল কি না? এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য জনক।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— হ্যাঁ জানান হয়েছে যদি হাউস চায় তাহলে আমি দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য নকুল দাস কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হল "গত ১৪ই জুলাই পূর্ব আগরতলা থানাধীন মেঘলিপাড়া গ্রামে শিক্ষক ভুপাল দত্তের বাড়ীতে একদল দুষ্কৃতকারী কর্ত্তৃক আক্রমণ করে তাকে তার স্ত্রী ও দুই ভাই এবং অন্যান্য আরও অনেকে গুরুতরভাবে আহত করা সম্পর্কে।"

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, "গত ১৪ই জুলাই পূর্ব আগরতলা থানাধীন মেঘলীপাড়া গ্রামে শিক্ষক ভুপাল দত্তের বাড়ীতে একদল দুস্কৃতকারী কর্ত্তৃক আক্রমণ করে তাকে তাঁর স্ত্রী ও দুই ভাই এবং অন্যান্য আরো অনেককে গুরুতরভাবে আহত করা সম্পর্কে"

শিক্ষক ভুপাল দত্ত নামীয় কোন লোক মেঘলীপাড়া গ্রামে নাই এবং ভুপাল দত্তের আক্রমণের কোন সংবাদ পুলিশের নিকট নাই।

শ্রীনকুল দাস :— স্যার, গত ১৪ই জুলাই হাই স্কুলের শিক্ষক ভূপাল দত্তের বাড়ীতে গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে উৎসব ছিল সেই সময় তাঁর বাড়ীতে লেনিনের কিছু কেসেট বাজাচ্ছিল। তখন একদল ছেলে এসে বলল যে, এই এখানে বাজনা চলবে না। তারপর তারা পুরাতন আগরতলা আসে এবং সেখান থেকে প্রায় ৩০ জনের একটা গ্রুপ সেই শ্রীদত্তের বাড়ীতে গিয়ে হামলা করে। সেই ছেলেরা সবাই কংগ্রেসের সমর্থক। ঘটনার পর তারা শাসিয়ে আসে যে, এই সম্পর্কে থানায় গিয়ে খুব খারাপ হবে। তারপর তারা থানায় এফ. আই. আর. করতে গেলে থানা থেকে অস্বীকার করা হয়.

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন [স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি পরিস্কার বলে দিয়েছি যে, ভূপাল দত্ত নামে কোন লোক মেঘলীপাড়ায় নাই এবং সেই গ্রামে কোন স্কুল বা কোন শিক্ষক নেই।

শ্রীনকুল দাস :— স্যার, সেই এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য এইগুলি করা হচ্ছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন [স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার, এর পরেও পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকে-শন হয় এখানে লেকচার রেকর্ড করানোর জন্য এই কথা বলা হচ্ছে।

শ্রীনকুল দাস :— না থাকতে পারে কিন্তু তদন্ত করে দেখবেন কি না এইভাবে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা হচ্ছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন [স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার, সন্ত্রাস গত ১০ বছর যাবৎ ছিল বর্তমান সরকারের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন সন্ত্রাস নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এখানে দেখছি মাননীয় স্বারাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উনার ষ্ট্যাটমেন্টে বলছেন যে এই ধরণের লোক নাই, কেইস নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এটা পরিকল্পিত কিনা?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডভোকেট জেনারেল এখানে হাউসে উপস্থিত নাই। কাজেই তাকে অপদার্থ বলার অধিকার মাননীয় সদস্যের আছে কি না।

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ নট অ্যাটঅল পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে অ্যাডভোকেট জেনারেলের কথা বলা হচ্ছে। এই সরকার একজন অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবীকে এই পদে বসিয়েছেন। হউক না স্বরাষ্টমন্ত্রীর ভাই। যোগ্য ব্যক্তিকেই বসানো হয়েছে। কাজেই এই সম্পর্কে এই যে বক্তব্য এটা প্রোসিডিংস থেকে এক্সপাঞ্জ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :- - এটা এক্সপাঞ্জ করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় আজ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য দীপক কুমার রায়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—গত ১৬/৭/৮৮ ইং বিকেল ৪ ঘটিকায় টি. অর. এল. ২৭৪৮ নং ট্রাক আগরতলা আসার পথে ডলুবাড়ী পার হওয়ার পর উক্ত ট্রাকের কর্মী তরণী ঋষিদাসকে কুপিযে হত্যা করা সম্পর্কে। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন(স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :—গত ১৬/৭/৮৮ ইং বেলা অনুমান ২-৩০ মিঃ থেকে ২-৪৫ মিঃ এর সময় টি. আর এল. ২৭৪৮ ট্রাক গাড়ীটি কাঠের লগ নিয়ে আগরতলা অভিমুখে আসার পথে আমাতাসা থানাধীন আসাম-আগরতলা রোডস্থিত বেত বাগানের নিকট পৌঁছলে গাড়ীর উপরে বসা ৫/৬ জন যাত্রীর মধ্যে একজন যাত্রী গাড়ী ভাড়ার ব্যাপার নিয়ে ঐ গাড়ীর সহকারী আগরতলা-স্থিত দক্ষিন বাধারঘাট রায় কলোনীর মৃত গনেশ ঋষিদাসের পুত্র শ্রীতরনী ঋষিদাসের সহিত তর্কাতর্কি শুরু হয় এবং এই তর্কাতর্কি চলাকালীন ঐ যাত্রী গাড়ীর অন্য যাত্রীদের মধ্যে একজন যাত্রীর নিকট থেকে টাকাল ছিনিয়ে নিয়ে এবং তরনী ঋষিদাসকে ঐটাকাল দিয়ে

* * * Expunged as ordered by the chair.

মাথায় পেটে আঘাত করে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে। এবং তরনী ঋষিদাস সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান। গাড়ীর উপরে থাক অন্যান্য যাত্রীদের চিৎকারে গাড়ীর চালক বেত বাগানের নিকট গাড়ীটিকে দাঁড় করলে উপরে থাকা যাত্রীগণ লাফিয়ে নীচে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায়। উপরোক্ত ঘটনাটি টি. আর. এল ২৭৪৮ নং গাড়ীর চালক শ্রীগোপাল দাসের অভিযোগমূলে আমবাসা থানায় দণ্ডবিধীর ৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫[৭]৮৮ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তকালে পুলিশ আমতলী থানাধীন হাপানীয়া সাকিনের মৃত বানীকান্ত দাসের পুত্র শ্রীফকুন দাসকে গত ১৭/৬/৮৮ ইং গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় শ্রীফকুন দাস তরনী ঋষিদাসকে গত ১৮/৭/৮৮ ইং মাননীয় আদালতে প্রেরন করা হয়। বর্তমানে সে জেল হাজতে আছে। তদন্তে ইহাই প্রকাশ পায় যে পূর্ব শত্রুতার জের হিসাবেই এই খুনের ঘটনাটি সংগঠিত হয়। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীদীপককুমার রায় (বড়জলা) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে তরনী ঋষিদাস, সে একজন গরীব মোটর শ্রমিক ছিল। তাকে কর্মরত অবস্থায় সুপরিকল্পিত ভাবে ঐ দুস্কৃতকারী হত্যা করেছে। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন করছি, ঐ পরিবারের একজনকে সরকারী চাকুরী দেওয়ার জন্য। কেন না ঐ পরিবারে কাজ করার মত লোক নেই। চাকুরী দেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন ঐ পরিবারের উপযুক্ত লোককে পুরুষই হউক, কিম্বা মেয়েই হউক তাকে একটি সরকারী চাকুরী দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১৬.৭.৮৮ ইং সন্ধ্যা ৭ অথবা ৭-৩০ ঘটিকায় সোনামুড়া থেকে বাড়ী ফেরার পথে নতুন বাজার হয়ে ফরেষ্ট ড্রপ গেইট-এর নিকট যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৫।৭ জন দুস্কৃতকারী দ্বারা হাদেক মিঞা ও হারুন লস্করকে হাত, মুখ, চোঁখ বাঁধা অবস্থায় গভীর জঙ্গল হইতে উদ্ধার করা সম্পর্কে।"

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, "গত ১৬.৭.৮৮ ইং সন্ধ্যা ৭ অথবা ৭-৩০ ঘটিকায় সোনামুড়া থেকে বাড়ী ফেরার পথে নতুন বাজার হয়ে ফরেষ্ট ড্রপ গেইটের নিকট যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৫।৭ জন দুষ্কৃতকারী দ্বারা হাদেক মিঞা ও হারুন লস্করকে হাত, মুখ, চোঁখ বাঁধা অবস্থায় গভীর জঙ্গল হইতে উদ্ধার করা সম্পর্কে।"

গত ১৬.৭.৮৮ ইং রাত অনুমান ৯-২৫ মিঃ এর সময় সোনামুড়া থানাধীন দুর্গাপুর সাকিনের মৃত চেরাগ আলীর পুত্র শ্রীসুলতান মিঞা সহ ২।৩ জন লোক সোনামুড়া থানায় উপস্থিত হয়ে জানান যে, ঐ দিনই অর্থাৎ ১৬.৭.৮৮ ইং সন্ধ্যা অনুমান ৭টা থেকে ৭-৩০ মিঃ এর সময় বাবুরটেপা সাকিনের সর্বশ্রীহারুন লস্কর ও সাবেক মিঞা (হাদেক মিঞা নহে) যখন বাড়ী যাবার উদ্দেশ্যে সোনামুড়া থেকে ফিরিতেছিলেন তখন পথের মধ্যে তাহারা সোনাপুরে মোগ্‌রার পার ফরেষ্ট বীট অফিসের কাছাকাছি পৌঁছিলে তখন কিছু সংখ্যক দুস্কৃতকরী বলপূর্ব্বক তাহাদেরকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ সোনামুড়া থানায় ৬৫৯ নং দৈনিকে লিপিবদ্ধ করে অপহৃত ব্যক্তিদের উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন ঐ রাত্রিতেই অনুসন্ধান চলাকালীন পুলিশ শ্রীহারুন লস্কর ও শ্রীসাবেক মিঞাকে তাহাদের নিজ নিজ বাড়ীতে পাওয়া যায়।

অনুসন্ধানকালীন শ্রীহারুন লস্কর মৌখিকভাবে অনুসন্ধানকারী অফিসারের নিকট অভিযোগ করে যে, সাদেক মিঞা ও সোনাপুর সাকিনের মালু মিঞা সহ সে নিজে যখন সোনামুড়া থেকে সাইকেলে তাদের বাড়ী ফেরার উদ্দেশ্যে সোনাপুর পৌঁছান তখন তাহার সঙ্গী মালু মিঞা তাহার বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান এবং তাহার অপর সঙ্গী সাদেক মিঞা সহ তাহাদের নিজ নিজ বাড়ীর উদ্দেশ্যে যখন সন্ধ্যা অনুমান ৭টা থেকে ৭-৩০ মিঃএর সময় মোগ্‌রারপার ফরেষ্টবীট অফিসের কাছাকাছি পৌঁছান তখন ৭।৮ জনের একটি দল তাদের চোঁখে টর্চ লাইটের আলো ফেলে তাদেরকে আক্রমণ করে এবং তাহার হাত, মুখ ও চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে যায়। অনুমান তিন ফার্লং দূরে একটি সমতল টিলায় পৌঁছিলে সেখানে কাছাকাছি অঞ্চলের বাড়ী ঘরের লোকজন সম্ভবতঃ তাদেরকে দেখে ফেলে এবং টর্চের আলো ফেলে এগিয়ে আসতে থাকলে দুষ্কৃতকারীরা তাহাকে (শ্রীহারুন লস্করকে) ঐ স্থানে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। তারপর সে তার নিজ বাড়ীতে ফিরে আসে। তাহার অপর সঙ্গী শ্রীসাদেক মিঞা ঘটনাস্থল থেকে কোন প্রকারে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অভিযোগকারী শ্রীহারুন লস্কর আরও জানায় যে, তাহাকে দুস্কৃতকারীরা ধরে নিয়ে যাবার সময় তাদের কথোপ-কথন শুনতে পায় যে, সে নিজে মোগ্‌রারপারের বাসিন্দা শ্রীগোলাম হুসেনের পুত্র শ্রীলতিফ মিঞা কংগ্রেসের পক্ষে কাজ করেন বলে দুষ্কৃতকারীদের সি. পি. আই. (এম) দলের পক্ষে কাজ করতে অসুবিধে হয়।

শ্রীহারুন লস্কর দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে সোনাপুর সাকিনের সফিক মিঞা ও কাশেম মিঞাকে চিনতে পারেন।

উপরোক্ত ঘটনাটি সোনামুড়া থানাধীন বালুচেপো সাকিনের শ্রীহারুন লস্করের অভিযোগমূলে সোনামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৫ ধারায় মোকদ্দমা নং ১০(৭)৮৮ নথিভুক্ত করা হয়। তদন্তকালে পুলিশ দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য তল্লাসী চালান কিন্তু তাহারা পলাতক বিধায় তাহাদের এখন পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাইতেছেন। এখানে আরও উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে দুষ্কৃতকারীরা সি. পি. আই(এম) দলের লোক।

শ্রীরসিকলাল রায় [সোনামুড়া] :-- পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, নূতন বাজার ফরেষ্ট ড্রপ গেইটের কাছে হাদেক মিঞা ও হারুন লস্কর পেঁছার সাথে সাথেই সফিক মিঞা পিতা আক্মত আলী, আসেক মিঞা পিতা আমির হোসেন, সোনাপুর এবং সঙ্গে আরও ৫-৬ জন জোর করে চোখ, মুখ বেঁধে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যায়। এই ফরেষ্ট ড্রপ গেইট থেকে প্রায় ২ কি, মি, ভিতরে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করার চেষ্টা করে। এইদিকে নূতন বাজার পুলের গোড়ায় বাচ্চু মিঞা - পিতা জলফু মিঞা, আলেক হোসেন - পিতা আজমত আলী, সোনাপুর, লুঙ্গি গোজানো অবস্থায় খালি গায়ে দুটি টর্চ লাইট নিয়ে বসে ছিল। ঘটনা স্থল থেকে তাদের দূরত্ব ২০০ হাত হবে। এই বাচ্চু মিঞা এবং আলেক মিঞা দুইজন সি, পি, আই [এম] এর লোক এবং হারুন মিঞা কংগ্রেসের একজন ঘনিষ্ট কর্মী। এখানে আরও উল্লেখ করছি - ফরেষ্ট ড্রপ গেইটে যিনি ডিউটি ম্যান থাকেন তার ডিউটি বিকাল ৫ ঘটিকা থেকে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত। কিন্তু ঘটনারদিন গেইটে ডিউটি ম্যানকে পাওয়া যায় নি এবং সেখানে যে বাতি থাকত তাও সেই সময় ছিল না। পরবর্ত্তীকালে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে তার শরীর খারাপ থাকায় সে বাড়ী চলে যায়। হাদেক মিঞা এবং হারুন লস্করকে হত্যা করার জন্য এই ধরনের চক্রান্ত করা হয়েছিল তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— স্যার, হারুন লস্কর, এবং হাদেক মিঞাকে বিশেষ উদ্দেশ্যেই জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সি, পি, আই (এম) দুষ্কৃতকারীরা এই সঙ্গে জড়িত বলে তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে। তদন্ত স্বার্থে আর কিছু বলা সঙ্গত হবে না বলে আমি মনে করি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র

দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো —

"রাজ্য সরকার কর্তৃক 'ত্রিপুরা নন্ গেজেটেড পুলিশ এসোশিয়েশন' ভেঙ্গে দেওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী):— রাজ্য সরকার ১৯৭৮ সালে ত্রিপুরা নন্ গেজেটেড্ পুলিশ এসোসিয়েশান গঠন করেছিলেন। তখন থেকেই আরক্ষা দপ্তর পুলিশ বাহিনীতে নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে অসুবিধা ভোগ করে আসছেন। এই ধরনেরসংগঠনের অসুবিধা হলো কিছু ধুরন্ধর স্বার্থান্বেষী ব্যাক্তি নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই সংগঠনের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। এই সব ধুরন্ধর স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা অনিবার্যভাবে রাজনীতিদের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে পুলিশ বাহিনীতে রাজনীতি প্রবেশ করেছিল। যখন অধ্যস্ত পুলিশ কর্মীরা তাদের উর্ধতন অফিসারদের কেবল অবজ্ঞাই করেন নি শারীরিক নির্যাতনও শুরু করেন তখনই এই প্রবনতা প্রকট হয়ে উঠে।

আরক্ষা বাহিনীতে কার্যকরী ভাবে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা অনুসারে রাজ্য সরকার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ২৮, ৪, ৮৮ তারিখের নং এফ ২১ (সি) ৪ - পিডি ৮৭-৪ বিজ্ঞপ্তি মূলে ত্রিপুরা নন্ গেজেটেড পুলিশ এসোশিয়েশন [নির্বাচন] বিধি ১৯৮৬ প্রত্যাহার করেন।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ১১, ১২, ১৯৮৬ তারিখের নং এফ ২১ [সি ৪] - পিডি ৭৮-৩ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে পূর্বে গঠিত নন্ গেজেটেড্ পুলিশ এসোসিয়েশনকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। কাজেই এটা যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকা কালেই ১১, ১২, ৮৬ থেকে ত্রিপুরা নন্ গেজেটেড এসোসিয়েশন নামে কোন সংস্থা ছিল না। বর্ত্তমান সরকার শুধুমাত্র ত্রিপুরা নন্ গেজেটেড পুলিশ এসোসিয়েশন [নির্বাচন] বিধি ১৯৮৬ প্রত্যাহার করেন এবং জনস্বার্থে নুতন ভাবে এই সংগঠনকে নুতন ভাবে স্বীকৃতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে পুলিশ নিয়ম বিধি অনুযায়ী এবং দপ্তরের অন্যান্য নির্দেশিকার মধ্যেই পুলিশ কর্মীদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ পূরন এবং কল্যাণমূলক বিষয়গুলি কার্যকরী করার সংস্থান রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক জেলা ব্যাটেলিয়ন ইউনিটে নিজ নিজ পুলিশ সুপার কম্যাণ্ডান্ট এর পৌরহিত্যে কর্মচারী কল্যাণ পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেক পদের সিনিয়র প্রতিনিধি প্রতিটি কমিটির সদস্য হবেন এই কমিটিগুলিতে অতিরিক্ত

পুলিশ সুপার ডেপুটি কম্যাণ্ড্যাণ্ট পদমর্যাদার একজন অফিসার "গ্রিভেন্স" অফিসার হিসাবে থাকবেন। পুলিশ সুপার কমাণ্ড্যাণ্টদেরকে পুলিশ ইউনিটগুলিতে সম্মেলন আহ্বান করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে বেশী সংখ্যক পুলিশ কর্মী তাদের অভাব অভিযোগ জানবার জন্য এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেন।

শ্রীনকুল দাসঃ- পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, ব্যাপারটা হচ্ছে ত্রিপুরা নন্ গেজেটেড পুলিশ এসোসিয়েশনকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আসলে এটা এমন কোন রাইট ছিল না, এটাতে এমন কোন গণতান্ত্রিক সংবিধান ছিল না শুধু মাত্র সেই সংগঠনের মধ্যে তারা নিজেদের সুখ - দুঃখের, অভাব - অভিযোগের কথা জানাতে পারেন কিন্তু সেটাকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে এবং তার যুক্তি হচ্ছে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পুলিশকে দলবাজীর উর্দ্ধে রাখতে চান কিন্তু স্যার, আমি কি এই প্রশ্ন করতে পারি যে, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পুলিশকে সব সময় দলীয় কাজে ব্যবহার করছেন পুলিশের প্রশাসনিক আইন- শৃংখলাকে নষ্ট করছেন পুলিশকে যাচ্ছেতাই কাছে লাগানো হচ্ছে। বিশেষ করে নন্ গেজেটেড যে পুলিশ অংশের মানুষ। সেই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের হাতে তাঁদের তুলে দিচ্ছেন। গত ২৩শে জুন মন্ত্রী সুরজিত দত্তের বাড়ীতে মিটিং করা হয় তাতে সুরজিত দত্ত নিজে সভাপতিত্ব করেন এবং সেখানে কংগ্রেসের কমল ভট্টাচার্য্য, কংগ্রেসের দীপক আরও অনেককে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে যার সভাপতি হয়েছেন কপিল কান্তি, সহসভাপতি তেজেন্দ্র নাথ, কোষাধ্যক্ষ সমরেন্দ্র ভৌমিক এবং আরও অনেক সদস্যরা আছেন। যারা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ী আটক করেছিল, যারা অফিস তছনছ করে দিয়েছিল তাদেরকে দিয়ে সংগঠন করা হয়েছে। তাদেরকে [পুলিশকে] বলা হচ্ছে তোমরা কংগ্রেসের মিছিল কর, তা না হলে তোমাদের চাকরী থাকবে না। গত ১লা জুলাই তাদের যে সভা হয়েছিল সেই সভায় মিছিল করার জন্য পুলিশকে দিয়ে মিছিল করা হয়েছিল। এইটা কোন সংবিধানের স্বার্থে এইটা কি পুলিশ প্রশাসনের স্বার্থে করা হয়েছে না দলবাজি করার জন্য করা হয়েছে ? তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী]:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগে গত ১১-১২-৮৬ইং তারিখে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই নন গেজেটেড পুলিশ এসোশিয়েশনকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। আমরা ক্ষমতায় এসে শুধু মাত্র নন গেজেটেড পুলিশ এসোসিয়েশনের নির্বাচন বিধি ১৯৮৬ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী কোন পুলিশ এসোসিয়েশন ত্রিপুরা রাজ্যে হবে না। কোন পুলিশ এসোশিয়েশন ত্রিপুরা রাজ্যে নেই। তার পরিবর্তন করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সার্কুলার দিয়েছেন যে সেখানে পুলিশের পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করা হবে, আমরা পরিস্কার ভাবে বলেছি।

আর যে কথাটা বলা হয়েছে হোম গার্ডদের নিয়ে ১লা জুলাই মিছিল করা হয়েছে এইটা সম্পূর্ণ অসত্য। তাদের নিয়ে কোন মিছিল হয়নি। আমরা ক্ষমতায় আসার ৫ মাসের মধ্যে যারা নন গেজেটেড পুলিশ তাদের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রেশন ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন হোম গার্ডদের জন্য রেশন ভাতা বাড়িয়েছেন। বিগত ১০ বৎসরে যা করেনি তা দিয়েছে এই সরকার পুলিশদের টেরিকটনের ড্রেস দিয়েছে। তাদের গ্রিভেন্স সেল গঠন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আদেশ দিয়েছেন। কাজেই এখানে কোন পুলিশ এসোশিয়েশন ছিলনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানেন, তিনি একজন আইনজ্ঞ। একটা স্ট্যাটু যার মাধ্যমে একটা এসোশিয়েশন হয়েছিল সেটা বাতিল করা হয়নি। সেটা ওরা এসে বাতিল করে দিয়েছে। যার ফলে গোপন ভোটে নির্বাচন একটা পুলিশের সংগঠন গণতান্ত্রিকভাবে যারা দাবীদাওয়া উপস্থিত করতে পারতেন সেই সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যে তথ্য মাননীয় সদস্য নকুল দাস দিয়েছেন তার ভয়াবহ পরিনতি হচ্ছে। ফটিকরায় নির্বাচনের ঠিক পূর্বে মুহূর্ত্তে সেখানকার এস, পি ঝাকে সেখান থেকে তাড়াবার জন্য পুলিশ বিদ্রোহ করে দিয়েছিলেন, ওদের কং (ই) পুলিশকে দিয়ে তাকে লাঞ্ছিত করে, আটক করে তাকে সাউথে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয়তঃ শুধু পুলিশ নয়, এমনকি বিচারালয় ও কংগ্রেসের অফিসঘর করে বসেছেন। তা না হলে এও হতে পারে ওয়েস্টের ডিস্ট্রিক্ট জাজ্. যার স্ত্রী হাসপাতালে তাকে পর্যন্ত জামিন দিলেন না। উনি ত এমন খারাপ লোক ছিলেন না। আমি তকে চিনি। এইরকম মানবিকতাবোধ ছাড়া চিন্তা করা যায়না। তাকে দিয়ে নোংরা কাজ করানো হচ্ছে কংগ্রেসের স্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছে এইটা দুর্ভাগাজনক। শুধু তাই নয় এত বড় একটা অধিবেশন হয়ে গেল বিরোধী দলকে একটা প্রাইভেট রিজলিউশন আনতে দেওয়া হলনা। আরমিকে প্রোটেকট করতে হবে উজান ময়দানে যারা নারী ধর্ষন করেছে তাদের প্রোটেকট করতে হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী):— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, উনাদের শান্ত হতে বলুন।

[গণ্ডগোল]

[বিরোধী সদস্যদের সভাকক্ষ্য ত্যাগ]

মিঃ স্পীকার :— আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা ও গোপালচন্দ্র দাস মহোদয়দ্বয় কর্ত্তৃক যুগ্মভাবে আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর

বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"সম্প্রতি বিধ্বংসী বন্যায় রাজ্যের ফসল ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।"

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত মে, জুন ও জুলাই মাসের প্রথম দিকে অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের দরুন সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বন্যা জনিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন ফসলের ক্ষতি হয়। মে মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ৩৯৭ মিলিমিটার বেশী বৃষ্টিপাত হয়। স্বাভাবিক বৃষ্টীপাত ৩২৯ মিলিমিটারের জায়গায় ৭২৬ মিলিমিটার বৃষ্টী হয়। [১২০ পারসেন্ট বেশী] জুন মাসেও স্বাভাবিক ৪২১ মিলিমিটারের জায়গায় ৪৯৪ মিলিমিটার বৃষ্টী হয়। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই সারা মাসের স্বাভাবিক বৃষ্টীপাত ৩৩৬ মিলিমিটারের জায়গায় ২৮৬ মিলিমিটার বৃষ্টীপাত হইয়াছে।

এই সময় অত্যাধিক বৃষ্টীপাতের ফলে মাঠের বোরো ধান, আউস ধান, আমন ধানের চারা এবং শাক সব্জীর রীতিমত ক্ষতি হইয়াছে। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী সারারাজ্যে ২৬৬৬ হেক্টর জমির বিভিন্ন ফসল সম্পুর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আনুমানিক ১, ৬১, লক্ষ টাকার উৎপাদন নষ্ট হইয়াছে। ইহা ছাড়া কিছু পানের বরোজ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

এই সময়ে আনুমানিক ১৭০০ হেক্টর জমি বালু পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। সরকার ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের তাৎক্ষনিক সাহায্য হিসাবে যে কার্য্যসূচী হাতে নিয়েছেন তাহা এইরূপ :—

[১] প্রায় ৭২০০ কৃষক যাহাদের আমন ধানের চারা বিনষ্ট হইয়াছে তাহাদের পুনরায় আমন ধান করার উদেশ্যে প্রত্যেকে ৫০ টাকা করিয়া বীজ ধানের মূল্য বাবদ নগদে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। ইহা ছাড়া প্রত্যেককে ৩৫ কেজি ইউরিয়া সার বিনা মূল্যে দেওয়া হইবে।

[২] প্রায় ৩৫০০ ক্ষতিগ্রস্থ সব্জী চাষীদের পুনরায় সময়োপযোগী সব্জী চাষে সাহায্য করিতে বিনা মূল্যে বীজ বিতরন করা হইবে।

[৩] উপযুক্ত ক্ষেত্রে ফসলের ক্ষেতের বালি সরাইবার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করা হইবে। এই সব তাৎক্ষনিক সাহায্যের জন্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা খরচ করা হইবে। ইহা ছাড়া উপকৃত আগামী রবি মরশমে এইসমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ চাষীদের বিভিন্ন রবি ফসল চাষে বীজ সার ও কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদির কৃষি সামগ্রীর মিনিকিট, বিনামূল্যে দেওয়ার এক পরিকল্পনা নেওয়া হইতেছে।

GOVERNMENT BILL

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— " The Salaries and

Allowances of Ministers [Tripura] [Fifth Amendment] Bill, 1988 [Tripura Bill No. 5 of 1988]".

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Salaries and Allowances of Ministers [Tripura] [Fifth Amendment] Bill, 1988 [Tripura Bill No. 5 of 1988]". বিবেচনা করা হউক।

স্যার, এই বিলটাকে আনা হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদের কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। যে সমস্ত মুখ্যমন্ত্রী ইউনিয়ন টেরিটরিয়েল হোন আর স্টেটের হোন যদি কম পক্ষে চার বছর ওনার কার্যকাল পূর্ণ হয় তাহলে তাকে ৫০০ টাকা করে একটা এলাউন্স দেওয়া হবে এবং একটা পারমানেন্ট বাড়ী দেওয়া হবে। স্যার, এই কারণে এইটা করা হয়েছে। যেমন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত, আর যিনি এখানে বিরোধী দল নেতা, যদিও এখনও তিনি এই সুযোগ পাবেন না। কারন তিনি বিরোধী দল নেতা হিসাবে যে সমস্ত সুযোগ পাচ্ছেন সেই সুযোগগুলি যারা পাবেন তাদেরকে সেটা দেওয়া হবে না এবং পরবর্তী সময়ে যদি তিনি বিরোধী দল নেতা না থাকেন বা অন্যান্য সুযোগ তার না থাকে তাহলে তখন সেটা দেওয়া হবে।

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The person who had held the office of the Chief Minister of the state of Tripura is to lead a dignified and responsible life in the society even after he ceased to be the Chief Minister. Having considered his rank and position in the society and his contribution to the public, the State Government feels that some facilities should be extended to such person. With this end in view it is proposed that the person who had held the office of the Chief Minister for a period of four years or more may be paid a Special Allowance of rupees five hundred per month and be provided with a Government unfurnished residence. As there is no such provision in the Salaries and Allowances of Ministers [Tripura] Act, 1972, it has become necessary to amend the Act for making Suitable provision therein.

2. The Bill seeks to achieve the aforesaid object.

এইটা এই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। যারা মুখ্যমন্ত্রী তারা যখন মুখ্যমন্ত্রী থাকেন না সমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁরা কাজ করছেন। এই অবস্থায় তাতে তাঁদেরকে অসহায়ভাবে জীবন যাপন করতে না হয় তারজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমি আশা করব এই হাউজ এই বিলটাকে পাশ করবেন।

মিঃ স্পীকার :— এখন কোন সদস্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে চাইলে আলোচনা করতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উথাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল —"The Salaries and Allowances of Ministers (Tripura) [Fifth Amendment] Bill' 1988 [Tripura Bill No. 5 of 1988].

বিবেচনা করা হউক।

(ধ্বনি ভোটে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

এখন আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৩নং পর্যান্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক

(ধ্বনি ভোটে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল—বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য হউক।

ধ্বনি ভোটে বিলের শিরোনামাটি উত্তীর্ণ বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

এখন সভার সামনে পরবর্তী কর্মসূচী হল উক্ত বিলটি পাশ করার জন্য সভার সামনে প্রস্তাব উৎথাপন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উথাপন করার জন্য।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী]:— মিঃ স্পীকার স্যার, I beg to move that "The Salaries and allowances of Ministers [Tripura] [Fifth Amendment] Bill, 1988 [Tripura Bill No 5 of 1988]" be passed.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উথাপিত প্রস্তাবটি পাশ করা। এখন আমি উৎথাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি--প্রস্তাবটি হল—"The Salaries and allowances Bill of Ministers [Tripura] [Fifth Amendment] Bill, 1988

[Tripura Bill No. 5 of 1988] পাশ হউক।"

(ধ্বনি ভোটে আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হল)

PRESENTATION OF COMMITTEE REPORT

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার সামনে পরবর্তী কর্মসূচী হল –"কমিটি অন ওয়েলফেয়ার ফর সিডুাল কাষ্টস-এর পঞ্চম প্রতিবেদন (ফিফথ রিপোর্ট) সভার সামনে উপস্থাপন।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীদিলীপ সরকার মহোদয়কে (চেয়ারম্যান অব দি কমিটি অন ওয়েলফেয়ার ফর সিডুাল কাষ্টস) অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটির সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীদিলীপ সরকার [বাধারঘাট] ঃ— Mr. Speaker sir, I beg to present the Fifth Report of the Committee on Wolfare for Scheduled Castes.

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা কমিটি রিপোর্টটির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল— 'প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশন" আজকের কার্যাসূচীতে দুটি প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশন আছে। রিজলিউশনের প্রাইয়রিটি অনুসারে প্রথমটি উৎথাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় এবং ২য়টি উৎথাপন করবেন মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায় মহোদয়।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনারা রিজলিউশনটি সভায় উৎথাপন করার জন্য। যেহেতু তিনি নেই সেহেতু রিজলিউশনটি ফল্ সথ্রো হল।

এবার আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশনটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীরসিকলাল রায় [সোনামুড়া] :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রিজলিউশনটি হচ্ছে "এই বিধানসভায় রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করছেন যে, ত্রিপুরার শ্রমজীবি মেহনতি গরীব জনসাধারণ বিশেষ করে চাকুরীর বয়স সীমা অতিক্রান্ত বেকার যুবক যারা চাকুরী, বেকার লোন, ব্যাংক লোন [স্ব-নির্ভর প্রকল্প রাজ্য ও কেন্দ্রীয়] হইতে এখনও বঞ্চিত তাদেরকে চাকুরী, বেকার লোন, ব্যাংক লোন ইত্যাদি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেওয়া হউক।"

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই প্রস্তাবটা এনেছি অনেক যুবক যারা বেকার এই দশ বৎসরের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, এর আগে ৩০ বছরে কংগ্রেসের শাসনকালে সে ধরণের কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। বিগত দশ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে তাদের শাসনের যে দুর্বলতা সেই দুর্বলতার কারনে আজকে এত বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আজকে কয়েক হাজার বেকার যাদের চাকুরীর বয়স সীমা অতিক্রম হয়েছে। অথচ তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য বামফ্রন্ট সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এই বেকারদের কর্ম দেবার জন্য সরকারী চাকুরী যাদের দেওয়া সম্ভব হয়নি তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্কীম রয়েছে এবং রাজ্য সরকারেরও অনেক স্কীম রয়েছে এই সেল্ফ এমপ্লয়মেন্টের জন্য। কিন্তু এই স্কীমগুলির সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। এর প্রধান কারন হচ্ছে বামফ্রন্ট শুধু দলীয় স্বার্থে কাজ করেছেন এবং জোর করে বেকার ছেলেদের দিয়ে দলের কাজ করাতে চেয়েছিলেন। যারা দলের কাজ করতে চায়নি তাদের নানাভাবে তারা বঞ্চিত করে রেখেছেন। তাই দেখা যায়, আজকে কি সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে, সরকারী অনুদানের ক্ষেত্রে, সরকারী লোন দানের ক্ষেত্রে এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ জর্জরিত রয়েছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই নব নির্বাচিত কংগ্রেস[আই] টি, ইউ, জে, এস জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে যে, সকল সমস্যার মোকাবিলা তাদের করতে হচ্ছে তারমধ্যে প্রধান হচ্ছে বেকার সমস্যা। যে বেকাররা বিগত দশ বৎসর যাবৎ বামফ্রন্ট সরকারের কাছে তার একটা চাকুরীর জন্য বা জীবিকার সংস্থানের জন্য ব্যবস্থা করতে কোন দাবী করতে পারেননি যে আমি প্রকৃত বেকার আমাকে চাকুরী দেওয়া প্রয়োজন।

এই ভাবে শ্রমিকদের বঞ্চিত করেছে। এই ভাবে বেকারদের বঞ্চিত করেছে। আর আজকে উনারা বলছেন—এই কিছুক্ষণ আগেও আলোচনা করেছেন এই ত্রিপুরা রাজ্যে এখনও এস টি, এবং এস, সি র জন্য ৬০০ হোমগার্ডের চাকুরী পাওনা আছে। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় জবাব দিয়েছেন আমরা একটি হোমগার্ডের চাকুরীও দেই নাই। তাহলে ওরা নিশ্চয় বেকার হয়ে আছে। এই সমস্ত বোঝা আমাদের মাননীয় নৃপেন বাবু এবং দশরথ বাবু কেন আমাদের এই নব নির্বাচিত সরকারের উপর চাপিযে দিলেন? উনারা দাবী করছেন ৬০০ পাওনা আছে তাহলে সেই ঘাটতি উনারা কেন পূরণ করলেন না? চিন্তা করুন অবস্থাটা। এই ধরণের বঞ্চনা উনারা ত্রিপুরার সর্ব ক্ষেত্রে করে গেছেন। আর আজকে উনারা গণেশ উল্‌টিয়ে এখানে এসে লাফালাফি করছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ উদের আর ক্ষমা করবে না। এমন দেখা গিয়েছে উনারা চাকুরী দেওয়ার ব্যাপারে নিয়ম নীতি—নিডি ইত্যাদি অনেক কথা উনাদের ইস্তাহারে বলেছেন। উনারা আজ যে কথা বলেন কাল সেটা মনে থাকে না। উনারা নিজের নাম বাবার নামও ভুলে যান। উনারা

ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত সমস্যা সৃষ্টি করে গেছেন এর ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক যারা জমির মালিক, যারা জমি চাষ করে তাদের আজকে বেকার করেছেন। কেন্দ্র থেকে কোটি কোটি টাকা কৃষকের উন্নতির জন্য, জলসেচের জন্য দিয়েছেন আর আজকে আমরা কি দেখছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কৃষকের জলসেচের জন্য জল দরকার সে জল পাচ্ছে না। মিঃ স্পীকার স্যার, এই ভাবে আজকে কৃষকদের বেকার করছেন। আর এই বোঝা আজকে আমাদের এই কংগ্রেস (ই)—টি, ইউ. জে, এস, সরকারকে বহন করতে হবে। তাই আমি ত্রিপুরার জনগণের কাছে ত্রিপুরার বেকার ভাইদের কাছে, ত্রিপুরার শ্রমিক ভাইদের কাছে যে এই সরকারকে একটু সময় দিতে হবে। আমরা ত্রিপুরার উন্নয়নের লক্ষ্যে ত্রিপুরার বেকার যুবকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ত্রিপুরার সর্বত্র সুযোগ সুবিধা পেীছে দেওয়ার জন্য আমরা এই বাজেট নিয়ে এসেছি। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আমাদের কাছে আশা রাখতে পারে এই সরকার ত্রিপুরার জনগণের দ্বারা ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থেই আমাদের ক্ষমতায় পাঠিয়েছে। এটা এমন সরকার নয় এটা ত্রিপুরার বামফ্রন্টের মত সরকার নয় যে দেশে নির্বাচন করতে গেলে মানুষকে খুন করে পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এটা সেই সরকার নয়। যেখানে গনতন্ত্রের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এই রাজ্যের উন্নয়নে ত্রিপুরার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে শত শত গ্রামীন বেকারদের সুষ্ঠু ভাবে সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা পেতে পারে সেজন্য এই কংগ্রেস[ই] টি. ইউ, জে, এস, সরকার সজাগ।

যেসমস্ত বেকার ভাইয়েরা, প্রকৃত শিক্ষিত যুবক ভাইয়েরা এই কথাটা বলার চেষ্টা করেছিলেন। এই ত্রিপুরা রাজ্যে বহু যুবক আছে তাদের ঘাড়ে আর মাথাটা নেই। এই ধরনের পরিস্থিতি বিগত ১০ বছরে সরকার সৃষ্টি করেছিলেন। আজকে শিক্ষিত বেকারদের অধিকার তারা অর্জন করেছেন। তারা সরকারের কাছে একটা দাবী নিয়ে দাঁড়াতে পারেবেন। যে দাবীর ফলে আমরা সর্বপ্রথমেই দেখতে পাচ্ছি বিগত দশ বছরে বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্যার সৃষ্টি করে গেছেন সেটা সমাধানের জন্য যারা বামফ্রন্ট দ্বারা লাঞ্ছিত, বঞ্চিত হয়ে আছে তাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকুরী দেবার জন্য আমি এই প্রস্তাব এনেছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ওভার এজ ভাইদের কাছে আমি আহবান রাখব আপনার মাধ্যমে যে আমাদের সরকারের চীফ মিনিষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যে সর্বপ্রথম ওভার এজ ভাই যারা আছে তাদের আমরা অনুরোধ করব যে তোমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের বুকে আর কোনদিন যাতে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির বামফ্রন্টের সরকার ক্ষমতায় না আসতে পারে সে দিকে সজাগ এবং সতর্ক থাকবে।

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে যে রিজলিউশনটা আমি এনেছি বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে ওদের নাকি অধিকার খর্ব করা হয়েছে। ওদের নাকি প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান

আনতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু মাননীয় স্পিকার স্যার, গত ৮ই জুলাই অধিবেশনের প্রথম দিনেই তাদের রিজলিউশন আনতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেদিন তারা হাউস বয়কট করেছিলেন বলে সেই রিজলিউশন উঠে নি। সুতরাং তারা নিজেরাই তো তাদের অধিকার পদদলিত করেছেন। সুতরাং উনাদের কোন অধিকার নেই এই কথা বলার। জনসাধারণের কাছেও ওদের কিছু বলার নেই।

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউস থেকে সেকেণ্ড আওয়ারে শেষ মুহুর্তে ওয়াক আউট করার কোন কারণ ছিল না। বিধানসভায় সব সময়েই বিরোধী সদস্যদের সঙ্গে বিতর্ক হয়ে থাকে। সেজন্য হাউস থেকে ওয়াক আউট করার একটি মাত্র কারণ হলো আমরা যে রিজলিউশন এনেছি। বিগত দশ বছরে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এই রিজলিউশনে সেটা দেখানো হয়েছে। এটার বিপক্ষে কোন কথা বলার ছিল না তাদের। সেজন্যই জনসাধারণের নিকট এই প্রস্তাবটার খবরটা পৌঁছে যাবে। এই ভয়ে তারা ওয়াক আউট করেছেন। তা না হলে ওয়াক আউট করার কোন করণ ছিল না। তাই আমার আবেদন, যখন এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত দিনে সরকারের নিকট দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎষরের পর বৎসর, কোথায় পাঁচ পুকুর, সেই পাঁচ পুকুরের একটা ছেলে মার্কস্‌বাদী কমিউনিস্ট পার্টি করেছিল। যখন দুর্নীতি কারণে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পাটি থেকে সরে দাড়িয়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল "তুমি মার্কবাদী পার্টি কর, তোমাকে আমরা চাকুরী দেব" মিঃ সমর চৌধুরী সুভাষ সূত্রধর নামে একটা ছেলেকে নিয়ে রাজনীতি করেছিলেন, যখন ক্ষমতায় ছিল না তখন বলেছিলেন যে আমার দল যদি ক্ষমতায় আসে সর্বপ্রথম সুভাষ সূত্রধর, তুমি চাকুরী পাবে। যখন ক্ষমতায় এসে উনারা কিছুদিন দুর্নীতি করেছিলেন তখন সেই ছেলেটা আর নৃপেনবাবু এবং সমর চৌধুরীর সঙ্গে আসেন নি। সেই ছেলেটাকে বিগত ১০টি বছর নৃপেনবাবুদের বাসায় ধর্ণা দিয়ে আজও চাকুরী নিতে পারে নি। আজকে ৫ মাসের মধ্যে, ৩৫ বছর ৫ মাস অতিক্রান্ত হতে চলেছে। সেই ছেলেটাকে বলেছিলেন তারা যে আসামে নাকি সূত্রধর সিডিউলডকাস্ট এর ফ্যাসিলিটি পায়, তুমি কেন পাবে না? কংগ্রেস সরকারকে দেখিয়ে দেব। তুমি আমার কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে যাও। যখন উনারা ক্ষমতায় এসেছিলেন তার আগে ১৯৭৬ সন থেকে তাকে সরকারীভাবে সিডিউলডকাস্ট করে দিলেন। উনি সিডিউলডকাস্ট হয়ে গেলেন। সেই সুভাষ সূত্রধর ত্রিপুরা রাজ্যে সূত্রধর সিডিউলডকাস্ট নয়, সে বার বার ৩৯টা ইন্টারভিউ দিয়েছে সিডিউলডকাস্ট হিসাবে। যখন অফিসারদের কাছে খাতা যায় তখন দেখা যে সে সিডিউলড-কাস্ট নয়। চাকুরী ক্যানসেল। এইভাবে জেনারেলকে ট্রাইব, কাস্টকে জেনারেল করেছেন তারা। মোটর ড্রাইভার নয়, তাকে ড্রাইভার বানিয়েছেন তারা। বেকার কেন শ্রমিক কেন বঞ্চিত হবে না? সেই শ্রমিকদের স্বার্থের কথা বলছেন তারা। আমি আপনার মারফতে

বিরোধীর দলের সদস্যদের জিজ্ঞাস করতে চাই আমার সোনামুড়ার প্রাতাপ ভুঁইয়ার ছেলে তাকে শ্রমিকের নামে ড্রাইভিং পারমিট দেওয়া হয়েছে, লোন দেওয়া হয়েছে। আর যারা প্রকৃত শ্রমিক ড্রাইভার তারা আজও একটা পারমিট পায়নি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ করব না। আমি এই টুকু বলতে চাই যে, বিগত দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা ভিটিমাইজ হয়েছে এবং সি. পি. আই. [এম] দল যে সমস্ত বেকার সৃষ্টি করে গেছে তাদের জন্য এই সরকার সহানুভূতির দৃষ্টি ভঙ্গী নেবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ [মোহনপুর] :— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয় এই হাউসে যে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিউলিশন এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে আমি দুঃখিত এটা দেখে যে যেই মাত্র বিরোধী দলের নেতা দেখলেন যে বিগত দশ বছরের তাদের কুকীর্তির জবাবদিহী এই হাউসে করতে হবে অমনি তারা হাউস থেকে চলে গেলেন। ওরা আবার নিজেদেরকে জনদরদী বলে প্রচার করে। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমদের এই নব নির্বাচিত কংগ্রেস [ই] এবং টি. ইউ. জে. এস. সরকার ক্ষমতায় এসেছে ৫ থেকে সাড়ে পাঁচ মাস হতে চললো। এর মধ্যে এই সরকার এই রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে যে উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছেন এটা দেখে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবুর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। আমার মনে হয় উনাকে খুব তাড়াতাড়িই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। বিগত দশ বছরে উনি যে খুন নারী হত্যা করেছেন তাতে উনার পিপাসা মিটে নি এবং আরও খুন সন্ত্রাস চালাবার ইচ্ছা উনার ছিল। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ বিগত নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে উনাদেরকে ক্ষমতা থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, বিগত সরকারের আমলে কোন নিয়োগ নীতি ছিল না। শুধু ছিল তাদের পার্টিবাজী আর ক্যাডার নীতি। মাকর্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সরকার এই রাজ্যে ক্যাডার রাজ স্থাপন করে গেছেন। বহু শিক্ষিত বেকারের এখন বয়স সীমা পার হয়ে গেছে। শুধু চাকুরী ক্ষেত্রে নয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। স্বনির্ভর কর্মসূচী কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্কীম নিয়েও তারা দলবাজী করেছেন। এই স্বনির্ভর প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য দূর দূরান্ত থেকে বেকার যুবকরা ঘটি বাটি বিক্রী করে এসে ব্লকে ব্লকে ধর্ণা দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে নৃপেনবাবুর সরকার কোন কিছু করেন নি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত ১০ বছর তারা সমস্ত ক্ষেত্রেই দলবাজী করেছেন।

আজকে যেই মাত্র ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠল দীর্ঘ দিনের আশা আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেইসব প্রতিশ্রুতি যখন আজকে বাস্তবায়িত হতে চলেছে তখন আমাদের তৎকালীন যে সরকার ছিলেন. বিধায়ক ছিলেন, মন্ত্রীরা ছিলেন তাঁরা আজকে ধরা পড়বেন বলে হাউস থেকে চলে যান। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের এই সরকারের কাছে আবেদন করব, প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশন মাননীয় সদস্য রসিকবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবটি সমর্থন করছি আমি এই কারণে যে, বিগত ১০টি বছর আমাদের এই রাজ্যের বেকার ভাইরা রাজনৈতিক কারনে লাঞ্চিত হয়েছেন, বঞ্চিন হয়েছেন সেই সব বেকার ভাইদের স্বার্থের দিকটি চিন্তা করবেন বর্ত্তমান সরকার এই আশা রেখেই শেষ করছি জয়হিন্দ॥

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ [খয়েরপুর] ঃ— মিঃডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় মহাশয় যে প্রস্তাবটি এনেছেন, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বেকার যুবকদের চাকুরী, ব্যাংক লোন ও অন্যান্য স্বনির্ভর প্রকল্প রাজ্যে ও কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছেন এগুলিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য। রাজনৈতিক বেকার, যারা ১০ বছর ধরে রাজনৈতিক লাঞ্চনায় স্বীকার হয়েছে তাদের জন্য এই প্রস্তাব খুবই বাস্তবায়িত প্রস্তাব এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। তাই আজকে মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায় মহাশয় যে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশন এনেছেন আমি এই প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। রবি ঠাকুরের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়ঃ—

"আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়
আমি যে দেখেছি—প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে
বিচারের রাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুন বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রনায় মরেছে পাথরে নিস্ফল মাথা কুটে॥

গোপন হিংসা, কপট রাত্রি ছায়েএই পরিস্থিতি আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। বলতে পারি, অনেক রক্ত মাড়িয়ে, অনেক কান্নার রুল শুনতে শুনতে আজ একটা প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মনে এই বিশ্বাস টুকু দিতে চেষ্টা করেছি, আর মরতে হবে না। হিংসাশ্রয়ী তরুন যুবকের মন ছিল, তরুন যুবকের হাত ছিল, কাজ করার উদ্দীপনা ছিল, প্রেরণা ছিল, অথচ শুধু মাত্র রাজনৈতিক কারণে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। যে তরুন যুবক

ইণ্ডাষ্ট্রীতে নতুন উৎপাদন বাড়াতে পারে. যে শিক্ষিত যুবক শিল্পে নতুন জোয়ার আনতে পারে তার হাতে শিল্পের হাতুড়ী তুলে দেওয়া হল না। তুলে দেওয়া হল রাম দা। সেখান হয় নি. প্রাণের জোয়ারে জয় গান, সেখান হয়েছিল মৃত্যের গান। সেদিন তাদেরকে আলোর পথে চলতে উদ্বোধ্য করা হয় নি। অন্ধকারে হারিয়ে যেতে প্রেরনা যোগানো হয়েছিল। এবং যারা ঘুমিয়েছিলেন তারা প্রতি রাতে নূতন নতুন শানিত মৃত্যুবান এই তরুনদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন লোভ দেখিয়ে। চাকুরীর লোভ, রাজনৈতিক লোভ স্বনির্ভরতা প্রকল্পের লোভ। ত'ারা আজ এই মুহুর্তে নেই। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা, সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা যাঁর, বুদ্ধিমান, চতুর এই মানুষটি তৎকালীন সময়ে উনার মন্ত্র শিষ্য যাদেরকে তৈরী করেছিলেন, মানুষ মারার কারিগর সেদিন তাদের সম্পর্কে কথা বললে উনি বলতেন আত্মরক্ষার্থে খুন করেছে। এই সমস্ত কথা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে। মাননীয় সদস্য রসিকবাবু ত'ার প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশন আলোচনায় বলেছেন যে বিরোধী বেঞ্চের সদস্য মহোদয়রা নাকি অভিযোগ করেছেন গত দিন প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশন সম্পর্কে উনাদেরকে নাকি সময় দেওয়া হয় নি। ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য মহোদয়দের দেওয়া হয়েছে। এটা ডাহা মিথ্যা কথা। আজকে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য রসিকবাবুর প্রস্তাব হাউসে এসেছে, কিন্তু বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা ত'াদের মুখ রক্ষা করার জন্য. পত্রিকাতে স্থান পাবার জন্য কোন কারণ ছাড়াই ওয়াক আউট করলেন ওয়াক আউট যতই করুন না কেন, পাপতো প্যারা বিষের মত। রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেব বলতেন—"পাপ প্যারা বিষের মতো। দেহের এক জায়গায় যদি কোন রকমে যদি ঢুকে যায়, খুঁজে আপাতত না পাওয়া গেলও, আরেক দিকে বিরাট বড় ফোঁড়া হয়ে বেড়িয়ে যাবে।" সুতরং নৃপেনবাবু ১০ বৎসরে যত পাপ করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে তাঁর জীবদশায় করে যেতে হবে। এটা অত্যন্ত দুঃখের। চাকুরীর ব্যাপারে উনি নানা রকম উস্কানি মূলক, প্ররোচনামূলক কথা বলেছেন। হোমগার্ডদের চাকুরীর ব্যাপারে উনি আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে বলেছেন যে রোষ্টার নাকি মানা হয় নি। অথচ ২০৭৪ জন হোমগার্ডের চাকুরী বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই হয়েছে এবং সেখানে উনারা মাত্র ১৭৪ জন এস. টিকে চাকুরী দিয়েছেন। আর আজকে আমাদের ঘাড় দোষ চাপাচ্ছে যে আমরা নাকি রোষ্টার মানছি না। ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে যে আজকে উনারা চেষ্টা করছেন 'উদোর পিণ্ডিভুদোর ঘারে' চাপিয়ে দিতে। বিগত ১০ বৎসর ধরে উনারা ১ লক্ষের মত বেকার সৃষ্টি করেছেন যাদের দায়িত্ব এসে পড়েছে কংগ্রেস[ই] টি ইউ. জে. এস. সরকারের ঘাড়ে। এটা উনারা অস্বীকার করতে পারে না। আমরা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মত মিথ্যা কথা বলি না। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার সমস্যা অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। বলা

যায়, বেকার সমস্যা বারুদের স্তুপের মত। তার সমাধান তত ত প্রয়োজন। বিগত ১০ বৎসরে বামফ্রন্ট এমন কোন ইনফ্রাষ্টাচার তৈরী করেন নি যে আগামী দিনে বেকাররা স্বপ্ন দেখতে পারবে যে আমরা কাজ পাব। একটা ইনফ্রাষ্টাকচারই শুধু তারা তৈরী করে গেছেন এবং এগুলি বরাবর স্লিপিঠ হচ্ছে রামদা তৈরী, বোমা তৈরী। এবং আগামী প্রজন্মরা হাতে এই সমস্ত জিনিষ আরও বেশী করে তৈরী করতে পারে। একটা রেজিমেন্ট যাতে তৈরী হয়, যারা শুধু মানুষ খুন করবে এবং বিনিময়ে অনিলবাবু তাদের উপঢৌকন দিতেন ২৫ হাজার টাকার বেকার লোন, অথবা চাকুরী। কেউ ১০ বা ৫টা খুন করতে পারল সেটাই ছিল তৎকালীন সময়ের যোগ্যতার নিরীখ। সে নিরীখেই যাচাই করা হতো। হোয়ের অ্যাজ, এই স্ব-নির্ভর পরিকল্পনায় কোটি কোটি টাকা সে দিন দেওয়া হয়েছে কিন্তু সমস্ত টাকাগুলিকে দলীয় কাজে ব্যবহার করেছেন। এই বিধানসভায় আমরা লক্ষ্য করেছি। মাননীয় বিরোধী দল নেতা প্রত্যেকটি বক্তব্যের মধ্যে একটা উসকানির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যেটার মধ্যে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা রয়েছে। তিনি শেষ বয়সে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছেন ত্রিপুরা রাজ্যকে। বিরোধী দল নেতা হিসাবে উনার তরফ থেকে তো একটা কথাও শুনি নি যে, এত হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, এত লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে সেই বেকারদের কাজ দিন এত টাকা রয়েছে স্ব-নির্ভর প্রকল্পে। রাজ্যের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্ব-নির্ভর প্রকল্পে এত টাকা রয়েছে এই ভাবে আপনারা কাজে লাগান। কিন্তু কনষ্ট্রাকটিভ কোন কথা উনি বলেন নি। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি উনারা অন্য দিকে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন। জাতি-উপজাতির মধ্যে ধোয়া তুলতে চেষ্টা করছেন। হিন্দু, মুসলিম, মণিপুরীর মধ্যে ধোয়া তুলতে চেষ্টা করেছেন যেটা হচ্ছে উনাদের রোগ এই রোগটা কমিউনিষ্ট পার্টির ভিতরে রয়েছে। বিভাজন রুলস্ পলিসি বিভিন্ন জাতি-উপজাতি মানুষ কে, বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষকে ডিফিশন করে দাও। বিভাজন রাজত্ব কায়েম কর যেটার চেষ্টা উনারা করছেন। এখন তিনি মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ হয়ে যান রাগান্বিত হয়ে যান কেন? এবার নির্বাচনের আগে আপনারা হয়তো অনেকে শ্লোগান শুনেছেন যে, "নৃপেনবাবুর সিংহাসন এবার হবে বিসর্জন"। সিংহাসনটা যখন বিসর্জন হয়ে গেল, শেষ ডাকের কাঠিটা যখন বেজে গেল শ্রদ্ধেয় বিরোধী দলের নেতা এই বৃদ্ধ বয়সে এখন আর মাথা ঠিক রাখতে পারেন না। গরম হয়ে যায় ফলে বিনা কারনে ধমক দেন এই দিয়ে কি বেকার সমস্যার সমাধান হবে। আপনারা নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন ওভার এইজ হয়ে গেছে এই রকম ৬।৭ হাজার বেকার রয়েছে যারা অবহেলিত হয়েছে শুধু পলিটিক্যাল কাজে। শ্রদ্ধেয় বিরোধী দল নেতা যিনি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন উনারা কাছে এই রকম বহু দুর্ভাগা, হতভাগা শিক্ষিত, শিক্ষিতা ওভার এইজ হৈইজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বার বার ধর্না দিয়েছেন। তাদের কথা বার বার তুলতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু কিছুই হয় নি। ত্রিপুরা রাজ্যবাসী এটা জানেন যে আমাদের কংগ্রেস [ই] এবং টি-ইউ-জে-এস সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য হিসাবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী

সভার অন্যান্য সদস্যরা বেকার যারা রয়েছেন যাদের চাকুরীর প্রয়োজন ছিল পলিটিক্যাল কাজে যাদের চাকুরী হয় নি তাদের ভিকটিমাইজেশন এবং অভার এইজ কমিটি করা হয়েছে। এবং আমরা আশা করছি অচিরেই এই ধরনের দুর্ভাগা বেশ কিছু যুবককে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থায় নিয়ে যেতে পারবো। কিন্তু যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যে আমি আগেই বলেছি পরিকল্পনা কিছু তৈরী করা যায় নি, নূতন করে করা যাবে। নূতন ছেলেদের চাকুরী দেওয়া যাবে এই রকম যেহেতু কিছু করা যায় নি তাই চাকুরীর যে সুযোগ সেই সুযোগটা অত্যন্ত সীমিত রয়ে গেছে। সেখানে স্ব নির্ভর প্রকল্পের উপর অনেক বেশী নির্ভর করতে হবে। ঐ বঞ্চিত বেকার যাদের সম্বন্ধে এই রিজলিউশ্যানে বলা হয়েছে তাদেরকে চাকুরী এবং স্ব-নির্ভর প্রকল্পে রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় নেবার জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ রিজলিউশ্যানকে আমি সমর্থন করছি। আমরা চাই দিশেহারা এই সমস্ত যুবকরা আবার ফিরে আসুক ত্রিপুরা রাজ্যের উৎপাদনের কাজে লাগুক যে উৎপাদন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মুখে হাসি ফুটাবে। আজকে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এখন হাউসে নেই থাকলে জিজ্ঞাসা করতাম শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে তস্য চেলাদের পকেটে থাকতো চাঁদা তোলার রসিদ বই। সরকারী কর্মচারীদের যদি দু খানা ডি, এ ১৫ টাকা কিংবা ১৬ টাকা দেওয়া হতো যে দিন বেতন হবে সে দিন বিকাল বেলা জিজিয়া কর আদায়ের জন্য বর্গীরা দাঁড়িয়ে থাকত গেইটের পাশে এবং বলতেন এ মাসে বেতন বেড়েছে সুতরাং চাঁদা দিয়ে যান ১৫ টাকা করে। এটা কোন দেশের গণতন্ত্র কোথাকার গণতন্ত্র? সেটা এতদিন তাদের মাথার ঢুকে নি। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের এখন মাথার ঢুকেছে বেশ কিছু বছর অনেক খেসারৎ দেবার পর তাই আজকে বারুদের মতো স্তূপীকৃত যে সমস্যা বেকার সমস্যা সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন এই বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের সরকারের ভূমিকা নেওয়ার। আমাদের সরকারের কাছে আবেদন রাখব। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখব। ওভার-এইজ শুধু নয়, আগামী দিনে যে সমস্ত শিক্ষিত যুবকরা যুবতীরা কাজের জন্য আসবেন তারা যাতে কোন কারণে বিভ্রান্ত না হন। এই কমিউনিষ্ট পার্টির দালালির স্বীকার না হন। কমিউনিষ্ট পার্টি যেন তাদের ব্রেইনগুলি সন্ত্রাসের কাজে ব্যবহার করতে না পারে। সেজন্য তাদেরকে আমরা উৎপাদনমুখী কাজে নিয়ে যেতে চাই। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব আজকে এখানে যে প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশন আনা হয়েছে তার উপর নজর দেন, তার উপর যাতে গুরুত্ব দেন। কারণ বেকারত্বের জ্বালা যন্ত্রনা উনি নিশ্চয়ই অনুভব করেন। কারণ বিরোধীর ভূমিকায় ১০ বৎসর বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে লড়াই করে অনেক চোখের জল ঝরতে দেখেছেন, অনেক কান্না উনার বুকের ভিতরেও রয়েছে। তাই আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না। এই সময়োচিত প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার

বক্তব্য শেষ করছি লংফেলোর একটা কথা বলে,

The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I (We) sleep.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় ডেপুটি স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় বেকারদের সম্পর্কে যে প্রস্তাব এই সভায় এনেছেন আমি আন্তরিকভাবে একে সমর্থন জানাচ্ছি। স্যার, আমরা ক্ষমতায় এসেছি একটা পটভূমিকায় বিশেষ করে বেকারদের সমস্যা কি জটিল সমস্যা আমাদের সামনে রয়েছে। আমি বলব বিগত ১০ বৎসর ধরে এই রাজ্যে যে সরকার ছিল, সেই বামফ্রন্ট সরকার তারা এই সমস্যাটাকে এড়িয়ে গিয়েছিল। এড়িয়ে গিয়ে শুধু একটা নীতি নিয়েছিল যারা তাদের দলের লোক হবে, যারা তাদের জন্য খুন করবে, যারা তাদের জন্য তাবেদারী করবে, লালঝাণ্ডা ধরবে তাদের কথাই তারা চিন্তা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন খাতে কোটি কোটি টাকা দিয়েছিলেন, সেই টাকা আমি মনে করি যদি তখন ১০ বৎসর ধরে সঠিক ভাবে এই রাজ্যের কল্যানের জন্য, এই রাজ্যের মঙ্গলের জন্য যদি ব্যয় করা হত প্রতিটা অর্থ। আমি মনে করি তাহলে আজকে ভয়াবহ বেকার সমস্যা এই রাজ্যে থাকত না। বিশেষ করে মাননীয় সদস্য তার রিজলিউশনে একটা বিষয়ের উপর বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন সেটা হল বয়স সীমা যাদের পার হয়ে গেছে। তাদের বয়স সীমা কেন পার হয়েছে ? আমরা দেখছি প্রায় ৪১ হাজার বেকারের কাজ দিয়েছে ওরা বলেছে। যদি ৪১ হাজার লোককে কাজ দিয়ে থাকে আজকে শ্রম দপ্তর থেকে, সেটা অ্যামপ্লয়মেণ্ট দপ্তর থেকে যে তথ্য এখানে দেওয়া হয়েছে এই হাউসে ৫ হাজারের মত বেকার যাদের বয়স সীমা পার হয়ে গেছে তাদের কেন হল না ? যদি সঠিক ভাবে নিয়োগ নীতি অনুসরন করা হত তাহলে কোন অবস্থাতেই তাদের বয়স সীমা পার হয়ে যেত না। ৪০ হাজার শিক্ষিত বেকার, বাকী ৬০—৭০ হাজার বেকার যারা অর্ধ শিক্ষিত পরিকল্পনা যদি সঠিক হত, পরিকল্পনার অর্থ যদি সঠিকভাবে ব্যয়িত হত তাহলে বেকারের সংখ্যা এত থাকত না। আজকে এই ব্যাক-গ্রাউণ্ডের মধ্যে আমাদেরকে থাকতে হচ্ছে। স্যার, বিগত দিনে নিয়োগ নীতির মধ্যে উৎপাদনের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যদি প্রোডাকশন পারপাসে নিয়োগ করা হত তা হলে প্রোডাকশন আরও ইনক্রিজ করত এবং তাতে আরও বেকার সমস্যা সমাধান করার সুযোগ সৃষ্টি হত। স্যার, বিগত দিনে শিল্প দপ্তর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে কিন্তু যারা শিল্প উদ্যোগী, যারা উৎপাদন করত তাদেরকে সেল্ফ এমপ্লয়মেণ্টের মাধ্যমে টাকা না দিয়ে নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে এমন লোককে টাকা দেওয়া হয়েছে যারা কিছুই করে নাই। যদি সত্যিকারে যারা

উৎপাদন করত তাদেরকে টাকা দেওয়া হত তা হলে সেখানেও বেকার সমস্যা সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারত। এই সমস্ত ভ্রান্ত নীতির জন্য আজকে এই বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আজকে লক্ষাধিক বেকার আছে যারা নাম রেজিষ্টি করেছে। আরও হাজার হাজার বেকার আছে যারা নাম রেজিষ্ট্রি করে নাই। প্রতিটি মানুষ বাঁচবার জন্য কাজ চাই। সেই ব্যবস্থাই করা উচিত ছিল কিন্তু সে ব্যবস্থা কি তারা করেছিল ? আজকে হাজার হাজার গ্রামীন বেকার অনাহারে অতি কষ্টে আছেন। যারা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছেন তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ২০ দফা কর্মসূচী ছিল। এছাড়াও আরও অন্যান্য পরিকল্পনা ছিল। আজকে গ্রামে শতকরা ৭০ পারসেন্ট লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। সেই কৃষিকে যদি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠীত করতে পারতো তবে নানাভাবে বেকার সমস্যার সমাধান করতে তারা পারতেন। সরকারী বিভিন্ন দপ্তর, পশুপালন দপ্তর বলুন. শিল্প দপ্তর. হর্টিকালচার যেটাতে সম্ভাবনা ছিল। বিভিন্ন শিল্প দপ্তরকে যদি গড়ে তোলা হত তাহলে এত ভয়াবহ রূপ ধারন করতে পারত না।

স্যার, এই সমস্ত কারণে এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা জনগণের সহায়তা, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় এবং রাজ্যের যারা গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ তাদের সহায়তায় বলিষ্ঠ ভাবে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করব। স্যার, এই ব্যাপারে ইতিমধ্যে সেটা বলা হয়েছে যে এই বিষয়ে এই সরকার একটা সুনির্দ্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেছেন। এইটা দলবাজীর উপর ভিত্তি করে নয়। এই নীতি এই রাজ্যের যারা গরীব মানুষ, যারা বেকার তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা নীতি গ্রহণ করেছি। সরকারী চাকুরীতে ৫০ পারসেন্ট মেরিট বেসিক নেওয়া হবে। বাকি ৫০ পারসেন্ট দেওয়া হবে প্রয়োজন বা দারিদ্রতা ভিত্তিক। এরমধ্যে ২০ পারসেন্ট দেওয়া হবে যাদের চাকুরীর বয়স সীমা পার হয়ে গেছে। কারণ আমরা দেখেছি যে, এরা ভিকটিমাইজ, তারা খুন করতে রাজি হয়নি, ইনক্লাব জিন্দাবাদ করতে রাজি হয়নি এবং এই সমস্ত বেকার যাদের কোন সুযোগ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ছিল না। এই জন্য সরকার একটা সুনির্দ্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেছেন। যাদের চাকুরীর বয়স সীমা পার হয়ে গেছে তাদের সরকারী চাকুরীতে বা অন্যান্য বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধান করার ব্যবস্থা করা হবে।

স্যার, যাদের বয়স সীমা পার হয়ে গেছে তাদের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকার স্ব-নির্ভর প্রকল্প এবং কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত স্ব-নির্ভর প্রকল্প নিয়েছেন এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধান করা হবে। দ্বিতীয়তঃ যাদের চাকুরীর বয়স সীমা অতিক্রম করেছে তাদের চাকুরী দেবার জন্য রাজ্য সরকার একটি কমিটি গঠন করেছেন। সেই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে যাদের বয়স সীমা পার হয়ে গেছে, যারা ভিকটিমাইজ তাদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা হবে। আমি আগেই বলেছি যে, সরকারী চাকুরীর শতকরা ২০ ভাগ এই বয়স সীমা যাদের অতিক্রম

করেছে তাদের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে। স্যার, এই সমস্ত যে ব্যবস্থা আমরা করেছি সেই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে নিয়োগ করা হবে। সেটাকে আন্তরিকতার সঙ্গে, বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করব। তাছাড়া এস, আর, ই, পি,—এন, আর, ই, পি—আর, এল, ই, জি, পি, ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে যে সমস্ত অঞ্চল অত্যন্ত অনগ্রসর। যে সমস্ত অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী দরিদ্র সীমার নীচে মানুষ বসবাস করে সেই সমস্ত অঞ্চলে এই ধরণের কর্মসূচী ব্যাপকভাবে আমরা শুরু করেছি। যারা শিক্ষিত বেকার, যারা অর্ধশিক্ষিত বেকার তাদের কথাই একমাত্র ভাবলে চলবে না। গ্রামের যারা শত শত বেকার কিছু করে খেতে চায়, শিল্পের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন কর্মসূচীতে যারা কাজ করবে, সেই সমস্ত বেকারদের জন্য ঋণমেলা থেকে ব্যাংকের লোন ব্যাপক এবং দ্রুতভাবে দেওয়ার লক্ষ্য আমরা গ্রহণ করেছি। ইতিমধ্যে সরকার ১৯ হাজার লোককে ঋণ দিয়েছেন এবং আগামী ১৫ই আগষ্টের মধ্যে আরও এক লক্ষ লোককে ঋণ দিয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করবেন। শুধু তাই নয়, সেচ প্রকল্প যেগুলি সম্পূর্ণ হয় নি, এইগুলিতে শুধু টাকা ব্যয় হয়েছে। কিন্তু এক ফোঁটা জল কৃষকের কাছে যায় নি। সেগুলিকে সম্পূর্ণ করে নুতন নুতন কৃষি ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে চাই। ইতিমধ্যে আমি দিল্লীতে কৃষি মন্ত্রনালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে ষ্টেট ফার্ম কর্পোরেশন থেকে একট চিঠি পেয়েছি যে এখানে একটা বড় ধরণের মেকানাইজড এবং মডানাইজড ফার্ম করার কথা বলেছেন। সেখানেও প্রায় ২ | ৩ হাজার বেকারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কাজের সুযোগ পাবেন।

এছাড়াও শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছি। ইতিমধ্যে আনারস যে শিল্পটা হয়েছে, এর ফলে যারা আনারস চাষী আছেন এবং যারা চাষী নয় সেই সমস্ত বেকাররাও অনুপ্রাণিত হয়েছে। রাবার চাষেরও আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। এছাড়া ফলের বাগান এবং কাজুবাদাম ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা সমস্যার সমাধান করতে চাই। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে আমরা আগেই বলেছি যে সমস্ত খালি পদ রয়েছে সেই সমস্ত পূরণ করার উদ্যোগ নিচ্ছি। আমরা জানি বিগত দিনে যদি সঠিক নীতি অনুসরণ করা হত তাহলে সত্যিকার যারা প্রায়রিটি বেসিসে পাওয়ার কথা ছিল তারা পেত এবং এ রাজ্যে বেকারদের মনে একটা আশা জাগত। এই সমস্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে এই সমস্ত বিষয়ের আমরা সমাধান করতে চাই। এই কথা বলেই আজকে এই রিজলিউশনকে গ্রহণ করার আবেদন রেখে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায় মহোদয়ের উৎথাপিত রিজোলিউশনটির উপর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রী রসিক লাল রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রিজোলিউশনটি হল 'এই বিধানসভা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করছে যে, ত্রিপুরার শ্রমজীবি মেহনতী গরীব জনসাধারণ বিশেষ করে চাকুরীর

বয়স সীমা অতিক্রান্ত বেকার যুবক যারা চাকুরী, বেকার লোন, ব্যাঙ্ক লোন স্ব-নির্ভর প্রকল্প রাজ্য ও কেন্দ্রীয়) হইতে এখনও বঞ্চিত তাদেরকে চাকুরী, বেকার লোন, ব্যাঙ্ক লোন ইত্যাদি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেওয়া হউক"। স্যার, আমরা এই রিজোলিউশনটি সরকার যাতে অনুমোদন করেন এবং মাননীয় সদস্যরা যাতে এটাকে সমর্থন করে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের স্বার্থে তার জন্য আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি রিজোলিউশনটি ভোটে দিচ্ছি। রিজোলিউশনটি হল "এই বিধানসভা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করছেন যে ত্রিপুরার শ্রমজীবি মেহনতী গরীব জনসাধারণ বিশেষ করে চাকুরীর বয়স সীমা অতিক্রান্ত বেকার যুবক যারা চাকুরী, বেকার লোন, ব্যাঙ্ক লোন (স্ব-নির্ভর প্রকল্প রাজ্য ও কেন্দ্রীয়) হইতে এখনও বঞ্চিত তাদেরকে চাকুরী, বেকার লোন, ব্যাঙ্ক লোন ইত্যাদি অগ্রধিকার ভিত্তিতে দেওয়া হউক"।

(রিজোলিউশনটি সভার ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

আমাদের অধিবেশনের আজকে শেষ দিন ...

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি একটু বক্তব্য রাখব। আমাদের এই বাজেট অধিবেশন গত ৮ তারিখ থেকে ২১ তারিখ পর্য্যন্ত সুনিপুন ভাবে আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এবং মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় করেছেন এবং হাউসের কাজে সহযোগিতা করেছেন সেজন্য আমি এই হাউসের তরফ থেকে তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি (হাততালি) এবং এই হাউসের মাননীয় সদস্য যারা হাউসের কাজে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— আজকে অধিবেশনের শেষ দিন। আপনারা এই বিধানসভা পরিচালনার জন্য আমাকে যে ভাবে সহযোগিতা করেছেন সেজন্য আমি আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। যদিও হাউসে এখন বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা উপস্থিত নাই। তবু আমি যখন হাউস পরিচালনা করি তখন আমি সবাইকে সম দৃষ্টি নিয়েই দেখি তাই আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখছি আমার কাজে সহযোগিতা করার জন্য আমার অভিনন্দটুকু তাঁদের কাছে পৌছে দেবেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের হাউসে আমি দেখেছি অনেক সময় তাদের বিভিন্ন কারণে তাদের হাউস এডজোর্ন রাখতে হয় কিন্তু ত্রিপুরার রাজ্যের এই হাউস এক দিনের জন্যও এডজোর্ন রাখতে হয়নি। সেজন্যও আমি আপনাদের সকলকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই হাউস অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 49

Name of Member ;— Shir Amal Mallik, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state :—

১। বাইখোরা বাজারে পশ্চিম চবকবাই গাঁও পঞ্চায়েতের বেকার যুবকদের জন্য কোন ষ্টল আছে কি না ;

২। থাকিলে ঐ ষ্টলগুলি বেকারদের মধ্যে বিতরণের ব্যাপারে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নীতি আছে কি না ;

৩। থাকিলে তাহার বিবরণ ?

৪। ইহা কি সত্য ঐ সকল ষ্টলগুলি কেউ বেআইনী ভাবে দখল করে আছে এবং ;

৫। সত্য হইলে ঐগুলি মুক্ত করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Sri Nagendra Jamatia)

উত্তর :—

১। আছে।

২। আছে।

৩। সরকারী নির্দেশ অনুসরে বাজার ষ্টল, শেড হল ইত্যাদি নির্মাণের পর গাঁও প্রধানকে হস্তান্তর করা হইবে। পরে স্থানীয় পঞ্চায়েতের রিজলিউশানের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত কর্তৃক ব্যবহার কারীদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে।

৪। না।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 92

Name of the Member :— Shri Nakul Das, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। রাজ্যে বর্তমান মন্ত্রী ও বিধায়কদের নিরাপত্তার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ; এবং

২। বিধায়কদের পুলিশ এসকর্ট দেওয়ার কোন বিধি আছে কি না ?

ANSWER

Name of the Minister : – Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister. Tripura.

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর : প্রয়োজন ভিত্তিক সাদা পোষাকের পুলিশ কর্মী এবং সশস্ত্র পুলিশ কর্মী নিরাপত্তার জন্য নিয়োগ করা হয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 121

Name of the Member :— Sri Amal Mallik, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister, Incharge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্র: ১। বিলোনীয়া মহকুমায় মাছের পোনা উৎপাদনের সরকারী কোন ব্যবস্থা আছে কি না,

প্র: ২। না থাকলে সরকার উক্ত মহকুমায় মাছের পোনা উৎপাদনে কোন ব্যবস্থা নেবেন কি না,

প্র: ৩। নিলে কবে থেকে কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

উঃ (১) (২) ও (৩)

মৎস্য দপ্তরের Scheme অনুসারে সরকারী, কো-অপারেটিভ ও বেসরকারী পর্যায়ে মাছের পোনা উৎপাদনের ব্যবস্থা বিলোনীয়া সহ সকল মহকুমায় আছে।

সরকারী পর্যায়ে বিলোনীয়া মহকুমায় ২টি Fish Seed Production Farm-এর কাজ শুরু হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 146

Name of the Members :— 1. Shri Tarani Deb Barma, M.L.A.
2. Shri Sukumar Barman, M.L.A.
3. Shri Bidya Ch. Deb Barma, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি ঠিক যে, তাজা গ্রেনেড, বোলেট ও বাংলাদেশী ঔষধ সহকারে মল্লিকা দেববর্মা নামে জনৈক টি. এন, ভি সদস্যা সম্প্রতি আসাম রাইফেল এর হাতে ধরা পড়েছে ;

ক) সত্য হলে মল্লিকা দেববর্মা বর্তমানে কোথায় এবং কি অবস্থায় আছেন ;

খ) ইহাও কি সত্য যে মল্লিকা দেববর্মা টি ইউ জে-এস এর ছাত্র সংগঠন টি-এস-এফ এর সক্রিয় সদস্যা ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister Tripura.

ইহা সত্য নহে যে—

শ্রীমতি মল্লিকা দেববর্মা একজন টি-এন-ভি সদস্যা।

প্রকৃত ঘটনা এইরূপ যে, গত ১৯-৫-৮৮ তারিখ বেলা প্রায় ৮ ঘটিকার সময় শ্রীমতি মল্লিকা দেববর্মা পিতা বৃদ্ধ দেববর্মা ওরফে বুধিরা গ্রাম বলরাম ঠাকুর পাড়া থানা—জিরানীয়া তাহার বাড়ী হইতে ২০০/৩০০ গজ দূরে চাম্পারাইছড়া হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করার জন্য যান। যখন তিনি কুপ হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করিতেছিলেন ঠিক সে সময় এক অপরিচিত উপজাতি যুবক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে জাঙ্গালিয়া পাড়ার রাস্তা দেখাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানায়। প্রথমে তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। বার বার তাহাকে অনুরোধ করার পর তিনি যুবকটির সাথে জাঙ্গালিয়া পাড়ার রাস্তা দেখাইবার উদ্দেশ্যে কিছু পথ অগ্রসর হন। অপরিচিত উপজাতি যুবকটির সাথে একটি ব্যাগ ছিল। কিছু পথ চলার পর উপজাতি যুবকটি শ্রীমতি মল্লিকা দেববর্মাকে ব্যাগটি কিছুক্ষণের জন্য দেয়। সে সময় তিনজন আসাম রাইফেলের জোয়ান তথায় উপস্থিত হয় এবং তাহাদের পরিচয় ছিন্দিতে জিজ্ঞাসাবাদ করে যুবকটি পলাইয়া যাইতে সক্ষম হয়। কিন্তু জোয়ানগণ শ্রীমতি মল্লিকা দেববর্মাকে আটক করে ব্যাগটি তল্লাসী করে ১টি গ্রেনেড, ১টি ডিটেনেটরসহ এবং ৫ রাউণ্ড এস-এল-আর এর গোলা বারুদ ও কিছু বাংলাদেশীয় ঔষধ উদ্ধার করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জিরানীয়া থানায় একটি মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয় এবং ঐদিনই শ্রীমতি মল্লিকা দেববর্মাকে জিরানীয়া থানা হইতে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

ক) শ্রীমতি মল্লিকা দেববর্মা বর্তমানে জিরানীয়া থানার অন্তর্গত বলরাম ঠাকুর পাড়ায় তাহার নিজ বাড়ীতে বসবাস করিতেছেন।

খ) ইহা সত্য নহে যে শ্রীমতি দেববর্মা টি ইউ জে-এস এর ছাত্র সংগঠন টি-এস-এফ এর একজন সদস্যা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 172

Name of Member :— Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department

be pleased to State :—

১। বিলোনীয়া মহকুমার শান্তিরবাজার শেডগুলির লোহার সমস্ত খুঁটিগুলির গোড়া নষ্ট হয়ে ঘরগুলি বিপজ্জনক অবস্থায় আছে ; এটা সরকারের জানা আছে কি না।

২। জানা থাকলে ঐ শেডগুলির খুঁটির পরিবর্তন করে প্রয়োজনীয় সংস্কার করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না।

৩। থাকলে কবে নাগাদ তা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Nagendra Jamatia)

১। জানা আছে।

২। আছে।

৩। ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় আর্থিক মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে এবং শীঘ্রই কাজ হাতে নেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 191

Name of the Member :— Shri Gouri Sanker Reang, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে আইনতঃ নিষিদ্ধ থাকা সত্বেও রাজ্যের সমস্ত সিনেমা হলগুলিতে Show চলাকালীন সময়ে ব্যাপক হারে ধুমপান চলে ;

২। যদি সত্য হয় তবে তা বন্ধ করার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি ; এবং

৩। যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ তা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। ব্যাপক হারে নয় তবে ধুমপান চলে।

২। পুলিশ সময়ে সময়ে সিনেমা হলগুলি পরিদর্শন করে এবং সিনেমা হলে ধুমপায়ীদের ধরে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO, 214

Name of Member :— Shri Samar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৮৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার সরকারী কৃষি খামার ও কলের বাগানগুলিতে কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্থায়ী শ্রমিকের মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং দৈনিক ২ টাকা করে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি করেছিলেন।

২। ইহা কি সত্য যে বর্তমান সরকার গত ১১ই এপ্রিল একটি নির্দেশ নামায় বর্ধিত হারে মজুরীর পূর্বেকার সরকারী সিদ্ধান্তটি বাতিল করে দিয়েছেন ;

৩। সত্য হলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি বাতিল করার কারণ কি ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Nagendra Jamatia)

১। না।

২। ইহা সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 215

Name of the Member :—Shri Samar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে গত ২৪শে মে রাত্রে সদরের লেম্বুছড়া এলাকা থেকে মলিন দাস, উৎপল চক্রবর্ত্তী এবং সুরেন্দ্র দাসকে সিধাই থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ;

২। সত্য হলে তাদের গ্রেপ্তারের কারণ কি ; এবং

৩। ইহা কি সত্য যে গ্রেপ্তারের পর থানায় তাদের আটক রেখে প্রচণ্ড মারপিট করা হয় এবং পরদিন বিনাশর্তে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman; Home Minister, Tripura.

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।
৩। প্রশ্ন উঠে না।

ASSEMBLY STARRED QUESTION NO. 330 (Admitted No 216)

Name of the Member :— Sri Samar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ক) সরকার অবগত আছেন কি গত ২১শে এপ্রিল ১৯৮৮ইং সাব্রুমের শ্রীনগরে সাধন ভৌমিক, আশুতোষ মজুমদার এবং নেপাল দাস নামক যুবকগণ আনুমানিক রাত ৮টায় রামদা, কোচ. ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত দুর্বৃত্তদের হাতে আক্রান্ত হয়েছে এবং সাধন ভৌমিক গুরুতর আহত হয়েছে ; এবং

২। ইহাও কি অবগত আছেন যে মনুবাজার থানায় প্রত্যক্ষ দর্শীদের সাক্ষ্য দিয়ে আসামীদের নামসহ অভিযোগ করা সত্বেও উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

৩। অবগত থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman. Home Minister.

১। ইহা সত্য নহে যে গত ২১ | ৪ | ৮৮ তারিখ সাব্রুমের শ্রীনগরে শ্রী আশুতোষ মজুমদার ও শ্রী নেপাল দাস দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। তবে ঘটনাটি এইরূপ যে, মনুবাজার থানার অন্তর্গত শ্রীনগর অধিবাসী শ্রী সাধন ভৌমিক, পিতা জগদীশ ভৌমিক গত ২১ | ৪ | ৮৮ তারিখ রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় জনৈক শ্রী রাজু সূত্রধর এবং আরও ১১ ব্যক্তি দ্বারা আক্রান্ত হন এবং সামান্য আহত হয়ে কিছু সময়ের জন্য জ্ঞান হারাইয়ে ফেলেন।

২। ইহা সত্য নহে।

৩। মনুবাজার থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮ | ১৪৯ | ৪৪৮ | ৪২৯—৩২৫ ধারায় ১০(৪) ৮৮ নং মোকদ্দমা নথীভুক্ত করা হয়। FIR এ বর্ণিত ১২ ব্যক্তিকে পুলিশ ২৯ | ৪ | ৮৮ তারিখ গ্রেপ্তার করে। পরে FIR এ বর্ণিত ৬ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮ | ১৪৯ | ৪৪৮ | ৩২৩ ধারায় চার্জ সীট দাখিল করা হয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 227

Name of the Members :— Shri Diba Chandra Hrangkhawl,
Shri Gopal Chandra Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরার Border Wing Home Guard কর্মচারীরা এখনও No Work No Pay অবস্থায় রয়েছে ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে উক্ত Border Wing Home Guard কর্মচারীদেরকে Regularise করার জন্য সরকার কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কি ;

৩। নিয়ে থাকলে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister : — Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister. Tripura.

১। হ্যাঁ।

২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর :— Border Wing Home Guard-এর কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকারের Scheme-এর অধীন কিন্তু তাহারা নিয়মিত বেতনভুক্ত সরকারী কর্মচারী নহে। তাহাদের Regularisation-এর বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 255

Name of Member ;— Shri Sukumar Barman,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রঃ ১। সোনামুড়া মহকুমার রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু সমবায় সমিতি বর্তমানে নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে,

প্রঃ ২। না হলে, তার কারণ ;

প্রঃ ৩। রুদ্রসাগরে যেসব মাছ ধরা হয়, সেই মাছ বিক্রয় বিলি বণ্টন কি পদ্ধতিতে হয়,

প্রঃ ৪। ৫ই ফেব্রুয়ারী ৮৮ থেকে ১৫ই জুন ৮৮ পর্য্যন্ত কত টাকার মাছ ধরা হয়েছে তার হিসাব ?

(উত্তর)

উঃ ১। সোনামুড়ার রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু সমবায় সমিতি নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে ;

উঃ ২। প্রশ্ন উঠে না।

উঃ ৩। রুদ্রসাগরের ধৃত মাছ বিক্রয় বিলি বণ্টনের পদ্ধতি বর্তমানে নিম্নরূপ :—

ক) সমিতির সদস্য সমিতির নিকট হইতে টিকিট ক্রয় করে নিজস্ব জাল দিয়ে মাছ ধরে বাজার দরে বিক্রয় করে ;

খ) জাক বেড় দিয়ে যে সমস্ত মাছ ধরা হয় সেই মাছ সমিতির প্রতিনিধির ও জেলেদের (সদস্য) উপস্থিতিতে বাজার দরে বিক্রয় হয়।

উঃ ৪। ৫ ফেব্রুয়ারী ৮৮ থেকে ১৫ জুন ৮৮ পর্য্যন্ত ৮৪০ টাকার মাছ ধরা হয়েছে। হিসাব নিম্নরূপ :—

পোনা মাছ— ৫৬ কেজি:— ৮৪০ টাকা,

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 256.

Name of the Member :— Shri Sukumar Barman,

Sub :— Regarding moveable and immoval properties of Rudrasagar Udbastu Samabya Samity.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন : ১। ১৯৮৫ সালে সোনামুড়া মহকুমায় রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি কি ছিল ;

প্রশ্ন : ২। বর্তমানে ঐসব সম্পত্তি সমবায় সমিতির হাতে আছে কি ?

(উত্তর)

উঃ (১) ও (২) :—মৎস্য দপ্তর কর্তৃক সংগৃহিত সোনামুড়ায় রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তথ্য থেকে জানা যায় যে মোট ২০৬১'৩২ একর জলাভূমি ও বসতভূমি, আনন্দ বাজার নামে ১টি বাজার, ৩টি পুষ্করিনী এবং ১টি অফিস-কাম-গোডাউন স্থাবর সম্পত্তি হিসাবে এবং অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে ১টি ট্রাক, ২৩টি নৌকা, ২টি পাম্প, কিছু অফিসের আসবাব, কিছু

ছেঁড়া বেড়জাল ছাড়াও সমিতির হাতে বিভিন্ন খাতে ৫,৮০,৪৯৫'২৮ টাকা ও বিভিন্ন ভাবে প্রাপ্য ৪,০৭,১২৬'৬২ টাকা।

ঐ সকল তথ্য Statement আকারে দেওয়া হইল।

যেহেতু রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির নিজস্ব সম্পত্তি সেইহেতু বিস্তারিত তথ্য জানতে হলে Revenue ও Co-operative Department কে পৃথক পৃথক ভাবে প্রশ্ন করে জানতে পারেন।

তথ্য অনুসারে বিস্তারিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :—

স্থাবর সম্পত্তি		অস্থাবর সম্পত্তি	
১। মোট জমির পরিমাণ—	২০৬১'৩২ একর	১। ট্রাক—	১টা
ক) বাড়ী ঘরের জমির পরিমাণ—	৯২ ৯০ একর	২। নৌকা—	২৩টা ভাঙ্গা
খ) বর্ষাকালে জলার পরিমাণ —	১৯৬৮'৪২ একর	৩। পাম্প —	২টি
গ) গ্রীষ্মকালে জলাশয়ের পরিমাণ —	৩৬৪'৬১ একর	৪। বেড় জাল—	কয়েকটি ছেড়া
ঘ) সুদিনে বোরো ধানের জমির পরিমাণ—	১৬৯৬ ৭১ একর	৫। অফিসের আসবাব—	কিছু সংখ্যক
ঙ) এই জলাশয় Capture Fishery হিসাবে ব্যবহৃত হয়		৬। হাতে ক্যাশ টাকা—	টাঃ ৩৫,২০৪'৬১
২। আনন্দবাজার নামে বাজার —	১টি	৭। ব্যাঙ্কে ক্যাশ টাকা —	টাঃ ১৮৪,২৪৬ ৪১
৩। পুষ্করিণী —	৩টি	৮। সাসপেন্স একাউন্ট —	টাঃ ৫৭৬'০০
৪। অফিস-কাম-গোডাউন —	১টি	৯। সিকিউরিটি ডিপোজিট	টাঃ ৮৬৯ ০০
		১০। সেয়ার ইন্‌ভেসটমেন্ট -	টাঃ ৮,৫৫০'০০
		১১। সনাড্রি ডেবেটরস —	টাঃ ৩,২২৩'৭৫
		১২। জায়গার মূল্য —	টাঃ ৬৪,৫৬৪'৫১
		১৩। ডেড্ ষ্টক—	টাঃ ১৩,৭২৩'০০
		১৪। ব্যাঙ্ক থেকে সুদ প্রাপ্ত—	টাঃ ১৯,৬৮৮ ০০
		১৫। ট্রাক হতে আয়—	টাঃ ৫০,২৫০ ০০
		মোট—	টাঃ ৫,৮০,৪৯৫'২৮

স্থাবর সম্পত্তি	অস্থাবর সম্পত্তি	
	পাওনার টাকা	
	১৬। সাময়িক ঋণ –	টা: ২,৬২৬ ১৭
	১৭। সাময়িক অগ্রিম দেওয়া হয় –	টা: ৮২,১৯৩ ৯১
	১৮। পি, সি, দাসের নিকট পাওনা	টা: ১২,২১৮ ০৫
	১৯। খেয়া ভাড়া প্রাপ্য—	টা ১,১৪,২০৩ ৭৫
	২০। আনন্দ বাজারের ভাড়া প্রাপ্য	টা: ১০,৭৮৭ ০০
	২১। পূজায় অগ্রিম দেও –	টা: ১,৪০২.০০
	২২। জমির খাজনা প্রাপ্য –	টা: ৯৮,৩০৫ ১৫
	২৩। সদস্যদের নিকট সুদ প্রাপ্য –	টা ৯,৪২৫ ০০
	২৪। জমির ভাড়া প্রাপ্য—	টা: ৯,৪৯০ ০০
	২৫ ইলেক্ট্রিকের টাকা প্রাপ্য –	টা: ৫৬৬.০০
	২৬। ডিভিডেণ্ড সেয়ার—	টা: ৪০.০০
	মোট—	টা: ৪,০৭,২২৬.৬২

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 264

Name of the Members :— Shri Sunil Choudhury &
Shri Keshab Majumder,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য গত ২রা মে সাব্রুম মহকুমার চালিতাছড়ির বাসিন্দা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির শাখা সম্পাদক সুজিত ঘোষ দুষ্কৃতকারীদের হাতে নৃশংসভাবে আক্রান্ত হয়ে পরদিন সাব্রুম হাসপাতালে মারা যান ;

২। সত্য হলে হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ;

ANSWER

Name of the Minister : – Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। গত ২-৫-৮৮ইং তারিখ আনুমানিক ৯-৩০ মিঃ সময় মনুবাজার থানার অন্তর্গত চালিতাছড়ির অধিবাসী শ্রী সুজিত ঘোষ পিতা মৃত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা আক্রান্ত হন এবং গত ৩-৫-৮৮ইং তারিখ তিনি আগরতলা জি-বি হাসপাতালে মারা যান। (তিনি একজন সি-পি-আই [এম] এর সমর্থক ছিলেন।

২। মৃত ব্যক্তির মাতা শ্রীমতি মধুবালা ঘোষের অভিযোগমূলে মনুবাজার থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮ | ১৪৮ | ৩২৫ | ৪৪১ | ৩০২ ধারায় ১ (৫) ৮৮ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। তদন্তকালে পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেন। পরে অপর চার ব্যক্তি কোর্টে আত্মসমর্পন করেন।

মোকদ্দমাটি তদন্তাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 280

Name of Member :— Shri Sobodh Chandra Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। ধর্মনগরের গঙ্গানগর গ্রামে কৃষি বিভাগের উপ-অধিকর্তা এবং এগ্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস ঘর নির্মাণের কাজ ১৯৮৮ ৮৯ইং সনে শুরু হবে কি না ;

২। হলে কবে কাজ শুরু হবে, এবং

২। যদি না করা হয় তবে তার কারণ কি ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Nagendra Jamatia)

১। ইহা সরকারের পুনর্বিবেচনাধীন আছে।

২। এখনই বলা সম্ভব নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

(Questions & Answers)

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 287

Name of the Member :— Sri Diba Chandra Hrangkhawl,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে কৃষিক্ষেত্রে উন্নতিকল্পে উত্তর ত্রিপুরার ছামনু টি.ডি ব্লকাধীন ধূমাছড়ায় এবং কাঠালছড়ায় এগ্রিকালচার সব-সেন্টার খোলার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ;

২। যদি থাকে তাহা হইলে কবে নাগাদ উক্ত কাজটি আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

৩। যদি ঐরূপ পরিকল্পনা না থাকে তবে তাহার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Sri Nagendra Jamatia)

১। ধূমাছড়া ও কাঁঠালছড়ায় কৃষি বীজাগার থাকায় উক্ত স্থানে সাব-সেন্টার খোলার কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 288

Name of Member :— Sri Dieba Chandra Hrangkhawl

Will the Hou'ble Ministe-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরায় প্রত্যেক ব্লকে Agriculture Sub-Committee আছে ;

২। যদি Sub-Committee থাকে ; তাহা হইলে ঐ Sub-Committee গুলির প্রত্যেকটিতে কতজন করে সদস্য থাকেন :

৩। ঐ Agriculture Sub-Committee গুলিকে Re-constitute করা হয়েছে কি ?

৪। যদি Re-constitute না করা হয়ে থাকে তাহা হইলে তার কারণ কি ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Sri Nagandra Jamatia)

উত্তর : -

১। আছে।

২। Agriculture Sub-Committee-র সদস্য সংখ্যা সাধারণতঃ ৬ হইতে ১২ জন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

৩। না।

৪। Agriculture Sub-Committee গুলি এক্ষনই পুনর্গঠনের প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 291

Name of the Member :—Shri Fayzur Rahaman,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ইং হইতে ২০শে জুন ১৯৮৮ ইং পর্যান্ত সারা রাজ্যে মোট কয়টি চুরি, কয়টি ডাকাতি কয়টি নারী ধর্ষন, কয়টি খুন হয়েছে আলাদা হিসাব ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister Tripura.

১। ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ইং থেকে ২০শে জুন ১৯৮৮ ইং পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে চুরি, ডাকাতি, নারী ধর্ষন ও খুনের আলাদা আলাদা হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হল :—

১। চুরি — ৪৮১টি।

২। ডাকাতি— ২২টি।

৩। ধর্ষন — ১৭টি।

৪। খুন— ৩৯টি।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 296

Name of the Members : — Shri Sushil Kr. Chakma,
Shri Amal Malick,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state : —

১। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ইং হতে ৩০শে জুন ১৯৮৮ ইং পর্য্যন্ত সমগ্র রাজ্যে টি-এন-ভি উগ্রপন্থীদের হামলায় মোট কতজন মহিলা স্বামী ও সন্তানহারা হয়েছেন তাহার হিসাব ;

২। যে সমস্ত মহিলা স্বামী ও সন্তানহারা হয়েছেন তাহাদের পরিবারবর্গকে কিরূপ সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে তাহার বিবরণ ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। ২ [দুই] জন।

২। সংশ্লিষ্ট দুই পরিবারকে মোট ১৫,০০০.০০ (১০,০০০.০০ + ৫০০০.০০) টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 299.

Name of the Member :— Shri Keshab Majumder,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে দক্ষিণ ত্রিপুরা মধ্য পিলাকের উপ প্রধান শ্রী সূর্য্যকুমার ত্রিপুরা এবং হরিমোহন ত্রিপুরাকে মিথ্যা অভিযোগে গত ১৪ই মে ১৯৮৮ ইং বাইখোরা থানা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ;

২। ইহা কি সত্য যে থানা custody-তে পুলিশ সূর্য্যকুমার ত্রিপুরাকে অমানুষিক মারধর করার ফলে তিনি মারাত্মক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তার হাতের চারটি আঙ্গুলের হাড় ভেঙে যায় ;

৩। ইহা কি সত্য পুলিশ হেপাজতে হরিমোহন ত্রিপুরাকে অমানুষিক অত্যাচার ও ইলেকট্রিক শক দেয়া হয়।

৪। যদি সত্য হয় তবে বে-আইনী কাজ করার জন্য দোষী পুলিশদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :- -Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। একটি সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই শ্রী সূর্য্যকুমার ত্রিপুরা এবং হরিমোহন ত্রিপুরাকে বাইখোরা থানার পুলিশ গত ১৪-৫-৮৮ ইং তারিখ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮ | ৩০৭ | ৫০৬

এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারায় গ্রেপ্তার করিয়াছে। কাজেই কোন মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাদের গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনা সত্য নহে।

২। ইহা সত্য নহে।

৩। ইহা সত্য নহে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 301

Name of Member :— Shri Makhanlal Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য গত ২৪শে মে ১৯৮৮ ইং রাত্রে সিধাই থানার পুলিশ লেম্বুছড়া এলাকা থেকে মলিন দাস, উৎপল চক্রবর্ত্তী ও ৬০ বছর বয়স্ক হরেন্দ্র দাসকে গ্রেপ্তার করে এনে থানায় অমানুষিক মারপিট ও অত্যাচার করেছে;

২। সত্য হলে Police custody-তে মারপিটের জন্য দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 302

Name of Member ;— Shri Keshab Majumder,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে গত ১১ই জুন রাত ২টায় বিলোনীয়ার বাইখোরা থানার পুলিশ সাক্রমের কলাছরি গ্রামে সি-পি-আই [এম] নেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী পিতা মতহরি চৌধুরী বাড়ীতে হানা দিয়েছিল ;

২। যদি সত্য হয় জীতেন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে কি অভিযোগে পুলিশ তাহার বাড়ীতে গিয়েছিল ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman. Home Minister, Tripura.

১। ইহা সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 303

Name of the Member : - Shri Sunil Kr. Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। সরকার অবগত আছেন কি গত ১৩ই জুন থেকে সাব্রুম মহকুমার সাতচাঁন্দ বাজার, মাগুর-ছড়া, কলাছড়ি প্রভৃতি এলাকায় কিছু সংখ্যক সশস্ত্র দুর্বৃত্ত সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে ;

২। সাব্রুম বাজারে ১৪ই জুন প্রদীপ কর, দুলাল সাহা এবং রতি রায়ের দোকান ভাঙ্গার ও কাপড় সেলাই মেশিন, মাইক সেট ও নগদ টাকা লুট পাট করেছে এই ঘটনা সরকার অবগত আছেন কি ;

৩। অবগত থাকলে উক্ত ঘটনাগুলিতে জড়িত দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman; Home Minister; Tripura.

১। ইহা সত্য নহে যে গত ১২—৬ ৮৮ ইং তারিখ সাব্রুম মহকুমার সাতচান্দ বাজার মাগুরছড়া, কলাছড়ি প্রভৃতি এলাকায় কিছু সংখ্যক দুর্বৃত্ত সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে।

তবে গত ১৪—৬—৮৮ ইং সন্ধ্যা অনুমান ৭টার সময় সাতচাঁন্দে দুই দলের মধ্যে হাঙ্গামা হয়। এই ঘটনায় জনৈক নিখিল দাস এবং জহরলাল নন্দী আহত হয়। তাদের মনু বাজার প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য পাঠান হয়। উক্ত ঘটনায় ২টি দোকানেরও ক্ষতি হয় বলে অভিযোগ।

২। ইহা সত্য নহে।

৩। প্রথমোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২টি মামলা মনুবাজার থানায় নথিভূক্ত করা হয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার তদন্ত চলছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 304

Name of Members :— Shri Bidhu Bhusan Malakar,
Shri Purna Mohan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be leased to state :—

১। গত ১৩ই জুন ১৯৮৮ ইং কৈলাশহরের রাঙ্গা-উটিতে স্কুলের ছাত্র সুযেন্দ্র শীল বি-এস-এফ জোয়ানের রাইফেলের গুলিতে গুরুতর আহত হয়ে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে এই ঘটনা সরকার জানেন কি ?

২। জানা থাকিলে ঘটনার বিবরণ ?

A N S W E R

Name of the Minister :—Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister. Tripura.

১ গত ১৩-৬-৮৮ ইং বেলা ১২টা ৩০ মিঃ হইতে ১ ঘটিকার মধ্যে কৈলাশহর থানাধীন রাঙ্গাউটি নিবাসী এবং টিলাবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রী সুযেন্দ্র শীল পিতা সুনীল শীল একজন বি, এস, এফ জোয়ানের এস. এল, আর থেকে অতর্কিত দুর্ঘটনাজনিত কারণে নির্গত গুলি-দ্বারা আহত হন। আহত শ্রী শীলকে প্রথমে কৈলাশহর হাসপাতালে এবং ঐ দিনই আগরতলা জি-বি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয়।

১। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে. গত ১৩-৬ ৮৮ ইং তারিখ বি-এস-এফ-এর দুইজন কনেষ্টবল সর্বশ্রী বি. এম, অধিকারী এবং প্রবোধ চন্দ্র সরকার রাঙ্গা উটি বাজার থেকে ৫০০ মিঃ দূরে কাঁয়ের বন্ধ গ্রামে পাবনী ব্রীজে প্রহরারত ছিলেন। বেলা প্রায় ১১-৩০ মিঃ এর সময় রাঙ্গা-উটি বি-ও-পির হেড কনেষ্টবল পুষ্কর সিং সেখানে ডিউটি পরিবর্তন করার জন্য আসেন। ফেরার পথে শ্রী সিং রাস্তার মধ্যে কোন চোরাচালানকারী কর্তৃক পরিত্যাক্ত একটি সাইকেল এবং একটি এক্কার দুধেরকৌটা দেখিতে পান। শ্রী সিং দুধের কৌটাটি আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার জন্য রাঙ্গাউটি বি-ও-পির উদ্দেশ্যে নিয়া যান এবং সাইকেলটি কনেষ্টবল বি-এম অধিকারী ও প্রবোধ সরকারের নিকট বি-ও-পিতে নিয়ে আসার জন্য দিয়ে আসেন।

কনেষ্টবল দুইজন যখন সাইকেলটি নিয়া রাঙ্গা উটি বি ও পির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন তখন তাহারা রাঙ্গা উটি সিনিয়র বেসিক স্কুলের নিকট আসিলে কতিপয় যুবক তাহাদের নিকট আসিয়া সাইকেলটি ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। এ যুবকদের মধ্যে রাঙ্গা উটির ১) সর্ব্বশ্রী ইসলাম খাঁন ২) তাকদির আলী, ৩ মামুদ আলীকে সনাক্ত করা গিয়াছে। বি-এস-এফ-এর কনেষ্টবলদ্বয় যুবকদের বুঝাতে চেষ্টা করে যে তাহাদের হেড কনেষ্টবলের আদেশমূলে রাঙ্গা উটি বি-ও-পির উদ্দেশ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার জন্য সাইকেলটি নিয়া যাইতেছেন ; এই ব্যাপারে বি এস এফ কনেষ্টবলদ্বয় এবং যুবকদের ঝগড়ার সৃষ্টি হয় এবং ভীড়ের মধ্যে সাইকেলটি ছিনাইয়া নিতে চেষ্টা করা হয় সেই সময়ে হেড কনেষ্টবল ঘটনাস্থলে আসেন। ইতিমধ্যে আরও লোক জমায়েত হয় এবং তাহাদের মধ্যে কিছু যুবক লাঠি এবং অন্যান্য অস্ত্রাদি নিয়া বি এস এফ এর জোয়ানদের প্রতি অশালীন ব্যবহার করিতে থাকেন। অন্য উপায় না দেখে হেড কনেষ্টবল শ্রী পুস্কর সিং কনেষ্টবল প্রবোধ সরকারকে শূন্যে গুলি ছুড়তে আদেশ করেন। ইহা শুনতে পেয়ে শ্রী সুবেন্দ্র শীল এবং অন্যান্য যুবকগণ কনেষ্টবল প্রবোধ সরকারকে ধাক্কা দিতে থাকিলে তিনি ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলেন এবং তার S. L. R.টির নজল নীচে নেমে যায় এবং অতর্কিতে গুলি নির্গত হয়ে যায়। যেহেতু শ্রী সুবেন্দ্র শীল কনেষ্টবল প্রবোধ সরকারের নিকটবর্তী ছিলেন সেইহেতু তাহার পেটে গুলি প্রবেশ করে বাহির হয়ে নিকটে দাঁড়িয়ে থাকা হেড কনেষ্টল পুস্কর সিং-এর গায়ে লাগে এবং তিনি আহত হন। আহত দুইজনকে টিলা-বাজার বি-এস-এফ আউট পোষ্টের কোম্পানী কমাণ্ডার চিকিৎসার জন্য কৈলাশহর হাস-পাতালে নিয়া যান।

এই ঘটনায় কৈলাশহর থানায় দুইটি মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়। একটি রাঙ্গা-উটির ইসলাম খাঁন পিতা রামিজ খাঁন-এর অভিযোগের মূলে রাঙ্গাউটি বি-এস-এফ এর জোয়ানদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩২৬ | ৩০৭ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৮(৫)৮৮ নথিভুক্ত করা হয় এবং অপরটি রাঙ্গাউটি বি-ও-পির বি-এস-এফ কনেষ্টবল প্রবোধ সরকারের অভিযোগমূলে শ্রী সুবেন্দ্র শী এবং অন্যান্য ৪০ | ৫০ জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮ | ১৪৯ | ২৪২ | ৩৫৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৯(৫)৮৮ নথিভুক্ত করা হয়।

উক্ত ঘটনাটি বর্ত্তমানে তদন্তাধীন আছে। বি-এস-এফ কর্তৃপক্ষও ঘটনাটি সম্পর্কে Court of enquiry নিযুক্ত করেছেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 307

Name of the Member :— Shri Fayzur Rahaman,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে গত ১৩ই জুন ১৯৮৮ ইং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিনন্দ রোয়াজা পাড়া থেকে ১০ জন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশের একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে গেছে ; এবং

২। ইহা কি সত্য যে এই সকল অপহৃত ভারতীয় নাগরিকরা নূতনবাজার থানায় সিমুয়া গ্রাম থেকে তাদের চুরি হয়ে যাওয়া গবাদি পশু খুঁজতে বিনন্দ রোয়াজা পাড়ায় গিয়েছিল ;

৩। যদি সত্য হয় তবে অপহৃত ভারতীয় নাগরিকদের উদ্ধারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

Name of the Minister : — Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister. Tripura.

১। ইহা সত্য নহে।

২। গত ১৩-৬-৮৮ ইং তারিখ নূতনবাজার থানাধীন সিমুয়া গ্রামের ১০ জন ভারতীয় নাগরিক হারিয়ে যাওয়া গরুর খোঁজে বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করিলে বাংলাদেশের বি-ডি-আর তাহাদের উত্তর ভগবানটিলা বি-এস-এফ পোষ্টের নিকটবর্তী বিনন্দ রোয়াজা পাড়ায় আটক করে।

৩। স্থানীয় পুলিশ এই অপহৃত ১০ জন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য বি-এস-এফ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানায়। বি-এস-এফ কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে বাংলাদেশের বি-ডি-আর-এর সহিত ফ্ল্যাগ মিটিং করে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বাংলাদেশের বি-ডি-আর-এর নিকট হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 308

Name of the Member :— Shri Anil Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। গত ২৭শে মে জারুল বাচাইর কৃষক নেতা অনাথবন্ধু সাহা কতিপয় আক্রমণকারীর হাতে মারাত্মকভাবে প্রহৃত হন সরকার এই তথ্য জানেন কি ;

২। জানা থাকলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কি না?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। গত ২৭শে মে জারুল বাচাই গ্রামের মৃত চন্দ্রকুমার সাহার পুত্র অনাথবন্ধু সাহা কতিপয় লোকের দ্বারা প্রহৃত হন।

২। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে টাকারজলা থানায় এফ-আই-আর-এ বর্ণিত অভিযুক্ত সর্ব্বশ্রী শ্যামল সরকার এবং মতিলাল সরকারের বিরুদ্ধে টাকারজলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮ | ৩২৫ | ৩৪ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬(৫)৮৮ শ্রী অনাথবন্ধু সরকারের অভিযোগমূলে নথিভুক্ত করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যাহারা বর্তমানে গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য পলাতক আছে, তাহাদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করা হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 309

Name of the Member :—Shri Matilal Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। গত ৭ই জুন সদর মহকুমার গাবর্দ্দি গ্রামের ৭৫ বছরের বৃদ্ধ মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির প্রবীন নেতা একদল দুস্কৃতকারীর হাতে মারাত্মক ভাবে প্রহৃত হন সরকার অবগত আছেন কি;

২। অবগত থাকলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি না?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister Tripura.

১। গত ৭-৬-৮৮ ইং বেলা ৪-৩০ মিঃ এর সময় সদর মহকুমার গাবর্দি গ্রামের শ্রী গুরুধন দেবনাথ [৭০ বৎসর] পিতা মৃত প্যায়ারী মোহন দেবনাথ যখন গাবর্দ্দি বাজার হইতে ফিরিতেছিলেন তখন টাকারজলা থানাধীন হরিকান্তপাড়া গ্রামের শ্রী শঙ্কর দাস, পিতা মৃত ভুবন দাস এবং শ্রী ভূপেশ গুপ্ত পিতা মৃত গুরু গুপ্ত তাহাকে কিল, ঘুষি এবং গাছের ডাল দ্বারা আঘাত করে ফলে তিনি আহত হন। এই আঘাতজনিত কারণে তাহাকে আগরতলা বি-থি হাসপাতালে গত ৮-৬-৮৮ ইং তারিখ শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হয়।

২। টাকারজলা থানায় এফ-আই-আর-এ বর্ণিত উপরিউক্ত দুই ব্যক্তি যথা শ্রী শঙ্কর দাস এবং শ্রী ভূপেন্দ্র গুপ্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১ | ৩২৫ ধারায় মোকর্দ্দমা নং ২(৭)৮৮ নথিভুক্ত করা হয় এবং তাহাদিগকে গত ৯-৭-৮৮ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 310

Name of the Members :— Shri Matilal Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Home Department be pleased to state :—

১। গত ৩০শে মে ১৯৮৮ সদরের ব্রজপুর গ্রাম নিবাসী মৎসজীবি নারায়ণ সরকারকে একদল দুর্বৃত্ত প্রচণ্ড মারধোর করে এবং নারায়ণ সরকারের কাছে দুর্বৃত্তগণ ৫০০০ টাকা দাবী করে ইহা সরকার অবগত আছেন কি ;

২। ইহাও সরকার অবগত আছেন কি নারায়ণ সরকারের বাবা রূপচাঁদ সরকার প্রতিবাদ করিলে তাহাকে মারধোর করা হয় এবং

৩। অবগত থাকিলে দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। গত ৩০-৫-৮৮ ইং সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ এর সময় শ্রী নারায়ণ সরকার জনৈক হরি গোস্বামী কর্তৃক কিল ঘুষি দ্বারা নিগৃহিত হন।

২। ইহাও সত্য যে শ্রী নারায়ণ সরকারের পিতা শ্রী রূপচাঁদ সরকারও শ্রী হরি গোস্বামী কর্তৃক নিগৃহিত হন।

৩। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশালগড় থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১ | ৩২৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ৪০(৫)৮৮ নথিভুক্ত করে পুলিশ ঘটনায় জড়িত শ্রীহরি গোস্বামীকে গ্রেপ্তার করে। তদন্তের পর পুলিশ শ্রী হরি গোস্বামীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 299.

Name of the Member :— Shri Bidya Ch. Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। সরকার জানেন কি গত ১৩ই জুন রাত্রে গোলকপুর চা বাগানে সমরা ওরাং এর-ছেলে জগদীশ ওরাংকে একদল দুস্কৃতকারী নৃশংসভাবে খুন করে রাস্তার পাশে ফেলে রেখে যায় ;

২। জানা থাকিলে এই খুনী দুবৃত্তদের গ্রেপ্তার ও শাস্তিদানের কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। জনৈক জগদীশ ওরাং পিতা শ্রী সমরা ওরাংকে কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতকারী হত্যা করে এবং তাহার মৃতদেহ গত ১৪ ৬-৮৮ ইং তারিখ গোলকপুর চা-বাগানে পরিয়া থাকিতে দেখা যায়।

২। এই ঘটনাটি কৈলাশহর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় কতিপয় দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা নং ২০(৬)৮৮ নথিভুক্ত করা হয়। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই।

ঘটনাটি এখনও তদন্তাধীন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 313

Name of the Member :— Shri Anil Sakar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। গত ১৯শে মার্চ ১৯৮৮ ইং সাব্রুমের চাতকছড়ি গ্রামের ত্রিপুরা তফসিলী জাতি সমন্বয় সমিতির বিশিষ্টকর্মী প্রভাত দাসকে খুন করে মৃতদেহ জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সরকার এ সংবাদ জানেন কি ;

২। জানা থাকলে খুনী দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে , এবং

৩। দুস্কৃতকারীদের কয়জনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman; Home Minister; Tripura.

১। প্রভাত দাস কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতকারী কর্তৃক খুন হন। কিন্তু মৃত দেহটি জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা হয় ইহা সত্য নহে।

২। এই ঘটনায় সাব্রুম থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ১১(৯)৮৮ নথিভুক্ত করা হয়। বর্তমান ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

৩। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 323

Name of Member :— শ্রী ফৈজুর রহমান

Will the Hon'ble Ministe-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে গত মে মাস হইতে বর্তমান মাস পর্যান্ত সারা রাজ্যে ব্যাপক হারে গরু, মহিষ, হাঁস, মুরগী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে ?

২। সত্য হলে উক্ত পশু-পাখীগুলির সুচিকিৎসার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ?

ANSWER

Minister-in-charge Sri Nagendra Jamatia.

১। না, ইহা সত্য নহে। ব্যাপক হারে পশু পাখী বা গো-মরকের কোন সংবাদ এ বছর এখনও হয়নি।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 325

Name of the Member :— Shri Ratanlal Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্র: ১। ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি মৎস্য উৎপাদক সমবায় সমিতি আছে,

(ক) জিরানীয়া ব্লকে মোট কয়টি মৎস্য উৎপাদক সমবায় সমিতি আছে ;

উত্তর

উ: ১। ত্রিপুরা রাজ্যে মৎস্য উৎপাদক সমবায় সমিতি নামে কোন আছে বলে জানা নাই ;

(ক) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 329

Name of Member : - Anil Sarkar,

Will the Hon'ble Ministher-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। কৈলাশহর মহকুমার সিঙ্গিবিল গ্রামে ১৯ জুন ১৯৮৮ জঙ্গীরায় দেববর্মার বাড়ী ঘেরাও করে তার ছেলে অনন্ত দেববর্মাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে সরকার জানেন কি ;

২। জানা থাকলে খুনী দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১। গত ১৮-৬-৮৮ ইং তারিখ শেষ রাত্রে সংঘটিত একটি গরু চুরির আসামীকে ধাওয়া করতে গিয়ে ১৯-৬-৮৮ ইং ভোরের দিকে এলাকার V. R. পার্টিসহ ১০০ | ১২৫ জনের একটি দল কৈলাশহর থানার অন্তর্গত সিঙ্গিবিল গ্রামের জঙ্গীরায় দেববর্মার বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং তাহার ছেলে অনন্ত দেববর্মাকে গরু চুরির সঙ্গে জড়িত থাকায় বাড়ী থেকে নিয়ে যায়। পরে পুলিশ ফুলতলী এলাকা থেকে অনন্ত দেববর্মার মৃতদেহ উদ্ধার করে।

২। শ্রী জঙ্গীরায় দেববর্মার অভিযোগমূলে কৈলাশহর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮ | ১৪০ | ৪৪৮ | ৩৬৩ | ৩২৪ | ৩২৪ | ৩০২ ধারায় ২৫(৬,৮৮ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়। অভিযোগকারীর বক্তব্য অনুসারে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে FIR-এ তাদের নাম নথিভুক্ত করা হয় :—

১। শ্রী হৃষিকেশ সিং ২। শ্রী রতন সিং	ফুলতলী, থানা—কৈলাশহর।
৩। শ্রী নদীয়া মালাকার ৪। শ্রী নিবারণ মালাকার ৫। শ্রী নগেন্দ্র মালাকার	সিঙ্গিবিল, থানা—কৈলাশহর।
৬। শ্রী রাখাল নম:	জারুলতলী, থানা—কৈলাশহর।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ধৃত করার জন্য পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে কিন্তু তাহারা পলাতক বিধায় কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই।

ঘটনার তদন্ত চল্‌ছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO, 344

Name of the M.L.A. :— শ্রী রতনলাল ঘোষ।

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতটি মিল্ক প্রোডিউসার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে?

২। সবগুলোই কার্যাকর অবস্থায় আছে কি?

৩। জিরানীয়া ব্লক-এ মোট কতটা এ ধরনের কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে?

৪। মিল্ক প্রডিউসার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে সাবসিডিতে যে গো-খাদ্য দেওয়া হয়, দুগ্ধ উৎপাদকদের সাথে সাবসিডির পরিমাণ বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

A N S W E R

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Nagendra Jamatia)

১। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৯৩টি দুগ্ধ সমবায় সমিতি আছে।

২। না, সবগুলো কার্যাকর নেই।

৩। জিরানীযা ব্লকের অধীনে ১৭টি সমবায় সমিতি আছে।

৪। না বর্ত্তমানে milch ration-এর যে শতকরা ৫০ ভাগ সাবসিডি দেওয়া হয়, তার বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 353

Name of Member ;— Shri Bidhya Chandra Debbarma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে যাবজ্জীবন দণ্ড প্রাপ্ত আসামী সোনামুড়া এলাকাধীন জুমেরঢেপা গ্রামের খোকন দেবনাথ তাহার সংগী সাথীসহ এলাকাতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিতেছে;

২। যদি সত্য হয় তাহা হইলে সরকার হইতে কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে কি?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE "B"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 11

Name of Members :— Shri Samar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে বর্গাদার বা ভাগচাষীদের আইনগত অধিকার সমূহকে অবলম্বন করে বিগত বামফ্রন্ট সরকার জমি ও চাষের উন্নতির জন্য এবং ফসল বৃদ্ধির জন্য সহায়তাদানের সুনির্দিষ্ট স্কীম চালু করেছিলেন ?

২। ইহাও কি সত্য যে জমিতে রায়তি সত্ব না থাকলেও ভাগ চাষীদের ব্যাঙ্ক থেকে মূলধন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণের সুযোগও বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক সৃষ্টি করা হয়েছিল ;

৩। যদি তাহা সত্য হয়ে থাকে, তবে বর্তমান সরকার ঐ স্কীম অনুযায়ী ১৯৮৮, মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে কোন ব্লকে কতজন ভাগচাষীকে এইসব বিষয়ে উপকৃত করেছেন এবং কত পরিমাণ ঋণের যোগান কৃষকদের দেয়া হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Nagendra Jamatia)

১। ভাগ চাষী এবং বর্গাদারদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে বীজ, সার ও কীটনাশক ঔষধের মিনিকিট বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

২। ব্যাঙ্ক জাতীয়করনের পর হইতেই জমির উপর রায়তি স্বত্ব না থাকিলেও চাষী শস্য ঋণ পাওয়ার জন্য বিবেচিত হইয়া থাকেন।

৩। ১৯৮৮ ইং সনের মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে যে সংখ্যক ভাগ চাষীকে কৃষি উন্নয়ন সামগ্রী (বীজ, সার ও কীটনাশক ঔষধ) দেওয়া হইয়াছে তাহার কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

কৃষি মহকুমার নাম	কৃষি উন্নয়ন সামগ্রী প্রাপক ভাগ চাষীর সংখ্যা
১। পানিসাগর—	৫৫
২। কাঞ্চনপুর—	১০
৩। কুমারঘাট—	৩৫
৪। ছামনু—	—
৫। সালেমা—	৭৫
৬। খোয়াই—	—
৭। তেলিয়ামুড়া—	৬৭
৮। জিরানীয়া—	—
৯। মোহনপুর—	২৩
১০। বিশালগড়—	—
১১। মেলাঘর—	১০
১২। মাতারবাড়ী—	৫৬
১৩। অমরপুর—	—
১৪। গণ্ডাছড়া—	০৮
১৫। বগাফা—	—
১৬। রাজনগর—	৪০
১৭। সাতচাঁন—	—
মোট —	৩৭৯